সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠে; যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, অথচ নীতিনেত্রে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া নিরন্তর শুভাশুভ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন; কি মিত্র, কি শত্রু, তাঁহার অবমাননা করিতে, মনে মনেও কেহ সাহসী হয় না। আর যে পামর, ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আপনার কামপ্রবৃত্তিই চরিতার্থ করে, বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তি, পতিত হইলে পরে চৈতন্যলাভ করিয়া, পরিশেষে যেমন কেবলমাত্র ক্লেশই উপভোগ করে, তদ্রূপ, সেই অনবধান রাজা, শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পরে চৈতন্য পাইলেও, পরপরাভব-বেদনা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না। ফলতঃ যে রাজা শত্রুক্ষয় ও মিত্র বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী হইয়া প্রকৃত সময়ে ত্রিবর্গের ফলভোগ করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। যাহা হউক, বয়স্য! বহুকাল হইল বর্ষাকাল অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে শরৎকাল, যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিবার সময় উপস্থিত, অতএব এক্ষণে সত্বর হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির কর।

সুগ্রীব কহিলেন;— সখে! পূর্ব্বে উপকৃত হইয়া, যে অধার্ম্মিক প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তোমার অপার করুণাবলে আমার চিরাভিলষিত আশালতা ফলবতী হইয়াছে; এতকাল অসহনীয় ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করিয়া, বানরসাম্রাজ্যের উপর এখন অপ্রতিহত প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছি, তোমার

প্রিয় কার্য্য সাধনেও যদি অজ্ঞের ন্যায় অনাস্থা প্রকাশ করিব, তাহা হইলে, আমার এ ছার জীবনে আর প্রয়োজন কি ? ভবাদৃশ পরম উপকারী মহানুভাবের বিরাগভাজন হইয়া, আপাতরম্য পরিণামবিরস তুচ্ছ বিষয় সুখে অনুরাগী হওয়া কাপুরুষতা ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। বয়স্য ! আমি সংগ্রামের সমুদায় উদ্‌যোগ করিয়াছি, এই সকল কপিবরেরা পৃথিবীর যাবতীয় বানরগণকে লইয়া আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল সকলেও স্ব স্ব সৈন্যে সমাবৃত হইয়া সমর প্রতীক্ষায় পথে বর্ত্তমান, উহারা নিতান্ত ঘোরদর্শন ও সর্ব্বত্র ইচ্ছামত গমনাগমনেও সমর্থ ; কি বন, কি উপবন, কি পর্ব্বত, পৃথিবীর কোন স্থানই উহাদের অবিদিত নাই। এক্ষণে ঐ সমস্ত বিন্ধ্য-পর্ব্বতবিহারী ও সুমেরুচারী শৈলসঙ্কাশ যূথপতিগণ অসংখ্য সৈন্য লইয়া, সংগ্রামে তোমার সমভিব্যাহারে যাইবে, এবং অচিরাৎ পাপ দশাননকে বিনাশ করিয়া তোমার প্রিয়তমা জানকীরে আনয়ন করিবে।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞানুবর্ত্তী সুগ্রীব বিনয়গর্ভ বাক্যে এই রূপ কহিয়া বিরত হইলে, রাম তদীয় সাংগ্রামিক উদ্‌যোগ দেখিয়া হর্ষে প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইলেন,

এবং অপার স্নেহের সহিত বান্ধবকে বারম্বার আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন; সখে! জলবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী করা যেমন দেবরাজের, নিজ কিরণমালায় আকাশকে নিরন্ধকার করা যেমন দিবাকরের, এবং স্বীয় সুধাময় অংশুজালে নিশাকে আহ্লাদিত করা যেমন নিশানাথের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মিত্রের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করাও তোমার পক্ষে তদ্রূপ বিস্ময়ের নহে। তুমি পরমধার্ম্মিক ও একান্ত প্রিয়ম্বদ; তোমার অমিত বাহুবল লাভ করয়া, আমি অবশ্যই রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব এবং সেই পূর্ণচন্দ্র-নিভাননাকে ক্রোড়ে করিয়া, সকল দুঃখ, সকল ক্লেশ ও সকল যাতনা হইতেও নিষ্কৃতি পাইব। সখে! পূর্ব্বকালে অনুহ্লাদও এইরূপ, গর্ব্বিত পুলোমের অনুমতি লইয়া ইন্দ্রাণীকে অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু দেবরাজ অবলীলাক্রমে উহাদের উভয়কেই বিনাশ করিয়া, অপার আনন্দের সহিত সচীকে উদ্ধার করেন; দুরাত্মা রাবণও আত্ম বিনাশার্থ সেইরূপ আমার জানকীরে অপহরণ করিয়াছে, আমি উহার প্রাণসংহার করিয়া অবিলম্বেই জানকীরে উদ্ধার করিব।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে আকাশে সহসা রজোরাশি উত্থিত হইয়া, তেজোরাশি ভগবান্ ময়ূখমালিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, চতুর্দ্দিক প্রগাঢ় অন্ধকার, কিছুই লক্ষ্য হয় না, পক্ষিকুল আকুল হইয়া অমনি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, এবং পৃথিবী শৈল কান-

নের সহিত অনবরত বিকম্পিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ-কাল পরেই অসংখ্য বানরী সেনা সমস্ত ভূবিভাগ আবৃত করিয়া মেঘবৎ গভীর গর্জনসহ, নদী পর্ব্বত বন ও উপবন হইতে আগমন করিতে লাগিল। ঐ সকল সৈন্য তীক্ষ্ণদন্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত; উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তরুণ সূর্য্যসম আরক্ত, কেহ কেহ শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্র ও কেহ কেহ পদ্মকেশরবৎ পীত বর্ণ।

মহাবীর শতবলি দশ সহস্র কোটি, মহাবল সুষেণ বহু সহস্রকোটি, গোলাঙ্গুলরাজ মহাবীর গবাক্ষ সহস্র কোটি; ভীমবল ধূম্র দুই সহস্র কোটি, বিখ্যাতবিক্রম তার সহস্র-কোটি, রক্তমুখ পাণ্ডুকান্তি ধীমান কেশরী বহুসহস্রকোটি, যূথপতি পনস তিন কোটি, নীলাঞ্জনবর্ণ মহাকায় নীল দশ-কোটি, কাঞ্চনশৈল সঙ্কাশ মহাবীর গবয় পাঁচ কোটি, মহা-বল দরীমুখ সহস্র কোটি, অশ্বিকুমার মৈন্দ ও দ্বিবিদ কোটি কোটি সহস্র, বলবান্ গয় তিন কোটি, মহাতেজা ঋক্ষরাজ জাম্ববান দশ কোটি, বীর্য্যবান্ রুমণ শত কোটি, গন্ধমাদন শত সহস্র কোটি, বালির ন্যায বলবান্ যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ, তারকাকান্তি মহাবল তার পাঁচ কোর্টি, মহাবীর ইন্দ্রজানু একাদশকোটি, রক্তবর্ণ রম্ভ শত সহস্র অযুত, তেজস্বী দুর্ম্মুখ দুই কোটি, মহাবীর হনূমান্ সহস্র কোটি এবং নল দশ কোটি সংগ্রাম-কুশল বানর লইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অনন্তর শরভ, কুমুদ ও বহ্নি প্রভৃতি বীরগণ

বানরসমূহে বন, পর্ব্বত ও পৃথিবী আবৃত করিয়া বীর-নাদ পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত বানরী সেনার মধ্যে কেহ কেহ আসিয়াই স্বজাতিসুলভ লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল, কেহ কেহ পথপরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উপবিষ্ট ও কেহ কেহ ভয়াবহ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বানরী সেনার কোলাহলে তৎকালে দিগদগন্ত একেবারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর নিবিড় জলদজাল, বায়ু প্রেরিত হইয়া যেমন সূর্য্যাভিমুখে প্রস্থান করে, তদ্রূপ যূথপতির আদেশানুসারে ঐ সকল বানরেরা কপিরাজের অভিমুখে গিয়া স্ব স্ব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে লাগিল, এবং রাজাজ্ঞা প্রতীক্ষায় বদ্ধাঞ্জলি করে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে কপিরাজ রামের নিকট সমস্ত যূথপতিগণের পরিচয় প্রদান করিয়া, পরে উহাদিগকে কহিলেন; ওহে যূথপতিগণ! তোমরা এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে পর্ব্বত, বন ও উপবনে গিয়া সেনা নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সৈন্যতত্ত্ব সর্ব্বথা অবগত আছেন, তাহাদিগকে লইয়া উপযুক্ত সৈন্য নির্ব্বাচনেও প্রবৃত্ত হও।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

এইরূপে সুগ্রীব সৈন্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়া প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে রামচন্দ্রের উপর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন; সখে! যাহারা আমার অধিকারে বাস করিয়া থাকে, সেই সকল অপ্রতিহতগতি ও দেবরাজ বজ্রপাণির তুল্য বলবান্ বানরেরা উপস্থিত হইয়া, সেনা নিবেশে স্থানে স্থানে অবস্থান করিতেছে। উহারা দৈত্যদানববৎ ভীমপরাক্রম ও ভীমদর্শন; রণস্থলে উহাদের বীরদর্পমিশ্রিত ভীষণ আস্ফালন ও অনন্যসুলভ সংগ্রাম-নৈপুণ্যও বিলক্ষণ প্রথিত আছে। উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, কার্য্যকুশল ও আলস্যশূন্য; উহাদের মধ্যে কেহ পর্ব্বতবাসী, কেহ দ্বীপচারী, ও কেহ কেহ বা অরণ্যমধ্যে কালাতিপাত করিয়া থাকে। উহাদের স্ব স্ব শাসনেও অসংখ্য মহাবল সৈন্য আছে। উহারা সকলেই আমার একান্ত বশ্য ও নিতান্ত শুভানুধ্যায়ী; তোমার সংকল্প সাধনে অবশ্যই সমর্থ হইবে। রাম! পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যার ন্যায় এ সুগ্রীবরাজ্যেও তোমার সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে, অধিক কি, এ রাজ্য সমগ্রই তোমার, তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু, আমরা তোমার চিরানুগত একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ

যদিও আমি বিস্মৃত হই নাই, তথাচ তোমার যেরূপ ইচ্ছা ইহাদিগকে আজ্ঞা কর।

রাম, কপিরাজের এতাদৃশ প্রণয়পূর্ণ শিষ্টাচার দর্শনে প্রীত হইয়া সুহৃৎসম্ভাষণে কহিলেন; সখে। তোমার বিশিষ্ট বিনয়, অসামান্য শীলতা ও অনন্যসুলভ শরলতা গুণে আমি যে কতদূর প্রীতিলাভ করিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি সৌভাগ্য বলেই তোমার ন্যায় সাধুশীলকে সখা রূপে লাভ করিয়াছি; মিত্রবর! আমাকে মুহূর্ত্ত কাল না দেখিলেও যাঁহার অসুখের সীমা থাকে না, সেই সুধাংশুবদনী রামহৃদয়-বিলাসিনী এত দীর্ঘকাল আমাকে না দেখিয়া জীবিত আছেন কিনা, এবং দুর্ব্বিনীত দশানন সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুলকামিনীকে লইয়া কোথায় রাখিয়াছে, অগ্রে তাহারই উদ্দেশ কর; পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও তুমিই করিও। দেখ, আমরা বানর-দিগকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহের একমাত্র হেতু, ও তুমিই আমা-দের একমাত্র প্রভু, যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তৎসাধনে তুমিই উহাদিগকে আদেশ কর। কপিরাজ! দেখ, আমার কিছুই তোমার অগোচর নাই, তুমি বিজ্ঞ, ও কালদর্শী; তোমাকে আর অধিক কি কহিব, যাহাতে আমি এই দুস্তর শোকা-র্ণব হইতে পরিত্রাণ পাই, যাহাতে আমি সেই অকলঙ্ক-চন্দ্রাননার কুটিলকুন্তল-বিরাজিত বদনমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতে পারি, তাহাই কর।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, সুগ্রীব গভীরনাদী যূথপতি বিনতকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; কপিবর! তুমি দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়েও তোমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে. তোমার নীতিচক্ষু উন্মীলিত হইয়া সমুদায় কার্য্যাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে; এক্ষণে তুমি সহস্র সংখ্য বিচক্ষণ বানর লইয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা কর, এবং তত্রত্য নদ, নদী, দুর্গ, পর্ব্বত, বন ও উপবনে প্রবেশ করিয়া, সমধিক যত্নে আর্য্যা জানকী ও দুর্ব্বিনীত দশাননের অন্বেষণ করিয়া আইস। বীর! তুমি তথায় গিয়া, গঙ্গা, সুরম্য সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সুনির্ম্মল শোণ, সিন্ধু, সশৈলকাননা মহী ও কামমহী প্রভৃতি নদ নদী এবং কলিন্দ গিরি, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, মগধ, মহাগ্রাম, কাশি, কোশল, কোশকারক কীটের স্থান, পুণ্ড্র, অঙ্গদেশ এবং রজত খনি সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবে। পরে সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপ, পর্ব্বত ও মন্দর শিখরস্থ জনপদে গমন করিবে। যে সকল জীবের কর্ণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বস্ত্রের ন্যায় আয়ত; মুখ লৌহবৎ কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ; যে সকল জাতি একপদ অথচ দ্রুতবেগে গমনাগমন করিয়া থাকে এবং যাহাদের বংশ অবিনাশী, তোমরা তাহাদের মধ্যে গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া আর্য্যা জনকাত্মজার অন্বেষণ করিবে। তৎপর পুরুষাশী রাক্ষস সমাজে গমন করিও, যে সকল জীবেরা অপক্ক

মাংস আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহাদের কেশ-পাশ শুচিমুখের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ। তদনন্তর ঐ সমস্ত দ্বীপবাসী কিরাতের মধ্যে প্রবেশ করিও। যে সকল জাতির অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাঘ্রের ও অপর অর্দ্ধাঙ্গ মনুষ্যের অনুরূপ, যাহারা পর্ব্বতের শৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করে, এবং যে সমস্ত জীবেরা কখন প্লুতগতি ও কখন ভেলা যোগে গমনাগমন করিয়া থাকে, তোমরা অতি সাবধানে ঐ সকল ঘোরদর্শন অন্তর্জ্জলচর জীবের আলয়ে আর্য্যার অনুসন্ধান করিবে।

তারপর সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ। তোমরা সাবধানে তথায় অন্বেষণ করিয়া স্বর্ণকার বহুল স্বর্ণদ্বীপ, ও রৌপ্য-দ্বীপে গমন করিও। তৎপর অতি বিস্তীর্ণ শিশির পর্ব্বত, উহার শৃঙ্গ গগনস্পর্শী, ও অবিরল ভাবে বিরাজিত নানা-বিধ পাদপরাজি দ্বারা পরিশোভিত; তথায় দেবদানব ও গন্ধর্ব্বেরা নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। তোমরা ঐ সকল দ্বীপের গিরিদুর্গ, প্রস্রবণ, ও অরণ্য প্রভৃতি স্থান যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবে। পরে সাগর পারে সিদ্ধ-চারণ পরিষেবিত সুরম্য শোণ নদ। ঐ নদ প্রখরবেগে প্রতিনিয়ত শোণিতবর্ণ প্রবাহভার বহন করিতেছে। তোমারা সানন্দে উহার রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র কাননে কোমলাঙ্গী জানকী ও কঠিন-কলেবর রাবণের অনুসন্ধান করিবে। অদূরে সাগরনিঃসৃত সুদৃশ্য স্রোতস্বতী, কন্দর-পরিশোভিত বিচিত্র পর্ব্বত, ভীষণ বন, উপবন ও সমুদ্রের

অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জও দৃষ্ট হইবে, তোমরা গিয়া সযত্নে তৎসমুদায় স্থানও পর্য্যবেক্ষণ করিও।

তৎপরে মহারৌদ্র ইক্ষু সমুদ্র। ঐ সমুদ্র নিবিড় নীরদ খণ্ডের ন্যায় নীলবর্ণ ও প্রবল বায়ুবেগে বিক্ষোভিত হইয়া ভীষণ তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক নিরন্তর গর্জন করিতেছে। জলহস্তিগণ তদীয়ফেণরাশি উদ্ভেদ পূর্ব্বক অনবরত উত্থিত হইতেছে। উত্তুঙ্গ তরঙ্গাকার প্রকাণ্ড অজগর সকল ঐ সমুদ্র সলিলে ভাসমান হইতেছে। তথায় মহাকায় অসুরগণ বহুকাল বুভুক্ষিত থাকিয়া, ব্রহ্মার আদেশে ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বকসময়ে সময়ে জীবজন্তুদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করে। তোমরা অতিসাবধানে ঐ ভয়াবহ ইক্ষু সমুদ্র পার হইয়া, ভীষণ লোহিত সাগরে গমন করিবে। উহার জল অতিশয় রক্তবর্ণ, তথায় একটা বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ আছে। অদূরে বিহগরাজ বিনতাতনয়ের আবাসগৃহ; ঐ গৃহ বিবিধরত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত ও কৈলাসগিরির ন্যায় শুভ্র, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং বহুপ্রযত্নে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড, ভীষণ রাক্ষসগণ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে লম্বমান আছে, উহারা সূর্যোদয়ে সন্তপ্ত ও ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু পতিত হইবামাত্র পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ শৈলশৃঙ্গে লম্বিত হইয়া থাকে।

বীরগণ! তোমরা কোন সুযোগে ঐ ভীষণ সমুদ্র পার

হইলেই পরে ক্ষীরোদ সমুদ্র দেখিতে পাইবে। ঐ সমুদ্র শারদীয় মেঘাবলীর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, তরঙ্গমালা যেন উহার বক্ষে মুক্তামালার শোভা বিস্তার করিতেছে। তথায় ঋষভ নামে একটী ধবল পর্ব্বত আছে। ঋষভ পর্ব্বত অতি রমণীয় স্থান। তথায় ফলপুষ্প বহুল বিবিধ পাদপশ্রেণী অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে, কোন স্থানে পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে অনবরত ধবলবর্ণ প্রস্রবণ নিঃসৃত হইতেছে, কোথাও বিহঙ্গমকুল কুলায়ে বসিয়া অকুতোভয়ে কলরব করিতেছে, কোথাও বা বিচিত্র কুসুমাবলী বিকশিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক মধুগন্ধে মনোহরণ করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের এক স্থলে সুদর্শন নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ সরোবর আছে। ঐ সরোবরের সুদর্শন নাম কেবল নাম মাত্র নহে। উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে ভাসমান স্বর্ণকেশর-রঞ্জিত উজ্জ্বল সরোজশোভা দেখিলে যথার্থই সুদর্শন বলিয়া প্রতীতি হয়। ঐ সুরম্য সরোবর কোন স্থানে কহ্লাররাগে তাম্রবর্ণ কোন স্থানে কুমুদপ্রভায় ধবলবর্ণ ও কোন স্থানে কুবলয় সমূহে নীলবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। হংসগণ হংসী সহ সানন্দে তন্মধ্যে সন্তরণ করিতেছে। উহার তীরভূমিতে শাল, তাল, তমাল, তিলক, বকুল ও উদ্দালক প্রভৃতি পাদপরাজি শোভা পাইতেছে, এবং সরোবরের সমধিক শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, ও দেবতারাও বিহারার্থ সময়ে সময়ে তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

তাহার পর ভীষণ জলোদ সমুদ্র। ঔর্ব্ব নামা নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ এক ব্রহ্মর্ষির ক্রোধানল বড়বারূপে পরিণত হইয়া ঐ সমুদ্রের মধ্য হইতে অনবরত উদ্গীরিত হইতেছে। ঐ অগ্নি যুগান্ত কালে প্রবল হইয়া এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিচিত্র জগৎ আহার করিয়া থাকে। তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে, উহাদের আর্ত্তরব অতিদূর হইতেও কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় মন প্রাণ যেন চমকিত হইয়া উঠে। ঐ সমুদ্রের উত্তর তীরে কনকশিল নামক স্বর্ণপ্রভ একটী পর্ব্বত আছে, উহা ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত। তোমরা তথায় গিয়া সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ ধরণীধর দেবাদি অনন্ত দেবকে দেখিতে পাইবে। তিনি নীলবাস পরিধান পূর্ব্বক ধবল দেহে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মস্তক সহস্র এবং নেত্র পদ্মপলাসের ন্যায় বিস্তৃত। ঐ পর্ব্বতের শিখরস্থ বেদির উপর তাঁহার চিহ্ন স্বরূপ একটি স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তাল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বীরগণ! তোমারা ঐ অনন্ত দেবকে দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া গমন করিবে।

পরে সুবর্ণময় শ্রীমান্ উদয় পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের বহুসংখ্য উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সকল মূলদেশ হইতে শতযোজন উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। উহাতে কুসুমিত সুবর্ণের কর্ণিকার, ও শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি পাদপ-

রাজি অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। ঐ পর্ব্বতের সৌমনস নামক সুবর্ণময় অতিবিশাল একটি শৃঙ্গ আছে, উহা এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উন্নত। পূর্ব্বে পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণ ত্রৈলোক্য আক্রমণ কালে ঐ শৃঙ্গে একপদ এবং সুমেরু শিখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব সত্যযুগে উত্তর দিক দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে, জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষিরা সানন্দ মনে পর ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন। ভগবান্ ময়ূখমালী নিজ কিরণমালা বিস্তার পূর্ব্বক ঐ শৃঙ্গে উদিত হইলে, জীবগণ আলোক ও দৃশ্য পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। উহার অদূরে সুদর্শন দ্বীপ। ঐ স্বর্ণময় উদয় পর্ব্বতের ও সূর্য্যের জ্যোতিতে, পূর্ব্ব সন্ধ্যা লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব্ব, অর্থাৎ প্রথম দ্বার; এই জন্য ঐ দিকের নাম পূর্ব্বদিক হইয়াছে। বীরগণ! তোমরা সকলে একমতাবলম্বী হইয়া ঐ প্রকাণ্ড পর্ব্বতের পৃষ্ঠ, প্রস্রবণ, বন, উপবন এবং প্রত্যেক গহ্বরে আর্য্যা জানকী ও দুর্ব্বিনীত রাবণের অনুসন্ধান করিও। উহার পর জীব আর যাইতে পারে না। তথায় চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা নাই, ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। কেবল দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তথায় বিরাজ করিতেছেন। আমরা উদয়গিরির পর আর কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে আমি যে সমস্ত

নদ, নদী, পর্ব্বত, দ্বীপ ও উপদ্বীপের উল্লেখ করিলাম, এবং ভ্রান্তিবশতঃ যে সকল স্থান অনির্দ্দিষ্ট রহিল, তোমরা অবধান পূর্ব্বক সর্ব্বত্র গমন করিবে। একমাস পূর্ণ হইলেই আসিও। নচেৎ বধদণ্ড বহিতে হইবে। বীরগণ! আমার আদেশ মনে রাখিও, সত্বর গমনকর, এবং কার্য্য সিদ্ধি করিয়া দ্বিতীয় মাসের প্রারম্ভেই প্রত্যাগমন করিও।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

এই বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ উহাদিগকে পূর্ব্বদিকে নিযোগ করিলেন। পরে মহাবীর নীল, শরারি, শরগুল্ম, শরভ, সুষেণ, গয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, অগ্নিপুত্র, অঙ্গদ, উল্কামুখ, পিতামহপুত্র, হনূমান্, জাম্ববান, বৃষভ,মৈন্দ, দ্বিবিদ ও সুহোত্র প্রভৃতি সুনিপুণ বানরগণকে পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে নিয়োগ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া কহিলেন;— বীরগণ। এক্ষণে জানকী ও দশাননের অনুসন্ধানার্থ দক্ষিণ দিকে যাত্রা কর। এই মহাবল যুবরাজ অঙ্গদ তোমাদের অধিনায়ক রূপে গমন করিবেন। এই বলিয়া তিনি তত্রত্য দুর্গম প্রদেশ সমস্ত ক্রমে কহিতে লাগিলেন; বীরগণ। দেখ, তোমরা প্রথমে তরুরাজি-বিরাজিত সহস্রশৃঙ্গ বিন্ধ্যগিরি, উরগবহুলা মহা-

নদী, স্রোতস্বতী গোদাবরী, সুরম্য নর্ম্মদা ও কৃষ্ণবেণী দর্শন করিবে। তৎপরে কলিঙ্গ, কৌশিক, বিদর্ভ, উৎকল, মেখল ও মৎস্য দেশে গমন করিবে। তাহার পর সুপ্রসিদ্ধ ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী ও অবন্তী নগর; তদনন্তর দণ্ডকারণ্য; তোমরা তথায় গিয়া নদ নদী পর্ব্বত ও গুহা সকল সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। পরে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল ও কেরলদেশ। অদূরেই মলয় গিরি। মলয় গিরি অতি রমণীয় স্থান। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল বিবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত ও মনোহর পাদপরাজি পরিশোভিত। তথায় এলালতা ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, চন্দন তরুর স্কন্ধদেশে অজগরদিগের বেষ্টনমার্গ সকল সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হইতেছে, স্থানে স্থানে তমাল বনে অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে, কোন স্থানে গুবাক্, নারীকেল, তাল, হিন্তাল প্রভৃতি পাদপরাজি সমস্ত বনবিভাগ অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, কোথাও পুষ্পিত কাননের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া মধুকরেরা গুণ গুণ রবে বেড়াইছে। তথায় স্রোতস্বতী কাবেরী প্রবাহিত হইতেছে; ঐ নদীতে অপ্সরা সকল সানন্দে প্রতিনিয়ত বিহার করিয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতে তেজঃপুঞ্জশরীর মহর্ষি অগস্ত্য দেবের পবিত্র আশ্রম। বীরগণ! এই মহর্ষি সামান্য নহেন, ইনি একদা ভ্রূভঙ্গিমাত্র নহুষ রাজাকে ইন্দ্রপদ হইতে একেবারে পরিচ্যুত করিয়াছিলেন। তোমরা গিয়া সান্তভাবে ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎকবিবে এবং স্তুতিবাদে প্রসন্ন করিয়া, ইহাঁর অনুমতি

গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে নক্রবহুলা স্রোতস্বতী তাম্রপর্ণী পার হইও। অসতী কুলকামিনী যেমন গুপ্তভাবে নায়কের অভিসরণ করে, এই নদীও নন্দন বনে প্রচ্ছন্ন হইয়া, তদ্রূপ সাগরের অভিমুখে গমন করিতেছে।

তৎপরে পাণ্ড্যদেশ। তোমরা গিয়া প্রথমে উহার মণি মুক্তা মণ্ডিত পুরদ্বারস্থ সুবর্ণ কবাট দেখিতে পাইবে। পাণ্ড্যদেশের পরেই লবণ সমুদ্র। মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য উহার মধ্যস্থলে মহেন্দ্র পর্ব্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বত স্বর্ণময় ও সুদৃশ্য; তিনিশ, তিলক, স্তিমিদ, অশোক, অতিমুক্ত, বনীর, বকুল, বেতস, সাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, কদম্ব, কেতক, কৃতমালক, পদ্মক, চন্দন ও সরল প্রভৃতি পাদপশ্রেণী সুরভি কুসুমশ্রী বিস্তার পূর্ব্বক উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের এক পার্শ্ব সমুদ্রের অন্তর্গত। দেবর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ ও অপ্সরা সকল সানন্দে উহার ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছেন, এবং প্রতিপর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রও তথায় আগমন করিয়া থাকেন। তোমরা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া তত্রত্য গুপ্ত প্রদেশ সকল অনুসন্ধান করিবে।

বীরগণ! লবণ সমুদ্রের অপর পারে একটি দ্বীপ আছে, উহার বিস্তার শত যোজন। মনুষ্যেরা তথায় গমনাগমন করিতে পারে না। ঐ স্বর্ণপ্রভারঞ্জিত দ্বীপই দুরাত্মা দশাননের রাজধানী। তোমরা গুপ্তভাবে গিয়া

উহার গুপ্তস্থান সমুদায় অন্বেষণ করিও। আর দেখিও, সমুদ্রমধ্যে অঙ্গারকা নাম্নী করালকেশী এক রাক্ষসী আছে, সে দুরন্ত রাক্ষসী মায়া প্রভাবে ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক জীব-জন্তুগণকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করে। তোমরা অতি সাবধানে সমুদ্রের অপর পারে গমন করিও।

তৎপর, শতযোজন বিস্তৃত দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী পুষ্পিতক নামে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত দেখিতে অতি মনোহর, ও সিদ্ধ চারণেরা নিরন্তর তথায় বিহার করিতেছে। তন্মধ্যে সূর্য্যদেব যে শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, খল, কৃতঘ্ন ও নাস্তিকেরা তাহা দেখিতে পায় না। তোমরা ঐ পর্ব্বত রাজকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, সযত্নে জনকাত্মজার অন্বেষণ করিবে। তাহার পরে সূর্য্যবান্ পর্ব্বত; উহার বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন; তোমরা অতি সাবধানে ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গমন করিও। কিয়দ্দূর গিয়াই বৈদ্যুত পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ সুন্দর গিরি গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে চিত্রিত। নানা-প্রকার বৃক্ষরাজি রসাল ফল পুষ্প প্রসব করিতেছে। তোমরা তথায় গিয়া সেই সমস্ত সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ এবং পার্ব্বতীয় পরমোৎকৃষ্ট মধুপান করিতে করিতে স্থলান্তরে গমন করিবে।

বৈদ্যুত গিরির পর নেত্রমনের তৃপ্তিকর কুঞ্জরাচল। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, ভগবান্ অগস্ত্য দেবের নিমিত্ত তথায় একটী সুরম্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই গৃহ দশ

যোজন উন্নত, সুবর্ণময়, রত্নখচিত এবং উহার বিস্তার এক যোজন। তথায় ভোগবতী নাম্নী পন্নগগণের এক পুরী আছে, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাবিষ ভীষণ বিষধরেরা সর্ব্বদা উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। উহার রত্নময় সুরম্য হর্ম্ম্য ও রমণীয় প্রাসাদ সকল অপরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, রাজপথ সুপ্রশস্ত ও সুগন্ধ জলে অভিষিক্ত। উদ্যান কাননে যথেষ্ট ফল পুষ্প উৎপন্ন হইতেছে। স্থানে স্থানে সরোজদল-শোভিত নির্ম্মলসলিল সরোবর সকল শোভা পাইতেছে। তথায় নাগরাজ বাসুকি, বাস করিয়া থাকেন। তোমরা অতিসাবধানে ঐ দুর্গম পুরীতে প্রবেশ করিয়া উহার গুপ্ত প্রদেশে সযত্নে আর্য্যা জানকীর অনুসন্ধান করিও।

তাহার পরে ঋষভাকৃতি প্রকাণ্ড ঋষভ পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বত রত্নময় ও দেখিতে একান্ত উজ্জ্বল। তথায় গোশীর্ষ, পদ্মক, ও হরিশ্যাম নামে পরম উৎকৃষ্ট চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমরা ঐ সকল চন্দন বৃক্ষ দেখিয়া, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, এবং ভ্রমেও উহার একটীকে স্পর্শ করিও না; কারণ, রোহিত নামে বহুসংখ্য গন্ধর্ব্বেরা সর্ব্বদা বদ্ধপরিকরে ঐ সকল চন্দনকানন রক্ষা করিতেছে। সহসা গিয়া ঐ কাননের কোন ব্যতিক্রম জন্মাইলে, তাহাদের নিকট আর নিস্তার নাই। ঐ চন্দন-সৌরভে মুগ্ধ হইয়া, তথায় শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক্র ও বভ্রু নামে পাঁচ জন গন্ধর্ব্বপতি বাস করিতেছে।

বীরগণ! দক্ষিণ দিকে, এই ঋষভ পর্ব্বতের পরেই পৃথি-

বীর অবসান। তথায় যমরাজের রাজধানী। ঘোরতর অন্ধকার, কিছুই লক্ষ্য হয় না। যমরাজ অপ্রতিহত প্রভাবে তথায় রাজ্য করিতেছেন। ভীষণ পিতৃলোক তাঁহার প্রজা, তথায় জীবগণ আর যাইতে পারে না। বানরগণ! এই আমি যে সমস্ত প্রদেশের কথা উল্লেখ করিলাম এবং গতিপ্রসঙ্গে আর যেসকল দেশ দৃষ্ট হইবে, তোমরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেই সমস্ত প্রদেশে গিয়া আর্য্যা জানকী ও অনার্য্য দশাননের উদ্দেশ লইয়া আইস। দেখ, তোমাদের মধ্যে যে কেহ, "আমি আর্য্যা জনকাত্মজারে দেখিয়া আসিলাম" এক মাসের মধ্যে এই সুধাময়ী কথা আমার কর্ণগোচর করিবে, আমি চিরদিনের জন্য তাহার বাধ্য থাকিব। সে ভোগসুখে সুখী হইয়া, আমার ন্যায় সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন গর্হিত কার্য্য করিলেও আমি তাহার উপর কোন অত্যাচার করিব না; প্রত্যুত আজন্ম সে আমার একান্ত প্রিয় ও প্রাণসম মিত্র হইয়া থাকিবে। অতএব হে বীরগণ! তোমরা সকলেই সদ্বংশসম্ভূত, সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন, তোমাদের বলবীর্য্যও অপরিচ্ছিন্ন, তোমরা মনে করিলে অমরাবতীর অন্তঃপুরেও অনুসন্ধান করিয়া আসিতে পার, ধরিত্রীতলে ধরিত্রীসুতার অন্বেষণ, তোমাদের পক্ষে অতি সামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে যাহাতে আমি মিত্রঋণ হইতে মুক্ত হই, তোমরা গিয়া তাহারই অনুষ্ঠান কর।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপে দক্ষিণস্থ দুর্গম প্রদেশ সমস্ত বর্ণন ও তথায় ভীমবল হনূমান্‌দিগকে নিয়োগ করিয়া, শ্বশুর সুষেণের সন্নিহিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর অন্বেষণার্থ প্রার্থনা করিয়া, পরে বীরগণ-বেষ্টিত ধীমান্ অর্চ্চিষ্মান্, ভীমবল অর্চ্চির্ম্মাল্য ও মরীচিপুত্র মারীচদিগকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন ;— কপিগণ! তোমরা অতিধীর, বীর ও বিচক্ষণ; এক্ষণে দুই লক্ষ মহাবল সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া আমার শ্বশুর সুষেণের সহিত পশ্চিম দিকে যাত্রা কর। এবং সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, ও চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ জনপদ, বিশালা নগরী, সুরম্য কেতক কানন ও পুন্নাগবহুল বকুলকুলসঙ্কুল প্রসিদ্ধ কুক্ষি দেশে গমন করিয়া, আন্তরিক যত্নের সহিত অযোনিসম্ভবা আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ কর। তৎপরে পশ্চিমবাহিনী পরম রমণীয়া নদী, তরুলতা-পরিশোভিত পবিত্র তপোবন, নিবিড় অরণ্য, অতি বিস্তীর্ণ মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শীলা ও গিরিদুর্গে গমন করিবে। অদূরেই পশ্চিম সমুদ্র। তিমি ও কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর জন্তুগণে নিরন্তর উহার জলরাশি

আলোড়িত হইতেছে। পশ্চিম সমুদ্রের তীরভূমি অতিশয় রমণীয়। কোন স্থলে বালুকাময় পুলিনদেশে বিদীর্ণ শুক্তিপুট হইতে নির্গত রাশি রাশি মুক্তামণি শোভমান হইতেছে। স্থলান্তরে শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, কেতকী ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ফলভরে পরম রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। তোমাদের সেনা সকল ঐ সমুদ্রে গিয়া তত্রত্য নারিকেল বনে বিহার করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিবে। উহার তীরে অনেকানেক পর্ব্বত, বন ও উপবনও দেখিতে পাইবে, তোমরা গিয়া তথায় জানকী ও পরদারাপহারক পাপাত্মা রাবণকে অন্বেষণ করিও।

তৎপরে মুরচী পত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপা পুরী এবং অলিখিতাখ্য অরণ্য। অদূরে সিন্ধু সাগরের পবিত্র সঙ্গমস্থল দৃষ্ট হইবে। তথায় তরুলতা-পরিশোভিত শতশৃঙ্গ চন্দ্রগিরি। উহার প্রস্থদেশে সিংহ নামক এক প্রকার প্রকাণ্ড পক্ষী আছে, তাহাদের বলবীর্য্য এত অধিক, যে তাহারা নিজ চঞ্চুপুটে সমুদ্রস্থিত তিমি মৎস্য ও বৃহৎ বৃহৎ হস্তীকে ধরিয়া, অপ্রতিহত বেগে কুলায়ে আরোহণ করে। ঐ সজল পর্ব্বতপ্রস্থে শত শত গর্ব্বিত মাতঙ্গেরা জল ক্রীড়ায় তৃপ্ত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তোমরা গিয়া অতি সাবধানে ঐ চন্দ্রগিরির সুবর্ণময় উন্নত শিখরে ও সিংহ নামক বিহঙ্গমদিগের কুলায়ে অনুসন্ধান করিবে।

ঐ সমুদ্রাভ্যন্তরেই পারিযাত্র নামক একটী পর্ব্বত

আছে। ঐ সুন্দর শৈলের শিখর শত যোজন উচ্চ, স্বর্ণময় ও নিতান্তই দুর্নিরীক্ষ্য। সেই শিখরে জ্বলন্ত হুতাশন কল্প ঘোরদর্শন চব্বিশ কোটি গন্ধর্ব্ব বাস করিতেছে। তথায় নানাবিধ পুষ্পিত কানন ও ফলভর-নমিত কত প্রকার তরুলতা শোভা পাইতেছে। তোমরা তথায় গিয়া ঐ সমস্ত গন্ধর্ব্বের নিকট কদাচ যাইও না, এবং তথাকার ফলমূলও কিছু স্পর্শ করিও না। কারণ, ঐ সমুদায় বনরাজি, উল্লিখিত গন্ধর্ব্বগণের অধিকৃত। উহারা নিতান্ত পাপশীল, দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্ব্বিনীত, কোন কারণ বশত উহাদের ক্রোধের উদ্রেক হইলে সর্ব্বথা বিপদের সম্ভাবনা। অতএব তোমরা তথায় গিয়া বানরস্বভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিও, তাহা হইলে আর কোন ভয় উপস্থিত হইবে না।

তৎপরেই বজ্রপর্ব্বত। উহা বজ্রের ন্যায় সারবান্; এজন্য লোকে বজ্রপর্ব্বত রূপে বিখ্যাত। উহার উন্নতি ও বিস্তার শত যোজন এবং বর্ণ বৈদূর্য্য মণির ন্যায় নীল। বিচিত্র তরুলতা জালে জড়িত থাকায় দূর হইতে উহার অপূর্ব্ব শোভা সমৃদ্ধি দেখা যায়। তোমরা তথায় গিয়া ঐ সুরম্য গিরির মনোহর গহ্বর সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবে। ক্রমে সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে, পরে চক্রবান্ নামে অপর একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তথায় সহস্র অরযুক্ত একটী চক্র নির্ম্মাণ করেন, তদবধি ঐ ভূধরের নাম চক্রবান্ হইয়াছে; কিন্তু তথায় এখন আর সে চক্র নাই, পুরুষ-

প্রধান ভগবান্ নারায়ণ পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ এবং ঐ চক্র আহরণ করেন। সুতরাং এখন সেই পর্ব্বতের নাম মাত্র কেবল চক্রবান্। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ অত্যন্ত রমণীয়,এবং গুহা সকল অতিবিশাল। তোমরা তথায় গিয়া আন্তরিক যত্নের সহিত সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অযোনিসম্ভবা রামহৃদয়-বাসিনী বৈদেহী এবং দুর্ব্বিনীত দশকণ্ঠের অনুসন্ধান করিও।

পরে বরাহ পর্ব্বত। উহার বিস্তার চতুঃষষ্টি যোজন; অদূরে প্রাগ্‌জ্যোতিষা নগরী; নরক নামে কোন এক দুষ্ট-মতি দুর্দ্দান্ত দানব তথায় বাস করিতেছে। তৎপর সৌবর্ণ পর্ব্বত, উহাতে গৈরিক-দ্রববাহী প্রস্রবণ অজস্র ধারে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও শার্দ্দূলগণ ভীষণ স্বরে চীৎকার ও কোথাও করেণুকা সহ প্রমত্ত মাতঙ্গগণ সানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থলে কেশরী সকল করাল মুখ বিস্তার পূর্ব্বক জলদগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে, স্থানান্তরে বরাহ মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ একান্ত গর্ব্বিত হইয়া অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সৌবর্ণ পর্ব্বতের অপর একটী নাম মেঘ। পূর্ব্বে দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া, ঐ পর্ব্বতে দেবরাজ মহেন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এক্ষণে তিনিই উহার রক্ষক। সৌবর্ণ পর্ব্বত অতিক্রম করিলে, ক্রমশঃ ষষ্টি সহস্র পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ সমস্ত সুন্দর শৈলের বর্ণ তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরুণ; তথায় সুবর্ণময়

পাদপশ্রেণী বিচিত্রফল-পুষ্প ভরে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে শাল, তাল, তমাল ও হিন্তাল প্রভৃতি উচ্চতর বৃক্ষরাজি মেঘমণ্ডলকে ভেদ করিয়া আকাশতল স্পর্শ করিতেছে। ঐ ষষ্টিসহস্র পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বে সূর্য্যদেব কোন কারণ বশতঃ ঐ গিরিবরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদান প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন; পর্ব্বতরাজ! আজ হইতে যে পদার্থ তোমাকে আশ্রয় করিবে, আমার প্রসাদে তাহা চিরকাল স্বর্ণ হইয়াথাকিবে। আর যে সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ তোমাতে বাস করিবেন, তাহারা স্বর্ণপ্রভ ও আমার ভক্ত হইয়া চিরকাল সুখে কালাতিপাত করিবেন। বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্গণেরা ঐ পর্ব্বতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত দেবগণের উপাসনায় পরিতুষ্ট হইয়া, পরে অস্তাচলে আরোহণ পূর্ব্বক জীবলোক হইতে আপনাকে অন্তর্হিত করেন। ঐ দুই পর্ব্বতের ব্যবধান দশসহস্র যোজন হইবে; কিন্তু তিনি এত দূরের পথ অর্দ্ধ মুহূর্ত্তেই গমন করিয়া থাকেন। সুমেরুর শিখরদেশে বরুণের বিবিধ প্রাসাদপরিশোভিত পরমোৎকৃষ্ট দিব্য এক আলয় আছে; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে অতি যত্নে উহা নির্ম্মাণ করেন। তথায় বহুসংখ্য সুধাধবলিত সুরম্য হর্ম্ম্যাবলি শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে অনতিউচ্চ, কুসুমবিভূষিত পাদপশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপরূপ শোভা সম্পাদন করিতেছে, কোথাও

সরোজদল-সমলঙ্কৃত সলিলবহুলা সরসী ও কোন স্থানে উদ্যান বিনিন্দিত মনোহর কানন প্রদেশ, এবং কোথাও কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল কুলায়ে বসিয়া অকুতোভয়ে কলরব করিতেছে। ঐ দুই অতুল্য অচলরাজের অন্তরালে অতি প্রকাণ্ড এক তাল বৃক্ষ আছে, উহা স্বর্ণময়, বেদিমণ্ডিত এবং দশ মস্তকে পরিশোভিত। সুমেরু পর্ব্বতে মেরু-সার্বর্ণি নামে এক মহর্ষি বাস করিতেছেন। তপঃপ্রভাবে তাঁহার দেহ প্রভা, প্রভাকরকেও তিরস্কার করিতেছে, তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, ও তাপসী শক্তি প্রভাবে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় তথায় বিরাজ করিতেছেন। তোমরা ভক্তিবিনম্র বদনে তদীয় পবিত্র পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া, জানকী ও দশাননের কথা জিজ্ঞাসা করিও।

বীরগণ! দেখ, সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সুমেরুশিখরে অধিরোহণ করেন, পরে তথা হইতে অস্তাচলে গমন করেন। অস্তাচলের পর জীবগণ আর যাইতে পারে না। ঐ স্থান কেবল ঘোরতর তিমিরাবলিতে পরিব্যাপ্ত এবং অসীম। দিগধি-ষ্ঠাত্রী দেবী নিরন্তর তথায় বিরাজ করিতেছেন, আমাদের পশ্চিম দিকে অস্তাচলই সীমা, উহার পর আমরা আর কিছুই জানি না। বানরগণ! পশ্চিম দিকে আমি যত-দূর নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, এবং ভ্রান্তিবশতঃ যে সকল প্রদেশ পরিত্যক্ত হইল, তোমরা আন্তরিক যত্নের সহিত তন্ন তন্ন করিয়া সমুদায় দেশ পর্য্যটন করিবে। একমাস

পূর্ণ হইলেই আসিও, তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিয়া আসিবে, এই সুগ্রীব তাহাকে বিনাশ করিতে অণুমাত্রও দুঃখিত হইবে না। আর দেখ, বীর সুষেণ তোমাদের সহিত গমন করিবেন, তোমরা ইহাঁর আদেশ অবহেলা করিও না। ইনি আমার গুরু ও শ্বশুর, ইনি হিতসঙ্কল্পে যাহাই কহিবেন,তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। তোমরা যদিও বুদ্ধিমান্, তথাচ সকল বিষয়ে ইহাঁকেই প্রমাণস্বরূপ রাখিয়া পশ্চিম দিক অনুসন্ধান করিবে। কপিগণ! দেখ, এই সূর্য্যবংশাবতংস রাম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ, ইনি আমার যে রূপ উপকার করিয়াছেন, তাহার আংশিক প্রত্যুপকার করাও আমার পক্ষে সুকঠিন, সত্য; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও যদি আর্য্যা জানকীর উদ্ধার হয়, আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না। বীরগণ! যাহা হউক, এক্ষণে সাধ্যানুসারে বান্ধবের কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিয়া কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য; অতএব তোমরা এই বিষয়ে প্রসঙ্গত যাহা ভাল বোধ করিবে, দেশ কাল বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাই করিও।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব আপনার ও পরম মিত্র রামচন্দ্রের শুভানুধ্যান পূর্ব্বক মহাবল শতবলকে কহিলেন, বীর! এই সকল বানর অতিশয় বলবান্ ও যমরাজের আত্মজ, তুমি এক্ষণে ইহাদিগকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ কর এবং আত্মানুরূপ অন্যান্য বহুসংখ্য বানরে পরিবৃত হইয়া হিমগিরি-পরিশোভিত উত্তর দিকে যাত্রা কর। তোমরা প্রথমে প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু ও মরুদ্রক দেশ দেখিতে পাইবে, তৎপরে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন ও বরদ রাজ্য। তৎপশ্চাৎ পর্ব্বতরাজ হিমাচল, তোমরা তথায় গিয়া তত্রত্য দেবদারুবন, লোধ্রকানন ও পদ্মারণ্যে আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ করিও।

অনন্তর সোমাশ্রম। তথায় সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ পরম সুখে অবস্থান করিতেছেন। অদূরে কালনামে উচ্চশিখর একটি পর্ব্বত দৃষ্ট হইবে। ঐ পর্ব্বতের অনেক স্থানে স্বর্ণের আকর আছে। কোথাও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পময়ী সুদীর্ঘ শাখা বিস্তার পূর্ব্বক সূর্য্য কিরণ আবৃত করিয়া রহিয়াছে; স্থানে স্থানে প্রবল বেগে নির্ঝরবারি পতিত হইতেছে। তোমরা নির্ভয়ে ঐ পর্ব্বতে

গিয়া, উহার সুদৃশ্য গণ্ডশৈল, ও গুহা সকল যত্নে অন্বেষণ করিও। কিয়দ্দূর পরেই সুদর্শন পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের সুদর্শন নাম কেবল নাম মাত্র নহে, উহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-রাশি নিরীক্ষণ করিলে যথার্থতঃই সুদর্শন বলিয়া প্রতীতি হয়। উহার পর দেবসখা শৈল। ঐ পর্ব্বত বিবিধ বৃক্ষে বিরাজিত, ও অসংখ্য পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ। স্থানে স্থানে সরোজ-সুবাসিত সুরম্য সরোবর শোভা পাইতেছে। তোমরা গিয়া উহার কাঞ্চন কানন, নিতান্ত রমণীয় প্রদেশ ও প্রত্যেক গহ্বরে জানকী ও দশাননের অনুসন্ধান করিও।

পরে একটী বিস্তীর্ণ শূন্যস্থান দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান চতুর্দ্দিকে শত যোজন বিস্তৃত; তথায় নদ নদী কিছুই নাই, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও কোন প্রকার প্রাণীও তথায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমরা সেই ভয়াবহ ভূমিখণ্ড অতি-শীঘ্র অতিক্রম করিয়া, শুভ্রকান্তি কৈলাশ শিখরে গমন করিও। তথায় ধনাধিপতি কুবেরের এক সুরম্য প্রাসাদ আছে, উহা সুধাধবলিত, সুবর্ণখচিত; বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে ঐ মনোহারিণী পুরী নির্ম্মাণ করেন। ঐ পর্ব্বতে সরোজ-দল সমলঙ্কৃত সুরম্য একটী সরোবর দেখিতে পাইবে। তথায় হংস, সারস প্রভৃতি নানা জাতীয় জলচর পক্ষি-গণ সানন্দে জলকেলী করিয়া বেড়াইতেছে; তীরে শত শত সুদৃশ্য পাদপ শ্রেণী পুষ্পিত হইয়া, মকরন্দগন্ধে বনস্থলী আমোদিত করিতেছে, এবং মধুপকুল মধু-

গন্ধে আকুল হইয়া গুন্ গুন্ রবে পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিতেছে। সেই অমল সরসীজলে সহাস্যবদনা বিদ্যাধরী সকল সানন্দে জলকেলী করিতেছে, এবং সর্ব্বলোকপূজিত কুবের স্বয়ং বহুসংখ্য গুহ্যক গণের সহিত তথায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। বীরগণ! তোমরা গিয়া আন্তরিক যত্নের সহিত ঐ মনোহর কৈলাস গিরির গণ্ডশৈল ও গুহা সকল অন্বেষণ করিও।

পরে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত। উহার রন্ধ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম। তোমরা সাবধানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিও। দেবগণের প্রার্থনাক্রমে তথায় দিব্যমূর্ত্তি সূর্য্যসঙ্কাশ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের তপঃপবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে অন্তঃকরণে অসীম সাহস ও পবিত্র সুখের সঞ্চার হয়। তোমরা গিয়া সেই সকল সংশিতব্রত ঋষিদিগের পাদপদ্মে প্রণিপাত করিও। তাহার পর মানস পর্ব্বত। অনেক দিন হইল, ঐ পর্ব্বতে অনঙ্গদেব তপস্যা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তথায় বৃক্ষ এবং দেবতা রাক্ষস প্রভৃতি কোন প্রকার প্রানিগণেরও সমাগম নাই

অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ মৈনাক পর্ব্বত। উহাতে ময় দানবের একটী প্রাসাদ আছে। তিনি স্বয়ং ঐ পুরী নির্ম্মাণ করেন। উহার চতুর্দ্দিকে তুরঙ্গবদনা রমণীদিগের সুসজ্জিত আবাস গৃহ সকলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ পর্ব্বতের গণ্ডশৈল ও গুহা সকল তন্ন তন্ন করিয়া, আমার বান্ধবহৃদয়বাসিনী বৈদেহীর অনুসন্ধান করিও। পরে সিদ্ধা-

শ্রয়। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তপঃপরায়ণ নিষ্পাপ তাপসেরা বাস করিতেছেন। তোমরা গিয়া অতি বিনম্র বদনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে আর্য্যা জানকীর সংবাদ জিজ্ঞাসিও। ঐ পবিত্র আশ্রমপদে বৈখানস ঋষিগণের স্বর্ণসরোজ শোভিত সুন্দর এক সরোবর আছে। তথায় অরুণবর্ণ হংসেরা হংসীসহ সানন্দে দিবানিশি জলকেলী করিতেছে, এবং সর্ব্বলোক-পূজিত কুবেরের বাহন, সার্ব্বভৌম নামে এক হস্তী ও করিণী সমভিব্যাহারে সময়ে সময়ে তাহার তীরদেশে পর্য্যটন করিয়া থাকে।

তৎপরে একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। তথায় চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের প্রভা নাই, এবং মেঘও দৃষ্টিগোচর হয় না। সর্ব্বদা নিস্তব্ধ। তথায় তপঃসিদ্ধ দেবকল্প তেজস্বী তাপসেরা দিবানিশি বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের উজ্জ্বল দেহপ্রভা সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত, তদ্দ্বারাই ঐ প্রদেশ আলোকিত হইতেছে। উহার পরে স্রোতস্বতী শৈলোদা নদী, ঐ নদীর উভয় তীরে কীচক ও বংশ উৎপন্ন হইয়া পরপার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সিদ্ধগণ তাহা ধারণ পূর্ব্বক পারাপার গমন করিয়া থাকেন।

তদনন্তর উত্তর কুরু। উহা একমাত্র কৃতপুণ্যদিগের আবাস স্থান। তথায় বহুসংখ্য নদ নদী ও সুদৃশ্য সরোবর সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সকল সরোবরে স্বর্ণের

রক্তোৎপল ও নীল বৈদুর্য্যের পত্র সমুদায় লক্ষিত হইয়া থাকে। তীরে বিম্বফল তুল্য মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও বিবিধ রত্নরাজি বিরাজিত রহিয়াছে। তথাকার দীর্ঘিকা সকলের জল রক্তবর্ণ। ইতস্ততঃ রত্নময় পর্ব্বত এবং নানাপ্রকার পুষ্পিত পাদপশ্রেণী অবিরলভাবে শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ অতি মনোহর, রস অতি সুস্বাদু, স্পর্শ অতি উৎকৃষ্ট এবং সুরভি পুষ্প ও পরম উপাদেয় ফল সততই শোভা পাইতেছে। কলকণ্ঠ বিহঙ্গম কুল শাখা প্রশাখায় বসিয়া অকুতোভয়ে সর্ব্বদা কলরব করিতেছে। বীরগণ! উত্তরকুরু অতি আশ্চর্য্য স্থান; তথাকার পাদপশ্রেণী হইতে বহুমূল্য বিচিত্র বস্ত্র, স্ত্রী পুরুষদিগের উপভোগ্য ও সর্ব্বকাল সুখসেব্য মুক্তা-মণিমণ্ডিত বৈদুর্য্যজড়িত অমূল্য অলঙ্কার, আস্তরণ-বিভূষিত দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যা, মনোহর মাল্য, পরম উপাদেয় মনোরম্য অন্ন পান, এবং সুরূপা সুবেশা রূপ-যৌবন গর্ব্বিতা গুণবতী যুবতি সকল উৎপন্ন হইতেছে। তথায় উজ্জ্বলদেহ কৃতপুণ্য ও ভোগাসক্ত সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর এবং কিন্নরগণ ভোগবিলাসিনী রমণী সমাজে সর্ব্বদা বিহার করিতেছে। ঐ মনোহর স্থানে প্রীতিকর গীত বাদ্য ও হাস্যের কোলাহল নিরন্তর শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তথায় সকলেই হৃষ্ট ও সর্ব্বদা আহ্লাদে পরিপূর্ণ, এবং নিত্য নিত্য নানাপ্রকার অভিনব ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

পরিশেষে উত্তর সমুদ্র। উহার মধ্যে সুবর্ণময় সোমগিরি শোভা পাইতেছে; ঐ সোমগিরির প্রভা এরূপ উজ্জ্বল যে, তৎপ্রদেশীয় তাপসেরা কৃষ্ণ পক্ষীয় রজনীতেও কৌমুদী মহোৎসব অনুভব করিয়া থাকেন। তথায় বিশ্বব্যাপী ভগবান্ চন্দ্রশেখর যোগপরায়ণ যোগীগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুরু অতিক্রম করিয়া আর যাইও না। কারণ সোমগিরিতে প্রবেশ করা সুরগণেরও সুখসাধ্য নহে। কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর তথায় কেহই গমন করিতে পারেন না। তোমরা দূর হইতে উহা দর্শন করিও, কিন্তু কদাপি নিকটে যাইও না। ঐ সোমগিরির পর আর কিছুই লক্ষিত হয় না, তথায় ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন অসীম স্থান। কেবল মাত্র দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিরাজ করিতেছেন। আমরা তাহার কিছুই জানি না। বীরগণ! আমি যে সমস্ত প্রদেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, এবং যে সমস্ত অনির্দ্দিষ্ট রহিল, তোমরা আন্তরিক যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বত্রই গমন করিও। দেখ, রাম আমার যে রূপ উপকার করিয়াছেন, তাহার আংশিক প্রত্যুপকারও আমার পক্ষে যদিচ অসাধ্য হউক, তথাপি প্রাণপণে চেষ্টা করা সর্ব্বাংশেই শ্রেয় হইতেছে। কপিগণ! আর দেখ, আমি যদি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া বান্ধবের কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকারও করিতে পারি, তাহা হইলেও, আমি আপনাকে অপেক্ষাকৃত ঋণভার হইতে মুক্ত ও পরম কৃতার্থ জ্ঞান

করিব এবং এ জীবনকে কথঞ্চিৎ সফল জানিয়া পরিণামেও পারকীয় সুখের আশা করিতে পারিব। বানরগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি কখন কোনরূপ সংশ্রবে আইসে নাই, তাহার কার্য্যে যথোচিত সাহায্য করাও যখন কর্ত্তব্য হইতেছে, তখন উপকারী মিত্রের প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হওয়া যে নিতান্তই পামরের কার্য্য, তাহাতে কি আর অণুমাত্রও সন্দেহ আছে? বীরগণ! তোমারা প্রাণ পণে ও পরম যত্নে সর্ব্বদা আমার কল্যাণ কামনা করিয়াথাক, এক্ষণে এই শুভ বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ করিয়া, প্রতিজ্ঞা ভার হইতে আমাকে মুক্ত কর। রাম ত্রিলোকের মাননীয় ও দ্বিতীয় ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ, ইনি আমার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা ইহার কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে কদাচ উদাসীন হইও না। বিশেষ, তোমরা সমধিক যত্নে সীতার উদ্দেশ করিতে পারিলে, চির দিনের নিমিত্ত আমার এবং রামের প্রীতিভাজন হইয়া থাকিবে। আমি যাবজ্জীবন, তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব, এবং তোমরাও প্রিয়তমার সহিত নিষ্কণ্টকে ও নির্ভয়ে পৃথিবীতে পর্য্যটন করিয়া স্বাধীনতা সুখের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব একমাত্র হনূমানের উপরেই কার্য্যসিদ্ধির সম্যক প্রত্যাশা করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; বীর! পৃথিবীতলে তোমাকে অদ্বিতীয় বীর বলিলেও তোমার বলবীর্য্যের অত্যুক্তি হয় না। কি স্বর্গ, কি মর্ত্য, কি রসাতল, তোমার অব্যাহত গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। গন্ধর্ব্বলোক, মনুষ্যলোক, উরগলোক, সুরলোক, কি অসুরলোক, তুমি সমস্তই সবিশেষ অবগত আছ, তোমার অব্যাহত গতি, অপরিসীম বেগ, অনন্যসুলভ দুর্ব্বিষহ তেজঃ ও ক্ষিপ্রকারিতা, সর্ব্বথা তোমার পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য বীর্য্যবান্, তোমার ন্যায় প্রতাপবান্ ও তোমার সদৃশ তেজস্বী পুরুষ এপর্য্যন্ত জন্মে নাই, আর বোধ হয় জন্মিবেও না। এক্ষণে যাহাতে আর্য্যা জনকাত্মজার অনুসন্ধান হয়, তুমি একান্ত মনে তাহাই চিন্তা কর। তোমার বল, বুদ্ধি ও উৎসাহ অসাধারণ, তুমি নীতিনিরূপণে সুপটু এবং দেশ কালেরও সম্যক্ অনুসরণ করিতে পার। বোধ করি, আমি একমাত্র তোমার প্রযত্নেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্তিলাভ করিব।

এই বলিয়া কপিরাজ বিরত হইলে, রাম মনে করিলেন; সুগ্রীবও হনূমান্‌কেই কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ বোধ করিতেছেন এবং আমারও অনুমান হইতেছে, এই সুধীর হইতেই যেন আমার আশালতা ফলবতী হইবে। ইহাঁর বল বীর্য্য ও বুদ্ধি সম্যক্ পরীক্ষিত, আর কপিরাজও যখন ইহাঁকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন এই মহাবীর জানকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে, কৃতকার্য্য হইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ইষ্টলাভেই যেন সমধিক হৃষ্ট হইলেন এবং জানকীর বিশ্বাসের জন্য হনূমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় প্রদান পুর্ব্বক সস্নেহে কহিলেন; পবনকুমার! আমার জানকী রাক্ষসদিগের করাল শাসনে অবস্থান করিতেছেন, কখন কোন্ দুর্ভেদ্য মায়া বিস্তার করিয়া যে তাঁহার কোমল প্রাণ চমকিত করিতেছে, কিছুই বলা যায় না; অতএব আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, তিনি এই অভিজ্ঞান দর্শনেই জানিতে পারিবেন এবং অশঙ্কিত মনে তোমার সহিত বাক্যালাপও করিবেন। বীর! তোমার যেরূপ অধ্যবসায় ও যেরূপ বল বীর্য্যের আতিশয্য দেখিতেছি, তাহাতে যে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করি না।

তখন মারুততনয় ঐ রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে রামপাদপদ্মে প্রণিপাত করিলেন। রামের চতুর্দ্দিকে মহাবল বানর

সৈন্য, তিনি তৎকালে, নির্ম্মল নভোমণ্ডলে তারাবেষ্টিত অকলঙ্ক শশাঙ্কের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং হনূমান্‌কে সম্বোধন করিয়া সবিনয়ে পুনরায় কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি সিংহ-বিক্রম, তোমার বলবীর্য্যের পরিসীমা করা ভার। আমি একমাত্র তোমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলাম। তোমাকে আর অধিক কি কহিব, এক্ষণে যেরূপেই আমার সেই নিশানাথ-নিভাননা ক্ষীণাঙ্গী ক্ষিতিসুতারে দেখিতে পাও, আন্তরিক যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাই করিও। এই বলিয়া রাম বিরত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামের কার্য্য সাধনোদ্দেশে পুনর্ব্বার বানরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; বীরগণ! তোমরা সকলেই বিচক্ষণ, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা বিষয়ে তোমাদের মধ্যে কেহই অপারগ নহে। তোমাদিগকে অধিক বলা কেবল অত্যুক্তিমাত্র। এক্ষণে আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা গিয়া তদনুসারে সীতার অন্বেষণ করিয়া আইস।

তখন ঐ সকল ভীমবল বানরগণ কপিরাজের তাদৃশ উগ্র শাসন শিরোধার্য্য করিয়া, পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূম-

গুল আচ্ছন্ন করত যাইতে লাগিল। মহাবল শতবলি সাত শত বানর সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, হিমাচল-পরিশোভিত উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। যূথপতি বিনত বহুসংখ্য কপিসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বদিকে, সুষেণ পশ্চিম দিকে এবং মন্ত্রণাচতুর মহাবল মারুতকুমার অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণকে লইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। সুগ্রীব স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে প্রত্যেক দিকে প্রত্যেককে নিয়োগ করিয়া অপার আনন্দ সিন্ধুতে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। রামও তদীয় সমধিক যত্ন দর্শনে পরম প্রীত হইয়া প্রিয়া-প্রাপ্তি কাল প্রতীক্ষায় লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে বানরগণ রাজার আদেশে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিক্ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। গমন-কালে বীর্য্যমদে গর্ব্বিত হইয়া, কেহ গম্ভীর গর্জ্জন, কেহ গগণস্পর্শী আস্ফালন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ ও কেহ কেহ বীরদর্পমিশ্রিত সগর্ব্ব পাদ বিক্ষেপ করিয়া, ভয়াবহ চীৎকার আরম্ভ করিল। কেহ কহিতে লাগিল;— অদ্য আমি, সেই পরবনিতাপহারক দুরাত্মা দশাননকে সবংশে বিনাশ করিয়া, সাক্ষাৎ কমলারূপিণী সেই কোমলাঙ্গী ধরিত্রীসুতাকে উদ্ধার করিব। অপর কেহ বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া কহিল; না না, অহে বীরগণ! ক্ষুদ্রকার্য্য সাধনের জন্য মহৎ প্রযত্নের নিষ্প্রয়োজন; আজ, একমাত্র আমার প্রদীপ্ত প্রতাপ বহ্নিতেই রাবণকে শলভের ন্যায়

শমনের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে হইবে; আমি আজ রসাতল হইতেও সেই ভয়বিকম্পিতা বিদেহরাজ-নন্দিনীকে আনয়ন পূর্ব্বক রামের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিব। আর কেহ কহিল;— আমি আজ ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়া, ধরাতলস্থ সমুদায় বৃক্ষকে দগ্ধ করিব, গগনস্পর্শী ভীষণ আস্ফালনে বসুন্ধরা দেবীকে রসাতলশায়িনী করিব, পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং সাগর পর্য্যন্তও শোষণ করিয়া পরিশেষে সেই পরভার্য্যাপহারক পাপাত্মার কোমল প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক সীতা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিব। কেহ কহিল;—আমি আজ এক যোজন লম্ফ দিব, অপরে কহিল; আমি দশ সহস্র যোজন লম্ফ প্রদান করিব। কেহ কেহবা কহিতে লাগিল; কি পৃথিবী, কি পাতাল, কি রসাতল, কি পর্ব্বত, কি বন, আমার অব্যাহত গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না, আমি আজ সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত গমনে পর্য্যটন করিব। তৎকালে বানরগণ বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া, এইরূপ নানাপ্রকার বীরদর্পমিশ্রিত আস্ফালন সূচক কথোপকথন আরম্ভ করিল।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর বানরেরা জানকীর অন্বেষণার্থ প্রস্থান করিলে, রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন; সখে! তুমি এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশই কিরূপে অবগত হইলে, শুনিতে আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে, যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, আদ্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল দূর কর।

তখন বিনীতশীল সুগ্রীব সাদরে কহিতে লাগিলেন; রাম! আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কহিতেছি, শ্রবণ কর; একদা বালি পূর্ব্ববৈর নিবন্ধন মহিষরূপী দুন্দুভি নামক কোন এক দানবকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হন, তদ্দর্শনে দানব নিতান্ত ভীত হইয়া, মলয় গিরির এক গুহায় প্রবেশ করে। বালি ঐ অসুরকে গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ক্ষুব্ধ মনে আমাকে কহিলেন; সুগ্রীব! তুমি সাবধান হইয়া, আমার আগমন পর্য্যন্ত এই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক, আমি একাকীই এই বিবরে প্রবেশ করিয়া শত্রু নাশ করিব। সখে! আমি এই কথা শুনিয়া বারংবার তাঁহার অনুসরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি দ্বারদেশে থাকিবার জন্য আমাকে পাদস্পর্শ

পূর্ব্বক শপথ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্রজের আদেশে আমিও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। অনন্তর ক্রমে সংবৎসর কাল অতীত হইয়া গেল, আমি বিলদ্বারে দণ্ডায়মান, একদৃষ্টে তাঁহার আসাপথ নিরীক্ষণ করিতেছি, ভাবিলাম, যখন এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল, তখন অবশ্যই কোন অশুভ সংঘটন হইয়াছে। স্নেহ বশতঃ অন্তঃকরণে বড় ভয় উপস্থিত হইল, নানাপ্রকার অনিষ্ট আশঙ্কাও হইতে লাগিল। সেই সময়েই আবার বিবর হইতে শোণিতধারা নির্গত হইতেছে, দেখিয়া আমার মুখবর্ণ একেবারেই বিবর্ণ হইয়া গেল, ভয়ে যেন সকল শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, আমি যারপর নাই দুঃখিত ও বিমনা হইয়া উঠিলাম। ইতিমধ্যে পাতালতল হইতে অসুরগণের বীর নিনাদ আমার শ্রুতিগোচর হইল, কিন্তু বালির কথা কিছুই শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি যে কতদুর শঙ্কিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। এমন কি, তৎকালে আমি যেন শোকে মোহে একেবারেই হতচেতন হইয়া পড়িলাম এবং সুস্পষ্টভাবে ঐ সকল চিহ্ন দর্শনে তাঁহার মৃত্যুই স্থির করিলাম।

সখে! তখন আমি আবার ভাবিলাম; দুরাত্মা ভ্রাতৃবধে লব্ধসাহস হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরীও হয়ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবে। এই আশঙ্কায় আমি ঐ অসুরকে বিবরে অবরোধ পূর্ব্বক বিনাশ করিব, স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ শৈল-

প্রমাণ এক শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার অবরোধ করিয়া রাখি-লাম, এবং প্রেতোদ্দেশে যথাবিধি তর্পণ করিয়া সজল নেত্রে রোদন করিতে করিতে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হই-লাম। রাম! রাজনগরীতে আমি একাকী আগমন করিলে, মন্ত্রিগণ পরতঃপর সমুদায় অবগত হইলেন এবং বানররাজ্য অরাজক দেখিয়া একেবারে আমার হস্তেই রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন।

তদনন্তর আমি রাজাসনে আসীন হইয়া তারা ও রুমাকে লইয়া মিত্রগণের সহিত যথাবিধি রাজ্যশাসন করিতেছি, ইতিমধ্যে মহাবল বালি শত্রু সংহার করিয়া বীরদর্পে গর্ব্বিত পাদ বিক্ষেপে আগমন করিলেন এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, ক্রোধাবেগে সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটীবন্ধন পূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে বন্ধন করত কত প্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। সখে! আমি তৎকালে তাঁহাকে সমুচিত কথাই কহিতে পারিতাম, কিন্তু কেবল মাত্র ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়াই নিরস্ত ছিলাম। বালি শত্রু নাশ করিয়া আসিয়াছেন, দেখিয়া আমি পরম আহ্লাদ সহকারে সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম, কিন্তু তিনি ক্রোধনিবন্ধন প্রসন্ন মনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন না; আমি ভক্তিভাবে তদীয় পাদ-পদ্মে কিরীটস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণত হইলাম, কহিলাম, রাজন্! রাজ্যশাসনে আমার কিছুমাত্র লালসা ছিল না, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গেরা রাজ্য অরাজক দেখিয়া অগত্যা আমাকে অভি-

রিক্ত করিয়াছেন। আমায় ক্ষমা করুন। আপনি মান্য ও প্রকৃত রাজা, পূর্ব্বে যেরূপ আপনার পদানত ছিলাম, আমি এখনও সেইরূপ আছি। এক্ষণে এই নগরী, এই সকল অমাত্য, এই সমুদায় প্রজা, সমস্তই নিষ্কণ্টক রহিয়াছে, ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় শাসন করুন। কিন্তু সখে! আমার এত যত্ন, এত বিনয়, কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। বালি অকারণে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া পরিশেষে আমাকে বিনাশ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তখন আমি তাঁহার এই দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া প্রাণের আশঙ্কায় প্রাণপ্রতিম চারি জন মন্ত্রিকে লইয়া পলায়ন করিলাম। ক্রোধান্ধ বালিও আমার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সখে! আমি এই উপলক্ষে নানা নগর, বন, উপবন ও কত প্রকার ভীষণ নদ নদী দেখিলাম এমন কি, তৎকালে এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবী মণ্ডল আমার চক্ষে যেন গোষ্পদের ন্যায়, ভ্রমণবেগে যেন অলাতচক্রের ন্যায় এবং দৃশ্য পদার্থের সুস্পষ্টতা নিবন্ধন যেন দর্পণতলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমি বালির ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়া প্রথমে পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। যাইতে যাইতে কত প্রকার পাদপশ্রেণী, কত প্রকার পর্ব্বত ও কত প্রকার সরোবর আমার নয়নপথে নিপতিত হইল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; আমি ধাতুরঞ্জিত সুপ্রশস্ত উদয়াচল এবং অপ্সরাগণের বাসস্থান ক্ষীরোদ সমুদ্রও দর্শন করিলাম। এ দিকে মহাবল বালি অনুসরণ ক্রমে আমার পশ্চাৎ

উপস্থিত। তখন আমি প্রাণভয়ে শঙ্কিত হইয়া অমনি দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলাম, তথায় বিচিত্র ধাতুরাগ-রঞ্জিত বিন্ধ্যগিরি এবং মনোহর চন্দন কানন শোভা পাইতেছে। বালি সে দিকেও গিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বতের অন্তরালে লুকায়িত ছিলেন; তদ্দর্শনে আমি যারপর নাই ভীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং তত্রত্য নানা দেশ, নদ, নদী ও পরিশেষে সুপ্রসিদ্ধ অস্তাচল দেখিতে পাইলাম। আমি যে খানেই যাই, বালি আমার বিনাশার্থ সেই দিকেই উপস্থিত। অনন্তর আমি হিমাচল পরিশোভিত উত্তর দিকে যাত্রা করিলাম, ক্রমশ সুমেরু ও উত্তর সমুদ্র প্রভৃতি সমুদায় স্থান পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি আশ্রয় পাইলাম না।

তখন ধীমান্ হনুমান্ আমাকে কহিলেন; রাজন্! পূর্ব্বকালে মহর্ষি মতঙ্গ কোন কারণ বশত ক্রুদ্ধ হইয়া বালিকে উদ্দেশে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন; আজ হইতে বালি যদি আমার আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব কপিরাজ! আমার বোধ হইতেছে, সেই মতঙ্গাশ্রমে বাস করাই আমাদের পক্ষে সুখের ও নিরুদ্বেগের হইবে; তদ্ভিন্ন প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।

তখন আমি তদীয় মুখে এই শুভ সংবাদ শুনিয়া ঐ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষ্যমুক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলাম। মহর্ষি

মতঙ্গের শাপভয়ে বালি তন্মধ্যে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। আমি নির্ভয় হইয়া নিঃশঙ্কে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। সখে! এই আমি যেরূপে সমগ্র অবনীমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

এ দিকে বলবতী বানরী সেনা সুগ্রীবের উগ্র শাসনে জানকীর অন্বেষণার্থ পৃথিবী আচ্ছন্ন করত মহাবেগে চতুর্দ্দিকে গমন করিয়া, নদ, নদী, বন, উপবন, শৈল, সরোবর ও দেশ সমুদায় অন্বেষণ করিতেছে। তাহারা সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর পরিশ্রান্ত হইয়া যেখানে সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজমান ও বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে পূর্ণ, রাত্রিযোগে সেই সুখময় প্রদেশে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। পর দিন প্রভাতে উঠিয়া পুনরায় অগ্রবর্ত্তী প্রদেশ সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করে।

এইরূপে প্রস্থান দিবস হইতে গণনায় ক্রমশ যখন এক মাস পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া ম্লান বদনে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। মহাবীর শতবলি শুষ্ক মুখে উত্তর দিক হইতে, ভীমবল

বিনত বিষণ্ণ বদনে মন্ত্রিবর্গের সহিত পূর্ব্বদিক হইতে এবং সুধীর সুষেণ সসৈন্যে ও সভয়ে পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিলেন। এ দিকে কপিরাজ সুগ্রীব বান্ধবের সহিত প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের আসাপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন; ইতিমধ্যে শুষ্ক বদনে সকলে সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল;—রাজন্! আমরা আপনার শাসনে সমস্ত পর্ব্বত ও সমুদায় অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, নদ, নদী, সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ, উপদ্বীপ ও জনপদ সকল, পর্য্যবেক্ষণ করিলাম; লতাজাল জটিল তরুগুল্ম এবং আপনার নির্দ্দিষ্ট ভীষণ গুহা সকল ও দুর্গম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ জীব জন্তুর মধ্যেও সযত্নে অন্বেষণ করিলাম; গতিপ্রসঙ্গে অনেক প্রকার প্রাণীকে নিহত ও বিনষ্টও করিলাম; কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কপিরাজ! আমাদের বোধ হয়, আর্য্যা জানকী যে দিকে আছেন, সুবিখ্যাত বীর পবনকুমারই তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হনূমানের বলবীর্য্য অসাধারণ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারাও মহাবীর, অতএব তিনি যে জানকীর উদ্দেশ লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

এ দিকে মহাবীর হনূমান্ যূথপতি তার ও যুবরাজ অঙ্গদের সহিত দক্ষিণ দিক পর্য্যটন করিতেছেন। তিনি বহুসংখ্য বানর সৈন্যে সমাবৃত ও দুর্গম দূরপথ সমস্ত অতিক্রম পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলে উত্তীর্ণ হইয়া তত্রত্য গুহা, গহন কানন, নদ, নদী, দুর্গ, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকোটরে জানকীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক দূর অতিক্রম করিলেন, অনেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও সেই নিশানাথ নিভাননা-সাধ্বী ধরিত্রী-সুতার উদ্দেশ পাইলেন না।

অনন্তর সকলে দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে সকল প্রদেশ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল; যে স্থান অতীব দুর্গম, যে খানে পানীয় জলও সুলভ নহে, এবং যে খানে কোন প্রকার প্রাণীরই সমাগম নাই, উহারা তাদৃশ ঘোরতর অরণ্যেও পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং তথা হইতে অশঙ্কিত মনে অন্য এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু জানকী ও রাবণের উদ্দেশ কোথাও পাইল না।

অনন্তর উহারা তথা হইতে মহর্ষি কণ্ডুর আশ্রমে প্রবেশ করিল;—ঐ আশ্রম নিতান্ত দুর্গম ও অতীব ভয়াবহ।

তথায় তরুলতার ফল, পুষ্প ও পত্র কিছুই দৃষ্ট হয় না, নদ, নদী ও সরোবর সমুদায় শুষ্ক, অলিকুলচুম্বিত কোমল কমলদলের বিকাশ নাই, বৃক্ষের মূল পর্য্যন্তও দুর্ল্ভ; করী, করেণুকা, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি পশু ও পক্ষী কিছুই লক্ষিত হয় না, এবং ওষধিরও প্রকাশ নাই। এই অরণ্য মধ্যে পূর্ব্বে মহর্ষি কণ্ডু তপস্যা করিতেন, তিনি অতিসত্যবাদী ও কোপনস্বভাব ছিলেন। নিয়মপ্রভাবে তাঁহার দেহপ্রভা এরূপ হইয়াছিল, যে দর্শনমাত্র দর্শনশক্তি প্রতিহত হইয়া যাইত। ঐ কণ্ডুর দশ বৎসরের একটি পুত্র ছিল, কোন কারণ বশতঃ এই অরণ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদ্দর্শনে মহর্ষি যারপর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদায় অরণ্যকে অভিসম্পাত করেন। তদবধি এই কাননের এইরূপ ভয়াবহ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বানরগণ কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উহার প্রান্তদেশ, গিরিগুহা ও নদ নদী সমুদায় অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথাও সীতা বা দশাননের উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর বানরেরা নিতান্ত হতাশ হইয়া, তথা হইতে অন্য এক নিবিড় কাননে প্রবেশ করিল। ঐ স্থান তরুলতাগহন ও অতীব ভয়াবহ; ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ সগর্ব্বে তথায় বিচরণ করিতেছে। বানরেরা নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক ভয়ঙ্কর অসুরকে দেখিতে পাইল। ঐ অসুর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, তাহার আস্য অতি বিস্তৃত, চক্ষু আরক্ত, বরগর্ব্বে সে এরূপ

গর্ব্বিত যে, সাক্ষাৎ বজ্রপাণি পুরন্দরকে দেখিলেও তাহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হয় না। মহাবল বানরগণ বনমধ্যে উহার সেই ভীম মুর্ত্তি দেখিয়াও নিঃশঙ্কচিত্তে কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আসন্ন-মৃত্যু অসুর মৃত্যুলালশায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া কহিল ;—বানরগণ! ঐ দেখ্, কালের করাল রসনা তোদের কোমল প্রাণ আস্বাদ করিতে আসিতেছে, শীঘ্র পলায়ন কর্, এই বলিয়া সে রোষভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ রাবণজ্ঞানে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উহাকে এক তল প্রহার করিলেন। অসুর প্রহারবেগে হত চেতন হইয়া শোণিতধারা উদ্গার পূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর বানরগণ গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপে নির্ভয়ে গহন গুহা সমস্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং তৎসমুদায় সম্যক্‌রূপ দৃষ্ট হইয়াছে, দেখিয়া অপর গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা সমস্ত বন, উপবন ও নদ নদী সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও জানকী বা রাবণকে কোথাও দেখিতে পাইল না ; পরিশেষে পথপর্য্যটনে সকলেই একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া নির্জ্জনে এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

তদ্দর্শনে সুধীর অঙ্গদ বানরগণকে প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিয়া, তৎকালোচিত মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন ;—বানরগণ! দেখ, আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের ভীমশাসনে শঙ্কিত হইয়া, সরিৎ, সরোবর, শৈল, ও নিভৃত প্রদেশ সমস্তই অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে দেখিতে পাইলাম না এবং যে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সে দুরাচার নিশাচরকেও দেখিলাম না। আমাদের নির্দ্দিষ্ট কাল একমাস মাত্র, তাহাও অতীত হইয়াছে। আমরা এখন অতীতকালে অকৃতকার্য্য হইয়া যদি রাজসন্নিধানে গমন করি, তাহা হইলে তাঁহার উগ্রশাসনে বোধ হয় আমাদের সকলকেই শমনের সেই ভীষণ সদন দেখিতে হইবে। অতএব বীরগণ! আইস, আমরা দুঃখ ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া পুনর্ব্বার এই গহন কানন অনুসন্ধান করি। আলস্য ও নিদ্রা তন্দ্রা সমুদায় দূর কর; কার্য্য সিদ্ধির কারণীভূত উৎসাহ ও সাহস আশ্রয় কর। আন্তরিক যত্ন থাকিলে এমন কার্য্য কি আছে, যাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। অতএব আমাদের এক্ষণে হতাশ হওয়া কোন রূপেই

কর্ত্তব্য হইতেছে না। সুগ্রীব নিতান্ত উগ্রস্বভাব, তাঁহার শাসনও যার পর নাই ভীষণ; সুতরাং তাঁহাকে এবং মহাত্মা রামকে ভয় করিতেই হইবে। বানরগণ! আমি তোমাদের হিত সঙ্কল্পে যাহা কহিলাম, তাহাতে কর্ণপাত কর এবং সঙ্গত হইল কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখ।

তখন গন্ধমাদন একান্ত শ্রমকাতর ও নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়াও যুবরাজ অঙ্গদের মুখে এই সঙ্গত কথা শুনিয়া সাদরে কহিতে লাগিল;— কপিগণ! দেখ, যুবরাজ আমাদের হিত সঙ্কল্পে যাহা কহিলেন, তাহা সঙ্গত, হিতজনক, অনুকূল ও সুতরাং আমাদের সর্ব্বথা প্রতিপাল্য। অতএব আইস, আমরা পুনর্ব্বার দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট শৈল, শিলা, সরিৎ, সরোবর, শূন্যকানন, গিরিদুর্গ ও প্রস্রবণ সমুদায় সযত্নে অন্বেষণ করি।

তৎ শ্রবণে বানরেরা গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ স্থানে শারদীয় জলদ-কান্তি রজত পর্ব্বত বিরাজমান; বানরী সেনা বৈদেহীর দর্শন-লালসায় ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তত্রত্য রমণীয় লোধ্র ও সপ্তপর্ণের সুরম্য কাননে বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু জানকী বা দশাননের কোথাও উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর তাহারা পর্য্যটনশ্রমে আবার ক্লান্ত হইয়া ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক সাদর নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবতীর্ণ হইল। পর্য্যটনশ্রমে তাহাদের মন নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত

ও একান্ত বিকল হইয়া পড়িয়াছে, মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, [illegible] এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্ব্বক কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার উৎসাহের সহিত বিন্ধ্য পর্ব্বত অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

মহাবীর পবনকুমার, যূথপতি তার ও যুবরাজ অঙ্গদ সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যাচলে আরোহণ পূর্ব্বক হিংস্র জন্তু-সঙ্কুল তরুলতা-গহন গহ্বর, সঙ্কট স্থল ও প্রস্রবণ সকল অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে নৈঋত দিকের শিখরে উত্থিত হইলেন । ঐ শিখর অতিবিস্তীর্ণ, গুহাগহন ও অত্যন্ত দুর্গম দেখিয়া গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, শরভ ও জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর পরস্পরের অদূরবর্ত্তী থাকিয়া জানকীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ স্থানে ঋক্ষবিল নামে একটী অনাবৃত গর্ত্ত আছে, উহা দানব-রক্ষিত ও লতাজালে সমাবৃত ; চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত থাকায় উহা নিতান্ত দুষ্প্রবেশ হইয়াছে। বানরেরা পর্য্যটন নিবন্ধন ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিল, চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবগত্যা ঐ বিস্তীর্ণ গর্ত্ত দেখিতে পাইল। তথা হইতে

হংস, সারস, কারণ্ডব ও ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলচর পক্ষি সকল নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, চক্রবাক্ সমস্ত পদ্মপরাগে রঞ্জিত হইয়া জলার্দ্র দেহে আসিতেছে, তদ্দর্শনে শাখামৃগ সকল ভয়ে ও বিস্ময়ে যুগপৎ আকৃষ্ট হইয়া সহসা উহার সন্নিহিত হইল, কিন্তু হইবামাত্রই হর্ষে পুলকিত হইল, দেখিল, গর্তমধ্যে নানা প্রকার জীবজন্তু বাস করিতেছে, কিন্তু ঐ গর্ত্ত নিতান্ত দুষ্প্রবেশ ও অতীব ভীষণ, বোধ হয়, যেন দানবরাজ গুপ্ত নিবাসের জন্য উহা নিতান্ত দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে; ফলতঃ ঐ গর্ত্ত নিভৃত বাসেরই সম্যক্ উপযুক্ত স্থান।

মহাবীর হনূমান্ ঐ সুবিস্তীর্ণ গর্ত্ত দেখিয়া, অরণ্য-সঞ্চার-নিপুণ বানরদিগকে কহিলেন; দেখ, আমরা এই পর্ব্বতের অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এমন কি, পিপাসায় আমাদের কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; দেখিতেছি, এই বিলদ্বার হইতে হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ চক্রবাক প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গম সকল জলার্দ্র দেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এবং দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্র গুলিও রসার্দ্র, ইহাতে বোধ হইতেছে, এই গর্ত্তের অভ্যন্তরে অবশ্যই কোন কূপ বা জলাশয় আছে। অতএব আইস, তৎক্ষণে আমরা এই গর্তমধ্যেই প্রবেশ করি।

অনন্তর সকলে তদীয় কথায় সম্মত হইয়া ঐ দুর্গম গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অতীব ভীষণ; মৃগ, বরাহ ও সিংহ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়া-

ইতেছে। ভীমবল বানরদিগের দৃষ্টি, তেজ ও পরাক্রম তন্মধ্যে কিছুতেই প্রতিহত হইল না। উহারা ঐ প্রগাঢ় তিমিরে পরস্পরকে ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং বিবিধ রমণীয় স্থান ও নানা প্রকার বৃক্ষরাজি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নির্ভযে প্রায এক যোজন পথ অতিক্রম করিল। সকলের সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায়, সকলেই তটস্থ, পিপাসার্ত্ত ও ক্ষুধার্থ হইয়া অবিশ্রান্তে যাইতেছে। ক্ষুৎপিপাসায় সকলের দেহ শীর্ণ, মুখমণ্ডল মলিন এবং স্ব স্ব প্রাণ রক্ষায় সকলেই একান্ত হতাশ।

ইত্যবসরে সহসা আলোক দৃষ্ট হইল। বানরেরা আলোক পাইয়া আহ্লাদভরে গতিপ্রসঙ্গে একটী সুরম্য-কাননমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায অন্ধকারের লেশমাত্র নাই, জ্বলন্ত অনলবৎ স্বর্ণের বৃক্ষসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জ্বলিতেছে। শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ ও কুসুমিত কর্ণিকার বিচিত্র স্বর্ণের স্তবক, শেখর, রক্তবর্ণ পল্লব ও সুকোমল লতাজালে জড়িত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে। ঐ সমস্ত তরুরাজি তরুণ সুর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মূলে বৈদুর্য্যময় বেদি শোভা পাইতেছে। তথায় কোন স্থানে নীল বৈদুর্য্যমণির ন্যায় নীলবর্ণ অলিকুল সঙ্কুল সুকোমল কমললতা, কোন স্থানে সরোজদল বিরাজিত স্বচ্ছ সলিল সুরম্য সরোবর, তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎস্য সকল স্বাভাবিক রঙ্গ ভঙ্গী বিস্তার পূর্ব্বক সন্তরণ করিতেছে, স্থলান্তরে বৈদুর্য্যমণিমণ্ডিত মনোহর

সপ্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ সকল মুক্তাজালে জড়িত হইয়া শোভা পাইতেছে।" কোথাও সুদৃশ্য পাদপ সকল প্রবালতুল্য ফলপুষ্পভরে অবনত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যেন স্বীয় স্বীয় অপ্রতিম ঔদার্য্য ভাবই প্রকাশ করিতেছে। কোথাও সুবর্ণময় মধুকর, কোথাও মনিকাঞ্চন-চিত্রিত দুগ্ধফেণনিভ বিবিধ শয্যা ও বহুমূল্য আসন সমুদায় সজ্জিত, কোথাও অগুরু ও চন্দনের স্তূপ, তাহার সৌরভে বনবিভাগ আমোদিত করিতেছে। কোথাও পবিত্র ফল-মুল, কোথাও কমনীয় কম্বল, কোথাও মহামুল্য যান ও সুস্বাদু মৈদ্য সুবর্ণময় ভাণ্ডে পরিপূর্ণ, এবং কোনস্থানে বহুমূল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র অপরূপ কৌশলে সজ্জিত রহিয়াছে। বানরগণ ইতস্তত সমস্তই দেখিল, কিন্তু অন্যের বস্তু স্বামীর অনভিপ্রায়ে স্পর্শকরা নিষিদ্ধ, এই ভয়ে কেহ কিছু স্পর্শ করিল না।

অনন্তর বানরেরা কিয়দ্দুর গিয়া একটী তাপসীকে দেখিতে পাইল, এই তাপসীর সর্ব্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল, কেশজাল শারদীয় জলদখণ্ডের ন্যায় শুক্লবর্ণ ও শরীর একান্ত শীর্ণ, জরা প্রভাবে পবনাহত কদলী তরুর ন্যায় উহা অনবরত কম্পিত হইতেছে। তিনি তপঃ প্রভাব-সম্ভুত দেহ প্রভায় প্রভাকরের প্রভাকেও যেন তিরস্কার করিতেছেন। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র যৎ পরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল। বিচক্ষণ হনুমান তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিবিনম্র বচনে জিজ্ঞাসিলেন; তাপসি! আপনি কে? এই মনোহর উদ্যান, এই আশ্চর্য্য ভবন, এই গর্ত্ত সমস্তই কি আপনার তাপসী শক্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে? না অন্য কাহারও সম্পত্তি?

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

এই বলিয়া হনূমান্ পুনর্ব্বার সেই সর্ব্বভূত-হিতকারিণী ধর্ম্ম-চারিণীকে কহিলেন; তাপসি! আমরা পথপর্য্যটনে নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া গতি-প্রসঙ্গে সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি; এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত, দেখিয়া চকিত, ভীত ও একেবারে হতচেতন হইয়াছি। জিজ্ঞাসা করি, এ সমস্ত অরুণ-বর্ণ স্বর্ণময় পাদপরাজি রসাল ফল পুষ্পে আনমিত হইয়া যে, চারি দিক্ সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, সমুদায় কি আপনার তপোবল? না অন্য কাহারও সম্পত্তি? এই সকল পবিত্র সুগন্ধ ফল মূল, এই সমস্ত মুক্তাজাল-জড়িত গবাক্ষ-পরিশোভিত সুবর্ণময় সুরম্য গৃহ, এই সমুদায় সুবর্ণের বিমান, এই নির্ম্মল জলে স্বর্ণের পদ্ম, এই সুবর্ণের মৎস্য; সমুদায় কি আপনার যোগবলে আবির্ভূত? না অন্য কাহারও তপোবল? তাপসি! আমরা ইহার কিছুই

জানি না, যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, সবিশেষ কহিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন।

তাপসী তদীয় কৌতূহল দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, বৎস! যদি একান্তই অভিলাষ হইয়াথাকে, আদ্যোপান্ত সমস্তই কহিতেছি, শ্রবণ কর ;— বহুকাল হইল ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব এই স্থানে অবস্থান করিত, সেই দানব এই অরণ্য মধ্যে সহস্র বৎসর অতিকঠোর তপস্যা করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে এবং তাঁহার বর-প্রভাবে সর্ব্বথা শিল্পজ্ঞান অধিকার করিয়া শিল্পকার্য্যে এরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, যে দানবদলে তাহাকে দ্বিতীয় বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া সমাদর করিত। এই স্বর্ণের কানন, এই মণিমুক্তামণ্ডিত দিব্য গৃহ, এই সুরম্য সরোবর, এই মনোহর উদ্যান, সমুদায় তাহার নির্ম্মিত।

দানবরাজ স্বয়ং এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরোত্তর ভোগ সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে লাগিল ; এমন সময় হেমা নাম্নী হেমপ্রভা এক অপ্সরাতে তাহার অনুরাগ জন্মে। তদ্দর্শনে সুররাজ বজ্রপাণি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় বজ্র দ্বারা ঐ দানবকে নিপাত করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট কানন, এই সুবর্ণময় গৃহ, এবং এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি মেরু সাবর্ণির কন্যা, নাম স্বয়ম্প্রভা। হেমা আমার প্রিয়সখী। তিনি নৃত্যগীত বাদ্যে অতিশয় অনুরক্তা, আমি তাঁহার অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা করিতেছি। বানরগণ!

তোমরা কিজন্য এই জনশূন্য কাননে প্রবেশ করিয়াছ, এবং কিরূপেই বা এই নিভৃত স্থান অবগত হইলে। আমি তোমাদিগকে ফল মূল ও পানীয় জল প্রদান করিতেছি, যদি কোন বাধা না থাকে, পান ভোজনে শ্রান্তি দূর কর এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমারও কৌতূহল দূর কর।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

এই বলিয়া তাপসী, নানাবিধ উপাদেয় ফল মূল ও পানীয় জল প্রদান করিলেন, এবং ক্ষুৎপিপাসাতুর বানরগণ তদ্দ্বারা শ্রান্তি দূর করিলে, পুনরায় কহিলেন; বানরগণ! যদি তোমারা এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া থাক, এবং আমুলুত সকল উল্লেখ করিতে কোন অন্তরায় না থাকে, তবে শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন সুধীর হনুমান্ সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন; অয়ি সাধুশীলে! যদি একান্তই কৌতূহল হইয়াথাকে, আমি আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি, শ্রবণ করুন;—উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের আত্মজ রাম, বিমাতার কুমন্ত্রণায় হস্তগত সাম্রাজ্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন,

তিনি সকলের অধিপতি, ইন্দ্রপ্রভাব ও সাক্ষাৎ ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ। দুরাত্মা রাবণ রাক্ষসসুলভ হিংসা দ্বেষাদির প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া এবং ধর্ম্মের প্রতি দৃক্পাতও না করিয়া, সেই ধর্ম্মরাজ রামচন্দ্রের পত্নীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিযাছে। কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয়সখা, তিনি বান্ধবের দুঃখে সমধিক দুঃখিত হইয়া সীতা ও দশাননের অন্বেষণার্থ আমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমরাও তদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই দক্ষিণ দিকে আসিয়াছি; দেবি! আমরা নানা প্রকার বন, উপবন, নদ, নদী, পর্ব্বত এবং অন্যান্য সকল স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না।

তাপসি! জানেনই ত, প্রযত্ন নিষ্ফল হইলে, কেবল মাত্র দুঃখসাগরেই সন্তরণ করিতে হয়। আমরা এত যত্নে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াও জানকীর উদ্দেশ না পাইয়া পথ পরিশ্রমে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও একান্ত কাতর হইয়া পড়িলাম এবং অবসন্ন দেহে ও বিষণ্ণ বদনে এক বৃক্ষমূল আশ্রয় লইলাম। তৎকালে আমরা সকলেই চিন্তার্ণবে নিমগ্ন ও কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই তরুলতা গহন তিমিরাচ্ছন্ন গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। তৎকালে এই গর্ত্ত হইতে হংস সারস ও কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমেরা সুগন্ধ পদ্ম পরাগ-পরিশোভিত নিজ স্নিগ্ধ পক্ষ ঈষৎ বিস্তার করিয়া, জলার্দ্র দেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল;

তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইল,ইহার অভ্যন্তরে অবশ্যই কোন জলাশয় আছে।

দেবি! দেখিবামাত্র আমি বানরগণকে কহিলাম; দেখ, আমরা পিপাসায় যেরূপ কাতর হইয়াছি, তাহাতে আর কিছুকাল জল না পাইলেই আমাদের প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা; অতএব, চল, আমরা এই গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করি। ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন কূপ বা জলাশয় আছে। আমি এই কথা কহিলে, আমার কথায় সকলেই সম্মত হইল। পরে আমরা পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক এই নিবিড় অন্ধকার পরিব্যাপ্ত গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

আর্য্যে! এই আমাদের কার্য্য, এই কার্য্য সাধনার্থই আমরা আসিয়াছি। আমরা ক্ষুৎ পিপাসায় অতিশয় ক্ষীণ ও ক্লান্ত হইয়া, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, আপনি আতিথ্য উপলক্ষে যে সমস্ত ফলমুল প্রদান করিয়াছিলেন, ভক্ষণ করিয়া সুস্থ হইলাম। আমরা ক্ষুধার উদ্রেকে একেবারে মৃতপ্রায় হইযাছিলাম, আপনিই সকলকে রক্ষা করিলেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমরা অপার আহ্লাদের সহিত আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা আংশিক প্রত্যুপকার করিব।

তৎ শ্রবণে সর্ব্বদর্শিনী স্বয়ংপ্রভা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, পবনকুমার! আমি তোমার এই অমৃতপূর্ণ বাক্যেই যথোচিত্ পরিতুষ্ট হইলাম। একমাত্র ধর্ম্মাচরণই আমার কার্য্য, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার অভিলাষ নাই।

তখন সুধীর হনূমান, সেই সুলোচনা তাপসীর এই ধর্ম্মানুগত বাক্য শুনিয়া সবিনয়ে কহিলেন; ধর্ম্মশীলে! আপনার অনুপম স্বভাব-সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা যে কত দূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না, আমরা ক্ষুৎপিপাসায় জীবন সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলাম, আপনিই আমাদের জীবন রক্ষা করিলেন। এক্ষণে আমাদের আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে, বানর জ্ঞানে তুচ্ছ বোধ না করিয়া তাহাও যদি সম্পাদন করেন, তবেই কৃতার্থ হই। ভদ্রে! মহাত্মা সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে একমাস কালমাত্র নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু এই গর্ত্ত মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতেই তাহা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আমরা সুগ্রীবের উগ্রশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাণ সঙ্কটে পড়িয়াছি, এবং তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া আমাদের বল বুদ্ধি সমুদায় বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম। বিশেষ, আমাদের অতীব গুরুতর কার্য্যের অনুরোধ আছে, কিন্তু এই গর্ত্তমধ্যে বদ্ধ থাকিলে সকলই বিফল হইয়া যায়।

তখন ধর্ম্মশীলা তাপসী কহিলেন; ধীমন্! দেখ এই ভয়াবহ বিবরমধ্যে প্রবেশ করিলে, প্রাণসত্ত্বে কেহই সহজে নির্গত হইতে পারে না, কিন্তু তোমাদের শিষ্টাচারে আমি বিলক্ষণ প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে আমি আমার তপস্যা ও নিয়ম বলেই তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তোমরা

চক্ষু নিমীলিত কর, নচেৎ কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর হইবে। এই বলিয়া তাপসী বিরত হইলে, বানরগণ পরম আহ্লাদিত হইয়া নির্গমন বাসনায় স্ব স্ব সুকুমার অঙ্গুলি দ্বারা নিজ নিজ নেত্রদ্বয় আবৃত করিল। তখন তাপসী তপঃপ্রভাবে নিমেষমাত্রে উহাদিগকে বিবর হইতে বাহির করিলেন; এবং আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; বানরগণ! অদূরে ঐ তরু লতা গহন প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যগিরি, সম্মুখে এই প্রস্রবণ শৈল এবং সন্নিহিত ঐ মহাসাগর, প্রার্থনা করি, তোমরা স্বকার্য্য সাধন করিয়া কপিরাজের আনন্দ বর্দ্ধন কর, আমি এক্ষণে স্বস্থানে চলিলাম; এই বলিয়া তাপসী স্বয়ং প্রভা সেই গভীর গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর বানরেরা, তাপসীর তপঃপ্রভাবে গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল, অদূরে দক্ষিণ সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তার পূর্ব্বক মেঘবৎ গম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে। তখন ঐ সমস্ত শাখামৃগেরা ময়-দানবের মায়াকৃত ভয়াবহ গিরিদুর্গ পর্য্যটন প্রসঙ্গে উগ্রশাসন সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়া যারপর নাই বিষণ্ণ ও বিন্ধ্যাচলের প্রত্যন্ত দেশে উপবিষ্ট হইয়া সকলেই অপার চিন্তা

সাগরে নিমগ্ন হইল। এদিকে বসন্ত কাল উপস্থিত। ভগবান্ পদ্মিনীনায়ক উপভুক্ত বলিয়াই যেন দক্ষিণ দিক পরিত্যাগ করিয়া নবসঙ্গম-লালসায় উত্তর দিকে চলিলেন। মধুকরেরা বাসন্তী শোভা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া, মকরন্দ পানাশয়ে পঙ্কজ বনে ধাবমান হইল। অলিচুম্বিতা পল্লবিতা চূত লতিকা সকল মলয়মারুতের সুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিতা হইয়া অভিনয়দর্শিনী নর্ত্তকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কলকণ্ঠ কোকিল কুলের কুহুরব শুনিয়া জগৎ যেন আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। বিরহিণী রমণীর ন্যায় রজনী ক্রমশ ক্ষীণ ও হিমনাশে দিনমুখ দিন দিন বিমল হইতে লাগিল। বসন্তের সুশাসনে হিমকর হিমমুক্ত হইয়া এবং বিমল কিরণ মালায় ধরাতল ধবলিত করিয়া বিলাসিনীদিগকে উল্লাসিত করিল; কি অশোক, কি চম্পক, কি বকুল, কি কুরুবক, বসন্তের প্রভাবে সকলেই অপর্য্যাপ্ত পুষ্পরাশি প্রসব করিয়া মকরন্দ গন্ধে জীবগণকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল। বানরেরা এমন সুখময় বসন্ত সময় দেখিয়াও সুগ্রীবের উগ্রশাসন মনে করিয়া যারপর নাই শঙ্কিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তখন যুবরাজ অঙ্গদ ঐ সকল শান্তপ্রকৃতি বৃদ্ধ কপিকুলকে রাজভয়ে সাতিশয় আকুল দেখিয়া সসম্মানে সম্ভাষণ পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন; আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু তিনি আমা-

দিগকে যে কাল অবধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই গিরি দুর্গে প্রবেশ করিয়া আমরা তাহা অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছি। দেখ, আমরা বিগত কার্ত্তিক মাসের শেষে কাল সংখ্যায় বদ্ধ হইয়া যাত্রা করি, এখন একেবারে বসন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অবধারণ কর। তোমরা নীতিনিপুণ ও অতিবিচক্ষণ, কর্ত্তব্যাবধারণেও তোমাদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, সত্বর অবধারণ কর। দেখ, কাল বিলম্ব কৃতকার্য্য লোকের পক্ষেই কেবল দোষাবহ নহে, আমরা যখন অকৃতকার্য্য, অথচ নিয়মিত সময়ও অতিবাহিত করিয়াছি, তখন আমাদের বিপদ যে অতিসন্নিহিত,তাহাতে আরবক্তব্য কি? অতএব যদি আমার কথায় কর্ণপাত কর, তবে আইস, আমরা সকলে এক বাক্য হইয়া আজ হইতেই প্রায়োপবেশন আরম্ভ করি। সুগ্রীবের চরিত্র স্বভাবতই নিতান্ত উগ্র, বিশেষ এখন তিনি স্বাধীন এবং প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছেন,আমরাও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি, সুতরাং তিনি আমাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। বিশেষ যখন সীতার উদ্দেশ হইল না, তখন কাল বিলম্ব করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তিনি যে আমাদের উপর যথোচিত অত্যাচার করিবেন, তাহার কি আর সন্দেহ আছে? অতএব কপিগণ! আইস, আমরা পুত্র, কলত্র, ঐশ্বর্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আজ এখানেই প্রায়োপবেশন করি, অনর্থক কালাতিক্রম করিয়া

নিবৃত্ত হইলে উগ্রশাসন সুগ্রীবের হস্তে অবশ্যই মৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হইবে, তদপেক্ষা প্রায়োপবেশনে দেহ ত্যাগ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। বীরগণ! আর দেখ, সুগ্রীবের স্বভাব নিতান্ত ক্রুর, তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে কিছু যৌবরাজ্য দেন নাই, রাম কত প্রকার অনুরোধ করিয়াছিলেন; বান্ধবের, বিশেষতঃ যাঁহার করুণাবলে রাজ্যাসনে বসিয়াছেন, তাঁহার অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অগত্যা আমাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিয়াছেন। আমার উপর পূর্ব্বাবধিই তাঁহার জাতক্রোধ আছে, এক্ষণে আবার এই ব্যতিক্রম পাইলে, আমাকে অবশ্য তিনি গুরুদণ্ড প্রদান করিবেন। অতএব তৎকালে আত্মীয় স্বজনেরা কেন আর আমাকে বিপন্ন দেখিবেন। আমি এই পবিত্র সাগর তটেই প্রায়োপবেশন করিয়া এ দেহ বিসর্জ্জন করিব।

এই বলিয়া অঙ্গদ বিরত হইলে, তদীয় তৎকালোচিত কথা সুসঙ্গত বোধ করিয়া, বানরেরা ক্ষীণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল; যুবরাজ! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় সত্য, সুগ্রীব উগ্রস্বভাব, রামও দেখিতেছি নিতান্তই স্ত্রৈণ, নির্দ্দিষ্ট কালও অতীত হইয়া গিয়াছে, এমন অবস্থায় আমরা জানকীর উদ্দেশ না লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, রামের প্রীতির জন্য আমাদিগকে সুগ্রীব অবশ্যই বিনাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। বিশেষ অপরাধ সত্ত্বে প্রভুর সন্নিহিত হওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে।

আমরা সুগ্রীবের সর্ব্বপ্রধান অনুচর, হয় অনুসন্ধানে জানকীর সংবাদ লইয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিব, না হয় এই সাগর তটে প্রায়োপবেশন করিয়া দেহ ভার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকল যাতনা হইতে মুক্ত হইব। নচেৎ আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

তখন মহাবীর তার, বানরদিগকে নিতান্তভীত ও রাজভয়ে একান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া কহিল; কপিগণ! তোমরা এত দুঃখিত হইয়াছ কেন? প্রায়োপবেশনে দেহ ত্যাগ করিতেই বা এত ব্যগ্র হইতেছ কেন? দেখ, এই গর্ত্ত দানবরাজ ময়ের মায়ারচিত, এখানে পান ভোজনের বিলক্ষণ সুবিধা আছে, প্রতিবৃক্ষে প্রচুর ফল ও প্রত্যেক জলাশয়ে নির্ম্মল জল, কিছুরই অভাব নাই। অতএব যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে আইস আমরা চিরকালের জন্য এই গর্ত্তমধ্যেই অবস্থান করি, এখানে থাকিলে, কি সুগ্রীব, কি রাম, অধিক কি দেবরাজ বজ্রপাণিকেও আর ভয় করিতে হইবে না। অনর্থক দেহ বিসর্জ্জনে ফল কি?

তখন অপরাপর বানরেরা এই অনুকুল বাক্য শুনিয়া সহর্ষে কহিতে লাগিলেন, দেখ, যাহাতে আমাদের মৃত্যু না হয়, তোমরা সেই মন্ত্রণাই কর। বিচক্ষণ তার যাহা কহিলেন, আমরা তাহাতেই সম্মত হইলাম।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

তদ্দর্শনে মহানুভব মারুত-তনয় মনে মনে অনুমান করিলেন; যুবরাজ অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ* বুদ্ধি সম্পন্ন, চতুর্দ্দশ † গুণোপেত ও সামাদি ‡ প্রয়োগেও সুনিপুণ। ইনি বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্য্যেও পিতা বালিরই অনুরূপ। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন একান্ত মনে দৈত্যগুরু সুধীর শুক্রাচার্য্যের, ইনিও সেইরূপ এই শশাঙ্ক-নিন্দিত-মুখকান্তি মন্ত্রণাচতুর তারের মন্ত্রণা শুনিতেছেন। ইহাঁর তেজ ও বীর্য্য পৌর্ণমাসী সুধাংশুর ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। কিন্তু দেখিতেছি, ইনি এতাদৃশ অনুপম গুণে বিভূষিত হইলেও কপিরাজ সুগ্রীবের কার্য্যসাধনে যখন শিথিলতা প্রকাশ করিতেছেন, তখন এই সুবিস্তীর্ণ কপিরাজ্য যে ইহার আয়ত্ত হইবে, কোনরূপেই বিশ্বাস হইতেছে না। বরং সর্ব্বথা বিপদেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কারণ, জ্বলন্ত

---

* শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক, অর্থবিজ্ঞান, ও তত্ত্বজ্ঞান এই আটটি বুদ্ধির অঙ্গ।

† দেশকালজ্ঞতা, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহিষ্ণুতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দক্ষতা, গুঢ়মন্ত্রতা, অবিসম্বাদিতা, কৃতজ্ঞতা, শরণাগত বৎসলতা, অমর্ষিতা, উর্জস্বিতা, দৃঢ়তা, শৌর্য্য, ভক্তি এবং অচাপল্য।

‡ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।

অনলমধ্যে আর্দ্র দেহে প্রবেশ করিয়াও তদীয় দাহিকা শক্তি কিছুতেই নিবারণ করা যায় না।

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বিচক্ষণ হনূমান্ কিয়ৎকাল এই রূপ চিন্তা করিয়া বানরগণের মধ্যে পরস্পরের ভাবান্তর জন্মাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বাক্‌কৌশলে তাহাদের মত ভেদ জন্মাইয়া, পরে রোষোপশমন ভীষণ বাক্যে অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ; যুবরাজ! তুমি বালির ন্যায় রণপণ্ডিত এবং কপিরাজ্যের ভার-বহনেও সম্যক্ উপযুক্ত, কিন্তু তুমি যে মন্ত্রণা করিতেছ, বিচার করিয়া দেখিলে, তাহা সর্ব্বথা অনুপযুক্ত, কারণ কপি-জাতি একেই ত চঞ্চলমতি, তাহাতে আবার নিভৃত স্থানে পুত্র কলত্র বিহীন হইয়া থাকিলে, তোমার আজ্ঞা কদাচ প্রতিপালন করিবে না। আমি মুক্ত কণ্ঠে কহিতেছি, এই জাম্ববান্, এই নীল, এই সুহোত্র, এই আমি ; বলিতে কি, তুমি সাম দানাদি চতুর্ব্বিধ রাজগুণ অবলম্বন করিয়াও কপিরাজ সুগ্রীব হইতে আমাদিগকে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। তিনি এখন প্রবল, তুমি বালির তুল্য পরাক্রম-শালী হইলেও এখন তাঁহার নিকট দুর্ব্বল। দুর্ব্বলের সহিত বিরোধ করা প্রবলের পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু দুর্ব্বলের সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি হতবুদ্ধি তারের বাক্য সপ্রমাণ করিয়া, যে ঐ গর্ত্ত নিরাপদ অনুমান করিতেছ, সে কেবল তোমার অনভিজ্ঞতা মাত্র। তুমি মনে করিয়াছ, আমি এই

নিভৃত গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেই সুগ্রীবের উগ্র-শাসনে আর শঙ্কিত হইতে হইবে না, এবং শমনের করাল মূর্ত্তিও আর দেখিতে হইবে না, ইহাতে তোমার সর্ব্বথা অজ্ঞতা ও মূঢ়তাই প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বে দেবরাজ বজ্রপাণি কোন কারণ বশতঃ ক্রোধান্ধ হইয়া বজ্র দ্বারা যদিচ এই গর্ত্তের অল্পমাত্রই ক্ষতি করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ ত সামান্য গর্ত্ত, বীর লক্ষ্মণ মনে করিলে এবং তোমার এই দুরভিসন্ধির কথা তদীয় কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তোমাকে এবং পৃথিবীর যাবতীয় বানরকেই তাঁহার কোপাগ্নিতে শলভের ন্যায় সপরিবারে শমনের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে হইবে। সেই মহাবীর লক্ষ্মণের অব্যর্থ বাণ সবেগে পরিমুক্ত হইয়া ঐ সামান্য গর্ত্তকে পত্রপুটবৎ অক্লেশেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তাঁহার শর বজ্রের ন্যায় সারবান্ ও পর্ব্বতবিদারণে সুপটু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোক তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে। অতএব যুবরাজ! তুমি যখনই এই নিভৃত স্থানে বাস করিবে, তখনই দুর্ব্বল বানরেরা তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে। তাহারা স্ত্রী পুত্র কলত্র চিন্তায় উৎকণ্ঠিত, দুঃখশয্যায় লুণ্ঠিত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার অনুরোধ কখন রাখিবে না। সুতরাং তৎকালে আত্মীয়, সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বান্ধব শূণ্য হইয়া সামান্য তৃণ স্পন্দনেও তোমাকে সমধিক শঙ্কিত হইতে হইবে, এবং দিবানিশি অনুতাপ ও উত্তপ্ত নয়নবারি বিসর্জন করিতে

করিতে তখন তোমার নয়ন দুইটীও অন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব অঙ্গদ ! তুমি বালির পুত্র , আমাদের সকলেরই পূজ্য, যদি ভাবী সুখের অভিলাষ থাকে, দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ ও সৎপথে পদার্পণ কর। এ কুমন্ত্রণা পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে যদি আমাদের সহিত বিনীত ভাবে কপিরাজ সুগ্রীবের সন্নিধানে উপস্থিত হও, তাহা হইলে ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া তিনি কি আর তোমায় রাজ্য দিবেন না ? তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অবশ্যই দিতে হইবে। তিনি অতিধার্ম্মিক, ব্রতনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ও পবিত্রস্বভাব ! বিশেষ তোমার প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ আছে। সামান্য কালবিলম্ব অপরাধে তোমাকে কখনই তিনি প্রাণে বিনাশ করিবেন না। কপিরাজ তোমার জননীকেও বিলক্ষণ ভাল বাসিয়া থাকেন ; অধিক কি তাঁহাকে প্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্যই কপিরাজের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। অতএব অঙ্গদ ! তোমার জননীরও আর সন্তান নাই, তোমার অদর্শনে তিনি অতিমাত্র কাতর হইয়াছেন, এক্ষণে গৃহে চল এবং বিনীত ভাবে রাজসন্নিধানে গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন কর।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

এই বলিয়া বিচক্ষণ হনূমান্ বিরত হইলে, অঙ্গদ তদীয় প্রভুভক্তি-যুক্ত ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; বীর! যে ব্যক্তি প্রভুর প্রীতিভাজন হইবার প্রত্যাশায় চাটুকারের ন্যায় সর্ব্বদা তদীয় আরোপিত গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে, বলিতে কি, তাহার জীবনের মূল্য অতি সামান্য। আমি যথার্থবাদী, তোমার ন্যায় চাটুকার নহি। কি পবিত্রতা, কি সরলতা, কি ধৈর্য্য, কি শৌর্য্য, কি গাম্ভীর্য্য, সুগ্রীবে ইহার কিছুমাত্র নাই। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই কামুকতা দোষে জননীসম তৎপত্নীকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে নিতান্ত জঘন্য ও যারপর নাই পামর পুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিলেও জনসমাজে নিন্দাস্পদ হইতে হয় না। মহাত্মা বালি ঐ দুরাচারকে ভ্রাতৃ জ্ঞানে বিশ্বাস করিয়া রক্ষক স্বরূপ দ্বারে নিয়োগ করত বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ অধার্ম্মিক রাজ্যলালসায় প্রস্তর দ্বারা গর্ত্তের দ্বার আচ্ছাদন পূর্ব্বক অনায়াসে আসিয়া জীবদ্দশাতেই পিতৃদেবের মৃত্যু ঘোষণা করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অসাধ্য আর কি আছে, কিরূপেই বা তাহাকে আবার ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস

করিব। বিশেষ, ইহাতেই কেন দেখ না, যাঁহার করুণা বলে এই চিরপ্রার্থিত বানরসাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, সেই পরমোপকারী দয়াময় দাশরথির সহিত সত্যবন্ধনে মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া সুগ্রীব আবার যখন তাঁহাকেই বিস্মৃত হয়, তখন সে যে নিতান্ত কৃতঘ্ন ও যারপর নাই অধার্ম্মিক, তাহাতে আর বক্তব্য কি? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণার্থ যে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, প্রকৃতবাদী বীর লক্ষ্মণের সমুচিত কটূক্তিই তাহার মূল কারণ। সেই অধার্ম্মিকের ধর্ম্ম ভয় কিছুমাত্র নাই, সে নিতান্ত পাপী, অত্যন্ত জঘন্য, একান্ত চপল ও যারপর নাই কৃতঘ্ন; রাজনীতি কিছুমাত্র তাহার অপবিত্র শরীরে দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র কামুকতা ও মূঢ়তাই তাহাকে সর্ব্বথা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সেই বানরাধম প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে; সুতরাং জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে তাহাকে আর কেহই বিশ্বাস করিবে না।

হনুমন্! আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি, সুগ্রীব গুণবানই হউক, আর নির্গুণই হউক, পিতৃদেব তাঁহার শত্রু ছিলেন; সুতরাং আমি শত্রুসন্তান; সেই সুগ্রীব যে স্নেহ করিয়া আমাকে রাজসিংহাসনে বসাইবেন, ইহা আমার কোন রূপেই বিশ্বাস হইতেছে না। অন্য দোষ না পাইলেও কেবল এই কাল বিলম্ব অপরাধেই আমাকে বিনাশ করিবে। বিশেষ আমি যে সীতার অন্বেষণে

অনিচ্ছা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিল প্রবেশের মন্ত্রণা করিতেছি, ইহা কদাচ অপ্রকাশ থাকিবে না, আমি অপরাধী এবং দুর্ব্বল; এখন তদীয় সাম্রাজ্যে আমি এক রূপ কণ্টক স্বরূপ হইয়াছি, সুতরাং আমাকে বিনাশ করিতে বোধ হয়, তাহার অণুমাত্রও ক্লেশ হইবে না; অতএব হনুমন্! শত্রুহস্তে প্রাণ যাওয়ার অপেক্ষা প্রায়োপবেশনে দেহ ত্যাগ করাই আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

বালিতনয় অঙ্গদ হনুমানের সমক্ষে এই রূপ আর্ত্তনাদ করিয়া, পরে বানরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; কপিগণ! আমার যাহা অভিপ্রেত, এই আমি সমুদায় ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তোমরা এই বিষয়ে অনুজ্ঞা ও আমার প্রত্যাশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে প্রস্থান কর। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি, আমি এ প্রাণ প্রায়োপবেশনেই ত্যাগ করিব, কিস্কিন্ধার অভিমুখে আর কদাচ প্রত্যাগমন করিব না। তোমরা কিস্কিন্ধায় গিয়া তোমাদের মহারাজ সুগ্রীবকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইও এবং পরম দয়াবান্ দশরথাত্মজ রাম, লক্ষ্মণ ও আর্য্যা রুমাকে আমার প্রণাম জানাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জ্ঞাপন করিও, পরিশেষে আমার দুঃখিনী জননী, যিনি এক মাত্র আমাকেই প্রসব করিয়া, এতকাল আমার প্রতি পুত্রবাৎসল্য ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন এবং আমার এই অচিন্তিত মৃত্যুসংবাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র শোকে মোহে যাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে,

আমার সেই স্নেহময়ী মাতাকে আমার এই অন্তিম প্রণাম জানাইয়া কহিবে; আমার অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছিলেন, আমি তাহারই ফল ভোগ করিলাম, আমার জন্য অনর্থক রোদন করিয়া যেন আর বৃথা শরীর ক্ষয় না করেন, পরে ইহাও কহিবে, আমি আজ যে পথে চলিলাম, অদ্যই হউক, বা শত বৎসর পরেই হউক, এ পথে এক বার সকলকেই পদার্পণ করিতে হইবে, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য শোকাকুল হওয়া কেবলমাত্র বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নয়; অতএব বৃথা শোকাকুল না হইয়া প্রকৃত চিন্তায় তৎপর হওয়াই কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া অঙ্গদ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক জলধারাকুললোচনে দীনবদনে তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে প্রায়োপবেশনে শয়ান দেখিয়া তৎপক্ষীয় শাখামৃগ সকল অপার দুঃখের সহিত অজস্র অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে লাগিল, এবং নিরবচ্ছিন্ন বালির প্রশংসা এবং সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর তাহারা যুবরাজ অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং এক পবিত্র স্রোতস্বতী তীরে আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণাগ্রদর্ভোপরি মুদ্রিত নেত্রে উপবেশন করিল। তৎকালে সকলে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক মৃত্যুকামনা করিয়া, রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থান বিমর্দ্দন, জটায়ুবধ, জানকী হরণ, বালির নিধন, ও রামের কোপ;

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল। তখন ঐ সকল পর্ব্বতপ্রতিম প্রকাণ্ডকলেবর বানরগণের আর্ত্তরব-মিশ্রিত ভয়-বিকম্পিত তুমুল নিনাদ, অম্বরতলে সজল জলদনাদের ন্যায় প্রস্রবণের ঘর্ঘর শব্দ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

এই রূপে বানরগণ প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পবিত্র সাগরতটে উপবিষ্ট হইলে, সম্পাতি নামে চিরজীবী এক পক্ষিরাজ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত হইল। এই সম্পাতি মহাত্মা জটায়ুর ভ্রাতা, ইহার বলবীর্য্যও অপরিচ্ছেদ্য। বিহগরাজ গিরিকন্দর হইতে নির্গত হইয়া শাখামৃগসকলকে প্রায়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া অপার আহ্লাদের সহিত কহিতে লাগিল; অহো! আজ আমার কি শুভ দিন! আজ আমি অপার আনন্দের সহিত মৃত বানরদিগকে একে একে ভোজন করিয়া জঠরানল নির্ব্বাপিত করিব। আমি পূর্ব্ব জন্মে বোধ হয় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্ন পান বিতরণ করিয়াছিলাম, সেই সমুদায় সৎকার্য্যের ফলে এই সমস্ত আমিষভক্ষ বহুকালের পর আজ আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য আমার আনন্দের

আর সীমা নাই, এই সকল প্রকাণ্ড কলেবর কপিবরেরা প্রায়োপবেশনে এক একটি প্রাণ ত্যাগ করিবে, আর আমি নিরাপদে পরম আহ্লাদে ক্রমশঃ ভোজন করিতে থাকিব।

এই বলিয়া পক্ষিরাজ নীরব হইলে, যুবরাজ অঙ্গদ তদীয় ভয়াবহ বচনবিন্যাস শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া হনূমানের প্রতি নেত্র পাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; পবনকুমার! দেখ, সাক্ষাৎ কৃতান্তক যম আজ পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আমাদের বিনাশার্থ এই প্রদেশে উপস্থিত হইল। যে রূপ দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিতেছে তাহাতে বোধ হয়, আমরা এ জীবনে আর কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতে পারিব না; কিন্তু হনূমন্! ইহাতে আমাদের আর বিষাদ কি? মরণ বলিয়াই বা আর ভয় কি? আমরা না রামের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলাম, না সুগ্রীবের উগ্রশাসন প্রতি-পালন করিতে পারিলাম, কেবলমাত্র কালবিলম্ব ও অসীম ক্লেশই উপভোগ করিলাম। প্রকৃত কার্য্যের কণা মাত্রও আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হইল না। ইহাতে আমাদের মরণের শরণ লওয়াই যে উচিত, এই অভাবিত সন্নিহিত বিপদই তাহার নিদান। দেখ, রামের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে আসিয়া কেবল আমরাই যে জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছি, এমত নহে, মহাত্মা জটায়ু, বারণহ্নতা সেই নিশানাথ-নিভাননা জনকাত্মজার অকলঙ্ক মুখমাধুরী রাহু-গ্রস্ত নিশানাথের ন্যায় নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া, সংগ্রামে আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তির্য্যগ্‌যোনি-

প্রাপ্ত কতশত জীব জন্তুরাও সহসাসম্ভূত অপার স্নেহাবেগে ও অসীম কারুণ্যরসে সংযত হইয়া নিজ নিজ জীবনে জলাঞ্জলি দিয়াও সেই ত্রিলোকশরণ্য রাজীবলোচনের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছে। অতএব হে পবননন্দন! আমরাও ত রামের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থই আসিয়াছি, মহাত্মা জটায়ুর ন্যায় আমাদেরও এ জীবন বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। আহা! আমরা সেই দয়াময় দাশরথির শুভোদ্দেশে আসিয়া কি না করিলাম, কত শত শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ বন বিভাগ ও অগণ্য কান্তার মধ্যে গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, পরিশেষে জীব জন্তুর অগম্য এক গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশিয়াও দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সেই কমলারূপিণী সীতা লক্ষ্মীর উদ্দেশ পাইলাম না, তখন বল দেখি এপাপ জীবন পরিত্যাগ ভিন্ন আমাদের কি আর গত্যন্তর আছে? মহাত্মা জটায়ু রণক্ষেত্রে রাবণের হস্তে নিহত ও রামের অনুগ্রহে দিব্যলোকে পূজিত হইয়া যেমন সুখী হইয়াছেন, প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিলে আমরাও সেই রূপ পরম গতি লাভ করিব, সন্দেহ নাই।

আহা! হনূমন্! আমরা যে রূপ শুনিলাম, তাহাতে বোধ হয়, আর মুহূর্ত্তকাল যদি দশাননকে যুদ্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলেই সে রামের দৃষ্টি গোচর হইত; হইলে, সীতালক্ষ্মীর এমন অভাবিত দুর্দ্দশার কদাচ সংঘটন হইত না। অতএব জটায়ুর নিধনই আমাদের মৃত্যুসাধন হইয়া উঠিল। অথবা মহারাজ দশরথ

দাশরথিকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইয়া, যদি আর এক পক্ষ-কালও জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও আমাদের জীবন বিনষ্ট হইত না। কারণ, রাজা জীবিত থাকিয়া জীবনাধিক প্রিয় পুত্রের বিরহ বেদনা কদাচ সহিয়া থাকিতে পারি-তেন না, *তাঁহাকে অবশ্যই প্রত্যানয়ন করিতেন, সন্দেহ নাই। কিম্বা সেই রাক্ষসাধম রাবণ রাক্ষসসুলভ হিংসা দ্বেষাদির প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া যদি জানকীরে হরণ না করিত, তাহা হইলে আমাদিগকে আর এত মনো-বেদনা ভোগ করিতে হইত না। অথবা রামের বনবাস, তাঁহার হস্তে কপীশ্বর বালির প্রাণ বিনাশ, রাক্ষসকুল নিধন, এবং আমাদিগের এই অচিন্তনীয় বিপদ, সমুদায় সেই কুসন্ধান-পটীয়সী পাপীয়সী কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণার পরিণাম ; এই বলিতে বলিতে অঙ্গদ অনবরত বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পক্ষিরাজ সম্পাতি যুবরাজের মুখে তাদৃশী বিলাপ-গর্ভ কাতরোক্তি শুনিয়া, অপার দুঃখের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন ;—ওরে ! আমার প্রাণাধিক ভ্রাতা জটায়ুর নিধনবার্ত্তা কে আমার কর্ণগোচর করিল ? আহা ! আমি বহুকাল তাঁহার কুশলবার্ত্তা না পাইয়া নিতান্তই ব্যাকুল ছিলাম, আজ কি একেবারে মৃত্যু সংবাদই পাইলাম। হা ভ্রাতঃ ! জটায়ু ! তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছ ? সহসা তোমার অশুভ সংবাদ শুনিয়া আমার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হইয়াছে,

একবার দেখাদিয়া ভ্রাতার জীবন রক্ষা কর। ভ্রাতঃ! শেষাবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করাই কি তোমার উচিত?

পক্ষিরাজ, জটায়ুর জন্য এই রূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; ওহে কপিগণ! জনস্থানে রাবণের সহিত আমার ভ্রাতার কিজন্য সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, কি রূপেই বা আমার সেই প্রাণপ্রতিম সহোদরের মৃত্যু হইল? আমি তোমাদের নিকট ইহার আনুপূর্ব্বিক শুনিতে ইচ্ছা করি। বানরগণ! যাঁহার বীরদর্পে সসাগরা সদ্বীপা ধরা প্রকম্পিত হইয়া উঠে, যাঁহার ভয়ে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দেবতারাও সুদূরে পলায়ন করিয়া থাকে, সেই বীরকুলচূড়ামণি মহাত্মা রাম বিদ্যমানে, তদীয় পিতৃসখা জটায়ুর কি রূপে মৃত্যু হইল, ভাবিয়া শোকে, মোহে ও বিস্ময়ে আমি একেবারেই জড়ীভূত হইয়াছি। কপিগণ! বহুকাল হইল সূর্য্য কিরণে আমার পক্ষ দুইটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এজন্য আমি আর এখন স্বয়ং কোথাও গমনাগমন করিতে পারি না। অনুরোধ করি, তোমরা অবতরণ পূর্ব্বক আমার সন্নিহিত হইয়া ইহার আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

তৎশ্রবণে ভয়াতুর বানরেরা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল ;—একি ! ইহার শোকপরীত করুণ বিলাপ শুনিয়াও যে আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না ! আমরা এই প্রলোভন বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া সন্নিহিত হইব, আর হয় ত দুরাত্মা আমাদের এক একটিকে ধরিয়া অমনি ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। লোকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক রূপ অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে, তজ্জন্যই বোধ হয়, ইহার অনেক রূপ ব্যবহার দেখিতেছি। এই রূপ চিন্তা করিয়া তাহারা আবার ভাবিল ; —কেন, আমরা প্রায়োপ-বেশনে দেহ বিসর্জন করিতেই ত উদ্যত হইয়াছি, তবে আর ইহাকে আমাদের ভয় কি ? যদি আমাদের সকলকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহাতেই বা আমাদের হানি কি ? আমাদের জীবন একরূপে বহির্গত হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইব এবং রাম কার্য্যার্থে দেহ বিসর্জন করিয়া পরিনামেও যথোচিত সুখী হইতে পারিব। অতএব উহার সন্নিহিত হইতে আর ভয় কি ? অনন্তর কপিবরেরা এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সন্নিহিত হইলে, যুবরাজ অঙ্গদ মৃদু বাক্যে কহিতে লাগিলেন ;

পক্ষিরাজ ! ঋক্ষরাজ নামে অসামান্য প্রতাপশালী এক বানরেন্দ্র আমার পিতামহ ছিলেন ! তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম বালি এবং অপরের নাম সুগ্রীব। বালি বলবীর্য্যে ভুবনতলে অদ্বিতীয়, ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, আমি তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

শুনিয়া থাকিবেন, উত্তর কোশলে দশরথ নামে এক স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম বিমাতার কুমন্ত্রণায় সাম্রাজ্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে আগমন করেন। অনন্তর দুরাত্মা দশানন নিজ কুলোচিত দৌরাত্ম্যপ্রভাবে হতবুদ্ধি হইয়া বল পূর্ব্বক সেই লোকাভিরাম আর্য্য-রামচন্দ্রের পত্নীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ইতিমধ্যে মহারাজ দশরথের পরম সখা পক্ষিরাজ জটায়ু, স্বচক্ষে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বান্ধবের নিষ্কলঙ্ক কুলে অভিনব কলঙ্ক বিন্দু নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, গগণপথে রাবণের গমনপথ অবরোধ করেন এবং নিজ বলবীর্য্যপ্রভাবে রাবণকে বিরথ এবং সীতা লক্ষ্মীকে ভূতলে স্থাপিত করিয়া পরে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্য বশত অধিক কাল আর যুদ্ধ করিতে পারিলেন না, যৌবন-গর্ব্বিত রাবণ কর্ত্তৃক অচির কাল মধ্যেই মৃতপ্রায় হইয়া ধরাতলশায়ী হইলেন। এই অবকাশে রাবণ স্বকার্য্য সিদ্ধি করিয়া স্বস্থানে সুখে প্রস্থান করে।

পক্ষিরাজ! মহাত্মা জটায়ু এইরূপে মুমূর্ষু দশায় ভূতলে পতিত হইলে, রাম জানকী বিরহে রোদন করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে জটায়ু আত্মবৃত্তান্ত-সমস্ত তদীয় কর্ণগোচর করিয়া কাল ধর্ম্মের অনুসরণ করেন। তৎপরে রাম, পিতৃসখা বলিয়া তাঁহার যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিলে, তাঁহার প্রসাদে তিনি দিব্যগতি লাভ করিয়াছেন।

মহাত্মন্! তদনন্তর রাম জানকীবিরহে নিতান্ত-শোকাকুল হইয়া, আমার পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত সখ্য ভাব স্থাপন করেন। এবং তন্নিবন্ধন আমার পিতৃদেবকে বিনাশ করিয়া বান্ধবকে বানর সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সুগ্রীব সেই পরম উপকারী মিত্রের মহিষী সীতার অন্বেষণ করিবার নিমিত্তই আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পক্ষিবর! আমরা রামের অনুরোধে কপিরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তর অন্বেষণ করিলাম, কত দুরারোহ পর্ব্বত, কত দুর্গম বনবিভাগ ও কতশত নদ নদী তন্নতন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, কিন্তু সেই কমলা রূপিণী কোমলাঙ্গী ধরিত্রীসুতারে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পরে আমরা দুর্গম দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইলাম, তথায় সমাহিত চিত্তে নানাস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে অজ্ঞান বশতঃ এক বিবৃত বিল মধ্যে প্রবেশ করি; ঐ গর্ত্ত ময় দানবের মায়ারচিত ও নিতান্ত দুর্গম। আমরা সেখানেও জানকীর অন্বেষণে শৈথিল্য করি

নাই। পক্ষিরাজ! সেই বিবর মধ্যে বৈদেহীর অনুসন্ধান করিতে করিতে আমাদের নিয়মিত এক মাস কাল অতীত হইয়াছে। আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের নিদেশকারী, তিনি আমাদের উপর যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ভঙ্গ ভয়ে এখন আমরা প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করিতেই কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। কারণ আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া অসময়ে যদি কপিরাজের সন্নিধানে উপনীত হই, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইলে, তথায় কোন ক্রমেই আমাদের প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

বানরেরা জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক করুণ স্বরে এই রূপ কহিয়া বিরত হইলে, বৃদ্ধ সম্পাতি অপার দুঃখের সহিত রোদন করিতে করিতে কহিলেন; বানরগণ! তোমরা, যে মহাত্মার মরণবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, তিনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তোমাদের মুখে এই শোকাবহ ঘটনা শুনিয়াও যে, আমি ক্ষান্ত রহিয়াছি, বৃদ্ধভাব ও তন্নিবন্ধন শক্তি রাহিত্যই তাহার প্রকৃত কারণ। আমার পূর্ব্বের ন্যায় আর বল নাই, পরাক্রম নাই, বার্দ্ধক্য-

প্রভাবে সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া আমি এক্ষণে নিতান্ত জড়ের ন্যায় এখানে অবস্থান করিতেছি, সুতরাং ভ্রাতৃবধ-জনিত বৈরসাধনেও প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। কপিগণ! যে জন্য আমার পক্ষ দুইটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, আমি আনু-পূর্ব্বিক তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। বহুকাল হইল, বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার হইলে, ভ্রাতা জটায়ু এবং আমি; আমরা পরস্পর বিজয়ার্থী হইয়া একদা অতিবেগে আকাশমার্গে গমন করি। ক্রমে ভগবান্ মরীচিমালী নিজ প্রচণ্ড কিরণমালায় জীবগণকে উত্তাপিত করিয়া যখন গগণমণ্ডলের মধ্যস্থলে উপনীত হইলেন, তখন আমরা তাঁহার সন্নিহিত ছিলাম। জটায়ু সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-দেবের সুতীক্ষ্ণ কিরণে নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন আমি ভ্রাতৃ স্নেহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নিজ পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিলাম। কপিগণ! আমার সেই প্রযত্নে জটায়ু রক্ষা পাইলেন, কিন্তু আমার পক্ষদ্বয় তৎকালে সেই উত্তপ্ত কিরণে একেবারে দগ্ধ হইয়া পড়িল। আমি অমনি গগণপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তদবধি এই বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করি-তেছি। বানরগণ! সেই হইতে আমি ভ্রাতা জটায়ুর আর কোন সংবাদ পাই নাই। আজ তোমাদের মুখে তদীয় মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমি যে কত দূর অসুখী হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না।

এই বলিয়া পক্ষিরাজ নীরব হইলে, সুধীর অঙ্গদ

তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মহাত্মন্! তোমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি সেই ত্রিলোক-শরণ্য দয়াময় দশরথাত্মজের পরমহিতৈষী জটায়ুর ভ্রাতা হও, যদি রামবৃত্ত সমস্ত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার চিত্তকে কণামাত্রও করুণান্বিত করিয়া থাকে, যদি সেই পরদার-চৌর দুর্ব্বিনীত দশাননের প্রকাশ্য ও গুপ্ত নিবাস সমুদায় অবগত থাক, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর।

সম্পাতি কহিল; কপিগণ! তোমরা যখন রামকার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, তখন যদিও আমি দগ্ধপক্ষ, যদিও আমি এক্ষণে নিবর্বীর্য্য, যদিও আমার সম্প্রতি কোন কার্য্য করিতে ক্ষমতা নাই, তথাপি আমি কেবলমাত্র বাক্য দ্বারাই তোমাদের যথেস্ট সাহায্য করিব, সন্দেহ নাই। দেখ, কি বরুণলোক, কি গন্ধর্ব্বলোক, কি যক্ষলোক; ত্রিলোক মধ্যে আমার কোন লোকই অবিদিত নাই। ভগবান্ ত্রিবি-ক্রমের ভূরাদি লোকত্রয় আক্রমণ অবধি দেবাসুরের সংগ্রাম ও অমৃতমন্থন প্রভৃতি সমস্ত বিষয় আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপিত রহিয়াছে। আমি আজিকার নহি। এক্ষণে জরাদির প্রভাবে যদিচ আমার তেজ বিনষ্ট ও শরীর শিথিল হইয়া গিয়াছে, যদিচ সম্প্রতি শরীরসাধ্য কার্য্যে আমার কোন রূপ ক্ষমতা না থাকে, তথাপি উপস্থিত বিষয়ে আমি অন্য প্রকারে অবশ্যই রামের সাহায্য করিব।

বানরগণ! এখন আমার অনুমান হইতেছে; তিনিই রামহৃদয়-বিলাসিনী আর্য্যা বৈদেহী হইবেন। দেখ,যৎকালে দুর্ব্বিনীত দশানন সেই কুন্দ-নিন্দিতদশনা সীতালক্ষ্মীরে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তৎকালে তিনি "হা রাম! হা আর্য্যপুত্র! হা দেবর লক্ষ্মণ! এক্ষণে কোথায় রহিলেন, এক বার দেখা দিয়া জানকীর প্রাণ রক্ষা করুন ,, এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক অনবরত বারিধারা বিসর্জ্জন ও ভূতলে শরীরভূষণ সমুদায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আহা! তৎকালে, সেই কৃষ্ণকায় পাপ-রাক্ষসের ক্রোড়ে স্বর্ণকান্তি সীতালক্ষ্মী যেন শৈলাগ্রস্থিতা সূর্য্যপ্রভার ন্যায় অথবা নিবিড় নীরদখণ্ডে যেনবিদ্যুৎপ্রভার ন্যায নিরতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীয় শোকপরীত ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, কেবল আমি কেন, অচেতন পাদপ সকলেও শোকাকুল হইয়া পুষ্পচ্ছলে নিজ নিজ নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিয়াছিল। বানরগণ! যখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, তখন তিনিই জানকী হইবেন,সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি সেই দুরাচার নিশাচরের নিবাস স্থান সবিশেষ কহিতেছি, তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

এই সমুদ্রের অভ্যন্তরে শতযোজন দূরে লঙ্কা নামে এক নগরী প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ পুরীর শোভা অতি আশ্চর্য্য: দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে বহু পরিশ্রমে উহা নির্ম্মাণ করেন। উহার চতুর্দ্দিকে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরুণ-

বর্ণ প্রাকার, কাঞ্চনময় কবাট ও হেমময় প্রাসাদ সকল সুশ্রেণালী বদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে! ঐ মনোহারিণী নগরীই দুরাত্মা দশাননের রাজধানী। কপিগণ! সেই নিশানাথ-নিভাননা সুকেশী জানকী নিতান্ত দীন বেশে মলিন বদনে তথায় আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে করালকেশা ভীমাঙ্গী রাক্ষসীরা রাজশাসনে দিবা নিশি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তোমরা তথায় গমন করিলেই জানকীরে দেখিতে পাইবে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, দেবযোনিত্ব প্রভাবে তোমাদের আশা কদাচ নিষ্ফল হইবে না। অতএব তোমরা আমার বাক্য সপ্রমাণ করিয়া ত্বরায় সেই রাবণ-পালিতা লঙ্কা নগরীতে গমন কর। কপিগণ! আমরা দেবযোনি। দেবযোনিত্ব প্রভাবে এবং আয়ুষ্মতী বিদ্যাবলে করতলস্থিত বস্তুর ন্যায় দূরস্থিত পদার্থও আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পারি। তোমরা গমন কালে আকাশপথে যে যে স্থান দেখিতে পাইবে, আমি সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর; তোমরা আকাশপথে প্রথমে ধান্যজীবী পারাবতগণের গমনপথ দেখিতে পাইবে, তৎপরে সুপক্ক ফলভোজী কাক ও শুকাদির দ্বিতীয় পথ, পরে ক্রৌঞ্চবর্গ কুররগণের সহিত তৃতীয়পথে সঞ্চরণ করিতেছে। শ্যেণ পক্ষিগণ তদূর্দ্ধে চতুর্থ পথে ভ্রমণ করিতেছে, তদূর্দ্ধে গৃধ্রগণের পঞ্চমপথ, তাহার উর্দ্ধে রূপযৌবনগর্ব্বিত বলবান্ মরালকুলের ষষ্ঠপথ দৃষ্ট হইবে এবং পরিশেষে বিনতাতনয় অরুণের সপ্তম পথ দেখিতে পাইবে।

এই অরুণই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ, আমরা ইহাঁরই বংশ-সম্ভূত। বানরগণ! যে পাপনিশাচর নিতান্ত নীচবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই নিশানাথ-নিভাননাকে অপহরণ করিয়াছে, যে দুরাচার আমার প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা জটায়ুর প্রাণ বিনাশ করিয়া, শেষ দশায় আমার শোকানল উদ্দীপিত করিয়াছে, এ পাপে অচিরকাল মধ্যেই তাহাকে শমনের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে হইবে, বসুন্ধরা দেবী তাহার ভার কখনই আর সহিয়া থাকিতে পারিবেন না। কপিগণ! দিব্যশক্তি প্রভাবে আমাদের দৃষ্টি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না, একারণ, আমি এই খানে বসিয়াই সেই দুর্ব্বিনীত দশানন ও জানকীরে সুস্পষ্ট দেখিতেছি। অতএব এক্ষণে তোমরা এই লবণ সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় অন্বেষণ কর। কোন রূপে এই সমুদ্র পার হইতে পারিলেই জানকীর সংবাদ লইয়া পুনরায় কিস্কিন্ধায় যাইতে পারিবে।

এই বলিয়া পক্ষিরাজ সম্পাতি সবিনয়ে আবার কহিলেন; কপিগণ! দেখ, আমি দগ্ধপক্ষ, স্বশক্তিতে কোথাও গমনাগমন করিতে পারি না; অতএব অনুরোধ করি, তোমরা আমাকে সমুদ্রতটে লইয়া চল। আমিতথায় গিয়া আমার প্রাণাধিক ভ্রাতা জটায়ুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করিব।

এই বলিয়া বিহগরাজ বিরত হইলে, বানরেরা তাহাতে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া সাগর-তীরে, উপনীত হইল, এবং তদীয় মুখে জনকতনয়ার

উদ্দেশ পাইয়া পরস্পর অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর বানরেরা সম্পাতিমুখে সীতার সংবাদ পাইয়া পরম আহ্লাদে তাঁহার সহিত সমুদ্রতীরে উপনীত হইলে, বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ সমস্ত বানরবর্গের সহিত ভূতল হইতে সহসা উত্থিত হইয়া, সবিনয়ে বিহগরাজকে কহিতে লাগিলেন; মহাত্মন্! শুভ সংবাদ যেন বারংবারই শুনিতে ইচ্ছা হয়, আপনি সত্য করিয়া বলুন দেখি, জনকনন্দিনী জানকী এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন। দুরাত্মা রাবণ যৎকালে তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তৎকালে আপনি কি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছেন? না অন্য কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আমরা আপনার মুখে সামান্যাকারে এই সুধাময়ী কথা শ্রবণ করিয়াই প্রায়োপবেশন হইতে বিরত হইয়াছি। এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিয়া কাতরচিত্ত কপিকুলের উৎকণ্ঠা দূর করুন। এই বন্যজীবী বানরগণের আপনিই একমাত্র গতি। আমরা আপনার কৃপাবলেই জীবন পাইলাম।

এই বলিয়া সুধীর জাম্ববান্ কাতর বচনে আবার

কহিলেন ;পক্ষিরাজ ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, যে দুরাচার সেই আয়তলোচনা অযোনিসম্ভবারে হরণ করিয়াছে, যে নিশাচর নিতান্ত জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিলোক-বিখ্যাত পবিত্র ইক্ষ্বাকুলে অভিনব কলঙ্করাশি নিক্ষেপ করিয়াছে, রামবাহু-নির্ম্মুক্ত অব্যর্থ শর-প্রভাব সে কি অবগত নহে ? হলাহল কালকূট ভোজন করিয়া সে কি সুমঙ্গলেই সময়াতিপাত করিতে অভিলাষ করিয়াছে ? না কণ্ঠে শিলা বন্ধন পূর্ব্বক গভীর সাগর মধ্যে নিমগ্ন হইয়াও আবার জীবনের প্রত্যাশা করিতেছে। আহা ! পক্ষিরাজ ! যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ, যাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যে ত্রিলোক একান্ত বশীভূত হইয়া রহিয়াছে, সেই আজানুলম্বিতবাহু লোকাভিরাম রামচন্দ্রকে অভিনব শোক সাগরে নিক্ষেপ করিয়াও কি সে দুরাত্মা সংসারযাত্রা সুখেই অতিবাহিত করিবে ? তাহার কি আর কোন অত্যাহিতের সংঘটন হইবে না ? এই বলিয়া জাম্ববান্ জানকীর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বারংবার পক্ষিরাজকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

বিহগরাজ সম্পাতি তদীয় আগ্রহাতিশয় দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া রামের শুভোদ্দেশে সবিস্তরে সমস্ত কহিতে লাগিলেন ; কপিবর ! আমি যাহা হইতে যেরূপে বৈদেহীর হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এবং সেই আয়ত-লোচনা এক্ষণে জলাকুল লোচনে যে খানে অবস্থান করিতেছেন, তোমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমি

তৎসমুদায় বিশেষ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর ;—বহুকাল হইল আমি এই সুবিস্তীর্ণ গিরিদুর্গে নিপতিত আছি. স্বশক্তিতে আমি কুত্রাপি গমনাগমন করিতে পারি না। সুপার্শ্ব নামক আমার এক পুত্র প্রতিদিন যথাসময়ে আহার প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা করিতেন। কপিবর! গন্ধর্ব্বেরা যেমন ভোগবিলাষী, ভুজঙ্গমেরা যেমন ক্রোধ-পরায়ণ ও মৃগকুল যেমন ভয়াকুল ; শুনিয়া থাকিবে, আমাদের পক্ষিজাতিও তদ্রূপ ক্ষুধাতুর। একদা ক্ষুৎ-পিপাসায় আমি নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইলে, বৎস সুপার্শ্ব আহার সামগ্রী অন্বেষণ করিবার জন্য প্রত্যুষে বহির্গত হইলেন, কিন্তু সমস্তদিনের পর সায়ংসময়ে কেবল-মাত্র রিক্ত-হস্তে আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলাম। সুপার্শ্ব আমার দুঃখে মনে মনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অবনত বদনে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক আত্মবৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন ;—

তাত ! আপনি অকারণে ক্রোধ করিবেন না। যে কারণে আমি রিক্তহস্তে আসিয়াছি, এবং যে নিমিত্ত এত বিলম্ব ঘটিয়াছে ; কহিতেছি শ্রবণ করুন ; প্রথমে আমি আমিষার্থী হইয়া যথাসময়ে আকাশমার্গে উড্ডীন হইলাম, ভাবিলাম, পিতৃদেব আজ নিতান্তই ক্ষুধাতুর হইয়াছেন, আজ কিছু অধিক পরিমাণে আহার সামগ্রী লইয়া শীঘ্র-

শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতে হইবে; এই ভাবিয়া আমি আর আজ অন্য কোন দিক্ গমন করিলাম না, যে স্থান দিয়া শত শত সত্বগণ দিবানিশি গমনাগমন করিয়া থাকে, সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী মহেন্দ্র পর্ব্বতের সেই দ্বার দেশ অবরোধ করিয়া নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, নিবিড় নীরদকান্তি একজন পুরুষ সৌদামিনী-নিন্দিতপ্রভা আলুলায়িতকেশা লাবণ্যময়ী এক রমণীকে লইয়া অতিবেগে আকাশপথে গমন করিতেছে; তদ্দর্শনে আমি মনে মনে স্থির করিলাম; পিতৃদেব আজ যেরূপ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন, এই স্ত্রী পুরুষকে বিনাশ করিয়া লইয়া গেলে, এতদ্দারা বোধ হয়, তিনি আজ যথোচিত তৃপ্তি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। পিতঃ! এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎপরে আমি তাহার গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিলাম। কিন্তু সেই কৃষ্ণকায় পুরুষ যাইবার জন্য অতি কাতর ভাবে বারংবার আমার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং অতিবিষণ্ণ বদনে বিনীত বচনে আমায় কত প্রকার যে অনুরোধ করিতে লাগিল, তাহা আর বলিতে পারি না। তাতঃ! তদীয় তৎকালিকী নিরতিশয় কাতরতা দেখিয়া, এবং তাহার সেই সেই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে যেন কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হইল। এজন্য আমি পূর্ব্বসম্ভূত দুরভিসন্ধির সহিত তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। কৃষ্ণকায় পুরুষ আমার অবরোধ-মুক্ত ও পরম আহ্লাদিত হইয়া, তেজঃপুঞ্জে

গগণতল সমুজ্জ্বল করত কামিনী সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল।

পিতঃ! সেই পুরুষ প্রস্থান করিলে, আকাশবিহারী সিদ্ধ চারণেরা আগমন পূর্ব্বক নানাপ্রকার প্রশংসাবাদের সহিত যথাবিধানে আমার পূজা করিতে লাগিলেন। এবং যোগপরায়ণ যোগিবরেরা আমাকে সমুচিত সৎকার করিয়া কহিলেন; পক্ষিবর! তোমার এতাদৃশ ঔদার্য্যগুণগুম্ফিত সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমরা যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। দেখ, যে ব্যক্তি, বিনীতের বিনীতবাক্যে দয়ার্দ্র না হইয়া অত্যন্ত মুর্খতা বশতঃ তদীয় প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হয়, সে একান্ত জঘন্য। নিতান্ত নীচপ্রকৃতি বলিয়া সাধুরা সাধুসভায় তাহাকে কদাচ গ্রহণ করেন না। তোমার অবরোধে পড়িয়াও যখন ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ নিরাপদে গমন করিল, তখন নীচলোক-সুলভ অসৎগুণে তোমার উদারচিত্ত কদাচ দূষিত হয় নাই। প্রার্থনা করি, এইরূপ সদ্‌গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া দিন দিন লোকের হিতসাধন কর, তোমার মঙ্গল হউক।

এই বলিয়া তাঁহারা আবার কহিলেন;—পক্ষিরাজ! যে ব্যক্তি ঐ কোমলাঙ্গীকে অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল, উহার নাম রাবণ, আর সৌদামিনী নিন্দিত-শরীর-কান্তি যে কামিনী মুক্ত কণ্ঠে মুক্ত কেশে "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া, [illegible] নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, তিনি জনকরাজার নন্দিনী এবং

উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের আত্মজ রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী ; নাম জানকী। পিতঃ ! আমি সেই ঋষিদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনার নিকট এই উপস্থিত হইলাম। আজ এই জন্যই আমার এত বিলম্ব ঘটিয়াছে। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করুন।

কপিগণ ! বৎস সুপার্শ্ব এইরূপে সীতা সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদন করিলেন। শুনিয়া তখন আমার মন প্রাণ নিতান্তই শোকাকুল হইয়া উঠিল। এমন কি তৎকালে কিছু কাল আমার বাক্যস্ফুর্ত্তি পর্য্যন্তও রহিত হইয়া ছিল। দুর্ব্বিনীত দশানন যে ইক্ষ্বাকু-কুলের ললামভূতা সেই সীতালক্ষ্মীকে অপহরণ করিয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বেও সামান্যাকারে অবগত ছিলাম, কিন্তু সেই শোকাবহ ঘটনা পুত্রমুখে আবার বিশেষরূপে শুনিয়াও বার্দ্ধক্য ও হীন-পক্ষত্ব প্রযুক্ত তৎকালে বিক্রম প্রকাশে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কি করি, জানই ত, দুর্ব্বলের বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা কদাচ ফলে পরিণত হয় না। যাহা হউক, বানরগণ! আমি এক্ষণে পক্ষহীন পক্ষী, আমা দ্বারা কায়কৃত উপকা-রের কোন রূপ সম্ভাবনা নাই, তবে বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের যত দূর শুভ সম্পাদন করিতে পারি, আমি প্রাণান্তেও তাহাতে কুণ্ঠিত হইব না। অতএব তোমরা আর অন্যত্র অন্বেষণ না করিয়া সম্প্রতি সাগর লঙ্ঘনের উপায় অনুসন্ধান কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, কোন

সুযোগে লঙ্কাধামে প্রবেশ করিলে তোমরা অবশ্যই সেই অযোনিসম্ভবারে দেখিতে পাইবে। তোমরা অতিবলবান্ ও কপিরাজ সুগ্রীবের প্রেরিত, সুতরাং দেবতারাও বিপক্ষে থাকিয়া তোমাদের কোন অনিষ্ট সম্পাদন করিতে পারিবেন না। বিশেষ সেই ত্রিলোকশরণ্য ত্রিদশারাধ্য রাম ও লক্ষ্মণ যখন তোমাদের সহায়, তখন ত্রিলোক মধ্যে কোন কার্য্যই তোমাদের দুষ্কর হইবে না। কপিগণ! রাম সামান্য নহেন, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, রাক্ষসকুল সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্যই নরলোকে রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেখিবে, এই অপরাধেই লঙ্কা নগরী ছারখার হইবে, এবং রাবণকেও অবিলম্বেই সপরিবারে শমনের ভীষণ মুর্ত্তি দেখিয়া অধঃপাতে যাইতে হইবে; অতএব আর অনর্থক কাল বিলম্ব করিও না, এক্ষণে যত শীঘ্র পার, কার্য্য সাধনের উপায় চেষ্টা কর। তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ পুরুষেরা আলস্যভাব কদাচ আশ্রয় করিয়া থাকে না।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া পক্ষিরাজ সম্পাতি, যুবরাজ অঙ্গদকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রত্যয়জনিত হর্ষভাবে পুনর্ব্বার কহিলেন ;— মহাত্মন্! আমি যে সত্যই বৈদেহীর বিষয় অবগত আছি, তদ্বিষয়ে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, তোমাদের বিশ্বাসের জন্য আমি আনুপূর্ব্বিক তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বহু কাল হইল আমি কোন কারণ বশতঃ ভগবান্ অংশুমালীর প্রচণ্ড কিরণমালায় সাতিশয় সন্তপ্ত ও হতচেতন হইয়া এই বিন্ধ্যাচলের শিখরদেশে পতিত হই। এমন কি, তৎকালে আমার জ্ঞানশক্তির এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, যে ক্রমে ছয় রাত্রিকাল কোথায় দিয়া যে অতিবাহিত হইল, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। অনন্তর ক্রমশঃ চেতনার উদ্রেক হইতে লাগিল, আমি কাতর দৃষ্টিতে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ; কিন্তু " এ কোন্ প্রদেশ, কোথায় আসিয়াছি " কিছুই জানিতে পারিলাম না। তৎপরে সরিৎ, সরোবর, সাগর, শৈল, নদ, নদী ও বিবিধ কানন প্রদেশ আমার নেত্রগোচর হওয়াতে, আমি ক্রমশঃ বুদ্ধিস্থ হইয়া উঠিলাম।

তখন দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এই তরুরাজি-বিরাজিত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতকে বিন্ধ্যপর্ব্বত বলিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইল। এই গিরিরাজশিখরে সুরগণ পরিষেবিত পবিত্র এক আশ্রম ছিল। তথায় নিশাকর নামে পরম-তপস্বী এক তাপস অবস্থান করিতেন। আমি নিত্য নিত্য তদীয় তপঃপবিত্র তেজঃপুঞ্জ-শরীর সন্দর্শন করিয়া সুখে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলাম। অনন্তর সেই তাপস নিজ তাপসীশক্তি প্রভাবে স্বর্গধামে গমন করিলে, আমি তাঁহার অদর্শনে অতীব ব্যথিত হইয়া আট সহস্র বৎসর অতিক্লেশে তথায় অতিবাহিত করিয়াছিলাম। পরে নিতান্ত নিরাশ হইয়া সেই বিষম বিন্ধ্যশিখর হইতে অতি-কষ্টে ক্রমশ অবতীর্ণ হইয়া নবশাদ্বলপূর্ণ ভূমিতলে আগ-মন করিলাম। কিন্তু সেই মহর্ষির পবিত্র মূর্ত্তি অদর্শনে কোন মতেই সুখী হইতে পারিলাম না। যেখানেই যাই কোন স্থানেই থাকিয়া যেন সুস্থির হইতে পারি না। অনন্তর আমি পুনর্ব্বার সেই পবিত্রমূর্ত্তি মহর্ষির দর্শন-লালসায় বহুকষ্টে তদীয় আশ্রমাভ্যাসে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, মুনির বিরহানলে আশ্রমপদ যেন দগ্ধপ্রায় হইয়া নিতান্ত শোচনীয়ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইতিপূর্ব্ব মুনি বিদ্যমানে যে আশ্রমে শাখী সকল ফলপুষ্পভরে অবনত ও সুরভি সমীরণের সুমন্দ হিল্লোলে নিরন্তর আন্দোলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত, এবং তাপসীশক্তি প্রভাবে সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি যে সকল

হিংস্র জন্তুরাও নৈসর্গিক হিংসা দ্বেষাদি পরিহার পূর্ব্বক সখ্যভাবে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিত, মুনির অদর্শনে সে দিনতৎসমুদায়ের যেন সর্ব্বথা বিপরীত ভাব দেখিতে পাইলাম।

অনন্তর আমি সেই পুণ্যাশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দর্শন লালসায় এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে দেখিলাম, সেই প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ মহর্ষি নিশাকর তেজঃপুঞ্জে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় জ্বলিত হইয়াই যেন সমুদ্রতীর হইতে উত্তরাভিমুখে প্রত্যাগত হইতেছেন। আহা! তৎকালে মহর্ষিকে দেখিবামাত্রই বোধ হইল, পরমযোগী ভগবান্ ভবানীপতি জীবগণকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই যেন অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন। অর্থলালসায় গ্রহীতৃগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তৎকালে সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি জন্তুগণ ও সরীসৃপ সকলেও তদ্রূপ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতে লাগিল। আশ্রমস্থ জীবজন্তু সমুদায় অমনি শান্তিভাব অবলম্বন করিল। অনন্তর রাজা যেমন নিজ আবাসে প্রবেশ করিলে, পরে তৎসহাগত অমাত্যবর্গেরা স্বস্ব আবাসেপ্রস্থান করে, তদ্রূপ ঋষিবর আশ্রমে উপনীত হইলে তৎসহাগত জন্তুরাও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। অনন্তর মহর্ষি আমাকে দেখিয়া প্রসন্নবদনে আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মুহুর্ত্তকাল পরে পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; হে সৌম্য! তোমার পক্ষলোম সমস্ত বিকৃত হওয়াতে আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না।

আহা! তোমার পক্ষ দুইটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র ক্ষীণশরীরে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বকালে তোমাদিগকে দেখিয়াছি, তোমরা দুইটী ভাই তৎকালে পবনের ন্যায় বেগবান্, কামরূপী ও সমস্ত পক্ষিকুলের অধীশ্বর ছিলে। এবং তুমি মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে আমার চরণদ্বয় গ্রহণ করিতে। সম্পাতি! আমি জিজ্ঞাসা করি; এক্ষণে তোমার এমন কি ব্যাধিই উপস্থিত হইয়াছে, যে তদ্দারা তোমার শরীর একেবারে কঙ্কাল মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া নিতান্ত শোচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে। বাহাদুর পক্ষিবর! তোমার পক্ষদ্বয় কি জন্য দগ্ধ হইল, এবং কোন্ বীর পুরুষের কোপে পড়িয়াই বা তুমি এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতেছ, সমুদায় আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহর্ষি এই রূপে তদীয় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলে, আমি সবিনয়ে কহিতে লাগিলাম; ভগবন্! আমি ইন্দ্রযুদ্ধে বজ্রাঘাতে ব্রণযুক্ত ও ছিন্নপক্ষ হইয়া এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছি, যে লজ্জায় আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর করিতেও সমর্থ

হইতেছিনা, এ অবস্থায় সকল কথার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে না, তথাচ কহিতেছি; বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে, আমি এবং জটায়ু, আমরা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া ইন্দ্র-বিজয়ার্থ আকাশপথে উৎপতিত হইলাম। প্রথমে কৈলাস শিখরে উপনীত হইয়া মুনিগণের সমক্ষে এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম; যে সূর্য্যদেব অস্তগিরিশিখরে অধি-রোহণ করিবার পূর্ব্বেই আমরা সূর্য্যলোকে গমন করিব। অনন্তর আমরা উভয়ে এই রূপ শপথ করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধ পথে উত্থিত হইতে লাগিলাম। তৎকালে গতিবেগে মহীতলস্থিত ভিন্ন ভিন্ন নগর ও জনপদ সকল যেন রথ-চক্রের ন্যায় আমাদের বোধ হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধভাগে কোন স্থানে বাদিত্ররব, কোন স্থানে ভূষণশিঞ্জিত ও কোন স্থানে সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি কর্ণগোচর হইতে লাগিল। আমরা ক্রমশই সমধিক উৎসাহ সহকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, পরে আদিত্যলোকে উপনীত হইলাম। দূরতা নিবন্ধন তথা হইতে ভূতলবর্ত্তী কানন সকল যেন শাদ্বলপূর্ণ ভূমিখণ্ডের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড পর্ব্বতা-কীর্ণা বসুন্ধরাকে যেন কঙ্করাবৃতের ন্যায়, নদী-পরিবেষ্টিত পৃথিবীকে যেন শুভ্র ও সূক্ষ্ম সূত্রে পরিবৃতের ন্যায় এবং অচলরাজ হিমাচল ও বিন্ধ্য প্রভৃতি মহাগিরি সকলকেও যেন জলাশয়স্থ মাতঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে পরিশ্রমবশত আমাদের শরীরে অনবরত স্বেদ বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, পর্য্যায়ক্রমে মোহ ও দারুণ মূর্চ্ছা আসিয়া

আমাদিগকে আক্রমণ করিল, ভয়ে সর্ব্ব শরীর কম্পিত ও ক্ষণে ক্ষণে দিগ্‌ভ্রমও হইতে লাগিল। এমন কি, তৎকালে আমাদের বোধ হইল যেন সর্ব্বথা প্রলয় কালই উপস্থিত হইয়াছে, এবং জীবসকল প্রলয়ের সেই প্রজ্বলিত হুতাশন দ্বারা যেন দগ্ধ ও বিধ্বস্তই হইয়া গিয়াছে।

অনন্তর সেই সুতীক্ষ্ণ সৌরতেজে আমার মন ও চক্ষু নিহত হইয়া গেল, দর্শনশক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি আমি অনেক যত্নে পুনর্ব্বার ভগবান্ ভাস্করকে দেখিতে লাগিলাম, তখন বোধ হইল, দিবাকরও যেন পৃথিবীর ন্যায় এক প্রকাণ্ড পদার্থ। তপোধন! ইতি মধ্যে ভ্রাতা জটায়ু সূর্য্যতাপে নিতান্ত তাপিত হইয়া, আমাকে কোনকথা না বলিয়াই ক্রমে অধোভাগে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আমিও আকাশ হইতে নিম্না-ভিমুখে পতিত হইয়া নিজ পক্ষতি দ্বারা তাঁহাকে সংবৃত করিয়া রাখিলাম, এজন্য তাঁহার দেহ রবিকরে বিনষ্ট হইয়া ছিল না। কিন্তু তাঁহার রক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমার পক্ষ দুইটী ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তৎকালে আমার বোধ হইল, জটায়ু যেন জনস্থানে পতিত হইলেন, আর আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া জড়ের ন্যায় এই বিন্ধ্যাচলে পড়িলাম। তপোধন। তদবধি আমি বিক্রমহীন হইয়া নিতান্ত দীন ভাবে দিন যামিনী যাপন করিতেছি, আমার আর জীবন ধারণে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। স্থির করিয়াছি, এই পর্ব্বত শিখর হইতে পতিত হইয়া

এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকল যাতনা ও সকল ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিব।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

কপিগণ! আমি সেই প্রশান্তমূর্ত্তি মহর্ষি নিশাকরকে এই রূপ কহিয়া দীন ভাবে অনবরত নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম, তখন তিনি আমার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেন, তৎপরে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত দ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন; সম্পাতি! তুমি কোন চিন্তা করিও না, তোমার পক্ষযুগল, চক্ষুদ্বয়, প্রাণসার ও বল বিক্রম সমুদায় আবার পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। আমি পূর্ব্বে নারদাদি মুনিগণের মুখে ভাবী রামচরিত শুনিয়াছি, এবং তাপসীশক্তির প্রভাবে উহার অবশ্যম্ভাবিত্বও অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তৎসমুদায় কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর; উত্তর কোশলে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ দশরথের রাম নামে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সুধীর এক পুত্র জন্মিবেন। সেই সাধুশীল পিতার আদেশে ধর্ম্মানুরোধে হস্তগত সাম্রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত চতুর্দ্দশ

বৎসরের জন্য অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইবেন। দেব দানবের অবধ্য দুর্ব্বিনীত দশানন তাঁহার প্রাণসমা পত্নীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে। এবং তাঁহারে গৃহে লইয়া নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি কাম-ভোগের দ্বারা প্রলোভিত করিতেও অনেক চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেই সাধ্বী ধরিত্রীসুতা কিছুতেই প্রলোভিত না হইয়া দীনবদনে দিবানিশি স্বামীর পাদপদ্মই চিন্তা করিবেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে তাঁহাকে প্রাণ ধারণার্থ দিব্য অন্ন প্রদান করিবেন। মৈথিলী সেই অমৃতবৎ উপাদেয় অমর দুর্ল্লভ উৎকৃষ্ট পায়সান্ন ইন্দ্র প্রদত্ত জানিয়া, উহার অধিক অংশ এই বলিয়া ভূতলে রাখিবেন, যে আমার স্বামী রাম ও দেবর লক্ষ্মণ এক্ষণে জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।

অনন্তর বানরেরা কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে সীতা-ন্বেষণার্থ লঙ্কাধামে গমন করিবার জন্য আগমন করিবে। তুমি তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বৈদেহীর সংবাদ কহিবে; অতএব পক্ষিরাজ! তুমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি পদার্পণ করিও না; বিশেষ এমন অবস্থায় অন্যত্র গমনাগমন করিতে তোমার শক্তিও নাই। অতএব তুমি এই স্থানে কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক, তুমি নিজ পক্ষদ্বয় পূর্ব্বের ন্যায় আবার প্রাপ্ত হইবে। এবং পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার স্বজাতিবর্গের গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। সম্পাতি! আমি তাপসী-শক্তিপ্রভাবে

এই মুহুর্ত্তেই তোমাকে পূর্ব্ববৎ পক্ষযুক্ত করিতে পারিতাম, কিন্তু পক্ষযুক্ত হইয়া চাপল্য বশতঃ পাছে স্থানান্তরে গমন কর, এই আশঙ্কায় সহসা তোমাকে সপক্ষ করিতে পারিলাম না। তুমি এই স্থানে থাকিয়া সর্ব্বলোকের হিতকর কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও। তোমার বাক্যরূপ সুধা বর্ষণে সেই দশরথাত্মজ দয়াময় দাশরথির প্রিয়াবিরহ-শোকানল নির্ব্বাপিত হইবে। এবং তোমা হইতেই সর্ব্বংসহা শান্তিরসে অভিষিক্ত এবং মহর্ষি, ব্রাহ্মণ গুরুজন ও দেবরাজ ইন্দ্রেরও প্রিয় কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

কপিগণ! সেই তত্ত্বদর্শী মহর্ষি নিশাকর নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক এইরূপ ভবিষ্যৎ কথা আমার কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। তদবধি আমি এই স্থানেই অবস্থান করিতেছি। আমি জীবিত থাকিয়া পুনর্ব্বার সুখসম্ভোগ করিব, এ প্রত্যাশা এক দিনের জন্যও আমার অন্তঃকরণে উদিত হয় না। ভাবিয়াছি, সেই কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন লোকাভিরাম রামচন্দ্রের পবিত্রমূর্ত্তি একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া এই জরাতুর বিনশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিব।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

পক্ষিরাজ সম্পাতি এই বলিয়া মৃদুবচনে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন; বানরগণ! সেই বাক্যবিশারদ মহর্ষি নিশাকর আমাকে এইরূপ সান্ত্বনা এবং অন্যান্য নানা প্রকার সুমিষ্ট বাক্যে বহুবিধ প্রশংসা করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, আমিও তদীয় আশ্রম হইতে ধীরে ধীরে নির্গত হইয়া তদবধি এই বিন্ধ্য পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। কপিগণ! দেখ, আমি সেই মুনিবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আট সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত করিলাম। আমি সূর্য্যতাপে দগ্ধপক্ষ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই উদ্যত হইয়াছিলাম, কেবল মুনির বাক্যে নির্ভর করিয়াই এত কাল জীবিত রহিয়াছে। সেই প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ নিশাকর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত আমাকে যে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, সেই মহতী বুদ্ধিই প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় আমার দুঃখরূপ তমোরাশিকে নিঃশেষে নিরাকৃত করিয়াছে। কপিগণ! আর দেখ, সুপার্শ্ব সেই দশরথাত্মজ দয়াময় দাশরথিকে প্রিয়া-

বিয়োগ দুঃখে সমধিক কাতর এবং সেই অকলঙ্ক চন্দ্রাননা অযোনিসম্ভবার তাদৃশী বিলাপগর্ভ বাক্যাবলী কর্ণগোচর করিয়াও যে তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনে তৎপর হইয়াছিল না, তজ্জন্য আমি তাহাকে অনেক রূপ ভৎর্সনা করিয়াছিলাম, এবং রাবণ অপেক্ষা সমধিক বলবান্ জানিয়া কহিয়াছিলাম; সুপার্শ্ব! তুমি স্বচক্ষে এমন শোকপরীতভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও যে মৈথিলীর উদ্ধার বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছ, ইহাতে তোমার সর্ব্বথা মূঢ়তাই প্রকাশ পাইয়াছে।

পক্ষিরাজ সম্পাতি বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া এই রূপে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় কহিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দগ্ধ পক্ষদ্বয় পূর্ব্বের ন্যায় আবার উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল। তখন পক্ষিবর সহসা স্বীয় শরীর অরুণবর্ণ পক্ষ সমূহে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অপার আনন্দের সহিত হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; বানরগণ! দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! যোগপরায়ণ যোগীদিগের বাক্য কদাচ নিষ্ফল হয় না। সেই অমিততেজা মহর্ষি নিশাকর যাহা কহিয়াছিলেন, আজ তাহাই হইল। এই দেখ, আমার যে পক্ষদ্বয় আদিত্য তাপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, অধুনা তাহা পূর্ব্বের ন্যায়ই আবার প্রাপ্ত হইলাম। ইতি পূর্ব্বে যৌবনকালে আমার যে রূপ বল, যেরূপ পরাক্রম ও যেরূপ পৌরুষ ছিল, সম্প্রতি তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া আমার অন্তরে যেন অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হইতেছে। কপিগণ! এক্ষণে তোমরা

আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় সাগরলঙ্ঘনের চেষ্টা কর। দেখ, সেই রাবণ-হৃতা জনকদুহিতাকে যে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে, অকস্মাৎ আমার এই পক্ষলাভই তাহার প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছে।

এই বলিয়া পতগরাজ সম্পাতি আকাশমার্গের বিষয় জানিবার জন্য উচ্চতর গিরিশৃঙ্গে উৎপতিত হইলেন। এদিকে পবনতুল্য বেগবান্ বিচক্ষণ বানরেরা তদীয় মুখে সীতাসংক্রান্ত সুধাময়ী কথা কর্ণগোচর করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিল এবং স্বীয় স্বীয় পরাক্রমানুসারে জানকীর অনুসন্ধানার্থ উন্মুখ হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর ঐ সকল ভীমবিক্রম বানরেরা সমুদ্রের তীরবর্ত্তি প্রদেশে গমন করিয়া দেখিল; সেই সুবিস্তীর্ণ ভীষণ সমুদ্রের কোন স্থান প্রসুপ্তের ন্যায় স্তিমিত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে; কোন স্থানে অনতিউচ্চ ঘন তরঙ্গলহরী যেন অনবরত ক্রীড়া করিতেছে; স্থলান্তরে পাতালবাসী দৈত্যদানবগণে নিরন্তর ব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং

কোন স্থলে পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড উত্তাল তরঙ্গ মালায় সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। কোথাও চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রতিবিম্ব সকল প্রতিফলিত হইতেছে। কোথাও উত্তুঙ্গ তরঙ্গাকার বৃহৎ বৃহৎ অজগর সকল ভাসমান হইয়া বেড়াইতেছে। ঐ সুগভীর সমুদ্রসলিলে প্রকাণ্ড জলহস্তীগণ তরঙ্গমালা উদ্ভেদ পূর্ব্বক কখন কখন উত্থিত হইতেছে। এবং শঙ্খ যূথ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঐ সাগর সলিলে ভাসমান হইতেছে। বানরেরা এই রূপ লোমহর্ষণ আকাশবৎ অসীম দুস্তর সমুদ্র দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ ও কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে একান্ত সন্দিহান হইয়া ভয়ে নিস্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিল।

তখন যুবরাজ অঙ্গদ, ঐ সকল বানরী সেনাদিগকে সাগর দর্শনে অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন ও নিতান্ত ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; দেখ, তোমরা সমুদ্র দেখিয়া এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? বিপদে প্রতিকারের উপায় চেষ্টা না করিয়া অবসন্ন হওয়া নিতান্তই দোষাবহ। যেমন কোপনশীল ভুজঙ্গ বালককে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ বিষাদও পুরুষের পুরুষকার বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বিক্রম প্রকাশের সময় যাহারা বিষণ্ণ হয়, তাহারা নিতান্ত তেজোহীন, তাহাদের পুরুষার্থ কদাচ ফলে পরিণত হয় না। তোমরা বীর, ও বুদ্ধিমান্, তোমাদের ন্যায় বলবান্ পুরুষের এরূপ অবসন্ন হওয়া নিতান্তই আশ্চর্য্য।

সুধীর অঙ্গদ এই রূপে বানরদিগকে বুঝাইতে লাগি-

লেন, ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল, রজনী উপস্থিত; বানরেরা রজনীযোগে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া নিদ্রিত হইল। মহাবীর অঙ্গদ পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগর লঙ্ঘনের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে বানরী সেনা বেষ্টিত; তৎকালে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, বলবতী দেবসেনাই যেন দেবরাজ ইন্দ্রকে সমাবৃত করিয়া চারি দিক্ শোভা পাইতেছে। বালিনন্দন অঙ্গদ ও পবনকুমার হনূমান্ ব্যতীত, ঐ সমস্ত বানরসৈন্যকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখে, তথায় এমন আর কেহই ছিল না। অনন্তর শত্রুনিসূদন শ্রীমান্ অঙ্গদ সকলকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; সৈন্যগণ! বৃদ্ধ বানরগণ! বল দেখি, তোমাদের মধ্যে কোন্ বীর পুরুষ এই শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া জগতে চিরস্থায়িণী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন? কোন্ মহাত্মার প্রযত্নে কপিরাজ সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ও মিত্রঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখী হইবেন? এবং সমাগত যূথপতিগণের উপস্থিত এই মহা ভয় বিদূরিত করিয়া, কোন্ বীরই বা তাহাদের অন্তঃকরণকে সুখ সিন্ধুতে নিমগ্ন করিবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া এবং পূর্ণমনোরথে সুখে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় পুত্র কলত্র সন্দর্শন করিব? এবং কাহার কৃপাবলেই বা পুনর্ব্বার সেই আজানুলম্বিতবাহু পদ্মপলাসলোচন রামরূপ অবলোকন করিয়া অতুল আনন্দ

অনুভব করিব? বানরগণ! এক্ষণে তোমাদের মধ্যে, যদি কেহ সাগর লঙ্ঘনে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি সত্বর হইয়া আমাদের এই উপস্থিত বিপদে অভয় দান করুন।

কিন্তু বানরী সেনা অঙ্গদের তাদৃশ বাক্য শুনিয়াও দুস্তর সাগরদর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিয়া রহিল। তদ্দর্শনে সুধীর অঙ্গদ পুনর্ব্বার সুমধুর বচনে কহিলেন; দেখ, তোমরা সকলেই প্রভূত বল বিক্রমশালী ও পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমরা কপিরাজ সুগ্রীবের সমধিক আদরের পাত্র, তোমাদের অব্যাহত গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অতএব এই উল্লঙ্ঘন কার্য্যে তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তাহাও বল, আর ইহাতে কাহার কি রূপ শক্তি আছে তাহাও বল।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া অঙ্গদ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, গয়, গবাক্ষ, শরভ, ঋষভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, ও সুষেণ প্রভৃতি বানরগণ অনুক্রমে স্ব স্ব গতি শক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; গয় কহিলেন আমি দশযোজন মাত্র

উল্লঙ্ঘন করিতে পারি। গবাক্ষ কহিলেন, আমি বিংশতি যোজন লম্ফ প্রদান করিব। শরভ কহিলেন, ত্রিংশৎ যোজন উল্লঙ্ঘন করাই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। ঋষভ কহিলেন, আমি চত্বারিংশৎ যোজন লঙ্ঘনে সমর্থ। গন্ধমাদন কহিলেন, আমি পঞ্চাশৎ যোজন মাত্র লঙ্ঘনে সাহসী হই। মৈন্দ কহিলেন, আমি এক বেগে ষষ্টি যোজন মাত্র লম্ফ প্রদান করিতে পারি। তৎপর দ্বিবিদ কহিলেন, আমি সপ্ততি যোজন পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিব। পরিশেষে সুষেণ কহিলেন, আমি অশীতি যোজন মাত্র লম্ফ প্রদান করিতে পারি।

অনন্তর এই বলিয়া সকলে বিরত হইলে, বৃদ্ধতম মহাবীর জাম্ববান্ তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন; দেখ, পূর্ব্বে আমাদের বিলক্ষণ গতিশক্তি ছিল, এক্ষণে যদিচ আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, বার্দ্ধক্যসুলভ দুর্ব্বলতায় জড়ীভূত হইয়া যদিচ সম্প্রতি জড়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছি, তথাচ উপস্থিত রামকার্য্যে আমরা কোন রূপেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। যাহা হউক, এক্ষণে আমার যেরূপ গতিশক্তি আছে, শ্রবণ কর; বানরগণ! আমি এখনও এক লম্ফে নবতি যোজন উল্লঙ্ঘন করিতে পারি। কিন্তু এই মাত্রই যে আমার পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা, এরূপ মনে করিও না। পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও আমার গতিশক্তি অনন্ত গুণে অধিক ছিল। বহুকাল হইল, ভগবান্ ত্রিবিক্রম দানবরাজ বলির যজ্ঞে

যখন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, ঐ সময় আমি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। এখন আমি বৃদ্ধ, জরাপ্রভাবে আমার গতি শক্তিও আর তাদৃশ নাই, যৌবন কালে আমার বল বীর্য্য অতি আশ্চর্য্যই ছিল। যাহা হউক, সম্প্রতি আমি এই পর্য্যন্তই গমন করিতে পারি, কিন্তু দেখিতেছি ইহাতেও কার্য্য সিদ্ধি হইতেছে না।

এই বলিয়া, জাম্ববান্ বিরত হইলে, বীর অঙ্গদ তাঁহাকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক উদার বাক্যে কহিলেন; কপিবর! এই শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র আমি এক লম্ফেই পার হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না, বলিতে পারি না।

তৎশ্রবণে বাক্যবিশারদ জাম্ববান্ কহিলেন; রাজকুমার! তোমার গতিশক্তি যে অসাধারণ এবং তোমার বলবীর্য্যও যে অপরিচ্ছেদ্য, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। সামান্য শত যোজন কেন, তুমি মনে করিলে সহস্র যোজনও সহজেই গমনাগমন করিতে পার। কিন্তু তুমি আমাদের অধীশ্বর, অধীনের কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। দেখ, প্রভুই সকলকে আজ্ঞা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে আদেশ করিতে কাহার সাধ্য আছে? তুমি আমাদিগের স্বামিত্বে নিযোজিত হইয়াছ, সুতরাং তোমাকে কলত্র নির্ব্বিশেষে রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেখ, আমরা, যে কার্য্য উদ্দেশ

করিয়া আসিয়াছি, তুমিই তাহার মূল, কার্য্যের মূল অগ্রে রক্ষা করাই কার্য্যবিদ্দিগের প্রধান কার্য্য। কারণ মূল রক্ষিত থাকিলে, সকল কার্য্যই ফলে পরিণত হইয়া থাকে, অতএব যুবরাজ! তুমি আমাদিগের গুরু এবং গুরুপুত্র, বিশেষ আমরা তোমাকে আশ্রয় করিয়াই উপস্থিত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, এ কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া তোমার কোন মতেই উচিত হয় না।

অঙ্গদ কহিলেন, মহাত্মন্! যদি আমি বা অন্য কোন বানর এই কার্য্যে গমন না করে, তাহা হইলে, পুনর্ব্বার সকলের প্রায়োপবেশন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। দেখ, সেই উগ্রশাসন সুগ্রীবের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে আর কাহারও নিস্তার নাই। যখন তিনি আমাদের প্রতি প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছেন, অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিতেও যখন সমর্থ, তখন তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া কিষ্কিন্ধায় গেলে, আমরা অকালে অবশ্যই মৃত্যুযাতনা ভোগ করিব। অতএব যেরূপে এই সমুদ্র লঙ্ঘন করা যায়, তুমি বহুদর্শিতা বলে এক্ষণে তাহার উপায় স্থির কর।

জাম্ববান্ কহিলেন, যুবরাজ! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, ইহাতে তোমার বীরত্বেরও কিছুমাত্র অঙ্গহানি দেখিতেছি না। যাঁহার বলে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, দেখ, এক্ষণে আমি তাঁহাকেই নিয়োগ করিতেছি।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

অনন্তর মন্ত্রণাচতুর জাম্ববান্ ঐ সমস্ত বানরী সেনার নিতান্ত বিষণ্ণভাব নিরীক্ষণ করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্র-নিপুন মহাবীর হনূমান্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; পবনকুমার! একি! তুমি কি জন্য একান্তে মৌনাবলম্বন করিয়া আছ? এবং কি নিমিত্তই বা এই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বাক্য স্ফুর্ত্তি করিতেছ না? তুমি গুণগ্রামে সুগ্রীবের অনুরূপ, এবং তেজে ও বল বিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণেরই তুল্য। যেমন বিহগরাজ বিনতাতনয় বিহগজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বানরজাতির মধ্যে তুমিও সেই রূপ উৎকৃষ্ট। আমি স্বচক্ষে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; ঐ মহাবল গরুড় সুগভীর সাগরগর্ভ হইতে মহাবেগে ভীষণ অজগর সকল উদ্ধার করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। তাঁহার পক্ষদ্বয়ের যে রূপ বল, তোমার বাহুযুগলও সেই রূপ সারবান্। ফলতঃ বল বিক্রমে তুমি কোন অংশেই তাঁহার অপেক্ষা ন্যূন নহ। হনূমন্! জীবগণের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলবান্ ও সমধিক তেজোবিশিষ্ট; এমন অবস্থায় তুমি কি জন্য উপস্থিত কার্য্যে সজ্জিত হইতেছ না?

বীর! তোমার বল বীর্য্য সম্বন্ধে আমি একটী পুরাবৃত্তের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর;—পূর্ব্বে পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী এক অপ্সরা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম অঞ্জনা। তিনি কপিরাজ কেসরীর ভার্য্যা ও কুঞ্জরের দুহিতা। এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অঞ্জনার অপরূপ রূপমাধুরী ত্রিলোক বিখ্যাত, তাঁহার তুল্য লাবণ্যময়ী রূপবতী রমণী আর কুত্রাপি ছিল না। তিনি কেবল অভিশাপগ্রস্ত হইয়া কপিবর কুঞ্জরের ঔরসে বানরী রূপে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু করিলেও দেবীশক্তি প্রভাবে ইচ্ছানুরূপ রূপও ধারণ করিতে পারিতেন।

একদা সেই রূপযৌবন-গর্ব্বিতা অঞ্জনা মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিচিত্র অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট মাল্য এবং উপান্ত-রক্ত পীত বসন পরিধান করিয়া নিবিড় জলদ-কান্তি নিতান্ত রমণীয় শৈল শিখরে সানন্দে বিচরণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে পবন দেব আপনার মৃদু হিল্লোলে, তাঁহার জঘনদেশ হইতে পীত বসন অপহরণ করিলেন এবং তাঁহার সেই নিবিড় জঘন, সূক্ষ্ম কটীদেশ; সুকঠিন স্তন, সুচারু মুখশ্রী ও অনুপম যৌবনমাধুরী দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত ও কামশরের লক্ষ্য হইয়া দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা অকস্মাৎ এই ব্যাপার দর্শনে একেবারে তটস্থ, কহিলেন, একি! কোন্ দুরাত্মা আমার নির্ম্মল সতীত্ব কূলে কলঙ্ক বিন্দু নিক্ষেপ করিল?

বায়ু কহিলেন ; অয়ি সুচারুজঘনে ! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, আমি তোমার সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করিতেছি না। কেবল তোমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সঙ্কল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি। এই গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত তোমার একটি পুত্র জন্মিবে। কি বলবিক্রমে, কি পরাক্রমে সে সর্ব্বাংশে আমারই তুল্য হইবে।

হনূমন্ ! তখন তোমার জননী অঞ্জনা পবনদেবের এই অনুকুল বাক্যে সমধিক আহ্লাদিত হইয়া সেই পর্ব্বতের এক গুহাতে তোমাকে প্রসব করিলেন। তুমি জাতমাত্র অরণ্যমধ্য হইতে অরুণদেবকে উদিত দেখিয়া, আহার্য্য কোন ফল জ্ঞানে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উত্থিত হইয়াছিলে। ঐ সময় তুমি তিনশত যোজন উর্দ্ধে গমন করিয়া ভগবান্ ময়ূখমালীর ময়ূখমালায় বিচলিত হইয়াও কিছুমাত্র অবসন্ন হও নাই। তোমাকে মহা বেগে অন্তরীক্ষে উৎপতিত দেখিয়া. দেবরাজ বজ্রপাণি অসীম রোষাবেগে তোমার শরীরে বজ্র নিক্ষেপ করেন। তুমি তাহাতেই শৈলশিখরে পতিত হও, এবং তজ্জন্যই তোমার বাম-পার্শ্বের হনু ভগ্ন হইয়া যায়। বীর ! তদবধি তোমার নাম হনূমান্ হইয়াছে।

তৎপরে পবনদেব দেবরাজের বজ্রে তোমার এই রূপ পরাভব দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ত্রিলোকে আপন গতিরোধ করিয়া একেবারে নিশ্চল-ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মাণ্ডের

যাবতীয় লোক নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ সহসা এই প্রাণান্তকর ব্যাপার দর্শনে যারপর নাই ভীত হইয়া ক্রোধাকুল পবনদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন; সমীরণ! ক্ষান্ত হও, আর ক্রোধ করিও না। তোমার এই কুমার আমার বরপ্রভাবে সমরে অস্ত্র শস্ত্রের অবধ্য হইবে, পরে ইন্দ্রও কহিলেন, পবনদেব! তোমার এই কুমার আমার বজ্রাঘাতেও যখন জীবিত আছেন, তখন আমার বর প্রভাবে ইনি ইচ্ছা মৃত্যু অধিকার করিলেন।

অতএব হে বীর! তুমি সেই কপিরাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ সন্তান এবং পবনদেবের ঔরসপুত্র। তুমি অতি তেজস্বী, তোমার বল বীর্য্যও ত্রিলোক বিখ্যাত। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, তোমার অব্যাহত গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমারা জীবনে নিরাশ হই-য়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা বৃদ্ধ, শেষ দশায় একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং আমাদের মধ্যে বল বিক্রমে এক্ষণে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; উপস্থিত কার্য্য সাধনে নিরাশ হইয়া এই সমস্ত বানরী সেনা, এক মাত্র তোমার পরাক্রম দেখিবার জন্যই একান্ত সমুৎসুক হইয়া আছে; অতএব অনুরোধ করি, এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া উপস্থিত সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হও। তোমার এই শ্রেষ্ঠতরা গতি, ও অনন্যসুলভ সাগর লঙ্ঘন, ত্রিলোককে শান্তিরসে প্লাবিত করিবে। অতএব হে

পবনকুমার! তুমি এক্ষণে বিক্রম প্রকাশ কর, সহাগত বানরদিগকে উপস্থিত ব্যাপারে অতিশয় বিষণ্ণ দেখিয়াও তুমি কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ?

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর, এই বলিয়া জাম্ববান্ বিরত হইলে, মহাবীর হনূমান্ বানরী সেনাদিগকে আহ্লাদিত করিয়া, সমুদ্র লঙ্ঘনের যোগ্য ভীষণ আকার ধারণ করিলেন। ভগবান্ বামন দেবের ত্রিলোক আক্রমণ সময়ে সমস্ত লোক যেমন বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়াছিল, সহসা পবনকুমারের সেই ভীমমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, বানরেরা সেই রূপ বিস্মিত হইল। হনূমান্ লাঙ্গূল আস্ফালন পূর্ব্বক নিজ তেজে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এবং গিরিগহ্বর-মধ্য-স্থিত বিবৃতবদন মৃগরাজ কেশরীর ন্যায় অনবরত জৃম্ভা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তদীয় মুখমণ্ডল শারদীয় সূর্য্যমণ্ডল ও বিধূম পাবক অপেক্ষাও সমধিক জ্বলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বানরেরা বীতশোক ও নির্ভয় হইয়া একমনে তাঁহার স্তুতিবাদ ও মহাসাহসে সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর মারুততনয় রোমাঞ্চিত দেহে বানরগণের মধ্য হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৃদ্ধবর্গকে

অভিবাদন করিয়া কহিতে লাগিলেন; বানরগণ! যিনি স্বীয় অপ্রতিহত তেজঃপ্রভাবে পর্ব্বত সকল বিদারণ ও উৎপাটন পূর্ব্বক ব্যোমমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই মহাত্মা পবনদেবের ঔরসজাত পুত্র। আমার অব্যাহতগতিও কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি গগণস্পর্শী সুবিস্তীর্ণ সুমেরু পর্ব্বতকে অবিশ্রান্তে সহস্রবার প্রদক্ষিণ করিতে পারি, এবং বাহুবেগে মহাসমুদ্রকে ক্ষুভিত করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত লোক, সমুদায় পর্ব্বত, ও নদ নদী সকলকেও প্লাবিত করিতে সমর্থ। দেখিবে, আজ আমার প্রবল জঙ্ঘাবেগে মহা সাগর কুম্ভীরাদি জলজন্তুর সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ আপ্লাবিত করিয়া ফেলিবে। বিহঙ্গরাজ বিনতাতনয় আকাশমার্গে একবার উত্থিত হইতে না হইতেই আমি আজ নিজ অতুল্য গতিবেগে সহস্র বার উৎপতিত হইব, ভগবান্ পদ্মিনীনায়ক উদয়াচলে উদিত হইয়া অস্তাচলে অধিরোহণ করিতে না করিতেই আমি আজ স্বীয় বেগে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আগমন করিব এবং ধরাতলে পাদক্ষেপ না করিয়াই পুনর্ব্বার তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইব। আমি আজ গগণতলস্থ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রকে অতিক্রম করিব, মহাসাগরকে শোষণ করিয়া ফেলিব, পর্ব্বত সকলকে নিষ্পেষণ করিব এবং পরিশেষে সমগ্র মেদিনীমণ্ডলকেও বিদারণ করিয়া ফেলিব। বৃক্ষ লতার নানাবিধ কুসুমরাজি আজ আমার গতিবেগের অনুসরণ করিবে, এবং তন্নিবন্ধন গগণতলে

ছায়াপথের ন্যায় আমারও গমনপথ লক্ষিত হইবে। বানরগণ! তোমরা দেখিবে, অতঃপর আমি এই অসীম আকাশে নিজ বেগে কখন উত্থিত হইতেছি, কখন বা মহা শব্দে নিম্নাভিমুখে পতিত হইতেছি; আমার আকার সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, দেখিবে আমি যেন আকাশতল গ্রাস করিয়াই যাইতেছি, এবং নিবিড় জলদ-জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আকাশতলে ভয়াবহ আস্ফালন করি-তেছি। মহাবীর গরুড় ও মহাপ্রতাপ পবন দেবের যেরূপ শক্তি, আমিও তদ্রূপ বলবীর্য্যশালী, সুতরাং তাঁহারা ভিন্ন আমার অনুসরণ করে। ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেও দেখি না। আমি নিমেষ মধ্যে এই অবলম্বশূণ্য অম্বর-তলে সমুত্থিত হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত তড়িৎপ্রভার ন্যায় প্রকাশ পাইব, সাগর লঙ্ঘন সময়ে আমার রূপ ভগবান্ ত্রিবিক্রমরূপী নারায়ণের ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়জনক হইবে। অতএব কপিগণ! আর চিন্তা করিও না, হৃষ্ট হও, আমি বুদ্ধিবলে দেখিতেছি, এবং অনুমানও করিতেছি, আমি যেন অবশ্যই সেই অযোনিসম্ভবারে দেখিতে পাইব। আমার বেগ ও বল বীর্য্য পবনদেব ও গরুড়ের তুল্য। সামান্য শতযোজন কি, মনে করিলে, আমি অযুত যোজনও অনায়াসেই যাইতে পারি। আমি বীরদর্পে বজ্রপাণি পুরন্দর ও ব্রহ্মার হস্ত হইতেও অমৃত লইয়া এই স্থানে আনিব অথবা লঙ্কা নগরীই উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে আগমন করিব।

অমিত-প্রভাবশালী মহাবীর পবনকুমার বীরগর্ব্বে এই রূপ ভয়াবহ গর্জন করিতে লাগিলেন, বানরেরা বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল এবং তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ পূর্ব্বক অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। বৃদ্ধতম জাম্ববান্ হনূমানের মুখে জ্ঞাতিবর্গের শোকনাশন সেই সকল বীরদর্পমিশ্রিত বচনবিন্যাস শ্রবন করিয়া পরম আহ্লাদে কহিতে লাগিলেন; বৎস! এই সকল জ্ঞাতিবর্গের অপার শোকসিন্ধু তোমার তেজঃপ্রভাবেই শুষ্ক হইয়া গেল এবং সুগ্রীবও কৃতার্থ হইলেন। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী এই সমস্ত বানর পরমানন্দে মিলিত হইয়া এক্ষণে তোমার কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত এক মনে মঙ্গলাচরণ করুন। অমিতপ্রভাব ঋষিদিগের প্রসাদে এবং মাদৃশ বৃদ্ধতম বানরদিগের আশীর্ব্বাদে তুমি নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র লঙ্ঘন কর। তুমি যাবৎ না প্রত্যাগমন করিবে, তাবৎকাল আমরা তোমার প্রতীক্ষায় একপদে এই স্থানে দাড়াইয়া থাকিব। তুমিই আমাদের জীবন, আমরা তোমার গমন ও আগমনের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম।

এই বলিয়া বিচক্ষণ জাম্ববান্ বিরত হইলে, মহাবীর হনূমান্ কহিলেন; বানরগণ! অদূরে ঐ মহেন্দ্র পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে, উহার ধাতুরাগ রঞ্জিত তরুরাজি-বিরাজিত শিখর সকল যেন সুদৃঢ় ও বৃহৎ বলিয়াই বোধ হইতেছে। অতএব লম্ফ প্রদান সময়ে ঐ পর্ব্বতই আমার গতিবেগ

ধারণ করিবে। আমি উহাতে আরোহণ করিয়াই এই শত যোজন সমুদ্র অতিক্রম করিব।

এই বলিয়া পবনকুমার পবনের ন্যায় মহাবেগে সেই উচ্চশিখর মহেন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বতের নবশাদ্বল-পূর্ণ শ্যামল ভূমিখণ্ডে মৃগগণ সুখে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে; ইতস্তত নানা প্রকার পশু পক্ষিরা কলরব করিতেছে; কোথাও অনতিউচ্চ পাদপ সকল ফল পুষ্পে অবনত হইয়া সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, কোন স্থলে ধবল প্রস্রবণবারি অবিরল ধারে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মুক্তামালার ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতেছে; স্থলান্তরে গগণস্পর্শী শাখী সকল শাখারূপ বাহু বিস্তার করিয়া যেন জগতের পরিমাণ করিতেছে। কোন স্থানে সিংহ শার্দ্দূল ও বরাহ মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে সানন্দে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। মত্ত মাতঙ্গ সকল যূথে যূথে ভ্রমণ করিতেছে, এবং বিহঙ্গমেরা শাখায় বসিয়া সুস্বরে গান করিতেছে। মহেন্দ্রতুল্য মহাবল হনূমান্ ঐ মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উহার শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে সগর্ব্বে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে শৈলরাজ তাঁহার বাহুবলে নিপীড়িত ও যার পর নাই ভীত হইয়া সিংহ সমাক্রান্ত উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ত্রাসবিকম্পিত চীৎকার পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সরোবরের সলিলরাশি চঞ্চল হইয়া উঠিল। মৃগ পক্ষিকুল আকুল হইয়া প্রাণভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিতে

লাগিল। পার্ব্বতীয় শিলাখণ্ড সকল ইতস্তত নিক্ষিপ্ত, উন্মত্ত মাতঙ্গগণ যারপর নাই ভীত ও অত্যুচ্চ পাদপ সকল অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল। পানভোজনে আসক্ত গন্ধর্ব্বমিথুন ও বিদ্যাধরেরা অকস্মাৎ এই ঘোরতর ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিল। বিহঙ্গমেরা ভয়বিকম্পিত নিনাদ করিতে করিতে শুষ্ক মুখে ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইল। তৎকালে উরগগণ সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া কেহ গর্ত্ত-মধ্যে লুক্কায়িত হইল এবং কেহ কেহ সুদীর্ঘ নিশ্বাসভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধ নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বতের পতাকাশ্রী সম্পাদন করিতে লাগিল। ঋষিগণ নিতান্ত ভীত হইয়া নিবিড় অরণ্যে অবসন্ন, স্বার্থশূন্য পথিকের ন্যায় পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান্ বেগ প্রদর্শনের জন্য সমাহিত চিত্তে মনে মনে লঙ্কা নগরী স্মরণ করিতে লাগিলেন।

কিষ্কিন্ধা কাণ্ড

সম্পূর্ণ

রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

সুন্দর কাণ্ড।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সংশোধিত

ও

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

মহাশয়ের সাহায্যে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শিবাদহ-দত্ত-যন্ত্রে

শ্রীনবীন চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
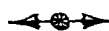
সন ১২৮২।

রামায়ণ।

সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর অরিনিসূদন হনূমান্ সেই নিশাচর-বলমর্দ্দিতা নিশানাথ-নিভাননা অযোনিসম্ভবা অবনীসুতার অন্বেষণার্থ আকাশপথে গমনোৎসুক হইয়া শির ও গ্রীবা দেশ উন্নত করিয়া বলদৃপ্ত বৃষভের ন্যায় পর্ব্বতোপরি শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর সেই অনন্যসুলভ দুঃসাধ্য কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিবেন, মনে করিয়া গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপে কখন পাদপ সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, কখন বীর-বিক্রমে দ্বিজগণকে বিত্রাসিত, কখন বেগপ্রভাবে মৃগকুল আকুল ও বসুন্ধরা দেবীকে বিকম্পিত করিয়াই যেন গর্ব্বিত শার্দ্দূলের ন্যায় চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণাধিষ্ঠিত, নবশাদ্বল-পূর্ণ সলিল-কান্তি পার্ব্বতীয় গৈরিক ভূমীখণ্ডের চতুর্দ্দিকে সগর্ব্বে বিচরণ করায় তৎকালে তাঁহাকে বোধ হইতে লাগিল, নক্রাদি জলজন্তু-বিলোড়িত মহাহ্রদের মধ্যগত

মহানাগই যেন পদ্মবন আকুল করিয়া জলক্রীড়া করিতেছে। ফলতঃ হনুমানের তাৎকালিকী অদৃষ্টপূর্ব্ব বীর-বিক্রম মিশ্রিত ভীম মূর্ত্তি ও গগণস্পর্শী ভীষণ আস্ফালন দেখিয়া তত্রত্য বানরগণের মনে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে অপরিসীম সাহস ও অনির্ব্বচনীয় সুখের উদ্রেক হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর হনূমান সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ স্বয়ম্ভু, মহেন্দ্র, সূর্য্যদেব ও ভূতগণের নিকট অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে আপনার পিতৃদেব পবনের পাদপদ্মে প্রণিপাত ও মঙ্গল কামনা করিয়া দক্ষিণ দিক গমনে সমুদ্যত হইলেন। লম্ফপ্রদানে কৃতনিশ্চয় পবন-কুমারের শরীর রামের অভ্যুদয়ের জন্য তৎকালে পর্ব্বকালীন মহাসাগরের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তৎসমাগত বানরকুল বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। "আমরা আজ কৃতকার্য্য হইলাম" বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে আহ্লাদ অবকাশ না পাইয়াই যেন আনন্দাশ্রুচ্ছলে নেত্রপথে বহির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে পবনকুমার সাগরলঙ্ঘনার্থ অপরিমিত দেহ ধারণ পূর্ব্বক কর চরণ দ্বারা অনবরত পর্ব্বতকে প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতরাজ তদীয় কম্পনবেগে নিপীড়িত হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সলিলরাশি উদ্গীরণ পূর্ব্বক পাদপরাজির পুষ্পসম্পত্তি সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সুবর্ণ ও রজতবৎ প্রভাবিশিষ্ট তদীয় জলপ্রপাত সমস্ত প্রকম্পনবেগে কোথাও বিলীন হইয়া গেল। শিখাবান্ বহ্নি

যেমন অনবরত ধূমরাশি উদ্গীরণ করে, মহাবীর মারুত-কুমারের কম্পনবেগে নিপীড়িত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতও তদ্রূপ মনঃশিলা সহ বিশাল শিলাখণ্ড সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে তদীয় গুহাস্থিত প্রাণিগণ সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া সভয়ে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের আর্ত্তনাদ-মিশ্রিত সেই সেই কোলাহল শব্দে সকাননা পৃথিবী পরিপূরিত ও দিক্ বিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সর্পগণ সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া নীলরেখাঙ্কিত স্বীয় স্বীয় বিশাল ফণামণ্ডল বিস্তার পূর্ব্বক রোষভরে ভয়াবহ বিষাগ্নি বমন করিয়া শিলা দংশন আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত শিলাখণ্ড দংশনমাত্র অমনি প্রজ্বলিত হইয়া সহস্রধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এমনকি, হনূমানের বেগপ্রভাবে পার্ব্বতীয় আশীবিষ বিষধরেরা এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, যে তত্রত্য ওষধি সকল বিষঘ্ন হইয়াও তৎকালে তাহাদের সেই ক্রোধপরিত্যক্ত ঘোরতর বিষের উপশমনে সমর্থ হইল না। মারুতনন্দনের কম্পনবেগে বিকম্পিত ও বিত্রাসিত হইয়া ব্রহ্ম রাক্ষস প্রভৃতি ভূতগণ এই গিরিরাজকে অনবরত আলোড়িত করিতেছে, জানিয়া বিদ্যাধরেরা সভয়ে শুষ্কমুখে. কেহ পানভূমিস্থিত হিরণ্ময় বিচিত্র আসন, কেহ মহামূল্য পানপাত্র সহ হেমময় কমণ্ডলু, কেহ কনকমুষ্টি-পরিশোভিত সুদৃশ্য অসিলতা ও কেহ কেহ বা নিজ নিজ বিলাস সামগ্রী সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব বনিতা

সহ শশব্যস্তে স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিল। গমন ত্বরা নিবন্ধন তাহাদের কণ্ঠাবলম্বিত কুসুমমাল্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা ভয়বিস্মিতা বনিতা সহ আকাশমার্গে অবস্থান করিয়া সাধুশীল তাপসগণের কণ্ঠনির্গত প্রীতিমিশ্রিত এই-রূপ বাক্যাবলি শ্রবণ করিতে লাগিলেন; অহো! এতদিনের পর বুঝি নির্দ্দোষ তাপসকুলের তপোবিঘ্ন বিদূরিত হইবে। বসুন্ধরা দেবিও এতদিনের পর বুঝি শান্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসকৃত দৌরাত্ম্য রূপ বহ্নিসন্তাপ বিসর্জন করি-বেন, এই পর্ব্বতসঙ্কাশ ভীমবল হনূমান্ ত্রিলোকশরণ্য মহাত্মা দাশরথির শুভ সাধনোদ্দেশে সাগরলঙ্ঘন রূপ দুষ্কর কার্য্য সাধনের অভিলাষ করিয়াছেন। আমরা মুক্ত-কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করি, ইনি অচিরাৎ এই সাগরলঙ্ঘন রূপ অসাধ্য সাধন করিয়া অযোনিসম্ভবার অনবরত পতিত নেত্রবারি নিবারণ করুন। তাপসগণের প্রফুল্ল মুখনির্গলিত এইরূপ সুধাময়ী কথা কর্ণগোচর করিবামাত্র বিদ্যাধরেরা অমনি সাদরনেত্রে পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন; মহাবীর পবনকুমার নিজ রোমরাজি বিকম্পিত করিয়া বেগপ্রভাবে সজল জলদাবলির ন্যায় ঘন গভীর গর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহার লোমাঞ্চিত সুবৃত্ত দীর্ঘ লাঙ্গুল পৃষ্ঠোপরি সবেগে সঞ্চালিত হওয়ায়, গরুড়ধৃত বৃহৎ অজগরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি নিজ বিশাল বাহুযুগল পর্ব্বতোপরি দৃঢ়রূপে স্থাপিত, পাদদ্বয় কটি-প্রদেশে আকুঞ্চিত ও গ্রীবাদেশ সঙ্কুচিত করিয়া শারীরিক

ও মানসিক অপরিসীম বলবীর্য্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গমন পথ অবলোকন করিয়া শরীরগত পঞ্চ বায়ুকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর মহাবীর, পাদদ্বয় পর্ব্বতোপরি দৃঢ় রূপে সংন্যস্ত ও কর্ণযুগল আকুঞ্চিত করিয়া উৎপতন সময়ে বানরদিগকে কহিতে লাগিলেন ; বানরগণ! মহাত্মা রামচন্দ্রের বিশাল বাহুযুগল হইতে উন্মুক্ত শর যেমন ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি প্রতিহত হয় না, তাঁহার করুণাবলে আমার অব্যাহত গতিও আজ কুত্রাপি প্রতিহত হইবে না। আমি আজ অপ্রতিহত বেগে রাবণ পালিতা লঙ্কাপুরী প্রবেশ পূর্ব্বক রমণীকুলের ললামভূতা সেই লাবণ্যময়ীকে স্বচক্ষে অবলোকন করিব, তথায় দেখিতেনা পাইলে আমি এই বেগেই অদ্য সুরালয়ে গমন করিব, সেখানেও যদি তাঁহারে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে যেরূপেই হউক, আমি আজ জনকাত্মজার অন্বেষণ করিয়া দুরাচার রাক্ষসাধম রাবণকে বন্ধন পূর্ব্বক অবশ্যই আনয়ন করিব, অথবা তাহার সহিত লঙ্কা নগরী-কেই উৎপাটন করিয়া আনিব।

এই বলিয়া পবনকুমার পবনের ন্যায় মহাবেগে অক্লেশে আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন। পুষ্পিত পাদপ সকল তাঁহার উৎপতন বেগে আহত ও উৎখাতমুল হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। সেনাগণ যেমন, সংগ্রাম-নির্গত মহীপতির অনুসরণ করে, শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি তরুরাজিও তদ্রূপ, সাগরোল্লঙ্ঘনে সাহসী সেই

মহাবীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। সহস্র সহস্র পুষ্পিত বৃক্ষ সকল তাঁহার সহিত ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় সেই অদ্ভুতদর্শন হনূমান্‌কে, নিরবলম্ব অম্বরতলে শোভমান প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দেবরাজ মহেন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া ভূধর সকল যেমন মহাসাগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তৎকালে সারবান্ পাদপরাজিও তদ্রূপ তদীয় উৎপতনবেগে কতক দূর উৎপতিত হইয়া লবণ সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল। খদ্যোতপরিবেষ্টিত পর্ব্বতরাজ সুমেরু আকাশ তলে উদিত হইলে যেমন অভূতপূর্ব্ব শোভার আবির্ভাব হয়, চতুর্দ্দিকে পুষ্পরাজি বিরাজিত থাকায় অম্বরতলে হনূমান্‌কেও তদ্রূপ দেখাইতে লাগিল। দূরপ্রস্থিত সুহৃজ্জনের কিয়দ্দূর অনুগমন করিয়া, পরে আত্মীয় বন্ধুগণ যেমন সজল নেত্রে প্রতি নিবৃত্ত হয়, পাদপ সকলও তদ্রূপ পবনকুমারের অনুসরণ করিয়া, পরে তাঁহার বিরহে নিতান্ত শোকাকুল হইয়াই যেন নয়ন বারিচ্ছলে পুষ্পরাজি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক লবন মহার্ণবে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় কপিবর, নানা বর্ণ মিশ্রিত আরক্তিম পুষ্প সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যুদ্দাম পরিশোভিত প্রকাণ্ড মেঘ খণ্ডের ন্যায় আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ সমস্ত কুসুমাবলি সাগর গর্ভে পতিত হওয়ায়, দূর হইতে বোধ হইল, অমল অম্বরতলে অতি রমণীয় তারকাবলীই যেন শোভা পাইতেছে। হনূমান্ স্বীয় প্রকাণ্ড বাহুযুগল প্রসারিত

করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া বোধ হইল, পর্ব্বতাগ্র-বিনির্গত বিস্তৃতবদন পন্নগদ্বয়ই যেন বৈরনির্য্যাতন মানসে রোষাবেশে সবেগে যাইতেছে। কখন অনুমান হইল, হনুমান্ পিপাসায় অধীর হইয়া পয়োনিধিকে পান করিবার নিমিত্তই যেন মহাবেগে আকাশপথে প্রধাবিত হইতেছেন। তাঁহার পরিবেশবেষ্টিত তড়িৎপ্রভ পিঙ্গল নেত্র যুগল পর্ব্বতস্থিত প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় অথবা উদয়াচলে যুগপৎ প্রকাশিত তরুণ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার তাম্রবর্ণ নাসিকাযুক্ত আরক্ত মুখমণ্ডল তৎকালে সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত প্রভাকরের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি কখন লাঙ্গুল মণ্ডলাকার করিয়া আকাশপথে বেগে যাইতে লাগিলেন, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, পরিবেশ-পরিশোভিত ভগবান্ আদিত্য দেব নিজ নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক বিন্দু নিক্ষিপ্ত দেখিয়া দুঃখে অতিমাত্র অধীর হইয়াই যেন বৈরনির্য্যাতন মানসে অতিবেগে ধাবমান হইয়াছেন। হনূমানের কটি প্রদেশ অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা সমধিক তাম্রবর্ণ, এজন্য বিদারিত গৈরিক ধাতু-রঞ্জিত চলনশীল অচলরাজের ন্যায় তাঁহাকে বোধ হইতে লাগিল। বেগ-প্রভাবে তদীয় কক্ষান্তরগত বাতাবলী তৎকালে সজল জলদ খণ্ডের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে লাগিল। এবং তদীয় প্রকাণ্ড কলেবরের প্রতিবিম্ব সাগরজলে প্রতিফলিত হইয়া বাত্যাচালিত প্রকাণ্ড তরণীর ন্যায় শোভমান হইল।

এই সুদীর্ঘ কলেবর সূর্য্যসঙ্কাশ হনূমান্ লাঙ্গূল বিস্তার করিয়া যৎকালে গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, সপুচ্ছ উল্কা পিণ্ডই যেন উত্তর দিক্ হইতে মহাবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। মহাবীর সমুদ্রের যে যে প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই প্রদেশস্থ এবং তাহার অদূরবর্ত্তী জলরাশি তদীয় বেগ-প্রভাবে উন্মত্তবৎ ঘূর্ণিত ও আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি সেই সুবিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্রে বিক্ষোভিত এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াই যেন তদীয় মেরুমন্দর-কল্প তরঙ্গমালা অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন সাগরের তরঙ্গলহরী গণনা করিতে করিতেই ধাবমান হইতেছেন। তাঁহার প্রবল গতিবেগে জলরাশি ঊর্দ্ধগত হইয়া শারদীয় প্রকাণ্ড মেঘ খণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিমি, নক্র, মৎস্য ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলচর জন্তুগণ, জলাপসরণ নিবন্ধন অনাবৃতদেহ হইয়া, হৃতবস্ত্র দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাগরমধ্য-স্থিত অজগর সকল তাঁহাকে আকাশ পথে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, গরুড় ভবিয়া ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। গমনকালে হনূমানের শরীর দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিংশৎ যোজন আয়ত হওয়ায়, তাহার শরীরচ্ছায়া সুবিস্তীর্ণ ঘনাবলীর ন্যায় সাগর গর্ভে পতিত হইল। মহাবীর সেই অবলম্বশূন্য অম্বরতলে পক্ষবান্ প্রকাণ্ড পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিল। তদীয় সুদৃঢ় শরীর-

সংযোগে মেঘমালা বিদীর্ণ ও তাহা হইতে জল ধারা নির্গত হওয়ায় তাঁহাকে যেন দ্রোণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। জলদাবলীকে আক্রমণ করিয়া, বায়ু যেমন প্রবাহিত হইয়া থাকেন, বায়ুপুত্রও তদ্রূপ ঘনাবলী আকর্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গতিবেগে তৎকালে অরুণ ও নীল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের মেঘাবলী মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। গমন সময়ে হনূমান্ কখন ঘনরাজির মধ্যগত ও কখন বহির্গত হইয়া মেঘাবৃত ও মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

এদিকে গগণতলবিহারী দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ, পবনকুমারকে সাগর লঙ্ঘনরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম আহ্লাদে পুনঃ পুনঃ পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন; অহো! উগ্রমূর্ত্তি রাক্ষসীদিগের অনবরত পতিত নেত্রবারিতে অভিষিক্ত হইয়া পৃথিবী দেবী বুঝি এত দিনে সুখী হইবেন, এত দিনে বুঝি আমাদের পথের কণ্টক বিদূরিত হইয়া যাইবে, এবং এত দিনের পর বুঝি, সরলমতি মুনিবরেরাও নির্জনে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে তপঃসঞ্চয় করিতে পারিবেন। এই বলিয়া তাঁহারা হনূমান্‌কে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সূর্য্যদেব রামকার্য্য সিদ্ধির জন্য তাপদানে বিরত হইলেন, পবনদেব সদয় হইয়া আত্মজের শ্রমাপনোদনার্থ মৃদু মন্দ গমনে প্রবাহিত

হইতে লাগিলেন। এবং ঋষিগণ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া অপার আনন্দের সহিত তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি দেব, কি দানব, কি ঋষি হনুমানকে সাগরলঙ্ঘনে উদ্যত দেখিয়া, সকলেই অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর ইক্ষ্বাকুকুল-মানার্থী সমুদ্র, পবনতনয়কে উল্লঙ্ঘন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ সগর-সন্তানগণের প্রভাবে আমি বিবর্দ্ধিত হইয়াছি। কি ধৈর্য্য, কি বীর্য্য, কি গাম্ভীর্য্য, তাঁহারাই আমার সমস্ত গুণের কারণীভূত; অতএব আমি যদি এক্ষণে সেই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক মহাত্মা শ্রীরাম চন্দ্রের কার্য্য সাধনে নিযুক্ত, কপিবর হনুমানের যথোচিত সম্মান না করি, তাহাহইলে সাধুসমাজে আমাকে নিতান্তই নিন্দাভাজন হইয়া থাকিতে হইবে। ঘৃণিতকর্ম্মা, অকৃতজ্ঞ ও অধার্ম্মিক বলিয়া অবনীতলে হয়ত, সাধুলোকেরা আমাকে আর স্পর্শও করিবেন না; অতএব দুঃসাধ্য সাধনার্থ উদ্যত এই অনিলতনয়কে অবসন্ন করা আমার কোন মতেই উচিত নহে; ইনি যাহাতে ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া অবশিষ্ট পথ সুখে অতিক্রম করিতে পারেন, আমি প্রাণপণেও তৎসাধন রূপ যথাকথঞ্চিৎ উপকার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব। এই মহতী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া মহাসাগর, আপনার জলরাশিতে নিমগ্ন হেমপ্রভ পর্ব্বতরাজ মৈনাককে মৃদুবচনে কহিলেন; পর্ব্বত-

রাজ! পক্ষচ্ছেদ ভয়ে তুমি আমার এই সুগভীর জলমধ্যে লুকায়িত হইলে, দেবরাজ পাতালতলবাসী বিজ্ঞাতসার অসুরগণের বহির্গমনদ্বার রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমাকে পরিঘরূপে দ্বারদেশে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার আদেশে তুমিও তদবধি এই সুবিস্তীর্ণ পাতালদ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছ। তোমার শক্তি অপরিচ্ছেদ্য, বলবীর্য্যের ইয়ত্তা করাও সহজ ব্যাপার নহে। দৈবী শক্তি প্রভাবে তুমি তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অনায়াসেই নিজ কলেবর বর্দ্ধিত করিতে পার। অতএব শৈলরাজ! এই ভীমকর্ম্মা মহাত্মা হনুমান্ রামকার্য্যার্থ, মদীয় জলরাশি উল্লঙ্ঘন করিবার মানসে অবলম্বশূণ্য অম্বরতলে উৎপতিত হইয়াছেন, আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি যতশীঘ্র পার, ইঁহার বিশ্রামার্থ ঊর্দ্ধে উত্থিত হও, ইনি ক্ষণকাল তোমাকে অবলম্বন করিয়া শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক অবশিষ্ট পথ সুখে অতিক্রম করুন।

এই বলিয়া সরিৎপতি বিরত হইলে, পর্ব্বতরাজ তদীয় বাক্যে সম্মত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অত্যুচ্চ বহুসংখ্য পাদপ লতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া জলনিধি হইতে ক্রমশ কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ময়ূখমালী নিজ ময়ূখমালা বিস্তার পূর্ব্বক যেমন জলদাবলীকে ভেদ করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাকও স্বীয় শত সহস্র শৃঙ্গ প্রসারিত করিয়া সাগরের জলরাশি উদ্ভেদ পূর্ব্বক তদ্রূপ উত্থিত হইলেন। মহোরগপরিষেবিত কিন্নর-

বহুল সুবর্ণময় তদীয় উজ্জ্বল শৃঙ্গ সমুহ আকাশতলে যুগপৎ প্রকাশিত শত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শস্ত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ নভোমণ্ডল তৎকালে শৃঙ্গসহ-যোগে সুবর্ণপ্রভায় অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল, এবং ঐ সময়ে পর্ব্বতরাজও কাঞ্চনময় শৃঙ্গ সমুহে সুশোভিত হইয়া একত্রীকৃত শত সূর্য্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

এদিকে পবনতনয় হনূমান্ পবনবৎ অবিশ্রান্তবেগে আগমন করিতেছেন, সহসা সম্মুখে সেই গিরিরাজকে অবলোকন করিয়া মনে করিলেন; একি! অকস্মাৎ এ আবার কি দেখিতেছি, সমুদ্রগর্ভচারিণী কোন মায়াবিনী রাক্ষসী কি আমার গমনের বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য নিজ কলেবর এই রূপ বৃদ্ধি করিতেছে? না সমুদ্রই অসূয়া-পরবশ হইয়া আমার অন্তরায় সংঘটন জন্য এই রূপ কোন দৈবী শক্তি প্রকাশ করিতেছে? যাহা হউক, আজ হনূমানের শক্তিতে রাক্ষসী ও দৈবী উভয় শক্তিই পরাস্ত হইবে। এই রূপ স্থির করিয়া মহাবীর, নিজ অপ্রতিহত বেগপ্রভাবে, বায়ুবিদূরীকৃত ঘনাবলীর ন্যায় অক্লেশে ঐ সকলশৃঙ্গ পাতিত করিয়া ফেলিলেন। তখন শৈলরাজ মৈনাক তদীয় বেগপ্রভাবে অধঃপতিত হইয়াও হর্ষভরে মানবী মুর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় শিখরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রফুল্লান্তঃ-করণে কহিতে লাগিলেন; কপিবর! তুমি অতি দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে দীক্ষিত হইয়াছ। কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ,

কি গন্ধর্ব্ব, তোমাকে এতাদৃশ অসাধ্যসাধনে উদ্যত দেখিয়া সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। অতএব তুমি আমার এই শৃঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সুখে প্রস্থান কর। দেখ, সূর্য্যবংশীয় মহাত্মা সগর-সন্তানগণের প্রযত্নে এই সাগর সর্ব্বথা বিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, এজন্য সূর্য্যবংশ ইহাঁর পক্ষে বিশেষ আদরণীয়, সুতরাং সেই সূর্য্যবংশীয় মহাত্মা রামচন্দ্রের কার্য্যে দীক্ষিত দেখিয়া তোমাকে ইনি যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেছেন, আর কেনই বা না করিবেন, উপকৃত হইয়া কোন্ সচেতন ব্যক্তি প্রত্যুপকারে শিথিলতা প্রকাশ করিতে পারে। যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া অনবধান বা অবজ্ঞা বশতঃ প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করে, তাহাকে ইহলোকে সকলের নিন্দাভাজন ও পরিণামেও পারত্রিক সুখে বঞ্চিত হইয়া অসীম নরকবেদনা ভোগ করিতে হয়। এই জন্য সাধুপুরুষেরা কহিয়াছেন, যে ত্রিলোক মধ্যে প্রত্যুপকারের সমান সার ধর্ম্ম আর নাই। মহাত্মন্! আমি সেই উপকৃত উদধি কর্ত্তৃক, তোমার সম্মানার্থ নিয়োজিত হইয়াছি। এবং তাঁহার অনুরোধেই তোমায় অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার এই সুস্নিগ্ধ সানুমধ্যে কিছু কাল বিশ্রাম কর। এই সমস্ত সুস্বাদু ফল, এই সমুদায় উপাদেয় কন্দ, এই সকল সুমধুর মুল, সমুদায় অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে, যাহা ইচ্ছা হয়, ভক্ষণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়া, পরে সুস্থ শরীরে সুখে গমন করিও। আর দেখ, পবন-

কুমার! আমিও একেবারে নিঃসম্বন্ধের নহি, তোমার সহিত আমারও বিশেষ সম্বন্ধ আছে কহিতেছি শ্রবণ কর; —

পৃথিবীতলে যতই পর্ব্বত আছে, সত্যযুগে সকলেই পক্ষবান্ ছিলেন। ইহাঁরা পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া অপ্রতিহত বেগে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেন। উৎপতিত হইলে, ইহাঁদের পতনভয়ে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও ঋষিগণ যারপর নাই ভীত হইতেন এজন্য দেবরাজ বজ্রপাণি নিতান্ত ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া নিজ অব্যর্থ বজ্র দ্বারা শত সহস্র বার ইহাঁদের পক্ষ ছেদন করেন। তদবধি পর্ব্বতেরা অচল, কুত্রাপি গমনাগমন করিতে পারেন না। হনূমন্! সেই ক্রোধাকুল দেবরাজ ক্রোধভরে বজ্র উদ্যত করিয়া আমার নিকটেও আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা পবন দেব, ইন্দ্রভয়ে নিতান্ত ত্রাসিত দেখিয়া আমাকে এই লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। আমিও তদবধি পক্ষদ্বয় গোপন করিয়া এই সুগভীর সমুদ্র সলিলে নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব হে বানরোত্তম! আমি তোমার পিতা কর্ত্তৃক রক্ষিত, তিনি আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্র। এজন্য তুমিও আমার মাননীয়। তুমি জন্ম গ্রহণ দ্বারা ত্রিভুবন বিখ্যাত বিশিষ্ট বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছ, পৃথিবীতলে উল্লঙ্ঘনপটু যতই বানর আছে, কি ধৈর্য্যে কি গাম্ভীর্য্যে কি পরাক্রমে, তোমার নিকট সকলেই পরাভূত। তুমি দেবপ্রধান ভগবান্

মারুতের আত্মজ, তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে লাভ করিয়া আজ আমি বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। অতএব এক্ষণে প্রার্থনা করি, তুমি আমার সানুমধ্যে শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক মন্দও সংকার গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পথ সুখে প্রস্থান কর। কপিবর! ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সামান্য অতিথিও যখন পরম পূজনীয়। তখন তুমি যে আমার সমধিক আদরের, তাহাতে আর বক্তব্য কি। আজ অতিথিভাবে তোমার সৎকার করিলে বোধ হয়, তোমার পিতৃদেবও আমার প্রতি বিলক্ষণ প্রীতি লাভ করিবেন। মহাত্মন্! সত্য বলিতে কি, আজ তোমাকে দর্শন করিয়া, আমি যে কত দূর সুখী হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না।

এই বলিয়া পর্ব্বতরাজ বিরত হইলে, সুধীর হনূমান্ তদীয় শিষ্টাচারানুমোদিত সুমিষ্ট কথা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নগরাজ! তোমার সৎকার বাক্যেই আমি বিলক্ষণ সংকৃত হইলাম। আমাকে আর অনুরোধ করিও না। দেখ, আমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহাতে আর বিলম্ব করা কোন মতেই উচিত হয় না। বিশেষতঃ বানরগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; পথিমধ্যে কোন স্থানে অবস্থান না করিয়াই আমি এই মহাসমুদ্র অতিক্রম করিব, অতএব পর্ব্বতরাজ! আমিও অনুরোধ করি, আমায় ক্ষমা কর। এই বলিয়া হনূমান্ দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক শৈলরাজকে আলিঙ্গন

করিয়া হাসিতে হাসিতে আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর পবনকুমার এইরূপে মৈনাক মহীধর ও মহাসমুদ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পিতৃপথাবলম্বন পূর্ব্বক নিরবলম্ব অম্বরপথে উৎপতিত হইলেন। দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ তৎকালে তাঁহার সেই অনন্যসুলভ দ্বিতীয় দুষ্কর কার্য্য ও পর্ব্বতরাজের তাদৃশ প্রণয়পূর্ণ সদ্ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অসাম প্রীতির সহিত উভয়কেই পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ পর্ব্বতরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, শৈলবর। এই শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্রলঙ্ঘনে উদ্যত মহাত্মা হনুমানের সাহায্যার্থ তুমি যে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলে, ইহাতে আমি যার পর নাই প্রীত হইলাম, এক্ষণে আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি, চির দিন সুখে অতিবাহিত কর।

তখন পর্ব্বতরাজ দেবরাজবাক্যে বিপুল হর্ষের সহিত তদ্দত্ত বর লাভ করিয়া সচ্ছন্দমনে স্বস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর হনুমান্ মুহূর্ত্তমধ্যে সেই পর্ব্বতাধিষ্ঠিত সাগরপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ একত্রিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন ; — হনূমান্ জানকী দর্শন লালসায় লঙ্কাধামে প্রবেশ করিবেন ; কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত দশাননের দৌরাত্ম্য ত্রিলোকে যে রূপ

প্রথিত আছে, তজ্জন্যই হউক, অথবা প্রিয় কার্য্য বলিয়াই হউক; কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে আমাদের মনে যেন নানা প্রকার আশঙ্কার আবির্ভাব হইতেছে; অতএব পূর্ব্বেই হনূমানের বল বীর্য্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাঁহারা সূর্য্যসঙ্কাশা নাগমাতা সুরসাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; অয়ি সুরসে! হনূমান্‌, সীতা দর্শনার্থ সাগর লঙ্ঘন করিতেছেন, কিন্তু ইহার বল বীর্য্য ও সামর্থ্য কি রূপ, তাহা আমরা অবগত নহি; অতএব অনুরোধ করি, তুমি ভয়াবহ রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ক্ষণকালের জন্য ইহার বিঘ্নাচরণ কর, দেখিব, ইনি কোন উপায় দ্বারা তোমাকে পরাভব করেন, কি স্বয়ংই পরাভূত হন।

সুরসা দেবতাদিগের অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন, এবং অবিলম্বে সমুদ্রমধ্যে গিয়া সর্ব্বলোক-ভয়াবহ নিশাচরী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চিন্তামাত্রে তাঁহার সেই অনতিদীর্ঘ শরীর পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড, সেই কুন্দনিন্দিত দন্তরাজি দংষ্ট্রা এবং সেই সুনির্ম্মল বদন মণ্ডল সহসা বিকটদর্শন হইয়া উঠিল। সুরসা এই রূপ বেশে, আকাশপথে হনূমান্‌কে অবরোধ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন; অহে কপিবর! আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত রূপ আহার করি না; এজন্য বিধাতা সানুকুল হইয়াই বুঝি আমার ভক্ষণার্থ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তোমার শরীর যে রূপ হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আজ আমার চির-সঞ্চিত জঠরানল বির্ব্বাপিত হইবে; অতএব তুমি আমার

এই বিকট বদনমধ্যে প্রবেশ কর। এই বলিয়া সুরসা ভীষণ মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক মারুতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন মহাত্মা হনূমান্ সেই নিশাচরী সুরসার তাদৃশী নিদারুণ কথা শুনিয়াও অবিষণ্ণ মনে প্রফুল্ল বদনে কহিলেন; ভদ্রে! মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র বিষাদ নাই, আমি অক্লেশেই এ পাপদেহ বিসর্জন করিয়া তোমার চিরসম্বর্দ্ধিত উদরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারি, কিন্তু আমার এ দেহ এক্ষণে স্বাধীন নহে, পরাধীন; যে সূত্রে অন্যায়ত্ত হইয়াছে, আমি তাহাও কহিতেছি; ভদ্রে! শুনিয়া থাকিবে, উত্তর কোশলের অধীশ্বর রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথ নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার আত্মজ মহাত্মা রাম কোন কারণ বশতঃ সাম্রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নানা কারণে রাক্ষসদিগের সহিত বদ্ধবৈর হইয়া তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলে, সেই অবকাশে রাবণ রাক্ষসোচিত হিংসাদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া, তাঁহার প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমা পত্নীকে হরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তাঁহার আদেশে সেই সীতা দেবীর অন্বেষণার্থ যাত্রা করিয়াছি, এবং আসিবার সময় বানরগণের সমক্ষে "আমি অবশ্যই সীতা দেবীর অনুসন্ধান করিয়া আসিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞাসূত্রেও আবদ্ধ হইয়াছি। অতএব ভদ্রে! আমাকে পরিত্যাগ কর। ভাল জিজ্ঞাসা করি, সেই ত্রিলোকশরণ্য

মহাত্মা দাশরথির এমন দুর্গতির কথা শুনিয়াও কি তো-মার অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হইতেছে না? তিনি সকলের অধিপতি, তুমি কি তাঁহার অধিকারে বাস করি-তেছ না? প্রভুর কোন রূপ অশুভ সংঘটন হইলে, প্রজা পুঞ্জের মধ্যে নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তিও কি তোমার ন্যায় অকা-তরে এ রূপ অকরুণা প্রকাশ করিতে পারে? মহদ্ব্যক্তি বিপদ্গ্রস্ত হইলে, প্রাণপণে তাহার প্রতিকার করাই কর্ত্তব্য; না একেবারে প্রতিকুলতাই আচরণ করিতে বসিয়াছ, ভদ্রে! আর কেন, এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ কর, স্বকার্য্যের অনুসরণ করি, অথবা এই আমি তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম, রমণীকুলের শিরোমণি সেই সীতা লক্ষ্মীকে স্বচক্ষে অবলোকন ও রামসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক আমি নিশ্চয় তোমার বদনমধ্যে প্রবেশ করিব, এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ কর।

হনূমান্ রামকার্য্যার্থ এইরূপে বারংবার নিজ বিনীত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কামরূপিণী সুরসা তাহাতে দৃক্ পাতও না করিয়া অকরুণ বাক্যে কহিলেন, হনূমন্! তুমি যাহাই কেন না বল, সুরসার নীরস চিত্ত কিছুতেই দ্রব হইবার নহে। আমি ক্ষুধার্ত্ত, তুমি আমাকে অতিক্রম করিয়া কদাচ যাইতে পারিবে না। বিশেষ আমি বিধাতার নিকট এইরূপ বরও পাইয়াছি;—আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়া অভক্ষিত শরীরে কেহই যাইতে পারিবে না। অতএব যদি

তোমার শক্তি থাকে, গমন কর, নচেৎ আমার জঠরানল নির্ব্বাপিত কর। এই বলিয়া সুরসা মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন।

তৎকালে সুরসার মুখ দশ যোজন মাত্র বিস্তীর্ণ ছিল, মহাবীর হনূমান্ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন; যখন আমাকে মুখমধ্যে ধারণ করিবে, তখন তুমি মুখ আরও বিস্তার কর, এই বলিয়া তিনি দশ যোজন আয়ত দেহ ধারণ করিলেন, তদ্দর্শনে সুরসা বিংশতি যোজন মুখ বিস্তার করিলেন, হনূমান্ও ক্রোধভরে অমনি ত্রিংশৎ যোজন আয়ত হইলেন, এবং এইরূপ ক্রমে পঞ্চাশৎ, সপ্ততি ও নবতি যোজন বিস্তীর্ণ দেহ ধারণ করিতে লাগিলেন। সুরসাও ক্রমে চত্বারিংশৎ, ষষ্টি, অশীতি ও পরিশেষে শত যোজন আয়ত মুখব্যাদান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তদ্দর্শনে অনলোপম অনিলকুমার মেঘের ন্যায় আপন দেহ সংযত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন এবং সুরসা দেবীর মুখমধ্যে প্রবিষ্ট, তৎক্ষণাৎ নির্গত ও অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া কহিলেন, অয়ি দাক্ষায়ণি! জানিলাম, আপনি দক্ষ প্রজাপতির সন্ততি, রাক্ষসী নহেন। আপনার বর সত্যই হইল, আমি আপনার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম; প্রণাম করি। আমি এক্ষণে জানকীর অন্বেষণার্থ চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন স্বকার্য্য সিদ্ধি করিতে পারি।

তখন, সাধুশীলা সুরসা রাহুমুখ-নিক্রান্ত নিশাকরের

ন্যায় নিজ মুখ হইতে হনুমান্‌কে নির্গত দেখিয়া, স্বীয় দৈবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রীতিমিশ্রিত বাক্যে কহিলেন; মহাত্মন্! তুমি অতি দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, স্বচ্ছন্দে গমন কর। আমি কেবল তোমার বল পরীক্ষার জন্যই দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলাম, সর্ব্বথা পরীক্ষাও করিলাম। এক্ষণে আমিও চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি নির্ব্বিঘ্নে সেই রাবণপালিতা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রমণীকুলের ললামভূতা ধরিত্রীসুতারে অবলোকন করিয়া রামের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ কর।

এই বলিয়া সুরসা যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহাবীর মারুতকুমারের সেই তৃতীয় দুষ্কর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতগণ সাধু সাধু বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবীর হনূমান্ এইরূপে সে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মেঘমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে গমন করিতে লাগিলেন। যে পথে পতঙ্গগণ নিয়ত বিচরণ করিতেছে, নৃত্যগীত-বিশারদ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা সানন্দ মনে যথায় আমোদোৎসব করিতেছে, যে পথ ঐরাবত কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইতেছে, যে স্থান সিংহ শার্দ্দূল, পতগ, উরগ ও নাগবাহ বিমল বিমান সমূহে অলঙ্কৃত, যে স্থানে পঞ্চাগ্নিবৎ পবিত্র পুণ্যকর্ম্মা স্বর্গবিজয়ী মহর্ষিগণ সর্ব্বদা অধিবাস করিতেছেন, হব্যবাহী চিত্রভানু কর্ত্তৃক যে স্থান সেবিত হইতেছে, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র দ্বারা যে স্থান প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হইতেছে, যে

স্থানে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ ও মহর্ষিগণ বিরাজ করিতেছেন, যে পথ ব্রহ্মনির্ম্মিত, বিমল ও জীবলোকের বিতান স্বরূপ, পূর্ব্বকালে দেবরাজের ঐরাবত দ্বারা যে পথ আক্রান্ত হইয়াছিল এবং যে পথ বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক পরিষেবিত হইতেছে; পবনতনয় এক্ষণে বিহগরাজ বিনতাতনয়ের ন্যায় মহাবেগে সেই পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। রক্ত, পীত ও শুভ্র কান্তি প্রকাণ্ড মেঘ খণ্ড সকল তাঁহার গতিবেগে ছিন্ন ও আকৃষ্ট হইয়া তৎকালে অভূতপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহাবীর, সেই অভ্রজাল মধ্যে কখন প্রবিষ্ট ও কখন বহির্গত হইয়া বর্ষাকালীন চন্দ্রমার ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, দৈব কারণ বশতঃ পুনর্ব্বার পক্ষলাভ করিয়া কোন পর্ব্বতই যেন অম্বরতলে পূর্ব্ববৎ উড্ডীন হইয়াছে।

অনন্তর সিংহিকা নাম্নী কামরূপিণী স্থবিরা এক নিশাচরী অনিলতনয়কে আকাশ সাগরে সন্তরণ করিতে দেখিয়া অপার আহ্লাদের সহিত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; অহো! আমি অনেক দিনের পর আজ পর্য্যাপ্ত রূপ ভক্ষ বস্তু লাভ করিলাম, বহুকালের পর আজ আমি উদর পূর্ণ করিয়া সুখে ভোজন করিব। এই স্থূলকলেবর মহাসত্ত্ব দীর্ঘকালের পর আজ আমার আয়ত্ত হইল; এই রূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষসী হনূমানের দেহচ্ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোধ করিল। এই সিংহিকা,

বহুকাল তপস্যান্তে দেবপ্রধান ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার বরে ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক বস্তু নিরোধ করিবার শক্তি অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে সেই শক্তি প্রভাবে ছায়া গ্রহণ করিলে, হনুমান্ সহসা নিরুদ্ধবেগ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন; একি! এ আবার কি হইল! আমি যেন ক্রমশই অধোভাগে আক্ষিপ্ত হইতেছি, পঙ্গুজনের ন্যায় সহসা আমি পরাক্রমহীন হইলাম কেন? সাগরগর্ভস্থ অর্ণবপোত প্রতিলোম বায়ু প্রভাবে যেমন গম্যদেশে গমন করিতে পারে না, দেখিতেছি, অকস্মাৎ আমারও যে তদ্রূপ দশাই ঘটিল। একি রাক্ষসী মায়া, না দৈবী; কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান্ ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, অধোভাগে চাহিয়া দেখিলেন, কামরূপিণী এক নিশাচরী নিজ নিতান্ত ভয়াবহ প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল ব্যাদান পূর্ব্বক সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, এবং সজল জলদের ন্যায় সঘন গর্জনে স্বীয় করাল কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া, যেন আকাশ মণ্ডলকে স্পর্শ করিতেই উপক্রম করিতেছে। হনুমান্ দেখিয়া বিবেচনা করিলেন; দৈববলে ছায়াগ্রাহিণী শক্তি অধিকার করিয়া এই রাক্ষসীই বোধ হয় আমার গতিশক্তি অবরোধ করিয়াছে, উহার আকার অতীব ভীষণ, বল বীর্য্যও বোধ হয় যৎসামান্য না হইবে। যাহা হউক, আমি একমাত্র বানরী শক্তি অবলম্বন করিয়া আজ উহার দৈবী ও রাক্ষসী উভয় শক্তিই বিনষ্ট করিয়া

ফেলিব। এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মহাবীর বর্ষাসম্ভূত মেঘ খণ্ডের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিজ কলেবর বর্দ্ধিত কি লাগিলেন।

এদিকে নিশাচরী হনূমান্‌কে নিজ কলেবর বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া বিকট বদন ব্যাদান পূর্ব্বক ঘনাবলীর ন্যায় সঘন গর্জনে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। গমন কালে তদীয় বেগসম্ভূত প্রবল বাত্যাবলী দ্বারা সাগরের জলরাশি বিঘূর্ণিত ও অত্যুচ্চ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রলয়কালীন মহামেঘসমুত্থিতবৎ ভীষণ সমীরণ সন্দর্শনে ভীত হইয়াই যেন খেচর বিহঙ্গমকুল আকুল মনে চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, এবং তৎকালে তাহার সেই বিস্তৃত বদনমণ্ডলের অভ্যন্তর, পাতাল ও আকাশের মধ্যভাগের ন্যায় বিস্তীর্ণ দেখিয়া দেবগণের মনেও কিয়ৎ পরিমাণে ভয়ের উদ্রেক হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাবীর পবনকুমারের নির্ভয় চিত্তে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি সেই নিশাচরীর বিকৃতাকার ভয়াবহ বদনমণ্ডল ও শরীরপরিমাণ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তদীয় মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিবার নিমিত্ত নিজ কলেবর পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করিয়া সেই বিস্তীর্ণ মুখমধ্যে পতিত হইলেন। পর্ব্ব দিবসে পূর্ণচন্দ্র যেমন রাহুর করাল গ্রাসে নিপতিত হন, তৎকালে হনূমান্‌কেও তদ্রূপ নিশাচরীর আস্য গহ্বরে নিমগ্ন দেখিয়া, আকাশবিহারী সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ ইহার পরিণাম দর্শন লালসায় একতান নয়নে

চাহিয়া অনন্য মনে হনূমানের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর মারুতকুমার তৎকালোচিত কার্য্যচাতুর্য্য, বীর্য্য ও দৈবানুগ্রহে সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে রাক্ষসীর মর্ম্মস্থান ক্ষত বিক্ষত, ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিয়া প্রবল বেগে বিনির্গত হইলেন। মর্ম্মচ্ছেদ-বিধুরা নিশাচরী তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া সাগরসলিলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে হনূমান্ প্রতিকারজনিত হর্ষভার লইয়া পুনর্ব্বার নিজ শরীর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এইরূপে সিংহিকা নাম্নী নিশাচরী নিহত হইলে, অম্বরবিহারী অমরগণ অপার আহ্লাদে অনিলতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন; হে বানরোত্তম! তোমার এই চতুর্থ দুষ্কর কার্য্যে আমরা অতীব প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি আজ নিতান্ত ভীমকার্য্য সম্পাদন করিলে, তোমার অপ্রতিহত শক্তিপ্রভাবে আজ এই বিকট ভয়ঙ্কর প্রাণী নিহত হইল। তোমার এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দর্শনে বোধ হইতেছে, পিতামহ ব্রহ্মা, তপোবলে বশীভূত হইয়া বরদানে এই রাক্ষসীকে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ করিয়াও যেন তাহার নিধনার্থ আবার তোমাকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হনূমন্! আমরা এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি নির্ব্বিঘ্নে স্বকার্য্য সাধন করিয়া সুস্নিগ্ধ শান্তিরসে জগৎ শীতল কর। বীর! দেখ, যাহার এইরূপ অটল

ধৈর্য্য, এইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এইরূপ অসামান্য প্রতিভা ও এইরূপ অনন্য সুলভ কার্য্যচাতুর্য্য লক্ষিত হয়, কার্য্য সাধনে তাহাকে কদাচ অবসন্ন হইতে হয় না। অতএব তুমি যে অবলীলাক্রমেই অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইবে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাঁহারা যথা-স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মহাবীর অনলতনয় অম্বরচারী অমরগণ কর্ত্তৃক অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধিবিষয়ে এইরূপ আশ্বস্ত ও যথোচিত সম্মানিত হইয়া পন্নগভোজী পক্ষিরাজ বিনতাতনয়ের ন্যায় পুনর্ব্বার আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎ কালপরেই লবণমার্ণবের উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইয়া, তথায় নানাবিধ বনবিক্রম বিভূষিত মনোহর দ্বীপ ও অপর মলয়াচলস্থিত উৎকৃষ্ট উপবন সকল দেখিতে পাইলেন। পরে সাগরের অনূপদেশ, তত্রত্য মনোহর বনরাজী এবং লঙ্কা হইতে বিনির্গত সাগরপত্নী সমূহের সঙ্গমস্থান সাদরে দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগি-লেন; আমার এই মহামেঘবৎ প্রকাণ্ড কলেবর একেবারে আকাশমণ্ডল অবরোধ করিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইলে রাক্ষসেরা নিতান্ত বিস্মিত ও আমাকে জানিবার জন্য একান্তই কৌতুকাক্রান্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এ দেহ এক্ষণে সঙ্কুচিত করাই কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পবনকুমার, বলিদর্পহারী ভগবান্ ত্রিবিক্র-মের ন্যায় নিজ প্রকাণ্ড শরীর পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করি-

লেন। এবং নিতান্ত ক্ষুদ্র জীবের ন্যায় খর্ব্বকায় হইয়া দক্ষিণ তীরস্থ সমস্ত স্বভাবের শোভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর মারুততনয় এইরূপে শতযোজন বিস্তীর্ণ ভীষণ লবণ মহার্ণবের দক্ষিণতীর প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্রকূট লম্বাখ্য গিরির মনোহর কূটে নিপতিত হইলেন। ঐ লম্বগিরি অতি রমণীয় স্থান। তথায় কেতক কুসুমের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে এবং উদ্দালক ও নারিকেল প্রভৃতি পাদপরাজি ফলপুষ্পভরে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। স্থানে স্থানে সুরম্য কানন, দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল চিত্তও যেন অসীম শান্তিসুখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সুপ্রসিদ্ধ লঙ্কা নগরী ঐ লম্বাখ্য গিরির শিখরে অবস্থিত। মহাবীর হনুমান্ কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ভয়ে অধিকতর সঙ্কুচিত ও তথায় দণ্ডায়মান হইয়া পুনঃ পুনঃ সাদরে দেখিতে লাগিলেন; সেই নিশাচর নিষেবিতা রাবণপালিতা সুসমৃদ্ধা লঙ্কা নগরী উপবন-সম্ভূত কুসুম রূপ শুভ্র হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া ইন্দ্র-নগরী অমরাবতীকে তিরস্কার করিয়াই যেন নিরতিশয় শোভা পাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর মারুতনন্দন সেই সুরম্য লম্ব পর্ব্বত তটে অবস্থান পূর্ব্বক লঙ্কা নগরীর রমনীয় শোভা সাদরে দেখিতে লাগিলেন। তিনি এই শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ মহার্ণব অতিক্রম করিয়াও তন্নিবন্ধন কিছুমাত্র গ্লানি বোধ করিলেন না; প্রত্যুত অক্ষুব্ধ মনে ভাবিতে লাগিলেন; সামান্য শত যোজন কি, মনে করিলে, সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রও আমি গোষ্পদবৎ অক্লেশেই অতিক্রম করিতে পারি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি পর্ব্বত শিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, এবং যাইতে যাইতে পথের উভয় পার্শ্বে কোথাও হরিদ্বর্ণ নবশাদ্বলপূর্ণ সুদৃশ্য ভূমি খণ্ড; কোথাও কুসুমিত করবীর, কদম্ব, নাগকেশর, নক্তমাল্য, নীল, অশোক, তিলক, ধব ও মন্দার প্রভৃতি অনতিউচ্চ পাদপ-রাজি; কোন স্থলে নন্দনকাননবৎ নিতান্ত রমণীয় উপ-কানন এবং স্থলান্তরে তরুরাজিবিরাজিত বিচিত্র পর্ব্বত শোভা নিরীক্ষণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করি-লেন। মহাবীর ক্রমে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া পথবর্ত্তী পর্ব্বত শিখরে অধিরোহণ পূর্ব্বক লঙ্কা নগরীর চতুঃপার্শ্ব-

বর্ত্তিনী শোভাসমৃদ্ধি সাদরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহানগরীর কোন স্থানে তরুরাজি-বিরাজিত সরোজ শোভিত সরোবর, কোন স্থলে অনতিউচ্চ পাদপ বিভূষিত পরম রমণীয় উপবন ও স্থলান্তরে হংস সারস-নিনাদিত পদ্মপরাগ পরিশোভিত সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা সকল শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে কুসুমিত কূটজ, কেতক, কোবিদার, করবীর, কর্ণিকার, খর্জ্জুর, প্রিয়াল, প্রিয়ঙ্গু, নীপ, সপ্তচ্ছদ, মুচুকুন্দ ও অসন প্রভৃতি তরুরাজি মলয়মারুতের সুমন্দ হিল্লোলে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ নগরী চতুর্দ্দিকে উৎপলকুলশোভিনী উৎকৃষ্ট পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, সীতা হরণাবধি বলবান্ রাক্ষসেরা রাজনিয়োগে বদ্ধপরিকরে সশস্ত্রে ও অতিসাবধানে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় দিবানিশি উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। সুবর্ণময় প্রাকারে, শারদীয় মেঘখণ্ডবৎ শুভ্র, সুধাধবলিত গিরিসঙ্কাশ গৃহ সমূহে, সুবর্ণবৎ সুবর্ণ শতশত অপরূপ অট্টালিকায় এবং শুভ্রবর্ণ অসংখ্য ধ্বজ পতাকায় উহার অপূর্ব্ব শোভাসমৃদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে।

ঐ মহানগরী লঙ্কা অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে নির্ম্মিত বলিয়া যেন আকাশসাগরে ভাসমান ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তীরস্থিত প্রাকার জঘনের ন্যায়, পরিখান্তর্গত অম্বুরাশি ও সমীস্থ কানন বসনের ন্যায়, শতঘ্নী শূল কেশান্তের ন্যায় এবং সুরম্য প্রাসাদ সমস্ত

অবতংসের ন্যায় অতিশয় শোভমান হওযায় ঐ নগরী যেন সুবেশা কামিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। উহার রচনাচাতুর্য্য দেখিয়া বোধ হয়, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা যেন সবিশেষ প্রয়াস সহকারে মনে মনেই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নতুবা হস্তনির্ম্মিত হইলে, লঙ্কা নগরীর এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য কদাচ সম্ভবপর হইত না।

অনন্তর হনূমান্, ঐ রমণীয় নগরীর উত্তর দ্বার প্রাপ্ত হইয়া এবং উহার তাদৃশী শোভা সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া, সবিষাদে ভাবিতে লাগিলেন; অহো! এই লঙ্কা পুরী যেন অবিকল অলকা নগরীর ন্যায় বোধ হইতেছে। ইহার প্রাসাদ সমস্ত এরূপ উচ্চ, যেন গগণতল ভেদ করিয়াই উত্থিত হইয়াছে। যেমন-আশীবিষ বিষধর সমূহে প্রকাণ্ড পর্ব্বতগুহা সমাকীর্ণ থাকে, এ পুরীও তদ্রূপ উগ্রমূর্ত্তি রাক্ষস সমূহে নিরন্তর ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সম্মুখে এই শত যোজন বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, তাহাতে আবার অমিতবীর্য্য দুর্দ্দান্ত দশানন আমাদের শত্রু। এমনস্থলে বানরেরা এখানে হয়ত, আসিতেই পারিবে না, আর আসিয়াই বা কি করিবে. যে পুরী বোধ হয়, সসৈন্য সুরগণেরও অজেয়, সে পুরী যে সহজেই সামান্য বানর সৈন্যের আয়ত্ত হইবে, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কেবল বানরসৈন্যের কেন, আমার বোধ হইতেছে, এ নগরীকে জয়করা মহাবীর লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রের পক্ষেও নিতান্ত সহজ হইবে না।এখানকার প্রজাসকল অত্যন্ত বলবান্, বীর্য্যবান্ ও অসীম পরাক্রম-

সম্পন্ন। দুর্দ্দান্ত দশাননের অটল শাসনে তাহারা সকলেই অটল ভাবাপন্ন হইয়া দিবা নিশি প্রভুর মঙ্গল কামনা করিতেছে। সুতরাং এখানে সাম দানাদি প্রয়োগের বা যুদ্ধেরও কিছু মাত্র অবকাশ দেখিতেছি না। সত্য বলিতে কি, এখানে বালির পুত্র অঙ্গদ, নীল, বা কপিরাজ সুগ্রীব আসিয়াও যে সহজেই প্রবেশ করিতে পারিবেন, ইহা আমার কোন রূপেই বিশ্বাস হইতেছে না; যাহা হউক, অগ্রে বলাবল চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি, জানকী জীবিত আছেন কি না, এবং যদি থাকেন, তবে কি ভাবে আছেন, প্রথমে তাহাই অন্বেষণ করিয়া দেখা যাউক। তৎপরেই না হয়, অন্য উপায় দেখিব।

এই বলিয়া কপিকুঞ্জর সুধীর হনুমান্ কিয়ৎকাল জানকীর অন্বেষণোপায় চিন্তা করিয়া আবার ভাবিলেন;—অহো! সেই দুর্দ্দান্ত দশাননের উগ্র শাসনে শত শত ভীম-মূর্ত্তি নিশাচরেরা খড়্গহস্তে দিবানিশি এই নগরীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ইহাদের সমক্ষে প্রকাশ্য রূপে প্রবেশ করা কোন মতেই সহজ হইবে না; বরং তাহাতে অচিন্তনীয় কোন রূপ বিপদেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং এখানে যে সকল বীর পুরুষেরা প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, দেখিতেছি, তাহাদিগকে বঞ্চনা না করিলে, কেবল জানকীর অন্বেষণ কেন, আমি পুরী প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইব না। অতএব আমাকে এখন নিতান্ত ক্ষুদ্রতম রূপ ধারণ করিয়া লঙ্কা পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক সেই

নিশানাথনিভাননা অযোনিসম্ভবা অবনীসুতার অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু আবার দেখিতেছি, দুর্দ্দান্ত দশাননের ভয়ে ভীত হইয়া সুরাসুরেরাও যখন এই দুর্দ্ধর্ষা লঙ্কা নগরী প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হন, তখন আমি ক্ষুদ্রতম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই বা কি রূপে এই শমনালয়ে প্রবেশ করিব।

এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিচক্ষণ হনূমান্ মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস-পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার ভাবিলেন;—এইরূপ দেশে, এমন সময়ে ও ঈদৃশ কার্য্যে, যে রূপেই হউক, সেই দশরথাত্মজ মহাত্মা দাশরথির কার্য্য সিদ্ধির জন্য আমাকে অসহায় থাকিয়া অতি গুপ্ত ভাবেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে; কারণ, অবিমৃষ্যকারী দূতের দোষে দেশ কাল ভেদে সিদ্ধপ্রায় কার্য্যও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং মন্ত্রণা-চতুর মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে রাজা যেরূপ বুদ্ধি অবধারণ করেন, অবিজ্ঞ দূতের দোষে তাহাও বিফল হইয়া যায়; সুতরাং লোকসমাজে স্বামীকেও নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। অতএব যাহাতে স্বামিকার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, তাঁহার এবং আমার বুদ্ধিহীনতাও প্রকাশ না পায় এবং সমুদ্র লঙ্ঘনও নিষ্ফল না হয়, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও আমাকে এখন তৎ-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু রাক্ষসেরা যদি আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে, আমার সকল প্রয়াসই নিষ্ফল

এবং রাবণবধার্থ মহাত্মা রাম যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, কাজে কাজে তাহাও বিফল হইয়া যাইবে। রাক্ষসী বা অন্য কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াও যে আমি রাক্ষসদিগের অজ্ঞাতভাবে অবস্থিতি করিব, তাহার সম্ভাবনাও অতি বিরল; কারণ, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কি কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, এখানে রাক্ষসদিগের কোন রূপই অবিদিত নাই। এমন কি, অনুমান করি, স্বয়ং অনিল দেবও অজ্ঞাতরূপে এখানে অবস্থান করিতে পারেন না। অতএব এক্ষণে যদি স্বীয় রূপ অবলম্বন করিয়া দিবাভাগে পুরী প্রবেশ করি, তাহা হইলে নিশাচরেরা নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিনাশ করিবে, সুতরাং স্বামিকার্য্যও নিষ্ফল হইয়া যাইবে। অতএব আমি এক্ষণে কোন গিরিগহ্বর আশ্রয় পূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়া দিবাভাগ অতিবাহিত করি, রজনীযোগে খর্ব্বকায় বানররূপ অবলম্বন করিয়া পুরীরমধ্যে পতিত হইব, এবং দশাননের দুরাসদ ভবন সমস্তও তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিব।

এই রূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, হনুমান্ জানকীদর্শনলালসায় সূর্য্যের অস্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান্ মরীচিমালী নিজ কিরণমালা একত্রিত করিয়া অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত। তখন মন্ত্রণাচতুর মন্ত্রিবর হনুমান্ স্বাভীষ্ট সিদ্ধির অবকাশ পাইয়া নিজ কলেবর মার্জার প্রমাণ খর্ব্ব করিয়া রাবণপালিতা লঙ্কা নগরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন,

প্রবেশিয়া দেখিলেন, ঐ সমৃদ্ধিশালিনী রমণীয়া পুরীর রাজ-পথ সকল সুপ্রশস্ত, সম্মার্জ্জিত, সুগন্ধ সলিলে অভিষিক্ত ও চতুর্দ্দিকে বিভক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। পথের উভয় প্রান্তে রত্নময় স্তম্ভবিভূষিত অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোহর প্রাসাদমালা যেন গন্ধর্ব্ব নগরীর ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত প্রাসাদাবলীর বাতায়ন-জাল সুবর্ণনির্ম্মিত তলভাগ স্ফটিকময় এবং তোরণ সমস্ত সুবর্ণে অলঙ্কৃত। পবনকুমার সেই অসংখ্য দিব্য-শোভা-বিভূষিত দুরাক্রমণীয় লঙ্কা নগরী স্বচক্ষে নিরীক্ষণ এবং সেই দুর্দ্দান্ত দশাননের অপ্রতিহত পরাক্রম স্মরণ করিয়া সীতান্বেষণ একেবারে অসাধ্যই বিবেচনা করিলেন। তৎকালে ঐ সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শনে ক্ষণে ক্ষণে হর্ষের উদ্রেক হইলেও বিষাদ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু মহাবীর তথাপি একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই পুরীর চারি দিকে সাদরে দৃষ্টি পাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবান্ শুভ্রাংশুমালী তাঁহার দর্শন বিষয়ে সাহায্য করিবার নিমিত্তই যেন স্বীয় সুধাময় শুভ্র অংশু বিস্তার পূর্ব্বক তারকাবলির মধ্যগত হইয়া গগণতলে বিরাজমান হইলেন। নির্ম্মল চন্দ্রিকালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত ও সুধাধবলিতবৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহাবীর কপিশার্দ্দূল, শ্বেতসরোজসমলঙ্কৃত মানস সরোবরের মধ্যগত রাজহংসের ন্যায়, তারকাবিরাজিত আকাশতলে

অবভাসমান চন্দ্রমাকে সাদরে মুহুর্ম্মুহু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর তিনি, রজ ও তমোগুণপ্রধান রাক্ষসকুল জয় করিবার অভিলাষে সত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক চারি দিক অবলোকন করিতে করিতে ক্রমে পুরী প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ঐ মহানগরীর কোন স্থানে অনতিদীর্ঘ পাদপ-পরিশোভিত সুরম্য কানন, কোন স্থলে সরোজদল সুবাসিত সুদৃশ্য সরোবর এবং স্থলান্তরে শারদীয় মেঘখণ্ডবৎ শুভ্র দিব্য ভবন সমস্ত শোভা পাইতেছে। নিশাপ্রারম্ভে নিশাচরেরা মহাসাগরের ন্যায় হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উগ্রবেগে চারি দিক বিচরণ করিতেছে। অলকাপুরীর ন্যায় লঙ্কা পুরীর তোরণেও সমস্ত মত্ত হস্তী নিবদ্ধ রহিয়াছে। সুগভীর সাগরাম্বু সহ সুরভি পুষ্পপরাগ বহন করিয়া মলয় সমীরণ সুমন্দ সঞ্চারে সমস্তপুরী নিরন্তর আমোদিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে প্রহরীগণ খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান, পাতালতলে ভুজগরক্ষিত ভোগবতী নগরী যেমন দুরাক্রমণীয়, পৃথিবীতলে নিশাচর-নিষেবিতা জ্যোতিষ্মতী লঙ্কা নগরীও তদ্রূপ দুষ্প্রবেশ। সুবর্ণময় সুদীর্ঘ প্রাকার

সকল চারি দিক শোভা পাইতেছে। পবনাবধূত ধ্বজ পতাকা-পরি-শোভিত কিঙ্কিনীমালা অনবরত রুণু রুণু শব্দ করিতেছে। উহার কপাট সমস্ত হেমময়, চত্বর ভূমি সকল মহামুল্য বৈদুর্য্যমণি দ্বারা সুকৌশলে নির্ম্মিত। দ্বারদেশ মণিমুক্তামণ্ডিত বেদিকা দ্বারা পরিশোভিত এবং উত্তপ্ত সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল, তথায় প্রকাণ্ড মাতঙ্গ গণের পদ সঞ্চালন-সমুত্থিত লৌহময় শৃঙ্খলের শব্দে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঐ নগরীর সোপানপংক্তি বৈদুর্য্য মণি দ্বারা বিরচিত, চতুঃশাল ভবন সকল যেন আকাশতল স্পর্শ ই করিতেছে। ইতস্ততঃ ময়ূর ময়ূরী ও রাজহংসগণের কল নিনাদে, নিশাচরীদিগের আভরণ শব্দে এবং বাদিত্র নির্ঘোষে লঙ্কাপুরী যেন অনবরতই নিনাদিত হইতেছে। পবনকুমার এই সমৃদ্ধিমতী নগরীকে অবিকল অলকার ন্যায় অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন; ভাবিলেন, এই নগরী দুর্দ্দান্ত দশাননসৈন্যে সাবধানে নিরন্তর রক্ষিত হইতেছে, সাহসা যে কেহ ইহার মধ্যে প্রবেশ বা ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা অতি বিরল। কিন্তু কোন সুযোগে সাগর পার হইলে, মহাবীর কুমুদ, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও মহাকপি সুষেণ, ইহাঁরা বোধ হয় অনায়াসেই এ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, আর জগতীতলে সেই বিখ্যাত-বীর্য্য মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের পরাক্রম যেরূপ প্রথিত আছে, তাহাতে তাঁহাদের সেই সেই অব্যর্থ শরসন্ধানে,

সুরক্ষিত হইলেও এ পুরী অনায়াসেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। তৎকালে সুধীর হনূমান্ মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া অধিকতর প্রীতি লাভ করিলেন, এবং ইতস্ততঃ সাদর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই সাগরাম্বরা ভবন-ভূষণালঙ্কৃতা, যন্ত্রাগারস্তনী লঙ্কা রূপিনী সুবেশা প্রমদাকে চন্দ্রালোকে সর্ব্বথা অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লঙ্কা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কপিশার্দ্দূল হনূমান্‌কে সহসা পুরী প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বিকৃত বদনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং নিতান্ত অকরুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ; রে হতভাগ্য ! তুই কে ? ক্ষুদ্র জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া কি নিমিত্তই বা এখানে আগমন করিলি ? বল্, শীঘ্র বল্, কালের করাল কবলে কবলিত হওয়ার পূর্ব্বেই বল্ ; বোধ হইতেছে, ক্ষুদ্র জীবন বলিয়া তুই জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিস, নতুবা, যে পুরে প্রবেশ করিতে সুরাসুরেরাও সমধিক শঙ্কিত হয়, দুর্দ্দান্ত দশাননের উগ্রশাসনে নিশাচরেরা খড়্গহস্তে দিবা নিশি যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, প্রাণভয় থাকিলে, সে পুরে প্রবেশ করিতে তোর কদাচই সাহস হইত না। এই বলিয়া দেবী মুহুর্ম্মুহু তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন।

তৎশ্রবণে মহাবীর মারুতকুমার বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন; ভদ্রে ! আপনি কে ? এবং কি নিমিত্তইবা এতা-

দৃশ বিকৃত বদনে দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন, কৃপা করিয়া আপনিই অগ্রে বলুন, পশ্চাৎ আমি স্বীয় পরিচয় ব্যক্ত করিব। তখন সেই স্বাভিমানিনী কামরূপিণী লঙ্কা সমধিক রোষভরে কহিলেন, রে বনচর! আমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে যদি তোর নিতান্তই কৌতুক জন্মিয়া থাকে তবে কহিতেছি; এই সসাগরা সদ্বীপা ধরা যাঁহার ভয়ে দিবানিশি নিতান্ত শঙ্কিত ভাবে অবস্থান করিতেছে, যাঁহার ক্রোধ-বিকম্পিত আরক্ত নেত্রযুগল দেখিয়া সুরাসুরেরাও প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে, আমি সেই জগদেকবীর মহানুভব রাক্ষসরাজ রাবণের একান্ত নিদেশ-কারিণী, আমার নাম লঙ্কা। প্রভুর আদেশে আমি সর্ব্বদা সাবধানে এই সমৃদ্ধিশালিনী নগরীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি। তুই নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব, অনুগ্রহ করিয়া যে তোকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলাম, এই অধিক। ক্ষুদ্র লোকের সহিত মাদৃশ মহতের ঈদৃশ বাক্যালাপ কদাচ সংঘটিত হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে তুই আমাকে অবজ্ঞা বা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, কোন ক্রমেই নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না, আমি তোর ক্ষুদ্র জীবন অদ্যই শমনালয়ে প্রেরণ করিব।

তখন কার্য্যকুশল হনূমান্ মনে করিলেন, যদি কিঞ্চিৎ নম্রভাবে চলিলে, সহজেই পুরীপ্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে আর বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন কি, এই ভাবিয়া তিনি কহিলেন; ভদ্রে! আমি বনের পশু, নিতান্ত

হীনবল, আমাকে বিনাশ করিয়া আপনার কিছুমাত্র বীরত্ব প্রকাশ পাইবে না। যে কেশরী করিমুণ্ডে প্রতিনিয়ত তৃপ্তিলাভ করে, কার্য্যবশাৎ ক্রুদ্ধ হইলেও সে কেশরী বৈরনির্য্যাতন মানসে সামান্য শশকের প্রতি কদাচ ধাবমান হয় না। অতএব হে শুভে! আমার প্রতি অকারণে ক্রোধ করিবেন না, আমি আপনার ক্রোধের পাত্র নহি। যে কারণে আসিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ করুন; শুনিয়াছি, এই সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কা নগরী সৌন্দর্য্যগর্ব্বে ইন্দ্রনগরী অমরাবতীকেও তিরস্কার করিয়া থাকে, ইহার বন, উপবন ও সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর অনির্ব্বচনীয় শোভা সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিলে, শোকাকুল ব্যক্তির অন্তঃকরণেও সুস্নিগ্ধ শান্তিরসের উদ্রেক হয়। ভদ্রে! এই সমস্ত দেখিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, যদি অনুমতি করেন, তবে দেখিয়া চিরসঞ্চিত আশালতার আজ সফলতা সম্পাদন করিতে পারি। এই বলিয়া কার্য্যকুশল হনূমান্ বারংবার বিনীতভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কামরূপিনী লঙ্কা কিছুতেই স্বীকৃত না হইয়া অকরুণ বচনে পুনর্ব্বার কহিলেন; রে হতভাগ্য! তোর চাটুবাক্যে বিমোহিত হইয়া আমি কোন রূপেই কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে পারি না। আমি লঙ্কেশ্বরের বাহুবলে প্রতিপালিত এবং তাঁহার আদেশেই সমস্ত পুরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি, আমাকে পরাজয় না করিয়া তোর দুরাশা কদাচ ফলে পরিণত হইবে না। হনূমান্ কহিলেন;

ভদ্রে! আপনি অকারণে এত ক্রোধ করিতেছেন কেন? আমি একবারমাত্র দেখিব, দেখিয়া যে পথে আসিয়াছি, পুনর্ব্বার সেই পথেই যাইব,ইহাতে আপনার ক্ষতি কি?

অনন্তর লঙ্কা তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোষাবেশে ভয়াবহ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবেগে হনূমানের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন; পবনকুমার তখন আর সহিতে পারিলেন না; অমনি শৈলপ্রমাণ দেহ ধারণ করিয়া অসীম কোপাবেশে মহানাদে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং বামহস্তে দৃঢ়তর মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক আরক্ত লোচনে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। লঙ্কার এত গর্ব্ব ও এত দর্প, মন্ত্রবলে হতবীর্য্য সর্পিণীর ন্যায় সমুদায় যেন একেবারে বিলীন হইয়া গেল, তিনি সেই আঘাতে বিহ্বলা হইয়া সহসা ধরাতলে পতিত হইলেন এবং বাষ্প গদ্গদ কণ্ঠে বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন; হে মহাবাহো! আমি তোমার বাহুবলে পরাভূত হইলাম, আমার প্রাণ বিনাশ করিও না। মিনতি করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। মহাত্মন্! নিতান্ত অপরাধ করিলেও ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্ত্রীবধ করা গর্হিত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমি স্ত্রী, আর তুমিও মহানুভব, তোমার ন্যায় মহানুভব বীরপুরুষেরা শাস্ত্র মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক এরূপ গর্হিত কার্য্যে কদাচ অগ্রসর হয় না। ক্ষমা কর, আমি এই লঙ্কা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি নিজ বাহুবলে আমাকে পরাজয় করিলে, আমি শরণাগত হইলাম, কৃপা করিয়া আশ্রিতের প্রতি

প্রসন্ন হও। বীর! পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে যেরূপ বর দান করিয়াছিলেন; আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত তোমার নিকট কহিতেছি, শুনিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করিও।

মহাত্মন্! পিতামহ কহিয়াছিলেন; হে লঙ্কে! আমার প্রসাদে ত্রিলোক মধ্যে কেহই তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে না, তুমি স্বাধীনতা সুখে গর্ব্বিত হইয়া চিরকাল একভাবে অবস্থান করিবে। কিন্তু কোন সময়ে কোন বানর আসিয়া স্বীয় বিক্রম দ্বারা যখন তোমাকে পরাজয় করিবে, তখনই জানিবে, তোমার সৌভাগ্য সুখের অবসান হইয়াছে, এবং তখনই মনে করিও, অকুতোভয় রাক্ষসকুলেরও মহৎ ভয় সন্নিহিত হইয়াছে। অতএব হে সৌম্য! এই ব্রহ্মবাক্য, ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এবং সেই আমি, অদ্য তোমার নিকট পরাভূত হইয়া নিশ্চয় জানিলাম রাক্ষসকুলের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। নিশ্চয় বুঝিলাম, রাক্ষসকুল সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্যই জানকী লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন। হে বীর! এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অভিলষিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এমন কি, তুমি রাবণের অন্তঃপুর পর্য্যন্তও পর্য্যটন করিয়া স্বচ্ছন্দ মনে সেই অযোনিসম্ভবা অবনীসুতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। এই বলিয়া লঙ্কা বিরত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

তখন মহাবীর মারুতকুমার বাহুবলে লঙ্কাকে পরাজয় করিয়া, শত্রুবিনাশার্থ প্রথমে বামচরণ * নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশাযোগে নিশাচরপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। "অগ্রে উত্থিত এই বামপদ অদ্য শত্রু শিরেই নিহিত করিলাম,, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, নানাবিধ পাদপরাজি বিরাজিত সেই রাজপথে চন্দ্রালোকে নির্ভয়ে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ রমণীয় লঙ্কাপুরীর অট্টালিকার অভ্যন্তর হইতে অট্টহাস্য-মিশ্রিতনানাবিধ তূর্য্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে, স্থানে স্থানে নিশাচরদিগের অপূর্ব্ব আবাস ভবন সকল শোভা পাইতেছে, ঐ সমুদায় গৃহ শারদীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, সুবাসিত কুসুমদামে সজ্জিত, সুগন্ধজলে অভিষিক্ত এবং রাশীকৃত ধনধান্যে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুবেশা বিলাসিনীগণ সৌভাগ্যসুখে সানন্দে অধিবাস করিতেছে। মহাবীর সেই বিবিধবিচিত্র প্রাসাদাবলী-বিভূষিত পরম রমণীয়া লঙ্কানগরীর মধ্যে সুখে বিচরণ ও নানাস্থান দর্শন

---

* শত্রুপুরে প্রবেশ করিতে প্রথমে বামচরণই উদ্ধৃত করিবে; যথা
"প্রয়াণ কালে স্বগৃহ প্রবেশে বিবাহ কালেঽপিচ দক্ষিণাঙ্ঘ্রিম্।
কৃত্বাগ্রতঃ শত্রুপুরপ্রবেশে বামং নিদধ্যাচ্চরণং নৃপালয়ম্॥"

করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং এক ভবন হইতে অন্যভবন ও তথা হইতে নির্ভয়ে ভবনান্তরে গমন পূর্ব্বক ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি রূপযৌবন-গর্ব্বিতা কামুকী নিশাচরীদিগের বক্ষঃ, কণ্ঠ ও শিরঃ এই তিন স্থান হইতে উত্থিত মন্দ্র, মধ্য ও তার এই ত্রিবিধ স্বর-মিশ্রিত সুশ্রাব্য সঙ্গীতধ্বনি, এবং স্বর্গপুরে বিদ্যাধরীর ন্যায় ভবনাভ্যন্তরে সোপানচারিণী বিলাসিনীদিগের নূপুরের রুণু রুণু শব্দ, কাঞ্চীদামের সুমধুর শিঞ্জিত ও বিলাসার্থ করতলধ্বনি সাদরে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রহরীদিগের উচ্চতর ভীমনিনাদ ও জাপকদিগের মধুর মন্ত্র-ধ্বনিও তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। তিনি তৎপরে দেখিলেন;— স্বাধ্যায়নিরত নিশাচরেরা উদাত্তাদিস্বরে কোথাও সামবেদ এবং স্থানে স্থানে বন্দীগণ একাগ্রচিত্তে প্রভুর গুণগরিমা গান করিতেছে। পবনকুমার এই সমুদায় দেখিতে দেখিতে ক্রমে মধ্যমকক্ষায় উপনীত হইলেন। তথায় দুর্দ্দান্ত দশাননের দূতসকল সাদরে নগরীর বৃত্তান্ত অবগত হইতেছে। এবং নিশা প্রারম্ভে নিশাচরেরা সানন্দে সগর্ব্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; তন্মধ্যে কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কেহ জটিল ও কেহ গোচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে। কেহ বরবস্ত্রধারী, কেহ বক্রমুখ, কেহ করালদর্শন, কেহ বিকটাকার, কেহ বামন ও কেহ শত্রুমারণার্থ একহস্তে কুশমুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক অপর করতলে অগ্নিকুণ্ড অস্ত্ররূপে ধারণ করিয়া গর্ব্বিত শার্দ্দূ-

লের ন্যায় মন্থর গমনে বিচরণ করিতেছে। কাহার হস্তে কূট মুদ্গার, কাহার করে প্রকাণ্ড কোদণ্ড, কাহার এক চক্ষু এবং কাহারও বক্ষে একমাত্র স্তন শোভা পাইতেছে। কেহ ধন্বী, কেহ খড়্গী, কেহ শূলী, কেহ শতঘ্নী ও কেহ ভয়াবহ পরিঘাস্ত্র ধারণ করিয়া করাল বেশে সগর্ব্বে ভ্রমণ করিতেছে। কেহ বিচিত্র কবচ পরিধান করিয়া ভয়াবহ হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন কৃতান্ত-সহোদরের ন্যায় আপনার বীরাভিমান প্রকাশ করিতেছে। কেহ দীর্ঘা-কার, কেহ খর্ব্ব, কেহ স্থূলাকৃতি, কেহ কৃশাঙ্গ, কেহ অনতি দীর্ঘ, কেহ অনতিস্থূল, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ কৃষ্ণ-কায়, কেহ অনতি গৌর, কেহ কুব্জ ও কেহ কেহ বা বামন বেশে সানন্দে বিচরণ করিতেছে। এইরূপে কেহ বিরূপ, কেহ বহুরূপ, কেহ সুরূপ, কেহ তেজস্বী, কেহ পতাকী, কেহ বিবিধ আয়ুধধারী হইয়া এবং কেহ শক্তি, কেহ ক্ষেপণী, কেহ পট্টিশ, কেহ বৃক্ষাস্ত্র, কেহ অশনি ও কেহ কেহ বা পাশাস্ত্র ধারণ করিয়া পরমানন্দে ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিতেছে।

মহাবীর ঐ সমস্ত বিবিধাকার বিচিত্র নিশাচরদল দর্শন করিতে করিতে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার দেখি-লেন ; কোন স্থানে বিলাসপরায়ণ নিশাচরেরা দিব্য মাল্য ও অঙ্গে অনুলেপন ধারণ পূর্ব্বক নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া মদালস গমনে ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, এবং স্থলান্তরে মধ্যম কক্ষার অন্তঃপুররক্ষক সকল সুতীক্ষ্ণ

শূল ও অসিলতা ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে আন্তরিক যত্নে আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

হনূমান্ উভয় পার্শ্বে এই সমুদায় দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ দশাননের অন্তঃপুর-পুরোবর্ত্তী রক্ষকদিগের আবাস ভবন সকল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে তাহার অন্তঃপুরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন. উহার চতুর্দ্দিকে পুণ্ডরীক-পরিশোভিত বিচিত্র পরিখা, যেন রসনার ন্যায় শোভা পাইতেছে, চতুঃপার্শ্ব অতি বিশাল প্রাকারে পরিবেষ্টিত। করালদর্শন শত শত ভীমবল নিশাচরেরা বদ্ধপরিকরে সশস্ত্রে উহার স্বর্ণ তোরণ শোভিত দুর্গম দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। স্থানে স্থানে অনতিদীর্ঘ পাদপশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ এবং সর্ব্বকাল প্রসূত রসাল ফল পুষ্পে বিভূষিত হইয়া সুশীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে। এক দিকে সরোজদল সুবাসিত সুরম্য সরোবর, অপর দিকে অপরূপ কৌশলে মনোহারিণী উদ্যানবাটিকা শোভা পাইতেছে। কোন স্থলে অশ্ব সকল আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়াই যেন হেষারব করিতেছে, স্থলান্তরে শারদীয় অভ্রসম শুভ্র মাতঙ্গকুল দ্বারদেশ অলঙ্কৃত করিতেছে। ইতস্ততঃ আস্তরণ-মণ্ডিত আসন সজ্জিত; অন্তঃপুরচারিণী অবলাগণের কাঞ্চীরব-মিশ্রিত নূপুরধ্বনিতে অন্তঃপুর যেন অনবরত নিনাদিত হইতেছে। মহাবীর সেই মণি মুক্তা মণ্ডিত সুবাসিত রাবণ-ভবনে অকুতোভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সাদরে সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ক্রমে নিশীথ সময় উপস্থিত, গভীরা রজনী, চতুর্দ্দিক নীরব, কেবলমাত্র ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ। ভগবান্ সুধাংশু-মালী সুধাময়ী কিরণমালা বিস্তার পূর্ব্বক তারকা বিরাজিত আকাশতলের মধ্যভাগে গোষ্ঠস্থিত বৃষভের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, তৎকালে তদীয় আনন্দময়ী অমল কৌমুদী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া জগতীতলস্থ সমস্ত জীবগণের জীবন আহ্লাদে যেন উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। রজত পঞ্জরস্থিত রাজহংসের ন্যায়, এবং মন্দর কন্দরস্থ শ্বেত হস্তীর ন্যায়, নিশীথ সময়ে নিশাচরপুরে হনূমান্‌কে আহ্লাদিত করিয়া, এবং অন্তঃপুরের পথ প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই যেন নিশানাথ তদীয় মস্তকোপরি প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। শ্বেত ককুদ্মানের তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ যেরূপ শোভা পায়, সুমেরুর ঊর্দ্ধগত শৃঙ্গ যেমন প্রকাশিত হয়, তৎকালে চন্দ্রমার কলঙ্করূপ শৃঙ্গও তদ্রূপ, অথবা হরিণশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হিমালয়ের দূরতা এবং দিবাকরের কিরণ সংক্রমণ এই উভয়বিধ কারণে নিশাকর সমধিক উজ্জ্বল হইয়া, আপনার কলঙ্করাশি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঔদার্য্য গুণের পরাকাষ্ঠাই যেন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গুহা-

স্থিত সুশীতল শিলাতল প্রাপ্ত হইয়া যেমন মৃগেন্দ্র, মহাযুদ্ধের অবসানে জয়লাভ ও রাজ্য লাভ করিয়া যেমন গজেন্দ্র এবং নরেন্দ্র বিজয়সম্ভূত অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে, গগণমণ্ডলের মধ্যভাগে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ সুধাংশুমালীও তদ্রূপ নির্ম্মল প্রভায় দেদীপ্যমান হইলেন। তৎকালে নিশানাথের উদয়ে নিশীথ সময়ে নিশাচরেরা সানন্দে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রজনীর গভীরতা নিবন্ধন রমণীগণের নায়ক বিষয়ে প্রণয়-কলহ বিদূরিত হইয়া গেল। পতিসঙ্গে রতিরঙ্গরসে রজনীর প্রথম ভাগ অতিবাহিত করিয়া সংপ্রতি তাহারা প্রণয়পাশে পরস্পর দৃঢ়রূপে আশ্লিষ্ট হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় বিচেতন হইল। নির্ম্মল চন্দ্রিকালোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত, রজনীচর জীব জন্তুগণ আলোক দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। নিশীথ সময়ে জগতীতলে শান্তি দেবী যেন মুর্ত্তিমতী হইয়া বিচরণ করেন, এ জন্য অন্তঃপুরচারিণী অবলাগণের অতিমধুর বীণারব-মিশ্রিত তাললয়-বিশুদ্ধ ত্রিতন্ত্রীস্বর সুস্পষ্ট ভাবে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর তৎপরে দেখিলেন; কতকগুলি ভীমদর্শন রাক্ষস ভূরি পরিমাণে মদিরা পান করিয়া, মদালস নয়নে কেহ গৃহ মধ্যে, কেহ রথোপরি, এবং কেহ কেহ স্বর্ণময় পীঠে অবস্থান পূর্ব্বক আপন আপন বীরাভি-মান প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অপর কেহ কেহ বাদানুবাদ ঘটিত বাক্‌চাতুর্য্য, কেহ কেহ কাহার প্রতি

তিরস্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ ও কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বাক্যালাপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ দশনে দশন ঘর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন, কেহ কেহ স্ব স্ব বিশাল শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ এবং কেহ কেহ বা নিজ নিজ নির্ম্মলকান্তি নিতম্বিনী নায়িকাগণের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ নানাবিধ বিচিত্র বেশ বিন্যাস করিতে লাগিল। নিশাকর-নিভাননা কোন কোন নবীনা নিশাচরী, যাহাদের নিবিড় নিতম্ববিম্বে কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, সম্ভোগাবসানে তাহারা প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। এবং কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন ও খল খল শব্দে হাস্য করিতে লাগিল।

মহাবীর পবনকুমার এই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে কিয়দ্দূর গিয়া এক স্থানে রুচির নামে কতকগুলি নিশাচর-দল দেখিতে পাইলেন; তাহারা বুদ্ধিমান্, আস্তিক ও নানাবিধ বেশ ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর শিষ্টাচারানুমোদিত সুমিষ্ট বাক্যালাপ করিতেছে। তৎপরে কিয়দ্দূর গিয়া তিনি আর কতকগুলি রাক্ষস অবলোকন করিলেন; তাহাদের আকারপ্রকার ও আচার ব্যবহার যেন সর্ব্বথা সজ্জনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি কদাচ কুপথে প্রবর্ত্তিত হয় না, এবং দেহপ্রভা সাতিশয় উজ্জ্বল, যেন লঙ্কানগরীকে অলঙ্কৃত করিয়াই শোভা পাইতেছে। হনূমান্ স্থানান্তরে অপর কতকগুলি সাধুশীল রাক্ষসকুল নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহাদের প্রশান্তমূর্ত্তি, নির্ম্মল আচারপদ্ধতি ও

অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং তদনন্তর নিরাকুল মনে তদীয় বনিতাকুল অবলোকন করিয়া তিনি যারপর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। এই সমস্ত প্রশান্তমূর্ত্তি নিশাচরীদিগের বেশ ভূষা অতীব সুন্দর, আচার ব্যবহার অতিপবিত্র এবং কটাক্ষাদি হাব ভাব অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তাহারা তারকাবলীর ন্যায় প্রভাবতী, সাতিশয় প্রভাববতী এবং নিজ নিজ নায়কের প্রতি যারপর নাই অনুরাগিণী। সেই নিশীথ সময়ে তাহাদের মধ্যে নবপ্রণয়ানুরাগিনী নবীনা কোন কোন রমণী বিহগাশ্লিষ্ট বিহঙ্গীর ন্যায় লজ্জা ও হর্ষাতিশয় যুগপৎ প্রকাশ করিতেছে। মহাবীর পবনকুমার এই সমস্ত রাক্ষসী শোভা দর্শন করিয়া, স্থলান্তরে সুরম্য হর্ম্ম্য-তলে অপর কতকগুলি মদালসনয়না পতিদেবতা ও পতিঅঙ্কে সমাসীনা সুবেশা রমণীকুল অবলোকন করিলেন। এবং কিয়ৎকাল পরে তপ্তকাঞ্চনবৎ কমণীয়-কান্তি কোমলাঙ্গী কতকগুলি কামিনী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তাহারা পতিদেবতা, প্রথমদর্শনক্ষণে প্রাণপতির অদর্শনে মলিনভাবে অবস্থান করিতেছিল, অধুনা নায়কসমাগমে যেন উজ্জীত ও যারপর নাই হর্ষিত হইয়া প্রফুল্লসরোজিনীর শোভা বিস্তার করিতে লাগিল, এবং তৎকালে তাহাদের অরালপক্ষ-শোভিত, বক্রকটা-ক্ষান্বিত শশাঙ্কনিন্দিত হাস্যপূর্ণ আস্যমালা শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভমান হইয়া উঠিল।

হনুমান্ লঙ্কা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত

কামিনীকুল দর্শনে সমধিক আহ্লাদিত হইলেন, সত্য; কিন্তু পরক্ষণেই সেই রামহৃদয়বাসিনী আর্য্যা জানকী তদীয় স্মরণপথে সমুদিত হওয়ায় তাঁহার মন প্রাণ যারপর নাই বিষণ্ণ ও নিতান্ত কাতর ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল, মুখকান্তিও ম্লান হইয়া পড়িল। তিনি তখন সবিষাদ মনে শুষ্ক মুখে ভাবিতে লাগিলেন;—হায়! আমি এই লঙ্কা পুরী প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে অসংখ্য রমণীকুল অবলোকন করিলাম, কত স্থানে কতপ্রকার জীব জন্তু ও দেখিলাম, কিন্তু সেই অযোনিসম্ভবা পদ্মপলাসনয়না সাধ্বী ধরিত্রীসুতা যে কোথায় অবস্থান করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। আহা! ইতি পূর্ব্বে যাঁহার কোমল কণ্ঠে কমনীয় রত্নমালা শোভা পাইত, সম্প্রতি সেই কণ্ঠে নিতান্ত শোকাবহ নয়নাম্বুমালা দিবানিশি প্রকাশ পাইতেছে; ইতি পূর্ব্বে রাম-সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার যে নয়নকমল আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া কতই হাব ভাব প্রকাশ করিত, সম্প্রতি রাম-বিরহে অনবরত অশ্রুবারি বিগলিত হওয়ায়, জানি না, সেই শ্বেত সরোজনিন্দিত নির্ম্মল নয়নযুগলের কতই বা দুর্গতি ঘটিয়াছে। হায়! সেই তন্বী লতা তরুবিরহে আকুল হইয়া অধুনা কি জীবিত আছেন? না কোন বন্যকরী আসিয়া তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে? আহা! সেই মধুরকণ্ঠী কোমলাঙ্গী আর্য্যা জানকী প্রবল বিরহানলে তাপিত ও প্রপীড়িত হইয়া, এক্ষণে দাবানলদগ্ধ নীলকণ্ঠীর

ন্যায় মুক্তকণ্ঠে কতই যে রোদন করিতেছেন, যূথভ্রষ্ট কুরঙ্গীর ন্যায় সজলায়ত লোচনে সাদরে প্রাণপতির আশা-পথ নিরীক্ষণ করিয়া,দিবানিশি কতই যে উৎকণ্ঠায় যাপিত করিতেছেন, তাহা আর বলিবার নহে। আহা! সেই অকলঙ্কচন্দ্রাননীকে সম্প্রতি কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রলেখার ন্যায়, দিবাবসানে পদ্মিনীর ন্যায় অথবা ভস্মাচ্ছাদিত হিরণ্যরেখার ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক না হইতেছে, বোধহয় অচেতন তরু-লতা সকলও তাঁহার সেই শোকপরীত ভাব দর্শনে শোকাকুল হইয়া পুষ্পচ্ছলে নেত্রবারি বিসর্জন পূর্ব্বক পক্ষিরব-চ্ছলে উচ্চরবে রোদন করিতেছে। আহা! আর্য্যা জানকী নিতান্ত পতিপ্রাণা, পতির পাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, এত দীর্ঘকাল বিরহদশায় থাকিয়া, এবং এই করালদর্শন রাক্ষসপুরে একাকিনী অবস্থান করিয়া তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? বোধ হয় না, যদিও থাকেন, আজি-কার দিন; কারণ যে শিরীষ কুসুম কণামাত্র অগ্নি সম্পর্কেই মলিন হইয়া যায়, প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, সে কুসুম কি আর দেখা যায়? বিচক্ষণ পবনাত্মজ এই সমস্ত ভাবিয়া এবং সেই দশরথাত্মজ মহাত্মা দাশরথির প্রাণসমা প্রিয়তমা জানকীরে না দেখিয়া যারপর নাই বিষণ্ণ ও অন্বেষণ বিষয়ে নিতান্তই উদাস হইয়া উঠিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিচক্ষণ হনুমান্ আবার ভাবিলেন; না, এভাবে নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না। প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াও যখন আর্য্যার অনুসন্ধান করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি, তখন এইমাত্র দেখিয়াই ক্ষান্ত হইব কেন, এই বলিয়া মহাবীর সপ্ততল প্রাসাদের উপরিভাগে উত্থিত হইয়া লঙ্কানগরী বিচরণ পূর্ব্বক রাক্ষস-রাজের আবাস ভবনে উত্তীর্ণ হইলেন. দেখিলেন; তথায় স্থানে স্থানে নানাবিধ বিচিত্র চিত্রপট সকল অপরূপ কৌশলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঐ ভবনের চতুর্দ্দিক লোহিতবর্ণ প্রাকারে এবং হেমময় বিচিত্র তোরণে পরিবেষ্টিত। গজারোহী, অশ্বারোহী ও মহাবীর রথীসমূহে দিবানিশি চারি দিক রক্ষিত হইতেছে। পুরীর পর্য্যন্তদেশ হস্তিদন্তনির্ম্মিত; এবং স্বর্ণকিঙ্কিনী-নিনাদিত সুদৃশ্য রথে ও রজত কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সমস্ত রথে মহারথী বীর রাক্ষসেরা আরোহণ করিয়া সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। ভবনের স্থানে স্থানে নানাবিধ রত্ন, পরমাশ্চর্য্য মহামূল্য সিংহাসন, এবং বিচিত্রমূর্ত্তি বহুবিধ মৃগপক্ষি সকল শোভা পাইতেছে। সুশিক্ষিত রাক্ষসগণ

খড়্গহস্তে সেই ভবনের চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছে। রাক্ষপুরীর অভ্যন্তরভাগ সুরূপা বারবনিতাগণে পরিপূর্ণ, তাহাদিগের আভরণধ্বনি যেন সাগরনিস্বনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। প্রণয়ানুরাগিনী প্রমদাগণ সৌভাগ্য-সুখে প্রফুল্ল হইয়া এক ভবন হইতে ভবনান্তরে গমনপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত ভবন শ্বেতচামর, শ্বেতছত্র প্রভৃতি বিলাস সামগ্রীতে সমলঙ্কৃত। যেমন মহারণ্যে সিংহ সকল অকুতোভয়ে ক্রীড়া করে, রাবণভবনে রাক্ষসেরাও তদ্রূপ সানন্দে বিচরণ করিতেছে। কোন স্থান হইতে ভেরীর গম্ভীর ধ্বনি, কোন স্থান হইতে মধুর মৃদঙ্গরব ও কোন স্থান হইতে শতশত শঙ্খ নিনাদ উত্থিত হইতেছে। রাক্ষসেরা যজ্ঞার্থ সর্ব্বদা সোমদেবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, এজন্য সোমদেব পুরীর মধ্যে নিয়তই বিরাজ করিতেছেন। এই সমুদায় অকুতোভয়ে অবলোকন করিয়া অনিলতনয় মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন ; এই নগরীর মধ্যে যতই ভবন আছে, শোভা সমৃদ্ধিতে এই ভবনটীই সকলকে অতিক্রম করিয়াছে, বোধ হইতেছে ইহা সেই বলদৃপ্ত দশাননের আবাস ভবন। এই বলিয়া তিনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রসাদ এবং তথা হইতে অকুতোভয়ে প্রাসাদান্তরে পতিত এবং তথা হইতে রাজপ্রাসাদের সমীপবর্ত্তী প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের ভবনে উৎপতিত হইয়া ক্রমে সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তথায় যে সমস্ত সরোজশোভিত সরোবর,

অনতিদীর্ঘ পাদপাঞ্চিত উৎকৃষ্ট উপবন ও উদ্যান বাটিকা ছিল, কিয়ৎকাল তাহাতেও বিচরণ করিয়া বিচিত্র পুরীর অপূর্ব্বশোভা দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু রমণীকুলের ললামভূতা সেই কমলাকে কোথাও লোচনগোচর করিতে পারিলেন না।

অনন্তর তিনি বিভীষণ, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুন্মালী, বিদ্যুদ্রূপ, বিঘর্ণ, বিদ্যুৎজিহ্ব, বিশাল, বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রকায়, মহাপার্শ্ব, মহোদর, মত্ত, কুম্ভকর্ণ, কপট, করাল, শুক, শুকনাভ, সুমালি, সূর্য্যশত্রু, শোণিতাক্ষ, সম্পাতি, সারণ, শঠ, রশ্মিকেতু, রোমশ, দংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, ধূম্রাক্ষ, ধ্বজগ্রীব, মহাবল হ্রস্বকর্ণ, হস্তিমুখ, ঘন, চক্র, জম্বুমালী ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের আবাসে ক্রমশঃ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের অতুল্য ঐশ্বর্য্য সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। এবং পরিশেষে রাক্ষসরাজ রাবণের আবাস ভবনে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, শয়নাগার-রক্ষিকা রাক্ষসীরা সাবধানে শয়নাগার রক্ষা করিতেছে, এবং শূল মুদ্গরধারী ভীমদর্শন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক রক্ষোরাজের নিকেতন সুরক্ষিত হইতেছে। ঐরাবতের ন্যায় যুদ্ধকুশল মেঘসঙ্কাশ মাতঙ্গগণে দ্বারদেশ অলঙ্কৃত। রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণকায় তুরঙ্গম সমূহে বাজিশালা পরিপূর্ণ, ভীমমূর্ত্তি নিশাচরগণ বদ্ধপরিকরে সশস্ত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রাজনিকেতনে হেমজাল-জড়িত বিচিত্র শিবিকা, রমণীয় লতাগৃহ, বিচিত্র চিত্র-

শালিকা, নানাবিধ ক্রীড়াভবন, দারুনির্ম্মিত ক্রীড়া-পর্ব্বত, রমণীয় রতিগৃহ, দিবাবিহার-প্রাসাদ, এবং মন্দরতলাখ্য ক্রীড়াময়ূর-স্থান শোভা পাইতেছে। সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ডে, নানাবর্ণ-মিশ্রিত বিচিত্র ভাস্বর রত্নজালে, এবং রাক্ষসাধিপতির প্রখর তেজঃপুঞ্জে সমাকীর্ণ হইয়া রাজভবন যেন রশ্মিমালাসঙ্কুল মধ্যাহ্ন-ময়ূখমালীর ন্যায় প্রকাশমান হইতেছে। ঐ ভবনের অভ্যন্তর ভাগে হেমময় পর্য্যঙ্ক, আসন, রজত ভাজন, এবং মহামুল্য মধু ও আসব-সঙ্কুল স্ফটিকপাত্র সকল স্থানে স্থানে সজ্জিত থাকায় উহা যেন সমৃদ্ধিশালিনী কুবেরনগরীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ঐ ভবন হইতে সুমধর নূপুররব মিশ্রিত কাঞ্চী-শিঞ্জিত, কোন স্থান হইতে সুগভীর মৃদঙ্গধ্বনি, এবং কোন স্থান হইতে নানাবিধ বাদ্য সহ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। কোথাও সুরম্য সরোবর, তন্মধ্যে নীল বৈদূর্য্য মণির ন্যায় নীলবর্ণ অলিকুলসঙ্কুল সুকোমল কমললতা, ও নানাবর্ণের মৎস্য সকল স্বাভাবিক রঙ্গভঙ্গী দ্বারা সন্তরণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও মণিকাঞ্চন চিত্রিত দুগ্ধফেণনিভ শয্যা সজ্জিত, কোথাও রাশীকৃত অগুরু চন্দন, তাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। হনুমান্ সেই সমস্ত শোভা সমৃদ্ধি সাদরে দর্শন করিয়া, পরিশেষে পরম রমণীয় রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শরৎকালে সৌদামিনীলাঞ্ছিত সজল জলদজাল যেমন আকাশতলে, পৃথিবীতলে রাজা দশাননের স্বর্ণজাল-জড়িত বাতায়ন-ভূষিত বৈদুর্য্যময় বিচিত্র ভবন সকলও তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। হনূমান্ প্রবেশিযা নানা স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক দেখিলেন; কোথাও শঙ্খশালা, কোথাও আয়ুধশালা, কোথাও অতি বিশাল চন্দ্রশালা এবং কোথাও নিজ বাহুবলোপার্জ্জিত রত্নরাজি-বিরাজিত দেব-বাঞ্ছিত মনোহর ধনাগার সমস্ত শোভা পাইতেছে। তৎপরে রাক্ষসাধিপতির সর্ব্বপ্রধান আবাস গৃহ যেন গগণতল ভেদ করিয়াই শোভমান হইতেছে; ঐ অপ্রতিমরূপ আবাস ভবনের শোভা সমৃদ্ধি দর্শন করিলে, অবনীতলে অমরাবতী বলিয়াই ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। পর্ব্বতের অগ্রভাগ যেমন পুষ্পপরাগে পরিশোভিত থাকে, ঐ মহাভবনের উন্নত শিখর দেশও তদ্রূপ চতুঃপার্শ্বস্থিত তরু লতার কুসুমপরাগে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। শারদীয় মেঘখণ্ড যেমন বিদ্যুন্মালায় এবং বিমানযান যেমন হংসমালায় বিভূষিত হয়, রাবণের আবাস গৃহও তদ্রূপ দিব্য নারীকুলে অলঙ্কৃত। পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে যেমন শারদীয় আকাশমণ্ডল, ননাবিধ গৈরি-

কাদি ধাতুযোগে যেমন গিরিবর, এবং সুচারু মেঘে যেমন বিমানতল, নগরীমধ্যে নানারত্ন বিভূষিত ঐ দিব্য গৃহও তদ্রূপ শোভমান হইয়াছে। উহার সন্নিধানে প্রশস্ত চত্বরমধ্যে নানারত্ন-বিনির্ম্মিত মনোহর ক্রীড়াপর্ব্বত শোভা পাইতেছে। ঐ পর্ব্বত অনতিদীর্ঘ বিবিধ পাদপ লতায় অলঙ্কৃত, তরুলতা সকল সুরভি কুসুমজালে সমাবৃত, এবং কুসুম সমুদায় কেশরপত্রে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। তথায় মনোহর সরোবর সমস্ত যথাস্থানে শোভিত। ঐ সকল সরোবরে সে প্রকার জল লক্ষিত হয় না, যাহা শ্বেত সরোজদলে সুবাসিত ও সমলঙ্কৃত না হইয়াছে; সে রূপ পঙ্কজও তথায় দৃষ্ট হয় না, যাহা মধুপানাকুল মধুপকুলকে অকাতরে মধু বিতরণ না করিতেছে; তাদৃশ ষট্‌পদও তথায় ছিল না, যাহার গুণগুণরব শুনিয়া সমধিক প্রীতি লাভ করা না যাইত। ফলতঃ সরোবরের যে সকল শোভা সম্ভব পর হইতেপারে, সমুদায় যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছে। এদিকে বিচিত্র উদ্যানবাটিকা; দুর্দ্দান্ত দশাননভয়ে ভীতা ও প্রত্যক্ষা হইয়াই যেন উদ্যানলক্ষ্মী দিবানিশি তথায় বিরাজমানা; অপর দিকে সুরম্য উপবন; কুসুমরূপ হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া যেন কুবের-কাননকেই নিরন্তর উপহাস করিতেছে। ঐ উপবনের মধ্যভাগে পুষ্পকানন-বেষ্টিত অতীব রমণীয় এক দিব্য ভবন শোভা পাইতেছে। উহার স্থানে স্থানে হেমময়ী বিহঙ্গমমূর্ত্তি ও অপর স্থানে রজতময়ী তুরঙ্গমমূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; উহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষী ও যথার্থ অশ্বই যেন দশাননশাসনে ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া অবস্থান করিতেছে। কমলসরোবরে কমলহস্তা কমলাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। পশ্চাদ্ভাগে এক কৃত্রিম গজ প্রতিষ্ঠিত; তাহার কর কমললতালাঞ্ছিত ও সরোবরমধ্যে নিক্ষিপ্ত; দেখিলে বোধ হয়, গজরাজ কমলা দেবীকে অভিষিক্ত করিবার জন্যই যেন জলাহরণার্থ নিজ শুণ্ডদণ্ড সরোবর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। যেমন বসন্তকালে কন্দর-পরিশোভিত সুন্দর পর্ব্বত শোভাপায়; তদ্রূপ সেই মনোহারিণী পুরী অবলোকন করিয়া পবনকুমার অতিমাত্র বিস্মিত এবং আর্য্যা জনকাত্মজার কোন উদ্দেশ না পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর তিনি সেই দিব্যভবনমধ্যে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরম রমণীয় পুষ্পক নামে এক অপরূপ বিমান অবলোকন করিলেন। ঐ বিমানরত্নের মনোহর বাতায়নজাল সুবর্ণ নির্ম্মিত ও যারপর নাই উৎকৃষ্ট। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা যাবতীয় উপমানভূত উপকরণ দ্বারা স্বহস্তে উহার

নির্ম্মাণকার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়া মনে করিয়াছিলেন; যে আমি এযাবৎ অনেকানেক বিমান প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু এ বিমান যেন সকলের শিরোমনি, এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে আমি মনে মনেও এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিমান নির্ম্মাণ করিতে পারি না। ঐ দিব্য বিমান যখন আকাশতলে উত্থিত হয়, তখন তদীয় উজ্জ্বল প্রভায় দ্বিতীয় আদিত্য বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। তাহাতে এমন কোন বস্তুই ছিল না, যাহা বহুপ্রয়াসে ও বহুব্যয়ে নির্ম্মিত হয় নাই; এবং তাহাতে সন্নিবেশিত ছিল না, ত্রিলোকে এরূপ কোন অমুল্য রত্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিক কি, সেই বিমাণরত্ন এরূপ নির্ম্মাণ-কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে, যে তাদৃশ নির্ম্মণ-কৌশল বা তাদৃশ গুণাধিক্য কোন দেববিমানেও লক্ষিত হয় না। লঙ্কেশ্বর অতি কঠোর তপস্যার ফলে সেই বিমানরত্ন লাভ করিয়াছে। উহা অভিলষিত স্থানে গমনে সমর্থ, এবং দেব-বিমান-নির্ম্মাণোপযোগী পদার্থ অপেক্ষাও সমধিক উৎকৃষ্ট পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ বিমান পবনের তুল্য বেগগামী, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য ও পুণ্যবান্‌দিগের উপভোগ্য। উহার স্থানে স্থানে অমুল্য হিরক খণ্ড শোভা পাইতেছে। যাহারা পাপী ও সর্ব্বদা সাধুবিগর্হিত পথে পদার্পণ করে, রাবণ ভিন্ন তাদৃশ পুরুষের পক্ষে উহা নিতান্ত দুরাসদ। বহুকূটমণ্ডিত ঐ দিব্য বিমান যৎকালে শূন্যপথে উড্ডীন হয়, তৎকালে বোধ হয়, যেন সপক্ষ শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতই শূণ্যমার্গে শোভা পাই-

তেছে। কুণ্ডলমণ্ডিত মহাবল বীর পুরুষেরা উহার রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। যেমন বসন্তাগমে বাসন্তী কুসুমাবলী দ্বারা মধু মাস মনোহর হয়, তদপেক্ষাও সমধিক শোভাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন সেই পুষ্পক বিমান অবলোকন করিয়া, হনূমান্ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর তিনি তথা হইতে স্থানান্তরে অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ ও এক যোজন আয়ত বহুবিধ প্রাসাদ-বিভূষিত উৎকৃষ্ট এক ভবন অবলোকন করিলেন। তথায় চতুর্দ্দন্ত ও ত্রিদন্তশোভিত দ্বিরদগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, প্রহরী গণ প্রহরণ হস্তে নিয়মিতরূপে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে! ধনাধিপতি কুবেরভবনে অথবা ইন্দ্রনগরী অমরাবতীতে যাদৃশী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী অধিবাস করিতেছে, রাক্ষসরাজ রাবণ ভবনেও তাদৃশী অনপায়িনী শোভা নিয়ত কাল বিরাজিত রহিয়াছে। যম ও বরুণালয়ে যাদৃশী শোভাসমৃদ্ধি শোভা পাইতেছে, দুর্দ্দান্ত দশাননভবনেও তাদৃশী বা তদপেক্ষাও অধিকতর সমৃদ্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাক্ষসকুলোদ্ভবা রাবণপত্নীগণে ও বাহুবলোপার্জ্জিত রাজপত্নীগণে সমাকীর্ণ থাকায় ঐ ভবন যেন

মক্রমকরাকীর্ণ রত্নবহুলরত্নাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে।
ঐ ভবনের মধ্য ভাগে মত্তবারণ বেষ্টিত রত্নজালজড়িত
সুপ্রসিদ্ধ পুষ্পক নামে অপর একটি অপূর্ব্ব বিমান আছে।
পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গরাজ্যে ভগবান্ কম-
লযোনির জন্য স্বহস্তে ও বহুপ্রয়াসে, অধিক কি, যেন
মানসিক কল্পনায় যে বিমানরত্ন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
তৎপরে ধনাধিপতি কুবের বহুকালব্যাপিনী কঠোর
তপস্যান্তে সুপ্রসন্ন প্রজাপতির নিকট হইতে যে বিমানরত্ন
লাভ করিয়াছিলেন; এ সেই বিমানরত্ন, সম্প্রতি ধনা-
ধিপতি কুবেরের পরাভব ও রাক্ষসাধিপতি দশাননের
বিজয় মহোৎসব ঘোষণা করিতেছে। ঐ অপূর্ব্ব বিমান
ব্যাঘ্রনখাঙ্কিত হেমময় স্তম্ভ সমূহে বিভূষিত; বিচিত্র
গুপ্তগৃহে ও বিহারযোগ্য বিবিধ ভবনে অলঙ্কৃত, অভ্রভেদী
এবং মন্দরগিরির ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছে। উহার
বাতায়নজাল তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরুণ সুবর্ণে নির্ম্মিত।
সোপানমার্গ সুবর্ণময়, এবং বেদিসমূহ মহানীলমণি দ্বারা
বিনির্ম্মিত। বিচিত্র প্রবাল, মহামূল্য মণি ও অমূল্য
মুক্তারত্নে উহার তলভূমি শোভা পাইতেছে। পবনকুমার
সেই মণিসোপান-বিভূষিত দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ
পূর্ব্বক সবিস্ময়ে উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় দেখিতে
লাগিলেন।

অনন্তর তিনি তথায় অবস্থান করিয়া, সমীরণ সহযোগে
পানভক্ষ্যসম্ভূত অনির্ব্বচনীয় সৌরভ আঘ্রাণ করিলেন।

এবং গন্ধও তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রাবণের আবাসভবনে যাইবার জন্যই যেন পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। তখন সুধীর হনূমান্ তদনুসারে সেই বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গিয়া দশাননের মূর্ত্তিমতী শোভা রূপিণী মহতী শয়নশালা অবলোকন করিলেন। লাবণ্যময়ী নবীনা রমণীকে এক বার দেখিলে, যেমন পুনঃ পুনঃ দেখিতেই ইচ্ছা হয়, তদ্রূপ দশাননের শয়নশালাও যত বার দেখা যায়, দর্শনপিপাসা ততই যেন বলবতী হইয়া উঠে। উহার তলভূমি স্ফটিকময়, স্থানে স্থানে মণিমুক্তা প্রবাল, ও হিরকাদি সন্নিবেশিত থাকায় উহার শোভা সমৃদ্ধির আর পরিসীমা নাই। ঐ ভবনের বিচিত্র স্তম্ভ সকল যথা স্থানে সন্নিবেশিত। ঐ সমুদায় স্তম্ভ অতিশয় সরল, স্থূল, সুদীর্ঘ ও সুবর্ণে জড়িত। তথায় স্থানে স্থানে পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গমেরা কূজনচ্ছলে যেন লঙ্কেশ্বরের গুণগরিমা গান করিতেছে। ঐ পুরী সুবাসিত সলিলে সর্ব্বদা অভিষিক্ত, বহুমূল্য উৎকৃষ্ট আস্তরণে অলঙ্কৃত, ধূম্রবর্ণ, অথচ রাজ হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সুনির্ম্মল এবং প্রভাময়ী কামধেনুর ন্যায় মনের আনন্দদায়িনী। হনূমান্ সেই রাবণ-পালিতা সৌন্দর্য্যশালিনী পুরীকে শোকনাশিনী মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর ন্যায় অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও যথোচিত প্রীত হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; এ কি? ইন্দ্র নগরী অমরাবতী কি পার্থিব সুখ-লালসায় সর্ব্ব-

[illegible] জলাঞ্জলি দিয়া ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত [illegible]
য়াছে ? না চির দিন এক ভাবে থাকায় ক্লেশ বোধ [illegible] অলকাপুরীই স্থানান্তরিত হইয়াছে ? অথবা এ [illegible] কোন গন্ধর্ব্বী মায়া, তাহা না হইলে, ধরাতলে এরূপ [illegible] দুর্লভ পুরীর আর সম্ভাবনা কি ! আহা ! কি আশ্চর্য্য ! [illegible] ধূর্ত্তের নিকট অক্ষক্রীড়ায় পরাভূত হইলে, অপর ধূর্ত্ত যেমন প্রভাহীন হইয়া কালক্ষেপ করে, এই প্রভাময় মনিস্তম্ভস্থিত আলোকদর্শনে কাঞ্চনপ্রদীপ গুলিও তদ্রূপ অপ্রকাশ ভাবে যেন আপন আপন দীন দশাই প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া হনূমান্ পুনর্ব্বার তত্রত্য অপরাপর স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পবনকুমার ঐ ভবনমধ্যে বারবনিতাগণ-বেষ্টিত দুর্দান্ত দশাননকে দেখিতে পাইলেন। তৎকালে রাবণ নিশীথ সময়ে পান ভোজন ও বিহারাদি সমাপন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বারমহিলাগণের কাঞ্চীবর-মিশ্রিত সুমধুর নূপুরধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হয় না। যথায় হংসের রব নাই, ষট্পদের গুণগুণ শব্দও বিলীন; সুতরাং তৎ-কালে ঐ ভবন যেন তাদৃশ পদ্মবনের শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। পবনাত্মজ রজনীযোগে মুকুলিত কমলের ন্যায় ঐ সকল বারবিলাসিনীগণের নিমীলিত নয়ন এবং [illegible] ক্ষনিন্দিত সুন্দর বদনমণ্ডল স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে

কহিতে লাগিলেন ; অহো ! ইহাদের এই সুমুখ সৌন্দর্য্য গর্ব্বে যখন শতদলকেও তিরস্কার করিতেছে, তখন বোধ হয়, মত্ত মধুকরেরা প্রফুল্ল পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া, ইহাদের মুখপদ্মই প্রতিনিয়ত বিকসিত দেখিবার বাসনা করে। যেমন তারকাবলী, কৌমুদীময়ী শারদীয়া রজনীকে অনির্ব্বচনীয় শোভায় বিভূষিত করে, এই সমস্ত লাবণ্যময়ী বামমহিলাগণের অসামান্য সৌন্দর্য্যলহরী দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ নগরীও যেন অবিকল সেই রজনীর শোভাই বিস্তার করিতেছে। আকাশতলে মেঘের লেশ নাই, সুপ্রসন্ন শরৎকাল, তারকামালা চারি দিক্ প্রকাশিত, নিশীথ সময়ে জীবগণের কলরবও তিরোহিত ; সেই অবস্থায় নিশানাথ নিজ কিরণমালা বিস্তার করিয়া গগণমণ্ডলের মধ্যভাগে প্রকাশিত হইলে, যেমন শোভা সমৃদ্ধির পরিসীমা থাকে না, রমণীগণমধ্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিয়া আমার চিত্ত মুকুরে যেন অবিকল সেই ভাবই প্রতিফলিত হইতেছে। হনূমান্ মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিয়া আবার ভাবিলেন ; না এই সকল কামিনীগণের দেহকান্তি, উজ্জ্বলতা, লাবণ্য, সমুদায়ই যখন তারকার তুল্য ; তখন ইহারা নিশ্চয়ই তারকা, কোন দৈবকারণ বশতঃ স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতলে অবস্থান করিতেছে। এই বলিয়া তিনি সাদরনেত্রে সমুদায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পান ভোজন এবং নৃত্য গীত ক্রীড়ারসের অবসানে

পরিশ্রান্ত হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় ঐ সমস্ত বারমহিলাগণের সুবাসিত কেশকলাপ ও সুরভি পুষ্পমাল্য সকল বিক্ষিপ্ত এবং আভরণ সমস্ত শিথিল-বন্ধন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন রমণীর বিচিত্র তিলক তিরোহিত, নূপুর স্খলিত ও কণ্ঠহার বিগলিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মুক্তাহারে এবং স্রস্ত বসনে কেহ জড়ীভূত, কাঞ্চীদাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় কেহ অস্তপল্লয়না পথশ্রান্তা ধরালুণ্ঠিতা বড়বার অনুকরণ করিতেছে। কাহরও কুন্তল বিস্রস্ত ও পুষ্পদাম বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সে কামিনী-করিমর্দ্দিতা কাননস্থা কমললতার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কোন রমণীর মুক্তাময় মনোহর কণ্ঠহার স্তনযুগলের মধ্য ভাগে বক্রভাবে পতিত হইয়া নিদ্রিত রাজহংসের ন্যায় এবং কাহারও বৈদূর্য্যমণিময় কণ্ঠদাম তির্য্যক্ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া জলকাকের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। কাহারও হেমময় সূত্র বক্র ভাবাপন্ন হইয়া চক্রবাকের ন্যায় বিরাজমান, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, ঐ সকল নবীনা কামিনী যেন হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক-পরিশোভিত জঘনতটা তটিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কোন কামিনীর কোমল কলেবরে ও স্তনকমলের অগ্র ভাগে বিমর্দ্দিতা ভূষণরেখা গুলিও যেন সর্ব্বথা ভূষণের ন্যায়ই শোভা পাইতেছে। কতকগুলি কামিনীর মুখোপরিস্থিত বিচিত্র বস্ত্রাঞ্চল মুখমারুতে বিকম্পিত হইয়া সুবর্ণ সূত্র-

নির্ম্মিত পতাকার ন্যায় বিকাশ পাইতেছে এবং কোন লাবণ্যময়ী ললনার কুণ্ডলযুগল নিশ্বাস মারুতে মন্দঃ মন্দ আন্দোলিত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। ঐ সকল মহিলাগণের মুখ স্বভাবতই সুরভি, তাহাতে আবার অতিরিক্ত শর্করাসবের গন্ধও তথা হইতে বহির্গত হইতেছে, সুতরাং তৎকালে তাহাদের মুখমারুত দ্বিগুণতর সৌরভান্বিত হইয়া যেন মহারাজ দশাননের সেবাই করিতেছে। অপর কোন কোন কামুকী কামিনী মদালস নয়নে নিদ্রাবেশে রাবণের বদন মনে করিয়া, সপত্নীবদন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছে। কোন রমণী মদভরে পরিধান বসন উপাধান করিয়া এবং কেহ ভূষণপরিশূন্য হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছে। মদবিহ্বলা কোন কোন কামিনী পরস্পর আশ্লিষ্টাঙ্গ হইয়া, প্রিয়জ্ঞানে কেহ কাহারও পীনস্তন-পরিশোভিত বিশাল বক্ষ স্থল, কেহ কাহারও ভূষণাঙ্কিত ভুজলতা, কেহ কাহারও রম্ভানিন্দিত উরুযুগল, কেহ কাহারও নিবিড় নিতম্ববিম্ব, কেহ অঙ্ক ও কেহ কাহারও সুচারু পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া শয়ন করিয়াছে। এবং কোন কোন সুমধ্যমা পরস্পরের ভুজলতায় জড়িত স্পর্শসুখে গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এ সকল রমণীমালা তৎকালে লোচন, ষট্‌পদাঙ্কিত ও পরস্পরের ভুজ সূত্রে গ্রথিত হইয়া সূত্রগ্রথিত প্রকৃত কুসুমমালার ন্যায়ই শোভা পাইতেছে। বসন্তাগমে সমস্ত কুসুমরাশি বিকাশ পাইয়াছে, লতা

বল্লী আশ্রয় তরুর স্কন্ধদেশে বিরাজ করিতেছে, মধুকরেরা গুণ গুণ রবে মধুপান করিতেছে, মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ বহিতেছে, সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিকালোকে সমস্ত আলোকিত, এবং নিশীথ সময়ে শান্তিদেবী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। বিচক্ষণ হনুমান্ তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিয়া, অবিকল যেন সেই ভাবই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। এবং পুনর্ব্বার চাহিয়া দেখিলেন, ঐ সমস্ত রমণীগণের অঙ্গভূষণ, বসন ও পুষ্পদাম, কাহারও স্রস্ত, কাহারও বিধ্বস্ত, কাহারও স্খলিত ও কাহারও যথাস্থানে সন্নিবেশিত থাকিলেও তাহাদের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। রাক্ষসরাজ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। দীপমালা স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে, যেন অবসর পাইয়া অনিমেষ নয়নে অবলাগণের সৌন্দর্য্যমাধুরীই অবলোকন করিতেছে। রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বকন্যারা কামবশে আসিয়া, সেই কামুক রাক্ষসপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। কতকগুলি যুবতি যুদ্ধবিশারদ রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া তাহার পত্নীরূপে এবং অপর কতকগুলি প্রমদা মদনবিমোহিতা, সুতরাং স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাহার সন্নিধানে অবস্থান করিতেছে। পতিদেবতা জানকী ভিন্ন অন্য কোন কামিনীই বিনা কারণ তথায় আনীত বা বীর্য্যাদিগুণে রাবণের অবাধ্য ছিল না। তাহারা সকলেই অনন্য মনে রাক্ষসপতিকে পতিত্বে লাভ করিয়া, এবং বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া তাহার মনোমোহিনী হইয়া-

ছিল। এবং তাহাদের মধ্যে কেহই অন্যাভিলাষিণী, অন্য পূর্ব্বা, অকুলীনা, কুরূপা. কুবেশা, কদাশয়া, বা দাক্ষিণ্য-বিহীনাও ছিল না। বিচক্ষণ পবনকুমার বিস্ময়াকুল লোচনে ঐ সমস্ত রমণীকুল অবলোকন করিয়া অপার দুঃখের সহিত ভাবিতে লাগিলেন;—যদি এই রাক্ষসোপভুক্ত রমণী-কুলের মধ্যে রমণীকুলের শিরোমণি সেই রামহৃদয়-বিলাসিনী জানকী থাকেন, যদি সেই সাধ্বী ধরিত্রী সুতার অমূল্য সতীত্ব রত্ন এই গভীর সাগরসলিলে নিমগ্ন হইয়া থাকে, দেখিতেছি, তাহা হইলেই দশাননের মঙ্গল; কারণ "জানকী প্রলোভে পড়িয়া সম্প্রতি দশকণ্ঠের কণ্ঠভূষণ হইয়াছেন," এ সর্ব্বনাশের কথা রামের কর্ণগোচর হইলে তিনি আর যুদ্ধও করিবেন না এবং নিষ্কলঙ্ক ইক্ষ্বাকুকুল কলঙ্কিত দেখিয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। এই রূপ চিন্তা করিয়া সুধীর সবিস্ময়ে পুনর্ব্বার ভাবিলেন;—না না, সীতা সতীকুলের শিরোমণি, যে হংসী সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া হংস সহ সানন্দে দিবানিশি কেলী করে, সামান্য জলবায়সের চাটু-বাক্যে তদীয় উদার চিত্ত কদাচই কলুষিত হয় না। অতএব হে অনার্য্য রাবণ! সাক্ষাৎ কমলারূপিণী সেই জানকীরে হরণ করিয়া তোর এই অতুল্য বৈভব, জানি না, কিরূপে রক্ষা পাইবে। এই বলিয়া হনুমান্ মুহুর্ম্মুহুঃ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়।

" প্রকৃত কার্য্যের অনুসরণ না করিয়া, এ ভাবে থাকিলে ভাবী মঙ্গল অতীব দুর্ঘট " এই ভাবিয়া বিচক্ষণ হনূমান্ পুনর্ব্বার ইতস্ততঃ সমস্ত প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ;—ঐ ভবনের এক পার্শ্বে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত এক প্রকাণ্ড আতপত্র শোভা পাইতেছে। উহা শরচ্চন্দ্রের ন্যায় একান্ত শুভ্র, দেখিলে বোধ হয়, ভগবান্ সুধাংশুমালী দুষ্ট দশাননভয়ে ভীত ও নিষ্প্রভ হইয়াই যেন গগণতল পরিহার পূর্ব্বক আতপত্র চ্ছলে তাহার শরণ লইয়াছেন। অপর এক প্রদেশে দেখিলেন ;—তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরুণ সুবর্ণে বিনির্ম্মিত ও অমূল্য আস্তরণে বিভূষিত এক উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্ক সংস্থাপিত রহিয়াছে ; এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বালব্যজনহস্তা রমণীগণ অবিশ্রান্তে ব্যজন করিতেছে। অগুরু চন্দনের সৌরভে চারি দিক্ আমোদিত। ক্রীড়ারসাবসানে দুর্দ্দান্ত রাবণ ঐ ভাস্বর শয়নতলে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, তাহার কর্ণে অমূল্য হিরকাঞ্চিত হেমময় কুণ্ডল, পার্শ্বশোভিনী কামিনীগণের মুখ মারুতে ঈষৎ দোলাইত, যেন তাহার উগ্রশাসন মনন করিয়া সভয়ে বিকম্পিত হইতেছে। তাহার লোচন

লোহিত, যেন মূর্ত্তিমতী হিংসা প্রভুর নিদ্রাবেশ দেখিয়া স্বয়ং জাগরুক রহিয়াছে; তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিত চন্দনে অনুলিপ্ত, যেন বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; এবং রাক্ষসরাজ নিদ্রাবেশে গজরাজের ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

হনূমান্ রাবণের তাদৃশী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন যেন শঙ্কিতের ন্যায় তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না, অদূরবর্ত্তিনী বেদিকায় আরোহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন; বর্ষাসম্ভূত মেঘাবলী যেমন বিদ্যু-ন্মালায় প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ কাঞ্চনময়ী দীপমালায় তাহার প্রকাণ্ড শরীর প্রকাশীকৃত হইতেছে। নৃত্য গীত-কুশলা চন্দ্রাননা কতকগুলি কামিনী নৃত্যগীতাবসানে তদীয় পাদমূলে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের কোমল অঙ্গে অম্লান কুসুমমালা, শ্রবণান্তে হিরকাঞ্চিত মনোহর কুণ্ডল, ও করে কনকময় অঙ্গদ শোভা পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে কোন সুহাসিনী হস্তস্থিতা বীণা হস্তে করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। অপর কোন মদিরায়ত-নয়না অঙ্কগত শিশুর ন্যায় মণ্ডুকাখ্য বাদ্য যন্ত্র ক্রোড়ে করিয়াই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে, শ্বেতসরোজ-লোচনা কোন কামিনী পটহ আলিঙ্গন করিয়া, মৃগেন্দ্রনেত্রা কোন মহিলা মৃদঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া, রক্তোৎপলনয়না কোন রমণী পণবাখ্য বাদ্য যন্ত্র পার্শ্বে রাখিয়া এবং কোন কোন

কামিনী মদালসাঙ্গে ডিম্ডিম আলিঙ্গন করিয়া সুখে নিদ্রিত হইয়াছে। কোন কামিনী জলপূর্ণ কলস আলিঙ্গনে আর্দ্রকলেবর হইয়া জলার্দ্র বাসন্তী কুসুমাবলীর শোভা বিস্তার করিতেছে। তথায় কেহ কাহারও পীনস্তন, কেহ আতোদ্য ও কেহ অন্য রমণীকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। হনূমান্ তাহাদের একপার্শ্বে একবিচিত্র শয়নাসনে শয়ানা ও মণিমুক্তা-জড়িত ভূষণে বিভূষিতা সুবর্ণবর্ণাভা গৌরাঙ্গী যেন অন্তঃপুরচারিণী মূর্ত্তিমতী ঈশ্বরী রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরীকে সাদরনেত্রে অবলোকন করিলেন।

কপিবর সেই রূপযৌবনশালিনী রমণীর অলোকসামান্য যৌবনমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিলেন ;—ইনিই বুঝি সেই রামহৃদয়-বিলাসিনী জানকী হইবেন। এইরূপ অবধারণ করিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কখন লাঙ্গুল আস্ফালন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন, গান করিতে লাগিলেন, আহ্লাদে যেন উন্মত্ত, তিনি একবার স্তম্ভের উপরে উৎপতিত ও আর বার নিপতিত হইতে লাগিলেন। ফলতঃ সীতা ভাবিয়া তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে আনন্দ যেন আর অবকাশ পাইল না।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর সুধীর হনুমান্ কিয়ৎকাল এইরূপ আনন্দ মহোৎসব করিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইনিই কি সেই জানকী, ইনিই কি সেই সতীকুলের শিরোমণি রাম-হৃদয়-বিলাসিনী আর্য্যা বৈদেহী! না না, ইনি জানকী হইলে রামবিরহে কদাচ এত নিদ্রা যাইতেন না। পতি-প্রাণা রমণীরা সকলই সহিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু পতির বিরহবেদনা তাঁহাদের পক্ষে এরূপ বলবতী, যে তাহা আর কোনমতেই সহ্য করিতে পারেন না। অতএব এমন বলবতী বেদনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি যে এখন অঙ্গশোভার্থ অলঙ্কার ধারণ করিবেন, স্বচ্ছন্দ মনে পান ভোজন করিবেন, সুখে নিদ্রা যাইবেন, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মেঘবিরহেও কি বিদ্যুল্লতা স্ফূর্ত্তি পায়? চন্দ্রের অদর্শনেও কি চন্দ্রিকার প্রভা দেখা যায়, কখনই না। সেই জগদেকবীর, সেই জগৎশরণ্য মহাত্মা রামচন্দ্রের বিরহে, তাঁহার রূপ লাবণ্য দূরে থাক্, তিনি যে জীবিত আছেন, ইহাই সন্দেহ স্থল। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি অন্য কোন কামিনী। পরিশেষে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সুধীর হনুমান্ পানভূমির ইতস্ততঃ

বিচরণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন; কতকগুলি বার-বিলাসিনী বিহারাবসানে অলসাঙ্গ, কতকগুলি নৃত্যগীতে পরিশ্রান্ত ও স্থলান্তরে অপর কতকগুলি কামিনী ক্রীড়াবসানে অবসাঙ্গ হইয়া, মুরজ, মৃদঙ্গ, ও চেলিকাযন্ত্রে অঙ্গ সংস্থাপন পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতেছে। মহাবীর পবন-কুমার সেই রাবণভবনে এইরূপ সহস্র সহস্র নারীকুল অবলোকন করিয়া সীতার অদর্শনে আকুল হৃদয়ে পান ভূমির অভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন;—

কোন স্থানে মৃগ, মহিষ ও বরাহমাংস ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও কোন স্থানে সুবর্ণময় ভোজনপাত্রে অর্দ্ধভক্ষিত কুক্কুট ও ময়ূরমাংস রহিয়াছে। কোন স্থানে দধি ও লবন-সংস্কৃত মৃগ ও পক্ষিমাংস, এবং স্থলান্তরে সুপক্ক কৃকল মৎস্য, বহুবিধ ছাগ, অর্দ্ধভক্ষিত শশক ও মহিষমাংস পতিত রহিয়াছে। কোথাও বহুবিধ অম্ল ও লবন প্রভৃতি জিহ্বাজাড্য-পরিহারক ষড়্‌বিধ রসে সুসংস্কৃত চোব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে। কোথাও মহামূল্য হার, অমূল্য নূপুর ও বহুমুল্য কেয়ূর সমস্ত পরিক্ষিপ্ত; কোথাও পান ভোজন প্রভৃতি বহুবিধ ফল সকল সজ্জিত এবং কোথাও বা অমূল্য সুকোমল শয়নাসন সমুদায় বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে সুপক্ক মাংস সহ শৌণ্ডিকনির্ম্মিত সুনির্ম্মল সুরা সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপিত, এবং কোন স্থানে শর্করাজাত, দ্রাক্ষাজাত, পুষ্পজাত ও ফলজাত নানাবিধ সুপেয় আসব

সুগন্ধিচূর্ণে সুবাসিত রহিয়াছে। নানা স্থান হইতে আহৃত অম্লান মাল্য সমূহে, রজতময় কলসে ও স্ফটিকময় পান পাত্রে বিভূষিত হইয়া সেই আপানভূমি যেন তারকা-মণ্ডিত আকাশমণ্ডলের অনুকরণ করিতেছে।

মহামতি মারুতি এইরূপ বহুবিধ দ্রব্যজাত দেখিতে দেখিতে সেই পানভূমির চারি দিক বিচরণ করিতে লাগি-লেন,দেখিলেন; তাহার একান্তে একান্ত রমণীয়া কতকগুলি রমণী স্বামিশূন্য শয়নতলে পরস্পরের দেহ আলিঙ্গন এবং মদলোহিতলোচনা কোন কোন ভামিনী বলপূর্ব্বক অন্য রমণীর বসন ভূষণ অপহরণ ও গোপন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। সেই বিচিত্র ভবনে সুশীতল চন্দন, সুমধুর আসব, সুরভি-কুসুম, ও সুবাসিত সলিল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধে আমোদিত হইয়া, মলয়মারুত সুমন্দ সঞ্চারে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে। এবং কোন স্থানে শ্যামবর্ণা, কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণা ও কোন স্থানে কনকবর্ণা কামিনী-গণ নিদ্রিত থাকায়, সেই বিচিত্র ভবন যেন দিবাব-সানে সরোজদলশোভিত সরোবরের শোভা অনুকরণ করিতেছে।

সুধীর হনূমান্ এইরূপে রাবণান্তঃপুরের নানাস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, জনকাত্মজার অদর্শনে অপার দুঃখের সহিত মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন ;—অহো ! আমি লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া প্রায় সকল স্থানই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সেই সতীরত্নের দর্শন

পাইলাম না, প্রত্যুত এই সমস্ত প্রসুপ্ত অবরোধবর্গকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত অধর্ম্মই সঞ্চয় করিলাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুনর্ব্বার তাঁহার কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়সমর্থা চিন্তা উপস্থিত হইল, তিনি স্থির করিলেন;—আমি এই সমস্ত রমণীগণকে অবলোকন করিলাম, সত্য; কিন্তু ইহাদের দর্শনে আমার ত কোনরূপ চিত্ত বিকার উপস্থিত হয় নাই। চিত্তের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতাই ভাবী শুভাশুভ ফলের পরিচায়ক; অতএব ইহাদিগকে দেখিয়াও যখন আমার মন বিকৃত বা দুরভিপ্রায়ে কলুষিত হয় নাই, তখন ইহাতে কোন পাপের সংস্রব দেখিতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে বিদেহরাজনন্দিনীকে অন্যত্র আর কোথাই বা অন্বেষণ করিব, এবং কোথায় গিয়াই বা তাঁহারে দর্শন করিয়া সুস্থির হইব। লোকে স্ত্রীলোকের মধ্যেই স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করে, এবং যে প্রাণী যে যোনিতে উদ্ভূত, তাহারে সেই সমাজেই অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সুতরাং আমি এক্ষণে অন্য সমাজে গিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিলেই যে কৃতকার্য্য হইব, তাহার সম্ভাবনা অতি বিরল। আমি এইকারণে শুদ্ধান্তঃকরণে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া অন্তঃপুরচারিণী রমণী সমাজে তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, এই প্রসঙ্গে সহস্র সহস্র দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা ও নাগকন্যাগণকে নিরীক্ষণ করিলাম, কত স্থানে কত প্রকার অপূর্ব্বভাবও দেখিলাম, কিন্তু তাঁহারে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

এই বলিয়া হনূমান্ অন্যান্য স্থান অন্বেষণ করিবার উপক্রম করিলেন, এবং অপার দুঃখের সহিত তত্রত্য লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও নিশাগৃহ সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; কত স্থানে কত প্রকার আশ্চর্য্য ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন; কিন্তু তাঁহারে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি দুঃখাবেগে সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিয়া মলিন বদনে ভাবিতে লাগিলেন; অহো! সেই কুন্দনিন্দিত দশনা কুলকামিনীকে আমি যখন কোন স্থানেই দেখিতে পাইলাম না, তখন তিনি দুর্নিবার লোকাপবাদ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বোধ হয় দেহ ত্যাগ করিয়াই থাকিবেন। আহা! সতীকুলের ললামভূতা সেই রামহৃদয় বিলাসিনী আর্য্যা জানকী অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষার জন্য যত্নবতী হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্দ্দান্ত দশানন কামবশে পড়িয়া বোধ হয় তাঁহার সুকোমল, অঙ্গলতিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অথবা সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুলকামিনী এই সমস্ত বিকৃতাননা বিরূপা রাক্ষসী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ত্রাসেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবেন। হায়! তাঁহারে দেখিতে না পাইয়া আমার পুরুষকার কিছুমাত্র

সিদ্ধ হইল না, এবং দুস্তর সাগরলঙ্ঘনেও কিছুমাত্র ফল দর্শিল না। কতকগুলি বৃথা পরিশ্রমে কেবলমাত্র সুগ্রীব নির্দ্দিষ্ট কালটুকু অতিক্রম করিলাম। হায় সমুদ্রতীরে বাণরগণ আমাকে সাগর লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া মহাহর্ষে সযত্নে যে আশালতায় জলসেক করিতেছে, আমি এখন কিরূপে তাহাদের সেই ফলোন্মুখী আশালতা উন্মূলিত করিব, এবং কোন্ প্রাণেই বা তাহাদের সেই প্রফুল্ল মুখ-কমল একেবারে মলিন করিয়া ফেলিব। আমি তথায় গমন করিলে তাহারা মিলিত হইয়া আমায় যখন জিজ্ঞাসা করিবে; হনূমন্! কেমন তুমি কি জানকীরে দেখিয়া আসিলে? তিনি ত কুশলে আছেন? হায়! আমি তখন কি কহিব, কিরূপেই বা তাহাদের মুমুর্ষু দশা দেখিয়া জীবন ধারণ করিব। আমি অনর্থক সাগর লঙ্ঘন করিলাম, বৃথা এত পরিশ্রম করিলাম; নিষ্কারণে সুগ্রীব নির্দ্দিষ্ট কালও অতিক্রম করিলাম। আমি আর কিস্কিন্ধায় যাইব না, মদধীনজীবিত সেইসকল বানরগণেরশেষদশাও দেখিতে পারিব না। অতএব আমি এক্ষণে এই খানেই প্রায়োপ-বেশন করিয়া এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। এই বলিয়া হনূমান্ তৎকালে প্রয়োপবেশনার্থ উপবেশন করিলেন।

অনন্তর তিনি আপনা আপনিই কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন;—না, এভাবে জীবন বিসর্জ্জন করা নিতান্ত কাপুরুষের লক্ষণ। নির্ব্বেদশূন্য

হওয়াই সকল কল্যাণের নিদান। অতএব আমি এক্ষণে নির্ব্বেদশূন্য হইয়া যে যে স্থান অন্বেষণ না করিয়াছি, সেই সেই স্থান তন্ন তন্ন করিয়া সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করি। আপানশালা, পুষ্পশালা, চিত্রশালা, ও উপবনমধ্যগত পথ সমুদায় একবার দেখিয়াছি, আবার দেখিব; এই বলিয়া হনুমান্ পুনর্ব্বার জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দৃঢ়তর যত্ন সহকারে ভূমিগৃহ, চৈত্যগৃহ, ও উপরিস্থ গৃহে উৎপতিত এবং আপতিত হইয়া বিশেষ রূপে জানকীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে চতুরঙ্গুলী পরিমিত স্থানও তাঁহার অগম্য রহিল না। তিনি প্রাকারমধ্যগত গৃহ সমূহে, চতুষ্পথবর্ত্তিনী বৃক্ষবেদিকায়, গভীর গর্ত্তমধ্যে ও জলাশয়মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, গতিপ্রসঙ্গে কতপ্রকার বিকৃতাঙ্গী রাক্ষসী-মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন, বিচিত্র-মূর্ত্তি বিদ্যাধরীগণকে প্রত্যক্ষ করিলেন, পূর্ণচন্দ্র নিভাননা নাগকন্যাগণকে দর্শন করিলেন, এবং অন্যান্য অসংখ্য রমণীগণকেও দেখিলেন; কিন্তু জনকাত্মজারে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি আবার বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। বানরগণের তাদৃশ উদ্যোগ, ও দুস্তর সাগরলঙ্ঘন সমুদায় নিস্ফল হইল বলিয়া পুনর্ব্বার অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং অসীম শোকাবেগে অভিভূত ও বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার চিন্তারূপ গভীর সাগরে পতিত হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর পবনকুমার বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাবণ-ভবনে প্রবেশ করিয়া নানাস্থানে জানকীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে অপার দুঃখের সহিত ভাবিতে লাগিলেন;—আহা! আমি এই লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া, কি সরিৎ, কি সরোবর, কি তড়াগ, কি পল্বল, কি পর্ব্বত, কি দুর্গ, কি বন, কি উপবন; অত্রত্য সমুদায় প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, এই প্রসঙ্গে বিচিত্ররূপা কত প্রকার কামিনীকুলও অবলোকন করিলাম, স্থানে স্থানে কত প্রকার ভীমদৃশ্যও দর্শন করিলাম; কিন্তু কামিনীকুলের ললামভূতা সেই কুলকামিনী আর্য্যা জানকীরে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। পক্ষিরাজ সম্পাতি কহিয়াছিলেন; আর্য্যা জানকী লঙ্কা নগরীতেই অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু কৈ? তাঁহার কথাও ত সপ্রমাণ বোধ হইতেছে না, তিনি কি মিথ্যা কথাই কহিলেন, প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় এতাদৃশ প্রলাপ বাক্যই কি নিষ্কারণে ওষ্ঠের বাহির করিলেন; না, তাহাও ত সম্ভব হয় না।

হনুমান্ মনে মনে এই রূপ নানা প্রকার আন্দোলন

করিয়া আবার ভাবিলেন ; হায় ! সেই সাধ্বী ধরিত্রীসুতা দুর্দ্দান্ত দশানন-ভয়ে ভীত হইয়া কি অমূল্য সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি দিয়াছেন ? না, তাহা হইলে কোথাও দেখিতে পাইলাম না কেন ? হায় ! যৎকালে দুষ্ট দশানন নিতান্ত জঘন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আকাশপথে গমন করে, তৎকালে সেই ঘোরতর পাপকার্য্য-সম্ভূত ভয়ে তাহার পাপান্তঃকরণ অবশ্য আক্রান্ত হইয়া ছিল, আর্য্যা বুঝি সেই সময়েই তদীয় ভয়বিকম্পিত বাহুযুগল হইতে কোথাও পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন। অথবা সেই অসূর্য্যম্পাশ্যরূপা কুলকামিনী অকূল সমুদ্র দর্শনে আকুল হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। হায় ! সেই কোমলাঙ্গী নিতান্ত করালদর্শন দশাননের প্রবল ভুজপীড়নে নিপীড়িত হইয়াই কি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন ? না এই সুগভীর সাগরমধ্যে পতিত হইয়া কালের শরণ লইলেন। হায় ! সেই পতিব্রতা পৃথিবীসুতা পাতিব্রত্যরূপ পরম ধর্ম্মের প্রতিপালনে যত্নবতী হইয়াই কি দুষ্ট দশাননের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন, না কোন করালকেশী নিশাচরীই তাঁহার সুকোমল অঙ্গলতিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। না না, সেই সহায়হীনা দীনা বিদেহনন্দিনী রামচন্দ্রের পূর্ণচন্দ্রনিভ পদ্মপলাস-নিন্দিত অমল মুখচন্দ্রমা অণুক্ষণ ধ্যান করিতে করিতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। না হয়, "হা রাম ! হা লক্ষ্মণ ! হা রঘুনাথ ! হা ভগবতী বসুন্ধরে !" হাহাকার রোদন করিতে করিতেই কোমল প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আবার

রাবণ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কোন নিভৃত স্থানে তাঁহারে লুক্কা-য়িত রাখিয়াছে, আর তিনি পিঞ্জরস্থিতা শারিকার ন্যায় অনিবার নয়নবারি বিসর্জন করিতেছেন। আহা! যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, রাজর্ষি জনকের কন্যা এবং ত্রিলোক-শরণ্য মহাত্মা দাশরথির সহধর্ম্মিণী, এই শ্বাপদাকীর্ণ নগরে অবস্থান করিয়া এবং দিবানিশি এই সমস্ত বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসীকুল নিরীক্ষণ করিয়া, জানি না, তাঁহার সেই লাবণ্যময়ী অমল মুখকান্তি, প্রভাতে চন্দ্র-কলার ন্যায় কতই বা শোচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে। হায়! "জানকী জীবিতই আছেন, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, অথবা তিনি অসহ্য বিরহবেদনা সহিতে না পারিয়াই দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, কি করালবদনা রাক্ষসীরাই তাঁহার রসাল মাংসখণ্ড, খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে," এ শোকাবহ সংবাদ আমি এখন কি রূপে কোন্ প্রাণে গিয়া সেই সীতানাথের কর্ণগোচর করিব। হায়! আমার এত যত্ন, এত প্রয়াস সমুদায় নিষ্ফল হইয়া গেল, এই সুবি-স্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন, এই দুষ্প্রবেশ লঙ্কাপুরী প্রবেশ, রাক্ষস দর্শন, আমার কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। কেবলমাত্র সুগ্রীব নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়া তাঁহার ক্রোধানলই প্রজ্বলিত করিলাম। হায়! এ শোকাবহ সংবাদ রামের কর্ণগোচর করিলেও দোষ, আর না করিলেও দোষ; আমি এখন উভয় সঙ্কটে পড়িলাম, কি করি, কিছুই স্থিরতর করিতে পারিতেছি না। যদি আমি জানকীর

উদ্দেশ না লইয়া কিস্কিন্ধায় উপস্থিত হই, তাহা হইলে, কাল বিলম্ব অপরাধে সুগ্রীব অবশ্যই সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন, এবং এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলে আর্য্য রামও আর কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। হায়! তাঁহাকে দেহ ত্যাগ করিতে দেখিয়া, তদীয় একান্ত অনুরক্ত লক্ষ্মণও তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হইবেন। শুনিয়াছি, আর্য্য ভরত নিতান্ত ভ্রাতৃবৎসল, রাম লক্ষ্মণের মৃত্যু সংবাদ পাইলে তিনিও যে জীবিত থাকিবেন, বিশ্বাস হয় না। শত্রুঘ্নও আবার ভরতের অনুগত, সুতরাং একের মৃত্যু উভয়কেই গ্রাস করিবে। এদিকে তনয়দিগকে কালকবলে পতিত দেখিয়া, আর্য্যা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী, ইহাঁরা "হা হতোস্মি" বলিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় অমনি ভূতলে পতিত, মুর্চ্ছিত ও পরিশেষে প্রবল পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বদুঃখহরা মহা নিদ্রাকেই আশ্রয় লইবেন, এবং রাজপুরীর তাদৃশী মহতী দুর্গতি নিরীক্ষণ করিয়া পুরবাসীরাও যে জীবিত থাকিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি?

আবার এদিকে পরম উপকারী মিত্রের দুর্নিবার বিরহ বেদনায় অধীর হইয়া মিত্রবৎসল কপিরাজ সুগ্রীব দেহ ত্যাগ করিবেন। তাহার বিরহে তপস্বিনী রুমা ও আর্য্যা, তারাও আর অধিক কাল বাঁচিবেন না। যুবরাজ অঙ্গদ একেইত পিতৃশোকে মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, ইহার পর আবার মাতৃশোক ও পিতৃব্যশোক

উপস্থিত হইলে শোকে শোকে তিনি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। ভর্তৃমরণ দুঃখে দুঃখিত হইয়া অনাথ বানরগণ দিবানিশি মস্তকে তল-প্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত করিবে। তাঁহার আশ্রিত শাখা-মৃগেরা অনাথ হইয়া সর্ব্বদা " হা নাথ ! " বলিয়া রোদন করিতে থাকিবে, বন, উপবন, শৈল ও গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া কেহ আর সানন্দে ক্রীড়া করিবে না। স্বামী শোকে অধীর হইয়া পুত্র কলত্র সহ কেহ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে সম বিষম স্থানে পতিত হইয়া দেহ বিসর্জন করিবে। এবং কেহ " হানাথ ! " বলিয়া বিষ পান; কেহ " হায় কি হইল ! " বলিয়া উদ্বন্ধন; কেহ " এ পাপ দেহে আর প্রয়োজন কি " বলিয়া অগ্নি প্রবেশ; ও কেহ কেহ " শূন্য কিস্কিন্ধায় থাকিয়া আর ফল কি, " বলিয়া উপবাস বা শস্ত্রাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে জীবন বিসর্জন করিবে। অত-এব আমি আর কিস্কিন্ধায় যাইব না, জানকীর অন্বে-ষণ না করিয়া আমি আর কিস্কিন্ধানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিব না। করিলে, ইক্ষ্বাকুকুল এই রূপে ধ্বংশ ও এই রূপে বানরকুলও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আহা ! সেই জগদেকবীর আর্য্য রাম ও মহাত্মা লক্ষ্মণ এত কাল আমার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াই জীবিত আছেন, আমার মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলে, কুঠারচ্ছিন্ন তাল তরুর ন্যায় তাঁহারা অমনি পতিত ও

সুদীর্ঘ বিরহ বেদনায় ব্যথিত হইয়া নিশ্চয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। অতএব এমন অবস্থায় আমি আর কিস্কিন্ধায় যাইব না, আমি এই লঙ্কা নগরীর কোন বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া স্বয়ম্পতিত ফলে কায়ক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিব। পবিত্র সাগর-তটে চিতা প্রস্তুত করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে আত্ম সমর্পণ করিব, অথবা প্রায়োপবেশন করিয়াই এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমার এ পাপ দেহ শৃগাল কুক্কুরেরা খণ্ড খণ্ড করিয়া মহা আমোদে ভক্ষণ করিবে। অথবা আমি এই সুগভীর সাগরসলিলে প্রবেশ করিয়া নিষ্ফল দেহের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব, বা তাপসবৃত্ত অবলম্বন পূর্ব্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়াই থাকিব। ফলতঃ সেই অসিতনয়না আযোনিসম্ভবা অবনীসুতাকে দেখিতে না পাইয়া এ স্থান হইতে আমি আর কুত্রাপি পদার্পণ করিব না।

হনূমান্ দুঃখাবেগে মলিন বদনে মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন; ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সাহসপূর্ণ হৃদয়ে সহসাসম্ভূত প্রবল [illegible] যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি অসীম ক্রোধাবেগে অধীর হইয়া সুদীর্ঘ ললাট পট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক আরক্ত লোচনে দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে করিতে মনে মনে আবার কহিতে লাগিলেন; রে দুরাত্মা দশানন! রে রাক্ষসকুলাধম রাবণ! হলাহল কালকূটপান করিয়া তুই কি সুখেই নিদ্রা যাইতে-

ছিস্! মহানিদ্রা যে করালমুখ বিস্তার করিয়া তোর সম্মুখে আসিতেছে, তাহা কি দেখিয়াও দেখিতেছিস্ না, অদ্য বীর পবনাত্মজের প্রবল বৈরানল প্রজ্বলিত হইয়া তোর সমগ্র লঙ্কা নগরী ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে, অদ্য আমি সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তোকে সবংশে বিনাশ করিয়া রক্তস্রোতে পৃথিবীর উত্তাপ নিবারণ করিব। অথবা যেমন যাজকেরা পশুকে বন্ধন করিয়া পশুপতির নিকট লইয়া যায়, সেইরূপ অদ্য আমিও তোকে বন্ধন করিয়া সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক অদ্য রামের সন্নিধানে লইয়া যাইব। আর্য্য, জানকীর বিরহানলে নিতান্তই উত্তপ্ত আ[illegible], তোর রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইলে তদীয় উত্তাপ [illegible]ই নির্ব্বাপিত হইবে।

সীতার অদর্শনে সুধীর হনূমান্ এইরূপ নানা প্রকার আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কাতর চিত্তে কোন ভাবই অধিক কাল স্থায়ী হইল না। তিনি জানকীর অন্বেষণ করিতে না পারিয়া শোকে আবার অভিভূত হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন, আমি যতকাল তাঁহারে দেখিতে না পাই, ততক্ষণ এই লঙ্কা নগরীর মধ্যেই পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিব। এই বলিয়া তিনি সাদর নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; নগরীর এক পার্শ্বে নানাবিধ দ্রুম-বিদ্রুম বিভূষিত, যেন শোকনাশক অশোক বন শোভা পাইতেছে। দেখিয়া তাঁহার শোকাকুলচিত্ত যেন কথঞ্চিৎ সুস্থ

হইল, মনে করিলেন; কৈ? আমি এখানে ত আর্য্যার অনুসন্ধান করি নাই। চিত্তই শুভাশুভ কার্য্যের পথ প্রদর্শক, এই স্থান দেখিয়া আমার চিত্ত যে রূপ প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে আমি যেন এবারে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব অতএব আমি এই স্থানেই তাহার অন্বেষণ করিব, এবং রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়া দেবগণ যেমন সরলমতি তাপসদিগকে তপঃসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমিও সেই পৃথিবীসঞ্চারিণী চন্দ্রকলা আর্য্যা জানকীরে রামের হস্তে অর্পণ করিব।

এই বলিয়া মহাবীর, সেই জগদেকবীর মহাত্মা রাম, লক্ষ্মণ, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, রুদ্রদেব, অশ্বিনীকুমার-যুগল, বসুগণ ও মরুদ্গণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন, পরে কপিরাজ সুগ্রীবের পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক অশোকবনে গমনের অভিলাষ করিলেন; এবং ভাবিলেন; অশোকবন অতিপবিত্র স্থান, তথাকার পাদপ সকল খনন সেকাদি সংস্কারে এরূপ সুসংস্কৃত, যেন তৃণাদি পতনাশঙ্কায় ভগবান্ পবনদেবও তথায় বেগে প্রবাহিত হইতে পারেন না। তথায় রক্ষক সকল খড়্গহস্তে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। রাজাজ্ঞা ব্যতীত সাক্ষাৎ কৃতান্তও বোধ হয় তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমি যখন দৃষ্টির অবিষয়ীভূত হইবার জন্য দেহ এই রূপ সঙ্কুচিত করিয়াছি, তখন বোধ করি তথায় প্রবেশ করিতে আমি অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব। এই বলিয়া তিনি সজল নেত্রে

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সকরুণে কহিতে লাগিলেন; হে সিদ্ধিপ্রদ ভগবান্ চতুরানন! হে বজ্রপাণি দেবরাজ! হে পাশধারী বরুণ! হে সোমদেব! হে আদিত্যদেব! হে পূজ্যপাদ পিতৃদেব! নৃশংস রাবণ নিতান্ত জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিলোকবিখ্যাত আর্য্য দশরথাত্মজের সহধর্ম্মিনী জানকীরে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে; আপনারা কৃপা করিয়া এই করুন, যেন আমি সেই কুন্দনিন্দিত-দশনা পদ্মপলাসনয়না সুহাসিনী সুনাসা সীতা সতীর নির্ম্মল চরণ দুখানি দর্শন পাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহাবল হনূমান্ শোকাকুল হৃদয়ে একমনে অমরগণের নিকট এইরূপ প্রার্থনা এবং অদূরে বাসন্তী কুসুমশোভা-পরিশোভিত শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, অশোক, উদ্দালক ও নাগকেশর প্রভৃতি অনতিদীর্ঘ পাদপরাজির অনুপম শোভা সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া, জ্যাবিমুক্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় সেই অশোক বাটিকায় গমন করিলেন, এবং প্রবেশিয়া দেখিলেন; কলকণ্ঠ কোকিল কুলের কল নিনাদে উহার চতুর্দ্দিক নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে। মত্ত ময়ূরকুল অকুতোভয়ে চারি দিক্ বেড়াইতেছে, মধুকরেরা মধুপানে

উন্মত্ত হইয়া, গুণ গুণ রবে ইতস্ততঃ গান করিতেছে, এবং কুরঙ্গকুল দলে দলে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। হনূমান্ সেই কুরঙ্গনয়নার অন্বেষণার্থ তথায় প্রবেশ করিয়া, সুখপ্রসুপ্ত পক্ষি সকলকে প্রবোধিত করিলেন। তাহারা তদীয় গতি-বেগে প্রবোধিত হইয়া সভয়ে ইতস্ততঃ উৎপতিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের পক্ষবাতে বিকম্পিত হইয়া বৃক্ষ-গণ নিজ নিজ পুষ্পসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পবনকুমার তৎকালে সেই সেই কুসুম সমুহে অবকীর্ণ হইয়া অশোক বাটিকার মধ্যগত পুষ্পময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় দৃশ্যমান হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন, দেখিয়া বোধ হইল, বসন্তই যেন মুর্ত্তিমান্ হইয়া চতুর্দ্দিকে নিজ শোভা সমৃদ্ধি অবলোকন করিতেছে। হনূমানের গতিবেগে নিপতিত নানাবিধ পুষ্পমালায় সমা-চ্ছন্ন হইয়া বসুমতী যেন তৎকালে বিভূষিতা প্রমদার ন্যায় এবং ফল পুষ্প-পরিশূন্য পাদপ রাজিও যেন ঐ সময়ে বস্ত্রাভরণ-বিযোজিত ধূর্ত্তের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং তদীয় লাঙ্গূল, বাহু ও পাদ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তৎকালে সেই শোভাময়ী অশোক বাটিকাও যেন আলুলা-য়িতকেশা বিগতবিলেপনা নখদন্তাঙ্কিতা রূপবতী যুব-তির ন্যায় শোভাবিহীন হইয়া পড়িল।

যেমন বর্ষাগমে সমধিক প্রবল হইয়া পবনদেব বেগপ্রভাবে মেঘাবলীকে আকর্ষণ করেন, তাঁহার আত্মজও তদ্রূপ অশোকবনস্থিত লতাবলী আকর্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে

লাগিলেন। তিনি তথায় বিচরণ করিতে করিতে বিচিত্র মণিময়, রমণীয় রজতময় ও কমণীয় কাঞ্চনময় ভুবিভাগ এবং কোন স্থানে মহামুল্য মণিসোপান বিভূষিত সরোজ-বিরাজিত সুনির্ম্মল জলাশয় সকল সাদরে নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ সমস্ত সরোবরের তীর ভূমিতে মণিমুক্তা প্রবাল সকল সিকতারূপে বিরাজিত ও অনতিদীর্ঘ হেমময় মহীরুহ সকল সুশোভিত রহিয়াছে। চক্রবাক্ সকল সুখে বিচরণ করিতেছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমেরা তন্মধ্যে সানন্দে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোন স্থানে সুধারসবৎ সুপেয় সলিল-সম্পন্ন সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, তাহার তীরে শত শত শাল, তাল, তমাল, প্রভৃতি পাদপ-রাজি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। বৃক্ষ সকল কোথাও লতাজালে অবনত, কোথাও কুসুমমালায় সমাচ্ছন্ন এবং সলিলরাশি কোথাও তরুগুল্মে সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে করবীর যেন বিস্ময়স্তিমিত সহস্র নেত্র উন্মী-লন করিয়া তাহাদের শোভা সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত সুরম্যভাব সাদরে দর্শন করিয়া, পবনকুমার পরে বহুকূটমণ্ডিত বিচিত্রকূট পর্ব্বতশোভা অবলোকন করিলেন; তথায় পবিত্র শিলাগৃহ সমস্ত বিরাজিত, জগতীতলে পরম রমণীয় অপূর্ব্ব পাদপরাজি সুশোভিত ও মেঘসঙ্কাশ সুমহৎ শিখর সকল যেন গগণতল ভেদ করিয়াই উত্থিত হইয়াছে। কোন কার্য্যবশত প্রণয়কোপের বশবর্ত্তিনী হইলে, প্রণয়িণী যেমন স্বামীর অঙ্ক হইতে উৎপতিত

হয়, সেইরূপ স্রোতস্বতীও যেন ক্রোধে অধীর হইয়া পর্ব্বতের ক্রোড় হইতে সবেগে নিপতিত হইতেছে এবং সখীগণ যেমন ক্রোধ-নিঃসারিতা প্রমদাকে বাহু দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া নিবারণ করে, বৃক্ষাবলীও তদ্রূপ জলনিমগ্ন নিজ শাখাগ্রভাগ দ্বারা বেগপতিতা স্রোতস্বতী নদীকে যেন গমনে অবরোধই করিতেছে, সুতরাং সখীজনের অনুরোধে সুপ্রসন্ন হইয়া মানিনী নায়িকা যেমন পুনরায় নায়কের সমীপে সমাগত হয়, সেইরূপ প্রবাহিত জলরাশিও বৃক্ষাগ্রে প্রতিহত, সুতরাং সখীজনে সমাদৃত হইয়াই যেন পুনরায় পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতেছে।

অনন্তর হনূমান্ তাহার অদূরে অকৃত্রিম ও কৃত্রিম দীর্ঘিকা সকল সাদর নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ সমস্ত সুদীর্ঘ দীর্ঘিকার জল সরোজদলে সুবাসিত ও জলচর বিহগদলে অনবরত আলোড়িত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কৃত্রিম কানন কুসুম রূপ শুভ্র হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া যেন কুবের কাননকেই উপহাস করিতেছে। অদূরে কুরঙ্গদল অকুতোভয়ে সানন্দে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার স্বহস্তনির্ম্মিত বহুবিধ প্রাসাদ স্থানে স্থানে পরিশোভিত, পাদপরাজি রসাল ফলপুষ্পে অবনত এবং ছত্রাকার সুবর্ণময়ী বেদী সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। বিচক্ষণ হনূমান্ তথায় লতাপ্রতানোদ্ভাষিত, যেন সুবর্ণময় বহুপর্ণ একটী শিংশপা বৃক্ষ অবলোকন করিলেন। তাহার চারি দিক্ সুবর্ণময়ী বেদিকা

সমূহে পরিবেষ্টিত। হনূমান্ তাদৃশী অতুল্য উদ্যানশোভা ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতপ্রস্রবণ অবলোকন করিয়া পরে অপর কতকগুলি সুবর্ণের সুচারু তরু শোভা সাদরে দর্শন করিলেন। সুমেরু পর্ব্বতে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যদেব যেমন সমধিক প্রতিভা সম্পন্ন হন, ঐ সমস্ত স্বর্ণময়ী বৃক্ষপ্রভায় তৎকালে হনূমান্‌কেও তদ্রূপ প্রভান্বিত বোধ হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলে ঐ সমস্ত কাঞ্চনময়ী পাদপ শ্রেণী আন্দোলিত ও ফলে ফলে আহত হওয়ায়, যেন শত শত কিঙ্কিণীধ্বনিই সমুত্থিত হইয়াছে। হনূমান্ চতুর্দ্দিকে এই রূপ অপরূপ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং সেই সুপুষ্পিত তরুণাঙ্কুর-পল্লবান্বিত শিংশপা বৃক্ষে অধিরোহণ পূর্ব্বক রামদর্শনোৎসুকা দুঃখার্ত্তা রাজনন্দিনীর অন্বেষণ করিবেন, মনে করিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন;— এই অশোককানন পরম রমণীয়, চম্পক চন্দন ও বকুলকুলের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে; ইহার এক দিকে সরোজ-শোভিত বিচিত্র সরোবর, অপর দিকে অসীম শোভা সমৃদ্ধি সম্পন্ন অনুপম উদ্যান বাটিকা, দেখিলে যেন শোকাকুল চিত্তেও সুস্নিগ্ধ শান্তিরসের উদ্রেক হয়। আর শুনিয়াছি, রাজমহিষী আর্য্যা জনকনন্দিনীও উদ্যান ভ্রমণে বিলক্ষণ পটু, বিশেষতঃ এক্ষণে তিনি রামবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তিনি যেখানেই কেন না থাকুন, বনবিহারসুখ-লালসায় এখানে অবশ্যই একবার

আগমন করিবেন। শুনিয়াছি সেই কুরঙ্গনয়না বনচর কুরঙ্গ-দিগের সহিত বিচরণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন, এজন্যও বোধহয় তিনি অবশ্যই এস্থানে একবার আসিবেন। অথবা এই স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী নদীতে সন্ধ্যাবন্দণার্থ বা অবগাহনার্থ অবশ্যই একবার আগমন করিবেন। এইরূপ অবধারণ করিয়া হনূমান্ সেই পুষ্পিত ঘনপল্লব শিংশপা বৃক্ষের এক প্রান্তে বিলীন হইয়া অপার দুঃখের সহিত সেই অযোনিসম্ভবা অবনীসুতার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর তিনি ঐ পাদপ হইতে জানকী দর্শন লালসায় একবার অধোভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে সাদরে চারি-দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত কানন তৎকালে তদীয় নয়নপথে যুগপৎ প্রকাশমান হইল। সমস্ত পাদপ-রাজি বাসন্তী লতায় জড়িত হইয়া যেন নায়িকাসঙ্গমে নায়কের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সুরভি পুষ্পপরাগ মিশ্রিত সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে সমস্ত বনবিভাগ আমোদিত, ও কলকণ্ঠ কোকিলকুলের কল নিনাদে চারি দিক নিনাদিত, শুনিলে যেন শ্রবণপিপাসা উত্তরোত্তর বল

বতী হইয়া উঠে। উহার কোন স্থানে উৎপলকুলশোভিনী, যেন শোভাময়ী সরসী, মারুতহিল্লোলে অনবরত তরঙ্গিত হইতেছে, কোন স্থানে দ্বিতল, কোন স্থলে ত্রিতল ও স্থলান্তরে সপ্ততল প্রাসাদমালা শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর তলভূমি বিচিত্র আস্তরণে সমাবৃত, ও পাদপ সকল সর্ব্বকালপ্রসূত রসাল ফলপুষ্পে আনমিত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠা যেন প্রকাশ করিতেছে, স্থানে স্থানে অশোক তরু বিকসিত হওয়ায়, বোধ হয়, অশোক-সুকুম লক্ষ্মী, অবনীতলস্থ সমস্ত অশোক কুসুম পরিত্যাগ করিয়া দশানন ভয়ে যেন তদীয় অশোক কাননেই মুর্ত্তিমতী হইয়া দিবানিশি বিরাজ করিতেছে। ফলতঃ ঐ অশোকবনে ইতস্ততঃ যাহাই প্রত্যক্ষ করা যায়, সকলেই তত্তৎশোভালক্ষ্মী দ্বারা বিভূষিত। হনূমান্ সাদর নেত্রে সেই সুরম্য কাননের শোভা লক্ষ্মীকে চারি দিক নিরীক্ষণ করিলেন কিন্তু জানকীলক্ষ্মীকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর তিনি ঐ অশোক বাটিকার এক প্রান্তে একটি উপবন দেখিতে পাইলেন; তথাকার পাদপ সকল নিবিড় পত্রে পরিশোভিত হইয়াও বসন্তাগমে উৎফুল্ল বিহগকুলের অনবরত পতন বেগে যদিচ সম্প্রতি পত্রশূণ্য হইয়াছে তথাপি ঐ সমস্ত পক্ষিদিগের পক্ষতি দ্বারা আবার পত্র বিশিষ্টের ন্যায়ই যেন প্রকাশমান হইতেছে। স্থানে স্থানে অশোক তরু সকল, মুলদেশ পর্য্যন্ত পুষ্পভারে আক্রান্ত

হওয়ায়, যেন শাখারূপ বাহু দ্বারা ধরাতল স্পর্শ করিতেছে, তথায় বহুসংখ্য কুসুমিত কর্ণিকার, কিংশুক, পুন্নাগ, সপ্ত-পর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক প্রভৃতি পাদপরাজি পুষ্পশোভায় বিভূষিত হইয়া যেন মূর্ত্তিমতী উদ্যান লক্ষ্মীকে দেখাই-তেছে। ঐ সকল পাদপের মধ্যে কতকগুলি সুবর্ণবর্ণ, কতকগুলি অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল এবং অপর কতকগুলি নীলাঞ্জনবৎ নীলবর্ণ। তথায় সহস্র সহস্র সুদৃশ্য, যেন শোকনাশক অশোক বৃক্ষ সকল অচিন্ত্য দিব্য শোভায় বিভূষিত হইয়া দেবোদ্যান নন্দনকানন ও চৈত্ররথ নামক কুবেরকাননের দিব্য শোভাও যেন বিস্তার করিতেছে। ঐ সমস্ত তরুর তরুণ পুষ্প সকল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল-ভাবে প্রকাশমান হওয়ায়, ঐ প্রদেশ যেন দ্বিতীয় আকাশ-তলের ন্যায় এবং শত শত কুসুম রত্নে পরিব্যাপ্ত থাকায় পঞ্চম রত্নাকরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। কলকণ্ঠ কোকিলকুলের কল নিনাদে চারিদিক্ আমোদিত হই-তেছে। এবং অনতিদীর্ঘ পাদপ সকল রসাল ফল ভরে অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ স্থানে কুরঙ্গগণ অকুতোভয়ে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াই তেছে; এবং সুরভি পুষ্পপরাগ সহ মলয় সমীরণ মৃদু মন্দ হিল্লোলে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। ফলতঃ ঐ উপকানন যেন শোভা সমৃদ্ধিতে দ্বিতীয় গন্ধমাদন শৈলের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

অনন্তর অঞ্জনাতনয় ঐ উদ্যান বাটিকার অনতিদূরে

অসীম শোভা সমৃদ্ধি সম্পন্ন অপূর্ব্ব এক প্রাসাদ অবলোকন করিলেন। ঐ প্রাসাদ শত শত হিরক মণ্ডিত হেমময় আধার স্তম্ভে পরিশোভিত, বর্ত্তুলাকার ও কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ। উহার সোপানমালা প্রবাল নির্ম্মিত ও চতুর্দ্দিকে রত্নময়ী অসংখ্য বেদিকা শোভা পাইতেছে। উহার উচ্চতা ও শোভাতিশয্য দেখিলে, বোধ হয়, সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ইন্দ্রনগরী অমরাবতীকে তিরস্কার করিবার জন্যই যেন গগণতল ভেদ পূর্ব্বক সুরালয়ে উত্থিত হইতেছে। হনুমান ঐ প্রাসাদের অসীম সৌন্দর্য্য লহরী দর্শন করিয়া উহার মূলদেশে সাদর নেত্রে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলেন; এক সাশ্রুনয়না, মলিনবসনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী বামকরে বাম গণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক দেহপ্রভায় সমস্ত অশোকবন উজ্জ্বল করিয়া যেন উন্মাদিনীর ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। ভীমমূর্ত্তি রাক্ষসীরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া, কখন নানাবিধ প্রলোভ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, কখন ভীম দর্প-মিশ্রিত লোমহর্ষণ তর্জন গর্জন পূর্ব্বক তাঁহার মন প্রাণ যেন সমধিক আলুলায়িত করিতেছে। অনাহারে তাঁহার শরীর জীর্ণ, যেন চিন্তারূপিণী প্রবল বহ্নিশিখায় তাঁহার অমল মুখকান্তি শুষ্ক হইয়াগিয়াছে, তিনি কখন দীন নয়নে মলিন বদনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কখন সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিয়া যেন হৃদয়স্থ কোন প্রিয় বস্তুর অনুধ্যান করিতেছেন।

হনূমান্ সেই অনবদ্যাঙ্গীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লহরী সাদরে নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন; একি! একি চন্দ্রকলা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ চন্দ্রমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া একাকিনী এক মনে এইরূপে প্রাণপতির অনুধ্যান করিতেছে? একি মেঘ-সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতা, অধুনা মেঘ বিরহে অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া নির্জ্জনে এইরূপে নয়নাম্বু সম্বর্দ্ধন করিতেছে? না স্বর্ণলতা, আশ্রয় তরুর বিয়োগ দুঃখে কাতরা হইয়া একাকিনী এইরূপে শোক সাগরে ভাসিতেছে? আহা! ধূলায় অবলুণ্ঠিত হওয়ায় ইহাঁর শারীরকান্তি যেন সর্ব্বথা ধূমজাল-বেষ্টিতা বহ্নিশিখার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং সরোজবিহীনা সরসীর ন্যায় ইহাঁর দেহপ্রভাও যেন পূর্ব্ববৎ স্ফুর্ত্তি পাইতেছে না। আহা! এই অশরণা মলিনবেশা দীনা ক্ষীণা রমণী যেন শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া দূরগত প্রিয় জনের অনুধ্যান করিতেছেন, কখন প্রিয়তমকে দেখিবার নিমিত্ত সাদর নেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন; কিন্তু যেন দেখিতে পাইতেছেন না, চতুর্দ্দিকে কেবল মাত্র রাক্ষসীকুল নিরিক্ষণ করিয়া আকুলমনে অমনি সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুক্কুরী-পরিবেষ্টিতা যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গীর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন। দেহে আভরণ নাই; মলিন বেশ, কৃষ্ণসর্পীর ন্যায় এক মাত্র নীল বেণী কেবল পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছে। নয়নযুগল

হইতেও দরদরিত ধারে বারিধারা পড়িতেছে, যেন অন্য-মনস্কা উন্মাদিনীর ন্যায় দিবানিশি প্রিয় জনের অনুধ্যান করিতে করিতে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। সুগভীর মহাসমুদ্র, প্রবল বায়ুযোগে অনবরত পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গ লহরী বিস্তার করিতেছে, চতুর্দ্দিকে জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না, সময়ে সময়ে ভীষণ অজগরেরা ক্রোধভরে ঘোরতর বিষাগ্নি বমন করিতেছে, নাবিক নাই, ক্ষেপণী নাই, কূলও নাই, সেই অপার সাগরমধ্যে একখানি নিরাশ্রয়া তরণী তরঙ্গযোগে একবার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, আরবার অধোভাগে পতিত হইয়া যেন নিমগ্নপ্রায় হইতেছে; আহা! এই ত্রিভুবনলক্ষ্মী লাবণ্যময়ী ললনাকে দেখিয়া, আমি যেন অবিকল সেই ভাবটীই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এই বলিয়া সুধীর হনূমান্ অপার দুঃখের সহিত মনে মনে আবার ভাবিতে লাগিলেন; অহো! বুঝি ইনিই সেই জগদেকবীর আর্য্য রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইবেন, দুর্দ্দান্ত দশানন মৃত্যুমোহে পড়িয়া বুঝি ইহাঁকেই হরণ করিয়া আনিয়াছে; এই লাবণ্যময়ীর অলোকসামন্য সৌন্দর্য্য-মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়াই বুঝি, এতাদৃশ দুঃসাহসের কার্য্যে দুরাত্মার অভিরুচি জন্মিয়াছিল। হায়! এই চন্দ্রাননার চন্দ্রানন শারদীয় পূর্ণ চন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক আনন্দকর, ভ্রূযুগল কেমন ঈষৎ বঙ্কিম, গলে নীলকান্ত মণির সন্নিধান বশতঃ কণ্ঠদেশ নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশ অপে-

ক্ষাও কেমন সুচিক্কণ নীল বর্ণ দেখাইতেছে! অধরোষ্ঠ যেন সুপক্ক বিম্বফল অপেক্ষাও সমধিক লোহিত ও সুগঠিত, দেখিলে বোধ হয়, সাক্ষাৎ কমলাই যেন বনবিহার-সুখলালসায় বৈকুণ্ঠ নগরী পরিত্যাগ করিয়া সামান্য অশোককানন আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাঁর এইরূপ দেহ-প্রভা, এইরূপ অপরূপ রূপ, এইরূপ অলোক সামান্য লাবণ্যমাধুরী অবলোকন করিয়াই পাপমতি দশাননের মতিভ্রম ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই। আহা! এই দেবী অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া এখন তাপসীর ন্যায়, ত্রিলোকশরণ্য আর্য্য রাচন্দ্রের সহধর্ম্মিনী হইয়াও, দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ সম্প্রতি দীনা অশরণা কামিনীর ন্যায় ধরাতলশায়িনী হইয়া নাগেন্দ্রবধূর ন্যায় পুন: পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। ইহাঁর রূপ নিতান্ত রমণীয় হইলেও আবার অনন্তবধূর ন্যায় যখন দুষ্প্রধৃষ্য দেখাইতেছে, তখন বোধ হয়, দুরাক্রমণীয় রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার জন্যই ইনি লঙ্কা পুরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহাঁর কোপে পড়িয়া লঙ্কা নগরী অবশ্যই অভিনব বৈধব্য বেদনা উপভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। আহা! ধূমজালে সমাকীর্ণা হইলে, বহ্নিশিখা যেমন সমধিক দীপ্তিমতী হয় না, শোকে শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া ইহাঁর দেহপ্রভাও তদ্রূপ স্বাভাবিকী শোভা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সত্য; কিন্তু পাতিব্রত্য রূপ উগ্র তেজঃ যেন সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া সমভাবেই ইহাঁর সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রহি-

য়াছে। যেমন অর্থসন্দেহবতী স্মৃতির শোভা থাকে না, ধর্ম্মানুসারে পালিতা ঋদ্ধি অন্যায় পূর্ব্বক অন্যের হস্তগত হইলে যেমন নৈসর্গিকী শোভা প্রকাশ করিতে পারে না, নাস্তিক বুদ্ধিযুক্তা শ্রদ্ধা যেমন বিকাশ পায় না, বিষয়ের অলাভে প্রতিহতা আশা, সবিঘ্না সিদ্ধি, রাগ দ্বেষবতী বুদ্ধি বা আরোপিত কলঙ্ক-দূষিতা কীর্ত্তি যেমন শোভা পায় না; সম্প্রতি রামসেবার প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে বলিয়া ইহাঁর নৈসর্গিকী শোভাও যেন তদ্রূপ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আহা! রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, রাজর্ষিজনকের আত্মজা ও জগৎশরণ্য মহাত্মা দাশরথির সহধর্ম্মিণী হইয়া, জানিনা, ইনি এক্ষণে কিরূপে এই সমস্ত রাক্ষসকৃত বিপৎ পরম্পরা সহ্য করিতে ছেন। ইহাঁর অঙ্গে আর অধিক আভরণ নাই, বিরহানলে মন প্রাণ সতত উত্তপ্ত ও মুখমণ্ডল নিয়ত অবসন্ন রহিয়াছে। সংস্কারাভাবে সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা মলিন, ও নীলোৎপলনিন্দিত নেত্রযুগল হইতে নিরন্তর নীরধারা বহিতেছে। সজল জলদাবৃত হইলে, শশাঙ্করেখার যেমন রূপমাধুরী লক্ষিত হয় না, বিয়োগজনিত শোক মেঘে আবৃত থাকায় ইহাঁর দেহ প্রভাও তদ্রূপ মলিন হইয়া গিয়াছে।

এইবলিয়া সজল নেত্রে হনূমান্ মুহুর্ম্মুহু আর্ত্তনাদ করিতেলাগিলেন। কার্শ্য ও মালিন্যাদি দোষে দূষিত অঙ্গ দর্শনে এবং পূর্ব্ব দর্শনাভ্যাস জনিত সংস্কারের অভাবে

তাঁহার মনে " ইনি জানকী, কিনা " এক একবার এরূপ সন্দেহও উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু অবগাহন ও অনু-লেপন প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গসংস্কার কিছুই ছিল না, এজন্য অর্থান্তরগতা বাণীর ন্যায় সীতা বলিয়াও কথঞ্চিৎ প্রতীতি হইতে লাগিল। অনন্তর সুধীর হনূমান্ নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক দ্বারা পরিশেষে সেই শ্বেতসরোজ-নিন্দিত-নয়না নিরাশ্রয়া দীনা রমণীকে জানকী বলিয়াই স্থির করিলেন, এবং আর্য্য রাম, তাঁহার অঙ্গে যে সকল অলঙ্কার আছে, বলিয়া পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত অঙ্গ-শোভাকর রমণীয় অঙ্গাভরণ সাদরে অতিনিপুণ ভাবে দেখিতে লাগিলেন, ভাবিলেন; ইহাঁর কর্ণযুগলে এই যে হিরকাঞ্চিত হেমময় কুণ্ডল ও সুনির্ম্মিত কর্ণি-কার দুলিতেছে, করকমলে এই যে মনিবিদ্রুম-বিরচিত অপূর্ব্ব ভূষণ প্রকাশ পাইতেছে, রাম যেরূপ কহিয়া-ছিলেন, দেখিতেছি, এসমুদায় আভরণও অবিকল সেই রূপ। রামনির্দ্দিষ্টের মধ্যে যে সকল অলঙ্কার ইহাঁর অঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, বোধ হয়, তাহা ঋষ্যমুক পর্ব্বতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু হইলেও অবশিষ্ট যে দুই একখানি অলঙ্কার ইহাঁর গাত্রে লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে রামবাক্যের সহিত কিছুমাত্র বিসম্বাদ দেখা যাইতেছে না। আর হরণকালে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বানরেরা কনকসূত্র-নির্ম্মিত পীতবর্ণ যে উত্তরীয় বসন বৃক্ষাসক্ত দেখিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, নিশ্চয় ইহাঁরই

উত্তরীয়, কারণ, ইঁহার পরিধেয় বসন যদিও চিরগৃহীত ও পুনঃ পুনঃ মৃদিত হওয়ায় ক্লিষ্ট ও মলিন হইয়া গিয়াছে, তথাপি যেন সেই উত্তরীয় বসনের সহিত সর্ব্বথা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ এই অসিতে-ক্ষণাকে নিরীক্ষণ করিলে, বোধ হয় ইনি যেন প্রিয় জনের বিরহদুঃখে কাতরা হইয়া অনন্য মনে তাঁহাকেই অনুধ্যান করিতেছেন; অতএব এই সমুদায় কারণে নিঃসন্দেহ ইনিই সেই রামহৃদয়-বিলাসিনী সাক্ষাৎ কমলা রূপিণী আর্য্যা জানকী, ইহাঁর জন্যই আর্য্য রাম এক্ষণে কারুণ্য (১) আনৃশংস্য (২) শোক (৩) ও মদন (৪)

---

(১) পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী অপহৃতা ও পর-পীড়িতা হইলেন, আমি জীবিত থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, এই বলিয়া রামের মনে কারুণ্য রসের উদ্রেক হইতেছে।

(২) হায়! বন গমন সময়ে জানকী অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া আমার শরণ লইলেন, কিন্তু আমি তাঁহারে শত্রুহস্ত হইতে ত্রাণ করিতে পারিলাম না, নিতান্ত নিশাচরের ন্যায় নিশ্চিন্তই থাকিলাম, মনে করিয়া শরণাগত-বৎসল রামচন্দ্রের মনে নৃশংস ভাবের আবির্ভাব হইতেছে।

(৩) হায়! আমার প্রাণসমা প্রিয়তমা জানকী নিহত হইলেন, এই ভাবিয়া তাঁহার অন্তরে শোক উপস্থিত হইতেছে।

(৪) এই সংসারে যতই প্রিয় বস্তু আছে, রামের পক্ষে সীতার সমান প্রিয়তম পদার্থ আর কিছুই নাই, তাঁহার ঐহিক সুখ সমস্ত

এই চতুর্ব্বিধ সন্তাপে তাপিত হইতেছেন। আহা! সেই আজানুলম্বিতবাহু, পদ্মপলাসনয়ন, সেই নবদূর্ব্বাদল শ্যাম আর্য্য রামচন্দ্রের যেরূপ ভুবনমোহন রূপ, এই অসিতেক্ষণা দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও রূপ লাবণ্যও তদনুরূপ। ইনি একমনে তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন, আর্য্য রামও ইহাঁকে হৃৎপদ্মাসনে বসাইয়া নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অতএব রাম ইহাঁর এবং ইনি যে রামের জীবনসর্ব্বস্ব, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আহা! জানি না, সম্প্রতি উভয়ের অভাবে কিরূপে কত ক্লেশেই বা উভয়ের জীবন রক্ষা পাইতেছে। আর্য্য রাম ইহাঁর অদর্শনজনিত প্রবল শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া অদ্যাপিও যে জীবিত আছেন, এবং ইনিও যে কায় ক্লেশে এখন পর্য্যন্তও প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, ইহা উভয়ের পক্ষেই দুষ্কর কার্য্য, সন্দেহ নাই। এইরূপে পবনকুমার উভয়ের প্রশংসা ও বহু যত্নের পর জানকীরে দর্শন করিয়া মনে মনে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন।

সীতাগত এবং মন প্রাণ সীতাতেই অনুরক্ত, এজন্য সীতাবিরহে তাঁহার উৎকট মদনাবস্থা উপস্থিত হইতেছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর সুধীর হনূমান্ সেই অসিতেক্ষণা অযোনিসম্ভবা অবনীসুতা সীতার গুণ কীর্ত্তন করিয়া গুণাভিরাম রামচন্দ্রের অলোকসামান্য কার্য্যকলাপ ও তদীয় পবিত্র মূর্ত্তি পুনর্ব্বার হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎ কাল পরে জলধারাকুল লোচনে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন; হায়! যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, যিনি রাজর্ষি জনকের কন্যা, বীর লক্ষ্মণ যাঁহার দেবর, জগদেকবীর মহাত্মা রাম যাঁহার স্বামী, সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অযোনিসম্ভবা অবনীসুতা আর্য্যা জানকীও যখন অতুল্য বৈভবে বঞ্চিত হইয়া, প্রথমে শ্বাপদসঙ্কুল নির্জন কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক তাপসোচিত ফল মূল মাত্রে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন, তৎপরে সেই সুখোচিতা সীতাও যখন এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া, শোকে শোকে একেবারে মৃত প্রায় হইলেন, তখন জগতে অপর কোন্ নারী, কোন্ কুলকামিনী আর সুখী হইবে। অথবা কালের প্রভাবই অতি আশ্চর্য্য! যাহা বাক্য, মন ও স্বপ্নের অগম্য, কালে তাহাও সহজেই সম্পন্ন হইতেছে। কালই সকলের

প্রভু, তাহার মহিমা উল্লঙ্ঘন করা স্বয়ং স্বয়ম্ভুর পক্ষেও অসাধ্য এবং এই চন্দ্র, এই সূর্য্য, এই সর্ব্বংসহা পৃথিবী, কাল প্রভাবে সকলকেই বিলয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

এই কালসর্পের করালদংশনে নিদারুণ বিচ্ছেদ বিষ উপভোগ করিয়াও যে আর্য্যা জীবিত আছেন, "সেই জগদেকবীর বিজ্ঞাতসার আর্য্য রাম একসময়ে অবশ্যই এ যন্ত্রণা নিবারণ করিবেন," এই আশালতার সুস্নিগ্ধ হিল্লোলই তাহার প্রকৃত নিদান। আহা! জলদাগমে দেবী জাহ্নবী যেমন অপর ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় উৎকটবেগশালিনী হন না, তদ্রূপ ইনিও এতাদৃশ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াও জীবন বিসর্জনে ত্বরান্বিত হন নাই। কেনই বা হইবেন, তাদৃশ অনুরূপ স্বামীর পুনর্ম্মিলন আশা না করিয়া কোন্ নারী জীবন বিসর্জনে অভিলাষ করেন, আর এতাদৃশা অনুরূপিণী ভার্য্যার পুনঃ সঙ্গম লালসায়, নিতান্ত ক্লেশে থাকিয়াও কোন্ পুরুষ জীবন বিসর্জনে কুণ্ঠিত না হন।

এই বলিয়া হনূমান্ মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার সেই আজানুলম্বিতবাহু রামরূপ ধ্যান করিয়া, জানকীর প্রতি সাদরে নেত্র পাত পূর্ব্বক সবিস্ময়ে কহিলেন; অহো! এই অসিতেক্ষণার জন্য মহারাজ বালি নিহত হইয়াছেন, এই সুকেশীর নিমিত্ত নিশাচর কবন্ধ নিপাতিত হইয়াছে, এই স্বর্ণলতার কারণেই বিরাধ নামক ভীষণ রাক্ষস রণ-

শায়ী হইয়াছে, মহাবীর রাম জনস্থানে সংগ্রামে যে অগ্নি-
শিখাসম চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমবল নিশাচরদিগের প্রাণ সংহার
করিয়াছেন, এই কোমলাঙ্গীই তাহার প্রকৃত কারণ,
খর দূষণ ও ত্রিশিরা নামক অতিভীষণ রাক্ষসত্রয় রণে
রামের হস্তে যে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সীতা লক্ষ্মীই
তাহার এক মাত্র নিদান। আর এই কমলা দেবীর জন্যই
সম্প্রতি আমাদের মহারাজ সুগ্রীব বালির বাহুবল-
পালিত বানরসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া লোক-বিখ্যাত
হইয়াছেন, আমিও ইহাঁর জন্যই এই সুবিস্তীর্ণ সাগর
লঙ্ঘন পূর্ব্বক সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কানগরী স্বচক্ষে নিরীক্ষণ
করিলাম। অতএব আর্য্য রাম এই শ্বেতসরোজ-নিন্দিত-
নয়না আর্য্যা বৈদেহী লাভের জন্য সাগরান্তা সমগ্রা
মেদিনী অথবা সমস্ত জগতও যদি সমূলে উন্মূলিত
করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও নিতান্ত গর্হিত কার্য্য
বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, ত্রৈলোক্যসাম্রাজ্য ও জানকী,
এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ উৎকৃষ্টতর, এ বিচার
উপস্থিত হইলে, আমার মতে ত্রৈলোক্য সাম্রাজ্য
জানকীর কোটি অংশের একাংশেরও সমান নহে। ইনি
রঘুকুল প্রদীপ মহাত্মা দশরথের পুত্রবধূ, রাজর্ষি জনকের
দুহিতা, এবং ত্রিলোক বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক আর্য্য রাম-
চন্দ্রের দয়িতা, ইহাঁর ন্যায় পতিব্রতা ধর্ম্মানুরক্তা রমণী
সংসার মধ্যে আর কে আছেন? আহা! যিনি পদ্মরেণু
সম সুগন্ধি ধূলিতে ধূসরিতাঙ্গ হইয়া জন্ম দ্বারা বসুন্ধরা

দেবীকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই অযোনিসম্ভবা অবনীসুতা অধুনা করালমুর্ত্তি রাক্ষসীদিগের অধীনে যেন মৃত প্রায় হইয়া কালক্ষেপ করিতেছেন, ইহা কি অল্প দুঃখের কথা! দেখিলে যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহা! ইনি অতি সাধ্বী, স্বামীর পাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, স্বামী সেবানুরোধে ইনি অতুল্য বৈভবেও জলাঞ্জলি দিয়া অবিষণ্ণ মনে ও পরম আহ্লাদে স্বামীসহ বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, অগ্রে স্বামীসেবা করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট যথা কথঞ্চিৎ ফল মূল আহারেই পরম সন্তোষ লাভ করিতেন, এমন কি বনবাসের এত ক্লেশ, এত দুঃখ, স্বামীসহবাসে থাকিয়া এক দিনের জন্যও কিছুমাত্র গণনা করিতেন না, আহা! সেই স্বভাবসুন্দরী আর্য্যা বৈদেহী, সম্প্রতি স্বামিবিরহে যে কতই যাতনা ও কতই মনোবেদনা উপভোগ করিতেছেন, তাহা আর বলিবার নহে।

এদিকে আবার পিপাসাতুর ব্যক্তি যেমন পানীয় জল কামনা করে, তদ্রূপ রামও একান্তমনে ইহাঁর সহিত সঙ্গমলাভের অভিলাষ করিতেছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পুনর্ব্বার রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিয়া যেমন অতুল আনন্দ অনুভব করেন, সেই রূপ বিরহকাতর আর্য্য দাশরথিও এই সুদক্ষিণা সহধর্ম্মিণী লাভে সকল মনোরথ ও চিরসঞ্চিত আশালতার সফলতা সম্পাদন করিয়া চরিতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। আহা! এই পতিদেবতা জানকী অধুনা ভোগসুখে জলাঞ্জলি

দিয়া একান্ত মনে কেবলমাত্র সেই আজানুলম্বিতবাহু পদ্মপলাসলোচন রামরূপেই নয়ন মন সমর্পণ করিয়া আছেন, সন্নিহিতা রাক্ষসীদিগের এতাদৃশীভীমমূর্ত্তিও বোধ হয়, ইহাঁর নয়নপথে নিপতিত হইতেছে না, এবং এই সুদৃশ্য কুসুমাঞ্চিতপাদপরাজিও ইহাঁর নেত্রযুগলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে না। ইনি দিবানিশি রাম রূপই চিন্তা করিতেছেন। আহা! পতিব্রতা রমণীদিগের পক্ষে পতিই একমাত্র ভূষণ ও অদ্বিতীয় শোভাকর, সেই স্বামিধনে বঞ্চিত হইয়া ইহাঁর চন্দ্রানন প্রভাতচন্দ্রের ন্যায় নিতান্তই শোচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহাঁকে এতাদৃশী মনোবেদনা উপভোগ করিতে দেখিয়া; আমি বনের বানর, আমার চিত্তও যখন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন আর্য্য রাম যে কি ভাবে দিনযামিনী যাপন করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য। আহা কি পরিতাপের বিষয়! যে জানকী জগদেকবীর মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া দিবানিশি অকুতোভয়ে যাপন করিতেন; অধুনা সেই জানকী, বিকৃতাঙ্গী রাক্ষসীদিগের সন্নিধানে থাকিয়া নিরন্তর ভয়ের প্রতিমূর্ত্তিই যেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে-ছেন! যে সীতা স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া অতুল্য বৈভবসুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতেন, সেই সীতা, সম্প্রতি সামান্য বৃক্ষমূল আশ্রয় লইয়া কতই যাতনা, কতই মনোবেদনা ও কতই যেক্লেশ উপভোগ করিতেছেন! সেই সীতা, অধুনা হিমাভিহতা পদ্মিনীর ন্যায় শোভাহীন ও

ব্যসন পরম্পরায় পীড্যমানা হইয়া চক্রবাক্-বিরহিতা চক্রবাকীর ন্যায় দীনমনে দিনযামিনী কতই যে দুঃখে অতিবাহিত করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। হায়! সুখের সময়ে যে অশোকতরু, যে নিশাকর, আর্য্যা জানকীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিত, অধুনা দুঃখের সময়ে সেই অশোক যেন শোকবর্দ্ধক ও সেই নিশাকর যেন মধ্যাহ্নদিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া ইহাঁরে কতই যে ক্লেশ দিতেছে, তাহা আর বলিবার নহে। এই বলিয়া হনূমান্ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং নানা কারণে সেই রমণীকে সীতা বলিয়াই অবধারণ ও শিংশপা বৃক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক অনন্তর কর্ত্তব্য সকল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই শর্ব্বরী ও ক্রমে তৎপরবর্ত্তী দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ক্রমে রজনী উপস্থিত, নিশাপ্রারম্ভে নিশানাথ করজালে মণ্ডিত হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সমুদিত হইলেন। নীলজলে ভাসমান যেমন রাজহংস, নীলাকাশে প্রকাশমান নিশাপতিও তাদৃশী মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়া হনূমান্‌কে দর্শন বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্যই

যেন শুভ্র কিরণমালা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তরঙ্গিত সলিলোপরি ভাসমান নাবিকবিহীনা যেমন ভারাক্রান্তা তরণী, হনূমান্ চন্দ্রালোকের সহায়তায় চন্দ্রাননা সীতা দেবীকেও তদ্রূপ শোকভারাক্রান্তা নিরাশ্রয়া ও নয়ন সলিলে ভাসমানা নিরীক্ষণ করিলেন। এবং শোকাকুল চিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলেন; কতকগুলি বিকটদর্শনা বিকৃতাঙ্গী রাক্ষসীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কখন নানা প্রকার প্রলোভন বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, কখন তর্জন গর্জন করিয়া করাল-মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক যেন গ্রাস করিতেই উদ্যত হইতেছে। ঐ সমস্ত নিশাচরীর মধ্যে কেহ একাক্ষী, কেহ এককর্ণী, কেহ লম্বকর্ণী, কেহ বিশালকর্ণী, কেহ অকর্ণী, কেহ গোকর্ণী, কেহ হস্তিকর্ণী, কেহ হরিণকর্ণী, ও কাহারও নাসিকা যেন উর্দ্ধমুখে উত্থিত হইয়াছে। কেহ বিধ্বস্ত-কেশী, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বপয়োধরা ও কাহারও শরীর এরূপ সুদীর্ঘ লোমজালে আবৃত যে, দেখিলে তাহারে কম্বলাবৃত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কেহ লম্ব-ললাটা, কেহ লম্বোষ্ঠী, কেহ বিম্বোষ্ঠী, কেহ লম্বমুখী, কেহ লম্বজানু, ও কাহারও ওষ্ঠ চিবুকে সংলগ্ন রহিয়াছে। কেহ হ্রস্ব, কেহ দীর্ঘ, কেহ খঞ্জ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট-বদনা, ও কাহারও গ্রীবাদেশ অতিশয় ক্ষীণ ও নিরতি-শয় দীর্ঘ। কেহ করালবক্ত্রা, কেহ পিঙ্গলাক্ষী, কেহ বিকট মুখী, কেহ কালী, কেহ গৌরাঙ্গী, কেহ পিঙ্গলাক্ষী,

কেহ কোপনা, কেহ কলহপ্রিয়া ও কেহ কেহ কালায়স, মহাশূল ও কুট মুদ্গর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কাহারও মুখ বন্য বরাহের ন্যায় বিকট-দর্শন, কাহারও মহিষের ন্যায় অতিভীষণ, কাহারও শিবার ন্যায়, কাহারও ছাগীর ন্যায় কাহারও মৃগীর ন্যায় ও কাহারও ব্যাঘ্রীর ন্যায় বিকটাকার বিবৃত বদন শোভা পাইতেছে। কেহ অনাসা, কেহ অতিনাসা, কেহ বক্রনাসা, কেহ ভগ্ননাসা, কেহ স্থূলনাসা ও কাহারও নাসিকা গজশুণ্ডাকার লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে। কেহ এক হস্তা, কেহ একনেত্রা, কেহ একপদা, কেহ লম্বপদা, কেহ গজপদা, কেহ অশ্বপদা, কেহ উষ্ট্রপদা, ও কাহারও পদ শিবার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কাহারও মস্তক, কাহারও গ্রীবা, কাহারও স্তন ও কাহারও উদর অতি-শয় প্রকাণ্ড, যারপর নাই ভয়াবহ ও বিকটাকার। কোন দিকে গোমুখী, কোন দিকে গজমুখী, কোন দিকে শুকরমুখী ও কোন দিকে উষ্ট্রমুখী করালকেশী বিকৃতাননা বিকটদশনা রাক্ষসীরা বিকৃতস্বরে ভয়াবহ চীৎকার করিতেছে। কাহারও বক্ষস্থিত বিকটাস্য খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিতেছে, কেহ মহানন্দে মদ্যপান করিতেছে, কেহ মাংস খণ্ড ভোজন করিয়া পরমাহ্লাদে অট্ট হাস্য করিতেছে, কেহ কড়মড় শব্দে অস্থি খণ্ড চর্ব্বণ করিতেছে, কতকগুলা পিশাচবদনী নিশাচরী শোণিত লিপ্তদেহে মাংস শোণিত লইয়া ঘোরতর কলহ

আরম্ভ করিয়াছে। এবং অপর কতকগুলা ঘোরদর্শনা রাক্ষসী, শিংশপা বৃক্ষমূলে সমাসীনা সজলায়তনয়না জানকীরে আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

হনূমান্ দূর হইতে সেই অসিতেক্ষণা ইক্ষ্বাকুকুল কামিনী কমলাকে কাতর নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার শরীরে আভরণপ্রভা না থাকিলেও পাতিব্রত্য রূপ সুতীক্ষ্ণ তেজ যেন সমুজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে। তিনি ক্ষীণপুণ্যা স্বর্গচ্যুতা তারার ন্যায় ও কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশী নিশার অবসানে বিলুপ্ত প্রায় চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। সংস্কারাভাবে তাঁহার কেশকলাপ মলিন, ও স্বামিদর্শন দুর্ল্লভ মনে করিয়া তিনি অপার শোক সিন্ধুতে সন্তরণ করিতেছেন। তিনি সিংহ-সংরুদ্ধা গজবধূর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুলা, বর্ষাপগমে শারদ মেঘাবৃত চন্দ্রলেখার ন্যায় একান্ত প্রভাহীনা, ও স্বামীর করস্পর্শ বিরহে অস্পৃষ্টা বীণার ন্যায়, কুসুমবিহীনা লতার ন্যায়, বা পঙ্কদিগ্ধা পদ্মিনীর ন্যায় মললিপ্ত দেহে কখন প্রকাশ পাইতেছেন, কখন বা সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক যেন শোকাকুল জীবনকে উপেক্ষাই করিতে-ছেন। আহা! সেই অসিতলোচনা সুশীলার পরিধান বসন মলিন ও মুখকমল শোকানলে ম্লান হইলেও তদীয় পাতিব্রত্য তেজ এরূপ ভাবে জ্বলিতেছে যে কাহার সাধ্য, সেই সুতীক্ষ্ণ তেজ উলঙ্ঘন করিয়া তাঁহার ছায়ামাত্র স্পর্শ করিতেও সাহসী হয়। যেমন যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গী, তদ্রূপ

সেই কুরঙ্গনয়নাকে ত্রাসিত দেখিয়া, হনূমান্ অনুমান করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ক্ষণে ক্ষণে উত্তপ্ত নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করিয়া অশোক বনের তরু লতা সকল ম্লান ও দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। এবং তদীয় তাদৃশী শোচনীয়া মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কয়িয়া ভাবিলেন, হায়! সংসারের সকল শোক দুঃখ একত্র মিলিত করিয়াই কি বিধাতা, জানকীর শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! ইহাঁর দেহ যেন দুঃখের সাগর, বিরহানলে সম্বর্দ্ধিত নিশ্বাস মারুতের প্রভাবে যেন শোক তরঙ্গ অবিরল ভাবে উত্থিত হইতেছে। হায়! যখন এই সাধ্বী রমণীও এতাদৃশ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন, তখন বুঝিলাম, জগতে আর ধর্ম্ম নাই; সত্য একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

অনন্তর তিনি জানকীর দর্শনজনিত অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া মনে মনে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের পাদপদ্মে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসদিগের দর্শন পরিহারার্থ নিজ দেহ হ্রস্ব ও সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদের নিদ্রাবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ক্রমে রজনী শেষা। বেদ বেদাঙ্গবিৎ ব্রহ্ম রাক্ষসেরা উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং বন্দীগণ রজনীশেষে রাক্ষসরাজ রাবণের নিদ্রাভঙ্গার্থ সুললিত ললিত রাগে তদীয় গুণগরিমা গান করিতে-লাগিল। নিশাবসানে রাবণ ঐ সকল শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ পূর্ব্বক জাগরিত হইয়া মনে মনে মৈথিলীর অলোক-সামান্য নির্ম্মল রূপমাধুরী চিন্তা করিতে লাগিল। সেই লোমহর্ষণ পাপ সঙ্কল্প চিন্তা করিতে করিতে তৎকালে তদীয় কামবেগ এরূপ প্রবল ও উৎকট হইয়া উঠিল, যে দুরাত্মা তাহা আর কোন রূপেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিল না, অমনি সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব রূপ ধারণ পূর্ব্বক নিদ্রালস নয়নে স্খলিত পদে পদব্রজেই অশোক বাটিকায়-গমন করিতে লাগিল, এবং তথায় প্রবেশিয়া দেখিল; স্থানে স্থানে হংস সারস-নিনাদিত বিচিত্র সরোবর, ক্রীড়া পর্ব্বত, ও মনোহর পাদপ সকল পুষ্পাভরণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। দেবরাজ মহেন্দ্রের গমনকালে অপ্সরা সকল যেমন তাঁহার অনুগমন করে, তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুবেশা এক শত রমণী

বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া রাবণের অনুগমন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কাঞ্চন দীপিকা, ও কেহ কেহ স্বর্ণ-দণ্ড-পরিশোভিত শ্বেত চামর হস্তে করিয়া, এবং কোন কামিনী কনকদণ্ড-মণ্ডিত মনোহর সিতাতপত্র ধারণ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কাহারও হস্তে জলপূর্ণ স্বর্ণময় ভৃঙ্গার, কাহারও করে কাঞ্চন-নির্ম্মিত বিচিত্র আসন এবং কোন কামিনী সুরাপূর্ণ সুবর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া মন্থর গমনে রাক্ষসরাজের অনুগমন করিতে লাগিল। বিদ্যুল্লতা যেমন নীল মেঘের, তদ্রূপ অপরাপর বহু সংখ্য বারবিলাসিনীরাও নিদ্রালস নয়নে মদভরে ও স্খলিত পাদ বিক্ষেপে প্রয়াণকালে প্রাণপতির অনুসরণ করিতে লাগিল। বিহারাবসানে তাহাদের শরীরের অনুলেপন সমুদায় স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, মৃদিত কুসুম সমুহে কেশ কলাপ সমাকুল হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গের পুষ্পাভরণ স্বেদ জলে আক্লিষ্ট, হার কেয়ূর প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার সমস্ত স্ব স্ব স্থান হইতে বিচ্যুত এবং নিদ্রাবেশ-মিশ্রিত মদাবেশে তাহাদের সুপ্রশস্ত আরক্ত বাম নয়ন অল্প অল্প ঘূর্ণিত হইতেছে। কোন কামিনীর কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, এবং পথ পরিশ্রমে, কোন কোমলাঙ্গীর মুখ-চন্দ্রমা স্বেদ জলে অভিষিক্ত হইতেছে। এই রূপে বারাঙ্গনা সকল ভূষণ শব্দে যেন দিক্ বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া বহুমান বশতঃ দশাননের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

রাবণ তাহাদের মধ্যগত হইয়া সীতাসক্ত মনে কামভরে বক্র গমনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে পবনকুমার পৃথিবীসঞ্চারিণী সৌদামিনীর ন্যায় সেই সমস্ত কামিনীগণের কাঞ্চীরব-মিশ্রিত সুমধুর নূপুর-ধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া সেই শব্দানুসারে সহসা যেমন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি দেখিলেন; রাক্ষসাধিপতি দুর্দ্দান্ত দশানন দয়িতাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সহাস্য আস্যে অশোক বাটিকার প্রাকার সমীপে উপনীত হইয়াছে। দ্বাদশী নিশার অবসানে চন্দ্রের অস্তগমন নিবন্ধন, তৎকালে চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত হইলেও দশানন-সহাগত সুগন্ধ তৈলপূর্ণ সুবর্ণময়ী দীপমালার আলোকে সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতে লাগিল। হনূমান্ বিস্ময়-স্তিমিত লোচনে দেখিতে লাগিলেন; দশানন বিচিত্র বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া তাম্রায়ত নয়নে, যেন ত্যক্তশরাসন মূর্ত্তিমান্ মদনের ন্যায় ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, এবং বারবিলাসিনীরা মদালস নেত্রে তাহার অনুসরণ করিতেছে।

তখন সুধীর হনূমান্, তাহাকে যোষিদ্গণে-বেষ্টিত, বিবিধ বিভূষণে ভূষিত, মদোন্মত্ত ও প্রমদাসহ প্রমোদ-কাননে প্রবিষ্ট দর্শনে মনে মনে রাবণ বলিয়াই অবধারণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন; আহা! আমি এই নগরীর মধ্যে উত্তম ভবনে যাহাকে শয়ান দেখিয়াছিলাম, সুরূপা কামিনীরা আলুলায়িত কেশে যাহার চতুঃপার্শ্বে নিদ্রিত

ছিল, এ নিশ্চয় সেই কামুক, ইহার শরীরে যেরূপ উগ্রতেজ জ্বলিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, ইহার নামই রাবণ। যাহা হউক, পাপাত্মা এখানে প্রবেশিয়া কি করে, আমি অতিসাবধানে থাকিয়া দেখিব, মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া হনূমান্ অবলম্বিত শাখার ঊর্দ্ধ শাখায় অধিরোহণ করিলেন এবং তাহার দৃষ্টিপথ পরিহারার্থ শাখান্তরে অতিগুপ্তভাবে বিলীন হইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন ;—কামুক দশানন জানকী দর্শন লালসায় ক্রমশ তাঁহার সমীপে উপনীত হইল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

এদিকে পতিপরায়ণা জানকী বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক একমনে প্রাণপতির অনুধ্যান করিতেছেন, সহসা পাপমতি নিশাচরকে সমাগত দেখিবা মাত্র ভয়ে অমনি বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় অনবরত বিকম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং উরুদ্বয়ে উদর ও বাহুদ্বয়ে বক্ষস্থল আবৃত করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক এক মনে সেই পদ্মপলাসনয়ন রামরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাবণ দর্শনে তাঁহার মুখবর্ণ শুষ্ক ও নীলোৎপলনিন্দিত নেত্র যুগল হইতে অনবরত পতিত বারিধারায়

বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে রাক্ষসীকুল ভয়ঙ্কর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, সম্মুখে ভীমমূর্ত্তি বারণ অমুল্য সতীত্ব রত্ন অপহরণ প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান দেখিয়া, আহা! তৎকালে সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা ইক্ষ্বাকু-কুল কামিনী সাধ্বী ধরিত্রীসুতার কোমল অন্তঃকরণে যে কি এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা আর বলিবার নহে। তিনি কখন হৃৎপদ্মাসনে বসাইয়া, সেই পদ্মপলাস-লোচন রামরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন, কখন মণিহারা ফণীর ন্যায় উদ্ভ্রান্ত মনে চকিত নয়নে প্রাণপাতির আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কখন মন্ত্রবলে হতবীর্য্য বিষধরীর ন্যায় মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনিবার বারিধারা মোচন করিতে লাগিলেন। দেহে আভরণ নাই, মলিন বদন, মলিন বেশ, মলিন বসন, মলিন ভূষণ, দেখিয়া কখন বোধ হইল, তিনি যেন পঙ্কদিগ্ধা পদ্মিনীর ন্যায় স্বভাব সৌন্দর্য্যেই শোভা পাইতেছেন, কখন অনুমান হইল, বন্যকরীর করদণ্ডে তরুবিরহিত ও ভূতলশায়িনী হইয়া যেন স্বর্ণলতাই নিজ দীন দশা প্রকাশ করিতেছে, এবং তাঁহারে দেখিয়া কখন বোধ হইতে লাগিল; তিনি যেন উন্মাদিনী, তাঁহার মন প্রাণ যেন দুর্দ্দান্ত দশাননের উগ্র-তেজ সহিতে না পারিয়া, সঙ্কল্পরূপ হয়যানে অধিরোহণ পূর্ব্বক সেই নবদুর্ব্বাদলশ্যাম আর্য্য রামচন্দ্রের সুশীতল চরণ দুখানি আশ্রয় লইয়াছে। যেমন সৎকুলজাতা পুন-

র্বিবাহিতা সুদক্ষিণা রমণী, কেতুগ্রহাবিষ্টা রোহিণী, অনাদৃতা কীর্ত্তি, অপমানিতা শ্রদ্ধা ও প্রতিহতা আশার শোভা থাকে না, যেমন পরিক্ষীণা প্রজ্ঞা, বিধ্বস্তা আয়তি ও বিফলা আজ্ঞার প্রভা নাই; যেমন বিক্ষিপ্তা পদ্মিনী, হতশূরা সেনা, ক্ষীণা নদী এবং চন্দ্রমণ্ডল রাহুগ্রস্ত হইলে, যেমন পৌর্ণমাসী নিশার শোভা থাকে না, যেমন নির্ব্বাণোন্মুখী অগ্নিশিখা, করিকর-মর্দ্দিতা আকুলা পদ্মিনী ও যূথনাথ বিরহিতা স্তম্ভনিবদ্ধা দুঃখার্ত্তা যেমন করিণী, শোক বিহ্বলা সুশীলা সীতাও তদ্রূপ নিবিড়কাননা ধরার ন্যায় একমাত্র দীর্ঘবেণী ধারণ পূর্ব্বক অনিবার নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন। চিন্তা, ভয়, শোক ও উপবাসে তাঁহার স্বর্ণকান্তি শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া পড়িতেছে। তিনি একমনে হৃৎপদ্ম মধ্যে রাম রূপ সুশীতল সূর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং সমস্ত জগৎ যেন রমময়ই দেখিতেছেন।

বিংশ অধ্যায়।

এই অবসরে দুষ্টমতি দশানন নিজ দুরভিসন্ধি সাধনার্থ সীতা সন্নিধানে উপনীত হইয়া শ্রুতিমধুর বাক্যে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল; অয়ি চারুশীলে! তুমি

আমারে দেখিবামাত্রই চকিত চিত্তে এত সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? আমা হইতে তোমার কি কোন ভয়ের সম্ভাবনা আছে? রূপে গুণে তুমি সর্ব্বজন মনোহারিণী, সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে আমিও সকল কামিনীর মন হরণ করিয়াছি, তুমি গুণবতী, আমি গুণবান্; তুমি রূপবতী, আমি রূপবান্; তুমি কামিনী এবং আমিও যখন কামুক; তখন বহুমান সহকারে আমাকে ভজনা করা তোমার সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য হইতেছে। সুন্দরি! দেখ, আমি লঙ্কেশ্বর, কেবল লঙ্কেশ্বর কেন, ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর বলিলেও আমার গুণের অত্যুক্তি হয় না, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে; এখানে অন্য পুরুষ, বা অপর কোন রাক্ষস, অধিক কি স্বয়ং সুরেশ্বর হইতেও তোমার কোন রূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আর আমি যখন বলাৎকার দ্বারা তোমারে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছি, তখন তোমার কোন ধর্ম্মহানিও দেখিতেছি না; কারণ বলাৎকারে বশীভূতা হইলে রমণীরা স্বেচ্ছাচার দোষে কদাচ দূষিত হয় না। অতএব সুন্দরি! স্ত্রীজাতি-সুলভ অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন তোমার মনে যে অলিক একটী ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ কর। আর দেখ, তুমি পরস্ত্রী, জানিয়াও যে আমি বল পূর্ব্বক তোমার সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহাতে আমারও কিছুমাত্র পাপস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, বল পূর্ব্বক পরস্ত্রী হরণ ও পরদার গমন, রাক্ষসদিগের পক্ষে সহজ ধর্ম্ম। ফলতঃ

ইহাতে উভয় পক্ষেই কোন রূপ ভয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কিন্তু জানকি! এই রূপে ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা না থাকিলেও যদি আমারে উপেক্ষা কর, নিশ্চয় জানিও, তাহা হইলে আমি তোমাকে কোনমতেই স্পর্শ করিব না; কারণ, প্রকৃত রস না পাইলে, রসাভাবে রাবণের চিত্ত কদাচ অনুরক্ত হয় না। অতএব সুন্দরি! যদি অনুরূপ স্বামীর ক্রোড়ে বসিয়া, অনুরূপ রূপের সফলতা সম্পাদন করিতে অভিলাষ থাকে, যদি স্বাধীনতা সুখে ও সৌভাগ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া চিরকাল একভাবে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আর বিলম্ব করিও না। ছি ছি! তোমার ন্যায় লাবণ্যময়ী রমণীর কি এ ভাবে অনর্থক শোক প্রকাশ করা উচিত? দেখ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোক মধ্যে সকল প্রাণীই আপন আপন সুখ কামনা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই সুখ স্বয়ং তোমাকে কামনা করিতেছে, তুমি তাহাতে দৃক্‌পাতও করিতেছ না, প্রত্যুত এক জন সামান্য মনুষ্যের জন্য অনর্থক শোকাকুল হইয়া দিবা নিশি কেবলমাত্র দুঃখেই অতিবাহিত করিতেছ। সুন্দরি! ভাল বল দেখি, এই ভূতলে শয়ন, এই মলিন বসন, এই মলিন ভূষণ, এই মলিন বেশ, সংস্কারাভাবে এই রুক্ষ কেশ, এই নিরম্বু উপবাস, এ সকল কি সুখের সাধন? জানকি! তুমি আমার প্রাণাধিক, আমার এই স্বর্ণ অট্টালিকা, এই অতুল্য সম্পদ, এই সাম্রাজ্য, অধিক কি, আমার প্রাণ পর্য্যন্তও তোমারই অধীন, তুমি আমার পত্নী হইলে,

লঙ্কায় যে সমস্ত সুবেশা রমণী আছে, সকলেরই অধীশ্বরী হইয়া, বিচিত্র মাল্য, দিব্য আভরণ ও মহামূল্য বসন পরিধান এবং অপূর্ব্ব বিমানে অধিরোহণ পূর্ব্বক প্রতি দিন গীত বাদ্যে ও আনন্দ মহোৎসবে যেন সুখের পরাকাষ্ঠাই অনুভব করিতে পারিবে। অতএব প্রিয়ে! অয়ি চারুশীলে! আর অন্যমত করিও না, আমার কথা রাখ, আমি অনঙ্গ তাপে নিতান্ত তাপিত হইয়াছি, প্রসন্ন হইয়া, স্বয়ং আগত লঙ্কেশ্বরের তাপিত প্রাণ শীতল কর।

আর দেখ সুন্দরি! যৌবন কখন চিরস্থায়ী নহে, নিশ্চয় জানিও, উহা একবার গত হইলে, নদী স্রোতের ন্যায় আর পুনরাগমন করে না, নদীস্রোত বন্ধন করিয়া রাখা যায়, কিন্তু যৌবনস্রোত কিছুতেই আবদ্ধ হয় না। অতএব সময় থাকিতে এই সময়ে লঙ্কেশ্বরের অঙ্কভূষণ হইয়া যৌবন সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব কর। আহা জানকি! স্ত্রীজাতির মধ্যে তুমি অদ্বিতীয় রত্ন, ত্রিলোক মধ্যে যতই রমণী আছে, সৌন্দর্য্য গর্ব্বে তুমি সকলকেই অতিক্রম করিয়াছ, আমার বোধ হইতেছে, দিব্যরূপ-বিধাতা ব্রহ্মা তোমার এই রূপ লাবণ্য নির্ম্মাণ করিয়া, অসামান্য রূপ নির্ম্মাণ হইতে একেবারেই বিরত হইয়াছেন। তোমার রূপের আর উপমা নাই, তুমি এই অশোক বনে থাকিয়া দেহ প্রভায় যেন সমস্ত পুরীকেই উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমাকে দেখিলে, কোন্ পুরুষ কামপীড়ায় ক্ষুভিত না হয়, বোধ করি, তোমার এই ত্রিলোক দুর্ল্লভ রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিলে,

স্বয়ং ব্রহ্মাও নিঃসন্দেহ আকুল হইয়া পড়িবেন। জানকি! সত্য বলিতে কি, তোমাকে আমি যতই দেখিতেছি, অভিনব বস্তুর ন্যায় আমার দর্শন পিপাসা ততই যেন বলবতী হইয়া উঠিতেছে। আমার লঙ্কাতেও অনেকানেক সুন্দরী আছে। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেও আর ইচ্ছা হইতেছে না। অতএব হে চারুচরিত্রে! মনোগত বৃথা মোহ পরিত্যাগ করিয়া সুশীতল অঙ্গস্পর্শে অধীন লঙ্কেশ্বরের উত্তাপ দূর কর। আমি এই সংসার সাগর মন্থন করিয়া যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রত্ন আহরণ করিয়াছি, সমগ্র রাজ্যের সহিত তৎসমুদায় তোমাকে অর্পণ করিব, সমস্ত রমণীগণের মধ্যে তোমাকেই প্রধানা করিয়া রাখিব, এবং সমগ্রা পৃথিবী জয় করিয়া তোমার পিতা জনককে প্রদান করিব। আর দেখ, জানকি! আমার এই লঙ্কা নগরী শতযোজন বিস্তৃত, পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত ও সমুদ্রে পরিবেষ্টিত, কি সুর কি অসুর, অধিক কি, স্বয়ং সুররাজও ইহার ত্রিসিমায় আসিতে পারে না, এবং আমার প্রতিপক্ষতা করে, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, এমন কি, দেবগণ মধ্যেও এমন কাহাকে দেখি না। অতএব সুন্দরি! রাম অতি সামান্য মনুষ্য, অতিদীন, নিতান্ত নিস্তেজ, তাহাতে আবার সম্প্রতি রাজ্যভ্রষ্ট এবং পাদচারে সর্ব্বত্রে গমনাগমন করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাকে লইয়া এখন আর কি করিবে; এক মনে একমাত্র আমাকেই কামনা কর, যথাভিলষিত উপাদেয় পান ভোজনে প্রবৃত্ত হও এবং

এই অতুল্য সম্পদের মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয়, নিঃশঙ্ক চিত্তে অর্থিগণকে অর্পণ কর। তোমার যেরূপ মনোহর রূপ, রূপে গুণে সর্ব্বাংশে আমিই তোমার অনুরূপ, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে কি তোমার পাপ স্পর্শিবে না?

অয়ি নিশানাথ-নিভাননে! সুহাসিনী সীতে! আর বিলম্ব করিও না, আমি কামানলে অতিমাত্র জর্জরিত হইয়াছি, প্রসন্ন মনে লঙ্কেশ্বরের তাপিত প্রাণ শীতল কর। দেখ, ইহাতে তুমিও অশেষ প্রকারে সুখভাগিনী হইবে, আর তোমার বন্ধু বান্ধবেরাও ইচ্ছানুরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে। ভাল জানকি! জিজ্ঞাসা করি, আমার এই একাতপত্র সাম্রাজ্য, এই ত্রিলোকবিখ্যাত ঐশ্বর্য্য, এই সমস্ত সম্পদ, ধন, পরিজন, কিছুই কি তুমি নেত্রগোচর কর নাই, আমি ঐ সমুদায়ের অধিকারী, তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হইলে, চীরধারী রাম কিছুই করিতে পারিবে না, তাহার একেইত বিজয়সাধন সামগ্রী কিছুমাত্র নাই, তাহাতে আবার সে রাজ্যভ্রষ্ট। বল, বিক্রম বা পুরুষকার যাকিছু ছিল, নানাবিধ নিয়ম পালন ও স্থণ্ডিলে শয়ন করায় সম্প্রতি তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এখন পরাক্রম প্রকাশের কথা দূরে থাক, তাহার জীবন বিষয়েই বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। সেই রাম যে আবার তোমাকে লাভ করিবে, সে কেবল দুরাশামাত্র! কেবল লাভ করা কেন, তোমাকে পুনর্ব্বার দর্শন করাও তাহার

পক্ষে সহজ হইবে না। নিবড় মেঘ সম্মুখে থাকিলে, চন্দ্রকলা কি কখন দর্শন গোচর হইতে পারে ?

সুন্দরি পূর্ব্বে কোন কারণ বশতঃ দেবরাজ, হিরণ্য কশি-পুর কীর্ত্তিতুল্যা প্রিয়তমা পত্নীকে অপহরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে, দেবর্ষি নারদ দ্বারা কত প্রকার প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় ভার্য্যা লাভ করিয়া ছিল, কিন্তু জানকি! আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি, সেই বনচারী রাম স্বয়ং আসিয়া বা অন্য দ্বারা সেই রূপ প্রার্থনা করিলেও তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না। তুমি আমার নয়ন মন অপহরণ করিয়াছ, যদিও অনাহারে তোমার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে, যদিও তোমার অঙ্গের বসন ভূষণ মলিন হইয়াছে, তথাপি তোমাকে দেখিয়া, অন্যান্য পত্নীগণের কথা দূরে থাক, প্রধানা মহিষী মন্দো-দরীতেও আমার পূর্ব্বের ন্যায় অভিলাষ হইতেছে না। আমার এই বিশাল অন্তঃপুরমধ্যে সর্ব্বগুণান্বিতা যাবতীয় পত্নী আছে, তুমি পত্নীরূপে আমার ক্রোড়ে বসিলে, তাহাদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। আর যেমন বিদ্যাধরীগণ নারায়ণ-মনোমোহিনী কমলা দেবীর সেবা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার অন্তঃপুরচারিণী ত্রিলোক-সুন্দরী রমণীরাও দিবানিশি তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। এবং এই অশেষ রত্নাকর লঙ্কাপুরে যাব-তীয় ধনরত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি আমার ক্রোড়ে

বসিয়া তৎসমুদায় নিরাপদে উপভোগ করিতে পারিবে। সুন্দরি! ভাল তুমিই কেন বিচার করিয়া দেখ না, কি ধন, কি পরিজন, কি যশঃ, কি বিক্রম, কি বল, কি তপস্যা, রাম কোন্ বিষয়েআমার অনুরূপ, সে ইহার একাংশেও আমার তুল্য নহে; অতএব আমি যখন সর্ব্বাংশেই তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তখন আর কেন ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্বর্ণকান্তি শরীর ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছ। তবে আর কেনই বা বিলম্ব করিতেছ, বিমল রত্ন হারে বিভূষিত হইয়া আইস, আমরা দুইজনে, সুগভীর সাগরাম্বু-মিশ্রিত সুবিমল পরিমলবাহী পবনহিল্লোলে পরমানন্দে সম্ভোগসুখ অনুভব করি। বৃথা রোদন করিয়া শরীরকে আর ক্লেশ দিও না। এই বলিয়া পাপমতি দশানন পাপ সঙ্কল্প সাধনার্থ সতৃষ্ণ নয়নে জানকীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

একবিংশ অধ্যায়।

তখন পতিশোক-বিহ্বলা রোরুদ্যমানা দুঃখার্ত্তা জানকী, দুরাচার দশাননের তাদৃশ গর্হিত বাক্য কর্ণ গোচর করিয়া, এক মনে মনে মনে প্রাণপতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন, এবং পরপুরুষের সহিত, সাক্ষাৎ আলাপ অকর্ত্তব্য, বিবেচনা করিয়া, উভয়ের অন্তরালে একটী তৃণ

স্থাপন পূর্ব্বক অতি দীন বদনে রোদন করিতে করিতে কাতর স্বরে কহিলেন ; রাবণ ! আমি বার বার কহিতেছি, এখনও সময় আছে, সময় থাকিতে এ পাপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া স্বদারে অনুরক্ত হও। পাপাত্মা পুরুষেরা যেমন ব্রহ্মলোক লাভ করিবার অনুপযুক্ত, সেই রূপ তুমিও পাপী হইয়া রামের ধর্ম্মপত্নী লাভের অযোগ্য। নিশ্চয় জানিও আমি পতিব্রতা, পরপুরুষস্পর্শরূপ, সতীত্ব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অকার্য্যে আমার উদার চিত্ত কখনই ধাবিত হইবে না। দেখ, আমি পরম পবিত্র রাজর্ষি বংশে পালিতা ও ত্রিলোক বিখ্যাত পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশে পরিণীতা হইয়াছি, তোমার প্রলোভ বাক্যে ভুলিয়া আমিও যদি ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিব, তবে সংসার মধ্যে সতীত্ব ধর্ম্ম আর কে রক্ষা করিবে।

এই বলিয়া জানকী দুরাত্মার মুখাবলোকন পর্য্যন্তও পরিহারার্থ তাহার প্রতি বিমুখী হইলেন এবং একমাত্র পাতিব্রত্য রূপ সুতীক্ষ্ণ তেজ অবলম্বন করিয়া পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ; রে হতভাগ্য রাক্ষসাধম রাবণ ! জানিলাম, তোর নিশ্চয় মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন প্রকৃত পথ্য অনাদর করিয়া অপথ্য ভোজনে অভিলাষ করে, দেখিতেছি, মৃত্যুমোহে পড়িয়া তোর দশাও তদ্রূপই ঘটিয়াছে। প্রাজ্ঞ লোকেরা পরভার্য্যার প্রতি কদাচ পাপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। যাহারা নিতান্ত পাপী, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও সর্ব্বদা সাধুবিগ-

হিত পথে পদার্পণ করে, যাহাদের পাপ চক্ষু নিয়ত উন্মীলিত হইয়া উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট উৎসবে নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহারাই নিজ পত্নী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরনারী সম্ভোগরূপ আপাতরম্য পরিণাম-বিরস বিষয়রসে উন্মত্ত হইয়া দেহান্তে সুদুস্তর নরকার্ণবে সন্তরণ করিতে থাকে। রাবণ! যাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের উদয় হয়, এরূপ সদুপদেষ্টা কোন সাধুলোক বোধ হয়, তোর লঙ্কায় কেহই নাই, যদিও থাকেন, তুই নিশ্চয় তাঁহার সহিত সহবাস করিস্ নাই, করিলে, তোর এরূপ দুর্ম্মতি কদাচ উপস্থিত হইত না। যখন তোর বুদ্ধি সদাচার-বিবর্জ্জিত, সুতরাং সাধুবিগর্হিত ও একেবারে বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিতেছি, তখন যে সাধুলোকের অবলম্বিত পথে ভ্রমেও পদার্পণ করিয়াছিস্, এরূপ বোধ হয় না। কার্য্যাকার্য্য-বিবেককুশল বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা হিত, পথ্য ও পরিণাম সুরস উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও অজ্ঞান-তিমিরাবৃত মূঢ়েরা যেমন মিথ্যা মনে করিয়া, তাহাতে দৃক্পাতও করে না, তোর বুদ্ধিও তদ্রূপ অনর্থকারিণী, কাজে কাজেই আমার উপদেশ তোর হৃদয় ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবে কেন? যে রাজা সদুপদেশে অবজ্ঞা করিয়া দিবানিশি অসৎসংসর্গে ও অসৎ কার্য্যে পরিলিপ্ত হয়, বিপক্ষকুল অবসর পাইয়া অকুতোভয়ে তাহাকে এবং তদীয় রাজ্য, সম্পদ, ধন, পরিজন; অচিরকাল মধ্যে সমুদায় বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব রাবণ! এই সমৃদ্ধি-

শালিনী লঙ্কা একমাত্র তোর অত্যাচারেই ছার খার হইয়া যাইবে, এবং একমাত্র তোর অপরাধেই রাক্ষসকুল সমূলে উন্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। একমাত্র রাজার অপরাধেই যে, সমস্ত প্রজার ক্ষয় হয়, ইহা লোক প্রসিদ্ধ, এ কথা এপর্য্যন্তও কি তোর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই? যে রাজা সজ্জনের উপদেশে মনোযোগ না করিয়া, এবং পরিণাম না ভাবিয়া, নিতান্ত চপলের ন্যায় কার্য্য করে, তাদৃশ অদূরদর্শী অজ্ঞান অবনীপতির বিনাশে কোন্ ব্যক্তি সমধিক আনন্দিত না হয়? তোর অত্যাচারে এতকাল যাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা, তোর এরূপ বুদ্ধি বৈপরীত্য ও পাপাসক্তি দেখিয়া, মনে মনে আহ্লাদিত না হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তিই বা, "আজ সৌভাগ্যক্রমে দুষ্ট দশাননের ভয়ানক মরণ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে," এ কথা অপার আনন্দের সহিত পরস্পরের কর্ণ মূলে না কহিবে।

রে রাক্ষসাধম! নানাবিধ অতুল্য ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া, তুই যে আমাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিতেছিস্, এ পাপ সঙ্কল্প তোর কদাচ সিদ্ধ হইবে না। যেমন সূর্য্যের প্রভা সূর্য্য হইতে কিছুতেই বিভিন্ন করা যায় না, তদ্রূপ রামগতপ্রাণা জানকীর অটল চিত্ত রাম হইতে কোনরূপেই টলিবার নহে। আমার যে চিত্ত, রামরূপ গভীর সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরমসুখে পরমানন্দ রস পান করিতেছে, পরিণামবিরস রস-

লালসায় আমার সেই উদার চিত্ত কি সামান্য জলাশয়ে ধাবিত হইবে? আমি এতকাল যে অঙ্গে সেই কমল-লোচনের কোমলাঙ্গ সানন্দে আলিঙ্গন করিয়াছি, যে বদনে সেই সহাস্য বদনের সুন্দরাস্য পরম আহ্লাদে চুম্বন করিয়াছি, এবং যে মস্তকে সেই পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের বামবাহু উপাধান করিয়া, তাহাতে বিন্যস্ত করিয়াছি, রে রাক্ষসাধম! আমার সেই অঙ্গ কি তোর উপভোগের উপযুক্ত? আমার সেই রামভুক্ত আস্যদেশ কি তোর বিলাসের যোগ্য? রাম সেবায় নিযুক্ত আমার সেই মস্তক কি এক্ষণে তোর ভুজদেশে বিন্যস্ত হইবে? মনেও করিস্ না, যেমন ব্রহ্মবিদ্যায় একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার, তদ্রূপ আমার এ শরীর রামেরই অধিকৃত, তিনি ভিন্ন ইহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। আমি সেই জগদেকবীর রামচন্দ্রের একান্ত নিদেশকারিণী সহধর্ম্মিণী, তিনি ভিন্ন আমি নিদ্রাযোগেও অন্যপুরুষকে স্পর্শ করি নাই। অতএব রাবণ! যদি কিছুকাল জীবিত থাকিয়া এই অতুল্য বৈভব উপভোগ করিতে অভিলাষ থাকে, যদি এই সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কা নগরীকে অভিনব বৈধব্য বেদনায় ব্যথিত করিতে বাসনা না থাকে, যদি এই সমস্ত আশ্রিত নিশাচর কুলকে অকুল শোকসাগরে ভাসাইতে ইচ্ছা না থাকে, অধিক কি, যদি স্বীয় জীবনকে কিছুকাল জীবিত রাখিতে আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই জগৎশরণ্য জগদেকবীর মহাত্মা রামের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। তিনি পরম

ধার্ম্মিক ও শরণাগতবৎসল, গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইলে তিনি তোরে কদাচ উপেক্ষা করিবেন না, শরণাগত বলিয়া অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। তদ্ভিন্ন তোর আর কিছুতেই ভদ্রতা দেখিতেছি না।

রে দুরাত্মন্! আর অধিক বিলম্ব নাই, দেবরাজ বজ্রপাণির বিশাল বাহুযুগল হইতে উন্মুক্ত বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়া, পর্ব্বতদিগের তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও যেমন ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল, তদ্রূপ রামের কার্ম্মুকধ্বনিও অচিরাৎ তোর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে, এবং আশীবিষ বিষধরের ন্যায় প্রজ্বলিতাস্য, রামনামাঙ্কিত অব্যর্থ শরজালে আকুল হইয়া তোর লঙ্কা নগরীও অচির কালমধ্যেই ছারখার হইয়া যাইবে। রে রাক্ষসাধম ! এখনও সময় আছে, সময় থাকিতে আমাকে যদি রামের করে অর্পণ না করিস্, নিশ্চয় জানিবি, বিহগরাজ বিনতাতনয় যেমন অকুতোভয়ে সর্পকুল বিনাশ করে, সেই আজানুলম্বিত-বাহু জগদেকবীর মহাত্মা রাম সুমিত্রানন্দনকে সমভিব্যাহারে লইয়া তদ্রূপ তোকেও কালের করালগ্রাসে নিপাতিত করিবেন, এবং ভগবান্ নারায়ণ যেমন স্বীয় বিক্রমে অসুরগণের হস্ত হইতে দেবী কমলাকে হরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আর্য্য দাশরথিও তাঁহার জানকীরে লইয়া যাইবেন। রে নীচ! সেই জনস্থানে রণক্ষেত্রে রামরূপ প্রবল বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; সমস্ত রাক্ষস বল সেই প্রদীপ্ত বহ্নিতে যখন শলভের ন্যায় কালের করাল কবলে পতিত

হইয়াছিল, তখন তুই ভীরুতা নিবন্ধন তাঁহার সন্নিহিত হইতে পারিয়াছিলি না, নিতান্ত জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শূন্য গৃহে একাকিনী অনাথিনী পাইয়া আমারে যে অপহরণ করিয়াছিলি, সেই কি তোর বীরোচিত কার্য্য? সেই কি তোর পুরুষকার? কুক্কুর যেমন শার্দ্দূলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ তুইও যে সেই নরশার্দ্দূল আর্য্য দাশরথির ভয়ে নিতান্ত ঘৃণিত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পলায়ন করিলি, জিজ্ঞাসা করি, সে কি বীর পুরুষের কার্য্য? প্রকৃত বীর পুরুষেরা সম্মুখসমরে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, কোন কার্য্যে অপমানিত হইলে নিজের প্রাণ নিজেও বিনাশ করিতে পারেন, কিন্তু চৌর্য্য বৃত্তিরূপ অপ্রতিবিধেয় কলঙ্ক পঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া বীরসভায় কখন বসিতে পারেন না। তুই নিতান্ত কাপুরুষ, ও নীচপ্রকৃতি, তোর কার্য্যও যার পর নাই জঘন্য। ইন্দ্রযুদ্ধে দুরাচার বৃত্রাসুর যেমন পরাজিত হইয়াছিল, জনস্থানে সম্মুখসমরে অগ্রসর হইলে, তদ্রূপ তোকেও কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইত। তুই নিতান্ত ভীরু, তোকে ধিক্, তোর কার্য্যে ধিক্, তোর পরাক্রমেও ধিক্। তোর এ অপরাধ আর্য্য রাম কখনই ক্ষমা করিবেন না, সমস্ত নগরী অচিরকাল মধ্যেই ছার খার করিয়া ফেলিবেন, সমস্ত রাক্ষসকুল সমূলে উন্মূলিত করিবেন এবং পরিশেষে তোকেও বিনাশ করিয়া নিরাপদে জানকীরে লইয়া যাইবেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

এই বলিয়া জানকী বিরত হইলে, রাবণ তদীয় কোপ-কঠোর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া অসীম রোষাবেশে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিতে লাগিল ; জানকি! তুমি অবলা, তোমাকে আর অধিক কি কহিব, আমি এই সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কা নগরীর অধীশ্বর, এবং বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটী রাক্ষসের অধিনায়ক, তুমি আমার প্রতিও অকাতরে যে রূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করিলে, নির্লজ্জার ন্যায় যে রূপ অহঙ্কারের কথা কহিলে, তাহাতে ন্যায়ানুসারে তোমাকে বধ করাই উচিত। এমন কি, তোমার কথা শুনিয়া, এবং তোমার আচার ব্যবহার দেখিয়া, আমার যে রূপ ক্রোধোদ্রেক হইয়াছে, তাহাতে আমি এই দণ্ডেই ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিতাম, কিন্তু সারথি যেমন কসাঘাতে বিপথগামী অশ্বকে নিবারণ করে, তদ্রূপ তদীয় ত্রিলোক দুর্ল্লভ রূপমাধুরীও আমার ক্রোধকে নিবারণ করিতেছে, বলিয়াই আজ তোমার প্রাণ রক্ষা হইল। তোমার আচার ব্যাবহার দেখিয়া আমার কোপানল একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে, আর বার ভাবী সুখ লালসায় উৎকট কামের নিকট যেন নির্ব্বাপিত হইতেছে। সুশাণিত অসিলতা

উদ্ধৃত করিয়া তোমার প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইতেছি, কিন্তু অমনি স্নেহ আসিয়া যেন সেই অসির অগ্রভাগ ধৃত করিয়া আমাকে বাধা দিতেছে। জানকি! কেবল এই কারণেই তোমাকে বিনাশ করিতে পারিলাম না, নতুবা তুমি যখন আমার প্রতি অনুরাগিণী না হইয়া কপটাচারী এক জন ভণ্ড তপস্বীর শোকে আকুল হইয়া পড়িতেছ, অকাতরে এতাদৃশ অহঙ্কারের বাক্যও প্রয়োগ করিতেছ, তখন তুমি নিতান্তই অবমানার্হ, এমন কি তোমাকে এই দণ্ডেই বধ করা কর্ত্তব্য। তুমি যে রূপ গর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিলে, এ রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি দশাননের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে? যাহা হউক, জানকি! আমি তোমাকে আরও দুই মাস কাল অপেক্ষা করিব, ইহার মধ্যে যদি অনুকূল না হও, নিশ্চয় কহিতেছি, পাচকেরা প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে, তখন আর অনুনয় বিনয় করিলেও পরিত্রান পাইবে না। এই বলিয়া দশানন রোষারুণ লোচনে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়াই যেন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল।

সীতার ন্যায় বল পূর্ব্বক অপহৃতা যে সকল দেবকন্যা ও বিদ্যাধরকন্যা রাবণের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল, তৎকালে তাহারা মুখভঙ্গী ও নেত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক, দশানন ভয়ে অতি গুপ্ত ভাবে যেন আকার ইঙ্গিত দ্বারা জানকীরে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল;—

আর্য্যে ! তুমি অকুতোভয়ে বসিয়া থাক, কাহার সাধ্য, যে এই পাতিব্রত্য তেজ উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমার সতীত্ব ধর্ম্ম বিনষ্ট করে। দুরাত্মার নিতান্ত আসন্ন কাল উপস্থিত, তাহাতেই এ রূপ মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। তুমি ইহার অস্ফালনে ভয় করিও না, যদিও তুমি সম্প্রতি নিরাশ্রয়া, ও পাপমতি নিশাচরের অধীনে একাকিনী রহিয়াছ, তথাপি ভয় করিও না, এক মনে সেই পরম দেবতা পরমগুরু পতির পাদপদ্ম ধ্যান কর। একমাত্র সতীত্ব ধর্ম্মই তোমায় রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাহারা বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পতিদেবতা জানকী তাহাদের ইঙ্গিত বাক্যে অথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ক্রোধভরে পুনর্ব্বার রাবণকে কহিতে লাগিলেন ; রে নীচাশয় ! এমন লোমহর্ষণ গর্হিত কার্য্য হইতে কোন ব্যক্তিই যখন তোকে নিবারণ করিতেছে না, তখন বোধ হয়, লঙ্কা পুরে তোর প্রকৃত হিতৈষী বান্ধব আর কেহই নাই, শচী যেমন সুরপতির, আমিও তেমনি রামের সহধর্ম্মিণী, আমাকে ভার্য্যা রূপে কামনা করে, এমন লোক ত্রিলোক মধ্যেও নিতান্ত দুর্ল্লভ। রে হতভাগ্য ! যিনি আকাশ হইতে অবলীলাক্রমে চন্দ্র সূর্য্যকেও নিপাত করিতে পারেন, নিজ অপ্রতিহত শক্তি প্রভাবে যিনি অগাধ সমুদ্রকেও শোষণ করিতে সমর্থ হন, আমি সেই অমিততেজা জগদেকবীর আর্য্য দাশ-

ঋষির ধর্ম্মপত্নী। নিজ ঘোরতর দুরভিসন্ধি সাধনার্থ তুই যখন আমার প্রতিও এতাদৃশ অশ্রোতব্য কটু বাক্য প্রয়োগ করিলি, তখন বুঝিলাম, তোর মৃত্যু নিতান্তই সন্নিহিত হইয়াছে। তুই সামান্য শশক হইয়া, কি রূপে কোন্ সাহসে সেই বলদর্পিত মত্ত মাতঙ্গ রামচন্দ্রের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইবি। যেমন রুদ্রের নেত্র-জ্যোতিতে অনঙ্গদেবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভস্ম-সাৎ হইয়াছিল, রামের কোপ-কষায়িত চক্ষের লক্ষিত হইলে, তদ্রূপ তোকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। তুই অত্যন্ত হতভাগ্য, তোর একান্তই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, এই সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কা নগরী একমাত্র তোর অত্যাচারেই অভিনব বৈধব্য বেদনা ভোগ করিবে। তুই যে পতিপ্রাণা জানকীরে পতির পার্শ্ব হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিস্, তোর এ পাপ কার্য্যের পরিণাম কখনই ভাল হইবে না। নিয়মিত সময়ে মৃত্যু সন্নিহিত হইলে, লোকে সকল কার্য্যেই অসাবধান হইয়া উঠে। রাবণ! বিধাতা তোর নিতান্তই প্রতিকূল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ভীষণ সময়ই উপস্থিত হইয়াছে, তুই মৃত্যু-মোহে পড়িয়া রামের পতিপ্রাণা রমণীকে অবমাননা করিয়াছিস্ ইহার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করিবি, এখন এ অপরাধে তোকে সবংশেই ধ্বংশ হইয়া যাইতে হইবে। আমি পতিব্রতা রমণী, পাতিব্রত্য তেজে এই দণ্ডেই তোকে ভস্মসাৎ করিতে পারি, কেবল রামের আদেশ

ও তপোহানি প্রযুক্ত এপর্য্যন্তও উপেক্ষা করিয়া আছি। আমি রামের ভার্য্যা, আমাকে যে অপহরণ করিয়াছিস্, ইহা তোর পক্ষে নিতান্তই সাধ্যাতীত, তবে যে কৃত-কার্য্য হইয়াছিস্, বোধ হয় দৈবনির্ব্বন্ধই ইহার নিদান, তোর বধের নিমিত্ত নিঃসন্দেহ দেবতারাই এইরূপ সংঘটন করিয়াছেন। রে নীচাশয়! রে বীরাভিমানিন্! তুই যখন মারীচের মায়াবল অবলম্বন পূর্ব্বক আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে অপসারিত করিয়া, চৌর্য্য বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছিস্ তখন তোর শৌর্য্য, বীর্য্য সকলই জানিতে পারিয়াছি।

এই বলিয়া জানকী বিরত হইলে, দুর্দ্দান্ত দশানন তদীয় কোপ-কঠোর বাক্য শ্রবণে ক্রোধভরে ক্রূর নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া কোপ কটাক্ষে বিকটভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তৎকালে তদীয় আরক্ত-নেত্র প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ও ক্রোধভরে ললাটস্থিত প্রকাণ্ড মুকুট বিকম্পিত হইতে লাগিল। পরিধান রক্ত বসন, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চন্দন ও গলদেশে রক্তমাল্য দুলিতেছে, দুরাত্মা যেন তৎকালে বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত গর্জ্জনশীল প্রকাণ্ড মেঘ খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমুদ্র মন্থন সময়ে সর্পরাজ বাসুকি দ্বারা মন্দর পর্ব্বতের যাদৃশী শোভা হইয়াছিল, কটিদেশে নীলমণি--বিভূষিত মেখলা নিবদ্ধ থাকায় রাবণকেও তদ্রূপ দেখাইতে লাগিল। এবং রক্ত পুষ্প ও রক্ত পল্লবা-

ক্ষিত অশোক-সঙ্কীর্ণ অচলের ন্যায় সেই রাক্ষসাধম অরুণ-বর্ণ কুণ্ডলে ও আরক্ত লোচনে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। রাক্ষসাধম অসীম রোষাবেশে সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক আরক্ত নেত্রে পাদদলিত কাল ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিল;—রে অনীতিসম্পন্নে সীতে! আমি এত অনুনয় করিলাম, এত বিনয় করিয়া কহিলাম, আমার বাক্যে দৃক্‌পাতও না করিয়া, তুই যখন একমনে সেই চীরধারী দুরাচার রামকেই কামনা করিতেছিস্, যখন সেই ভণ্ডতপস্বীর জন্যই শোকাকুল হইয়া, যেন উন্মাদিনীর ন্যায় অনবরত রোদন করিতেছিস্, তখন আর তুই ক্ষমার পাত্রী নহিস্, আমি এই দণ্ডেই তোর সৌভাগ্য গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সমুচিত প্রতিশোধ লইব। এই বলিয়া মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন কএক পদ সঞ্চরণ করত মহাক্রোধে রক্তমাংসাশী রাক্ষসীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল;—নিশাচরীগণ! তোমরা আমার আদেশে সাম দানাদি চতুর্ব্বিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সত্বর জানকীরে বশে আনিবার চেষ্টা কর, আমি আর দুই মাস কাল প্রতীক্ষা করিব, এই সময়ের মধ্যে, কখন ঘোরতর গর্জন ও কখন বা সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া যদি বশবর্ত্তিনী করিতে পার, বিলক্ষণ; নতুবা আর ভদ্রতা নাই। এই বলিয়া রাবণ ক্রোধ-বিরূপীকৃত নেত্রে জানকীর প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক

বর্ষাকালীন সজল জলদ খণ্ডের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে ধান্যমালিনী নাম্নী এক নিশাচরী দ্রুতপদে সন্নিহিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল;—মহারাজ! সীতার প্রতি এত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন কেন? প্রয়োজন কি, আপনি আমার সহিত বিহার করুন। সীতা অতি দীনা, বিকৃতাঙ্গী ও বিরূপা, বলিতে কি, এ কোন অংশেই আপনার যোগ্য হইতেছে না। আমি সুন্দরী, সুতরাং মনোমোহিনী; আপনিও সুন্দর ও মনোহর, বিচার করিয়া দেখিলে, সর্ব্বাংশে আমিই আপনার অনুরূপ। আপনি ভুজবলে যে সমুদায় উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু স্বায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে কি, সে সমুদায় ইন্দ্রের শচীও কখন উপভোগ করে নাই, এই ভাগ্যহীনা দীনা কুলক্ষণা কামিনী কি আপনার সেই সকল দেবদুর্ল্লভ ভোগ্য বস্তুর উপভোগের যোগ্য? কখনই না। মহারাজ! আর দেখুন, সীতা যখন কোন মতেই আপনার প্রতি অনুরক্ত হইল না, তখন উহার প্রতি আসক্ত হওয়াও কি আপনার উচিত? অরসিকার সহিত সুরসিক পুরুষের সহবাস কেবল বিড়ম্বনা ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। কুরূপাই হউক, বা সুরূপাই হউক, যে নারী অনুরাগিনী হইয়া বিহার বাসনা করে, বিবেচনা করিলে, তাহার সহিত সম্ভোগেই প্রকৃত সুখ অনুভব করা যায়। অতএব মহারাজ! আপনি সীতার আশা পরিত্যাগ করুন,

আমারই সহিত বিহার করুন, আপনার যেরূপ রূপ, সর্ব্বথা আমিই তাহার অনুরূপ।

এই বলিয়া নিশাচরী ধান্যমালিনী বিরত হইলে, রাবণ তদীয় তাদৃশী প্রণয়পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া এবং অকামা কামিনীর প্রতি বল পূর্ব্বক আসক্ত হইলে, নিতান্ত অযশ হইবে, ভাবিয়া তথা হইতে স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। গমন কালে তদীয় গতিবেগে এবং তৎসহাগত গন্ধর্ব্ব ও নাগকন্যাদিগের গর্ব্বিত পাদ বিক্ষেপে পৃথিবী যেন বিকম্পিত হইতে লাগিল। জানকী সে দিন এই রূপে দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইলেন, এক মনে সেই আজানুলম্বিতবাহু পদ্মপলাস-লোচন রামচন্দ্রের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর দুর্দ্দান্ত দশানন রমণীগণে পরিবৃত হইয়া, এইরূপে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত ও অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, সমস্ত নিশাচরীরা তদীয় নিদেশে ভয়ঙ্কর বেশে সীতা সন্নিধানে উপনীত হইয়া পরুষ বাক্যে কহিল ;—রে দুর্ব্বিনীতে সীতে! তোমার ন্যায় হতভাগিনী রমণী ত্রিজগতে আর কে আছে ? যিনি লঙ্কার অধীশ্বর, যাঁহার ভয়ে সসাগরা সদ্বীপা ধরা যেন শঙ্কিত চিত্তে অবস্থান করিতেছে, সেই

দশানন স্বয়ং আসিয়া তোমায় এত অনুনয় করিলেন, এত বিনয় করিয়া কহিলেন; বল দেখি, ইহার পর আর সৌভাগ্য কি আছে, তুমি ইহাতেও আপনাকে শ্লাঘনীয়া মনে করিতেছ না? এ আবার তোমার কি মোহ? এই বলিয়া তাহারা নিতান্ত তাড়না করিতে লাগিল।

একজটা নাম্নী বিকটদর্শনা বিকৃতাঙ্গী এক নিশাচরী কোপ-বিরূপীকৃত নেত্রে কোমলাঙ্গী জানকীর প্রতি বিকট কটাক্ষে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; অয়ি সৌভাগ্য-রহিতে সীতে! রাবণ সামান্য নহেন, তাঁহাকে অনাদর করা তোমার নিতান্তই অনুচিত হইয়াছে। দেখ;—মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, এবং ক্রতু; এই ছয় জন মহর্ষি, প্রজাপতি নামে বিখ্যাত। ভগবান্ পুলস্ত্য ইহাঁদের মধ্যে চতুর্থ ও ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ পুলস্ত্যের বিশ্বশ্রবা নামে এক মানস পুত্র জন্মে, ইনিও প্রজাপতির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। আমাদের মহারাজ দশানন ঐ বিশ্বশ্রবার আত্মজ। অতএব জানকি! বল দেখি তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার এত প্রকার আরাধনা করিলেন, ইহাতেও কি তোমার মন দ্রব হইল না। সুন্দরি! যদি অনুরূপ স্বামীর ক্রোড়ে বসিয়া যৌবনসুখের সার্থকতা সম্পাদন করিতে অভিলাষ থাকে, তবে আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় গিয়া দশকণ্ঠের কণ্ঠভূষণ হও। তোমার ন্যায় লাবণ্যময়ী কামিনীদিগের একাকিনী এ ভাবে থাকা একান্তই অনুচিত।

অনন্তর হরিজটা নাম্নী বিড়ালাক্ষী এক নিশাচরী অগ্রসর হইয়া কহিল ;—অয়ি মুগ্ধে ! তুমি মহারাজকে সামান্য মনে করিও না, তিনি সামান্য নহেন। তেত্রিশ কোটি দেবতা তাঁহার ভুজবীর্য্যে পরাভূত হইয়া, যেন দাসের ন্যায় সভয়ে দিনপাত করিতেছে; এমন কি রণক্ষেত্রে তদীয় বীরবিক্রম-মিশ্রিত ক্রোধবিকম্পিত ভীম মুর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, ত্রিদশনাথ ত্রাসে অদ্যাপি রাক্ষসনাথের অধিকারে পদার্পণ করিতে পারেন না। তিনি ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর এবং এই বিশালা নগরীর অধীশ্বর। জানকি ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, এমন গুণের স্বামীর ক্রোড়ে বসিতে কি তোমার অভিলাষ হয় না ? তুমি অনুরাগিনী হইলে, লঙ্কা নগরীতে যতই রমণী আছে, মহারাজ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পরম সমাদরে তোমাকেই গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এবং তাঁহার আদেশে অন্তঃপুরচারিণী বহুসংখ্য সুবেশা বিলাসিনীরাও দিবানিশি তোমার চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, আর তুমিও লঙ্কেশ্বরের ক্রোড়ে বসিয়া যেন অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে। ইহাতেও কি তোমার চিত্ত সৎপথে আসিতেছেনা ?

তদনন্তর বিকটা নামে অপরা রাক্ষসী হরিজটাকে পশ্চাৎ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিল ;—অয়ি বিবেক-পরিশূন্যে সীতে ! যিনি নিজ বাহুবলে গন্ধর্ব্ব ও দানবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ত্রিলোকে মহাবীর নামে বিখ্যাত

হইয়াছেন, ঐশ্বর্য্যে যক্ষরাজকুবেরকেও পরাজয় করিয়াছেন, তোমার বড়ই সৌভাগ্য, যে সেই বিখ্যাত বীর মহারাজ রাবণ স্বয়ং আসিয়া তোমায় এত প্রকার অনুনয় করিলেন। জানকি! ভাল জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ কি তোমার অনুরূপ নহেন; তিনি কি কুরূপ, তাঁহার কি ঐশ্বর্য্য নাই, রণ স্থলে তাঁহার প্রতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া কি শত্রুকুল দগ্ধ করে নাই? সুন্দরি! সেই গুণ-ভূষণ দশাননের ভার্য্যা হইতেও যখন অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তখন বুঝিলাম, তোমার এ রূপ, বিধাতা সর্ব্বথা নিরর্থক বিধান করিয়াছেন। তোমার ন্যায় নীচাশয়া ও নীচপ্রকৃতি রমণী ত্রিভুবনে আর দুইটি নাই।

পরে দুর্ম্মুখী নাম্নী নিশাচরী অগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রগল্‌ভ বাক্যে কহিল; অয়ি অকার্য্য-পরায়ণে! যাঁহার প্রতাপভয়ে ভীত হইয়া ভগবান্ সূর্য্যদেবও যেন শীতল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনতিশীতোষ্ণ কিরণমালা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহার ভয়ে মারুত সর্ব্বদা মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছেন, তরুগণ সর্ব্বকাল প্রসুত ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উদ্যান শোভা বিস্তার করিতেছে, পর্ব্বত সকল সর্ব্বদা সুশীতল নির্ঝরবারি প্রদান এবং মেঘগণ যাঁহার অব্যর্থ আজ্ঞানুসারে জল বর্ষণ করিয়া থাকে; বল দেখি, সেই রাজাধিরাজ মহারাজ রাক্ষসরাজের ভার্য্যা হইয়া অতুল্য সুখ সমৃদ্ধি সম্ভোগ করিবে, ইহাতে তোমার বাধা কি! জানকি? আমাকে অহিত-

কারিণী মনে করিও না, আমি যাহা কহিতেছি, সমুদায় তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই, তুমি আমার কথায় কর্ণপাত কর, হৃদয়ঙ্গম কর, এবং সত্বর গিয়া সেই দশ-কণ্ঠের কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত কর। এতদ্ভিন্ন তোমার আর ভদ্রতা নাই। এই বলিয়া দুর্ম্মুখী ক্রোধে যেন কাঁপিতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ঐ সমস্ত ঘোরদর্শনা নিশাচরী একত্র মিলিত হইয়া একান্ত অকরুণ বাক্যে ক্রোধভরে কহিতে লাগিল; অয়ি হতভাগ্যে! সীতে! তুই কি জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিস্? নতুবা এমন গুণের স্বামীর প্রতি দৃকপাতও না করিয়া সামান্য মনুষ্যের প্রতি এত অনুরাগিণী হইবি কেন? যাহা হউক, এই আমাদের শেষ কথা, যদি জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, এই দণ্ডেই সে ভণ্ড তপস্বী হইতে মন নিবৃত্ত কর এবং ত্রিলোকস্থ সমস্ত ধনসম্পত্তির অধীশ্বর মহারাজ লঙ্কেশ্বরের মহিষী হইয়া প্রতি নিয়ত তাঁহার মনোরঞ্জন কর। রাম একেত মনুষ্য, তাহাতে আবার রাজ্যভ্রষ্ট ও বন্ধু বান্ধব বিহীন হইয়া নিতান্ত দীন বেশে দিবানিশি

বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে ও বন্য ফলমূলমাত্রে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহার প্রতি তোর এত গাঢ় অনুরাগ কেন?

তখন শোকাকুলা জানকী নিশাচরীদিগের তাদৃশ অকরুণ বাক্য শ্রবণে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন;—রাক্ষসীগণ! তোমরা নানা প্রকার ভয় প্রদর্শণ পূর্ব্বক পরপুরুষকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত যে সকল প্রলোভন বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, উহা নিতান্তই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, এমন কি, উহা শুনিলেও মহাপাতকী হইতে হয়। আমি প্রাণ থাকিতে মনে মনেও এমন লোমহর্ষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। মানুষী এবং পতিব্রতা রামপত্নী হইয়া আমি কদাচ রাক্ষসের ক্রোড়ে বসিতে পারিব না।আমার স্বামী দরিদ্রই হউন, রাজ্যভ্রষ্টই হউন বা বন্ধুবান্ধব বিহীনই হউন, তিনিই আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা ও তিনিই আমার পরমগুরু। আমি যে নেত্রে সেই ইক্ষ্বাকুনাথের পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছি, সেই নেত্রে কি রাক্ষসনাথের করালমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিব? কখনই না। সূর্য্যপত্নী সুবর্চ্চলা যেমন সূর্য্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, আর্য্যা অরুন্ধতী যেমন ভগবান্ বশিষ্ঠের, এবং লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্য দেবের অনুগতা; তদ্রূপ আমিও সেই দশরথাত্মজ দয়াময় দাশরথির অনুগামিনী ও একান্ত নিদেশকারিণী। ত্রিলোকে তিনি ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানি না, আমার এদেহ, এ জীবন, সেই

জীবিতনাথের পবিত্র পাদপদ্মেই অর্পণ করিয়াছি। আমার এ দেহে একমাত্র তাঁহারই অধিকার, এবং তিনি ভিন্ন জানকীর আর গত্যন্তর নাই। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর মারুতকুমার শিংশপা বৃক্ষের পত্র মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া মৌনভাবে সাদর নেত্রে সমুদায় দেখিতে-ছিলেন। ইত্যবসরে করালবদনা কতকগুলা রাক্ষসী ভীমবেশে জানকী সন্নিধানে সমাগত হইয়া লম্বমান দশনচ্ছদ লেহন পূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিল;—সীতা মানুষী, কিরূপে আমাদের মহারাজের ভার্য্যা হইবে, আমরা মাংসাশী, সর্ব্বথা আমাদেরই ভক্ষ্য, এই বলিয়া করালমুখ বিস্তার পূর্ব্বক তাহারা যেন জানকীরে গ্রাস করিতেই উদ্যত হইল। তখন জানকী তাহাদের অত্যাচার আর সহিতে না পারিয়া রোদন করিতে করিতে তথা হইতে অপর শিংশপা বৃক্ষের মুলদেশে গমন করিলেন, রাক্ষসীরাও অমনি তথায় গিয়া মিলিত, হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার তাড়না করিতে লাগিল।

ঐ সমস্ত রাক্ষসীর মধ্যে বিনতা নাম্নী নতোদরী ভয়ঙ্করী এক নিশাচরী ভয়ঙ্কর স্বরে জানকীরে সম্বোধন করিয়া কহিল;—জানকি! তুমি এতকাল যে স্বামিসৌভাগ্য প্রদর্শন করিলে, ইহাতে আমি সমধিক আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে প্রকৃত পথ অনুসরণ কর, আর কেন, অতিবাদ কিছুই ভাল নয়। সকল বিষয়েই আতিশয্য ব্যসনের

নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। অতএব সুন্দরি! এখনও সময় আছে, যদি ভাবী মঙ্গলের আশা থাকে, নিকৃষ্ট অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে লঙ্কেশ্বর দশকণ্ঠের কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত কর। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বলবান্, অতিবদান্য, শরলপ্রকৃতি ও প্রিয়ভাষী, তুমি অনুরাগিণী হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসিলে, লঙ্কা নগরীর অধিশ্বরী হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্য সুখ উপভোগ করিলে, এবং দিব্য অঙ্গ রাগে সর্ব্বাঙ্গ সুবাসিত ও দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, অগ্নির স্বাহার ন্যায় ও ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সুখে বিহার করিলে, হীনবল রামের কথা আর মনেও আসিবে না। জানকি! আমার যাহা বক্তব্য ছিল, এই আমি তোমার নিকট কহিলাম, যদি ভাল বোধ হয়, আইস, নচেৎ এই দণ্ডেই কালের করাল গ্রাসে নিপাতিত্ করিব।

তৎপরে বিকটানাম্নী বিকটবদনা অপর এক রাক্ষসী দৃঢ় মুষ্টি উদ্যত করিয়া তর্জন গর্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; রে মুগ্ধে! তোর কোমলাঙ্গ দর্শনে দয়াপরতন্ত্র হইয়া, আমরা এতকাল কিছু বলি নাই। এমন কি তোর বিস্তর অবমানাও সহ্য করিয়াছি, কিন্তু তুই অবলা-জনোচিত বুদ্ধিহীনতা নিবন্ধন আমাদের কালোচিত হিতকামনায় কটাক্ষ পাতও করিতেছিস্ না। বিবেচনা করিয়া দেখ্, তুই যখন এই সুদুস্তর সাগর পারে আনীত ও দুর্দ্দান্ত দশাননের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছিস্, যখন

সাক্ষাৎ কৃতান্ত সহোদরী মাদৃশী ঘোরদর্শনা নিশাচরী দিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইতেছিস্, তখন আর তোরে পরিত্রাণ করে, ত্রিভুবন মধ্যেও এমন কেহ নাই। অতএব জানকি! ত্রক্ষণে আমার হিত কথায় কর্ণপাত কর, আর অনর্থক রোদন করিও না, এক মনে দশকণ্ঠের কণ্ঠমালা হইয়া নিত্য নিত্য দিব্য সুখ অনুভব কর। আর দেখ, যৌবন অতিচঞ্চল পদার্থ, উহা একবার গত হইলে, আর প্রত্যাগমন করে না: সুতরাং যে কএক দিন যৌবন কাল থাকে, মনের সুখে আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত কর। লঙ্কেশ্বরের ভার্য্যা হইলে, শত সহস্র সুন্দরী রমণীরা তোমার অধীন ভাবে থাকিবে। অতএব জানকি! আর অন্যমত করিও না, জানিলাম তোমার বিলক্ষণ পতিভক্তি আছে। আর কেন, এক্ষণে সৎপথে আইস। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই কহিতেছি, আমার কথা অবজ্ঞা করিও না, করিলে, নিশ্চয় জানিও তোমার এই বক্ষস্থল, এই সুকোমল অঙ্গলতিকা, এই সুন্দর বদনমণ্ডল; মনের সুখের মহা আমোদে সমুদায় ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।

অনন্তর চণ্ডোদরী নাম্নী চণ্ডরূপিণী এক নিশাচরী প্রকাণ্ড শূলাস্ত্র ভ্রামিত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল; অহো! আমাদের মহারাজ এই যে ত্রাসোৎকম্পিত-পয়োধরা আয়তনয়না কোমলাঙ্গী কামিনীটা হরণ করিয়া আনিয়াছেন, দেখিয়া ইহার যকৃৎ, প্লীহা ও মস্তকটা যেন মড় মড় করিয়া ভক্ষণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

বিকটা ! তুই যা, আমি গিয়া মনের সাধে উহার কোমল মাংস ও নূতন রক্তগুলি আহার করি। চণ্ডোদরী এই রূপ কহিতেছে, ইতিমধ্যে প্রয়সা নাম্নী প্রকাণ্ডমূর্ত্তি অপর এক রাক্ষসী তারস্বরে কহিল ; নানা, চণ্ডোদরি ! তুই উহার মস্তকটা ভক্ষণ করিতে পারিবি না, উহার মাথাটা লইয়া আমি ক্রীড়া করিব। তোরা তবে আর বিলম্ব করিতেছিস্ কেন ? শীঘ্র মহারাজের নিকট গিয়া এই সম্বাদ দে; সীতা মানুষী, ত্রাসেই তাহার কোমল জীবন বহির্গত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে হয় ত মহারাজ স্বয়ংই আমাদিগকে উহার মৃত দেহ ভোজন করিতে আজ্ঞা দিবেন।

তৎপরে অজামুখী নামে এক রাক্ষসী কহিল ; ও প্রয়সা ! তুই আবার কি কহিতেছিস্, মহারাজকে এ সংবাদ দেওয়া কি উচিত ? সীতার জন্য তাঁহার চিত্ত যেরূপ ব্যাকুল দেখিয়াছি, মৃত্যু সংবাদ শুনিলে হয় ত তিনিই আসিয়া সমুদায় আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। অতএব অগ্রে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি, এত বিবাদেই বা প্রয়োজন কি ? আয়, উহাকে বিনাশ করিয়া আমরা সকলেই সমানভাগে বিভক্ত করিয়া লই। পশ্চাৎ না হয় মহারাজের নিকট কহিব ; জানকী মানুষী, ত্রাসেই তাহার জীবনান্ত হইয়াছিল, পরে আমরা ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে তোরা শীঘ্র গিয়া মদ্য ও মাল্য আনয়ন কর। তৎশ্রবণে শূর্পণখা কহিল ; উচিত কথা, অজামুখী যাহা কহিল, আমারও সেই মত। আইস, আমরা এক্ষণে

পরম আহ্লাদে প্রমোদকারিণী সুরা আনয়ন করি, ইহার সু-কোমল মাংসখণ্ড খণ্ড খণ্ড ও সুরামিশ্রিত করিয়া রসে রসে চর্ব্বণ করিব, পশ্চাৎ রক্ত পুষ্পমাল্য কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক নিকুম্ভিলা দেবীর চত্বরে গিয়া, সকলে মিলিত হইয়া মহা আমোদে নৃত্য করিব। এই বলিয়া রাক্ষসীরা নানা প্রকার তাড়না করিতে লাগিল।

তখন সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুলকামিনী জানকী সেই সকল কৃতান্তসহোদরী নিশাচরীদিগের তাদৃশী অতি ভীষণ করাল মূর্ত্তি দর্শনে ও তাদৃশী নিদারুণ কথা শ্রবণে অতিমাত্র অধীরা ও যারপর নাই ভীতা হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণপতিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রবল বায়ুবেগে কদলী তরুর ন্যায় প্রাণভয়ে তৎকালে তদীয় কোমলাঙ্গ অনবরত বিকম্পিত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ ও ত্রাসে তদীয় স্বর্ণকান্তি শরীর অমনি মলিন হইয়া উঠিল। অশ্রু ধারায় বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি কখন সতৃষ্ণ নয়নে প্রাণপতির আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কখন ভাবিলেন, হা দগ্ধ বিধে! অকালে এই রূপে রাক্ষসীদিগের হস্তে আমার জীবনান্ত হইল! আমার প্রাণ যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রাণান্ত সময়ে প্রাণবল্লভের পাদপদ্ম একবার দেখিতে পাইলাম না, এ মনোবেদনা দেহান্তেও চিরদুঃখিনী জানকীর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, এই বলিয়া কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ

রাক্ষসীদিগের তাদৃশ তর্জন গর্জ্জন শ্রবণে তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে যে কি এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল তাহা আর বলিবার নহে।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর জানকী কিয়ৎকাল পরে আপনা আপনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন;—রাক্ষসীগণ! রাম-বিরহে আমার এ দেহ এক্ষণে অন্তঃসার বিহীন হইয়াছে, ইচ্ছা হয় বধ কর, না হয় বন্ধন কর, এ পাপ জীবন যায়, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই, তোমরা স্বচ্ছন্দে আমার এ দগ্ধ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মাংস ভোজন কর। আমি যে অঙ্গে সেই আজানুলম্বিতবাহু দুর্ব্বাদলশ্যাম আর্য্য দাশরথির কোমলাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়াছি, প্রাণ থাকিতে সেই অঙ্গে পাপ দশকণ্ঠের কঠিনাঙ্গ আলিঙ্গন করিতে কখনই পারিব না।

কুরঙ্গনয়না জানকী এই বলিয়া দাবদগ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় চকিত নয়নে চারি দিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; দেখিলেন; অকূল শোক সাগর যেন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া দুঃখরূপ তরঙ্গ লহরী অনবরত উদ্গার

করিতেছে, ভীষণ অজগরেরা হলাহল বিষ বমন ও তদ্দ্বারা ঐ সাগরের জল বাশি একেবারে বিষাক্ত করিয়াই যেন নানারঙ্গে তন্মধ্যে সুখে সন্তরণ করিতেছে। জানকী সেই অকুলসাগর মধ্যে নাবিকবিহীনা, যেন নিমগ্না তরণীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন উন্মাদিনীর ন্যায় একান্ত শূণ্য হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন;—একি! আমি কোথায়? নিরপরাধে নিশাচরীরা আমায় গ্রাস করিতেছে কেন? আর্য্যপুত্র কোথায়? আর্য্যপুত্র! এই দেখুন, রাক্ষসীরা অকারণে আপনার জানকীর জীবনান্ত করিতে বসিয়াছে। এই বলিতে বলিতে সহসা কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হওয়ায় আবার অধীর হইয়া পড়িলেন। আবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া শিংশপা বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রামরূপ চিন্তা করিতে বসিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চিত্ত সেই রামরূপ গভীর সাগরে এরূপ নিমগ্ন হইয়া গেল, যে তৎকালে শোক দুঃখ কিছুই অনুভূত হইল না। কেবলমাত্র তাঁহার শূণ্য দেহলতা ভূতলে পতিত ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

আহা! পতিপ্রাণা জানকীর সেই সেই শোচণীয় ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তদীয় তৎকালোচিত মর্ম্মভেদী বিলাপ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, বনের পশু পক্ষিরাও অপার দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু বিনয়-বধিরা পাপ রাক্ষসীদিগের বজ্রলেপময় হৃদয়ে বিন্দু-

মাত্রও কারুণ্য রসের উদ্রেক হইল না। জানকী ঐ সমস্ত নিশাচরীদিগের করাল মুখ-নির্গলিত লোমহর্ষণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ভয়ে এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, যে একাগ্রচিত্তে কিছুকাল রামরূপ ধ্যান করিতেও পারিলেন না। আবার হৃদয় চমকিয়া উঠিল, মুখবর্ণ আবার পূর্ব্ববৎ বিবর্ণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পুনর্ব্বার বিকম্পিত হইতে লাগিল। কম্পনবেগে তাঁহার শিরস্থিত বেণী ইতস্ততঃ পরিচালিত হওয়ায় তৎকালে বোধ হইল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত সহোদরীই যেন তাঁহারে আত্মসাৎ করিবার জন্য বিষধরী রূপে তাঁহার মস্তকে অধিরোহণ করিয়াছে। নিঝর বারি পাতের ন্যায় অনবরত অশ্রুধারা তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি সজল লোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন; হা আর্য্যপুত্র! হা জীবিতেশ্বর! হা জগদেকবীর! আপনি এমন সময়ে কোথায় রহিলেন, কোন্ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন? আপনার জানকীর দুর্দ্দশা একবার দেখিলেন না? নাথ! দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া এখন যে আমার প্রাণ যায়, প্রাণান্ত সময়েও কি একবার দেখা দিবেন না? হা দেবর লক্ষ্মণ! হা বীরকুলপ্রদীপ! তুমিও কি আমায় বিস্মৃত হইলে? হা দেবী কৌশল্যে! হা আর্য্যে সুমিত্রে! এমন সময়ে কোথায় রহিলেন, কি করিতেছেন; বধূ জানকীর শেষ দশা একবার দেখিলেন না, করালবদনা রাক্ষসীগণে বেষ্টিত হইয়া এখানে যে আমি অপার দুঃখ সাগরে ভাসিতেছি, কিছুই

জানিতে পারিলেন না। হায়! “অসময়ে মৃত্যুও সুলভ নহে” এ লোকপ্রবাদ, আজ আমার ভাগ্যে সত্যই হইল; নতুবা আমি রামদর্শনে বঞ্চিত হইয়া এবং সাক্ষাৎ কৃতান্তসহোদরী নিশাচরীদিগের এতাদৃশ অশ্রোতব্য কুবাক্য সকল শুনিয়া এখন পর্য্যন্তও জীবিত থাকিব কেন? হায়! আমি কি মহাপাতকী, প্রাণান্ত সময়েও এক-বার প্রাণবল্লভের পাদপদ্ম দেখিতে পাইলাম না। ভাল নাথ! “আপনি দুর্ব্বিনীতদিগের শিক্ষক থাকিতেও দুর্ব্বি-নীতা রাক্ষসীদিগের হস্তে আপনার জানকীর প্রাণান্ত হইল” এ কলঙ্কে কি আপনার নির্ম্মল নাম কলঙ্কিত হইবে না? তবে এ দুরাত্মাদিগকে শাসন করিতেছেন না কেন? আপনি কি উপহাস করিতেছেন, না আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন? প্রাণবল্লভ! একি আপনার পরিহাসের সময়? এখন যে আমার প্রাণ যায়, প্রাণান্ত সময়েও কি আপনি মন পরীক্ষাই করিতেছেন। নাথ! আর উপেক্ষা করিবেন না, ত্বরায় আসিয়া এ অনাথিনীকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আপনার জানকীর আর অন্য উপায় নাই, আপনি দয়া না করিলে, এ অভাগিনীকে আর কে দয়া করিবে। এইরূপ বহুবিধ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে দর দরিত ধারে বারিধারায় তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।

তিনি কখন উন্মাদিনীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কখন মুচ্ছিতার ন্যায় ধরাতলশায়িনী হইয়া পরিশ্রান্তা বড়বার ন্যায় ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন ;—হায়! পাপ রাবণ আমারে একাকিনী অনাথিনী পাইয়া যখন অপহরণ করিয়াছিল, তৎকালে আর্য্যপুত্রের উদ্দেশে তারস্বরে আমি কতই রোদন করিয়াছিলাম, অধুনাও এই করাল রাক্ষসীদিগের বশতাপন্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কতই আর্ত্তনাদ করিতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আর্য্যপুত্র বোধ হয়, ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিতেছেন না, জানিতে পারিলে, তুচ্ছ রাক্ষস কেন, কালের করাল কবল হইতেও আমায় উদ্ধার করিতেন। হা দগ্ধ হৃদয়! হা হত জীবন! রামশূন্য হইয়া আর কি সুখে জীবিত রহিয়াছ। হা চক্ষু! এতকাল অপ্রতিম রামরূপ নিরীক্ষণ করিয়া এখন কি সুখে এই ভয়াবহ রাক্ষসী মূর্ত্তি দেখিতেছ। হা শ্রবণ! এতকাল আর্য্য পুত্রের অমৃত নিঃসন্দিনী কথা শ্রবণ করিয়া, এখন আবার কি সুখে রাক্ষসীদিগের কর্কশ বাক্য শুনিতেছ। হায়! আর্য্য-

পুত্রবিরহে এতাবৎকাল পর্য্যন্তও যখন আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি, তখন আমি নিশ্চয় অসতী; নতুবা, পতিপ্রাণা রমণী হইলে, পতিবিরহে আমি এতকাল কখনই জীবিত থাকিতে পারিতাম না। আমারে ধিক্, আমার এ দগ্ধ জীবনেও ধিক্, আমার ন্যায় হতভাগিনী অসতী রমণী আর কে আছে, আমি পরগৃহবাসিনী হইয়া এত দীর্ঘ কাল যখন জীবিত আছি, তখন আমার অসাধ্য আর কিছুই নাই।

এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার চিত্তে সহসা অপরিসীম ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল; তখন তিনি সেই রোষাবেশে অধীর হইয়া আরক্ত লোচনে নির্ভয়ে পরুষাক্ষরে কহিতে লাগিলেন;—রে রাক্ষসীগণ! যাহার শির বাম চরণ দ্বারা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়, যাহার নাম মনে উদয় হইলেও মহাপাতকী হইতে হয়, আমি প্রাণ থাকিতে কি সেই পাপাত্মার করাল মুর্ত্তি নিরীক্ষণ করিব? কখনই না। তবে আর উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় তোদের বৃথা বাগ্‌জাল করিবার প্রয়োজন কি? নিশ্চয় জানিস্, আমার এ দেহ যদি শৃগাল কুক্কুরেও ভোজন করে, আমার এ প্রাণ যদি জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াও বহির্গত হইয়া যায়, আমি তথাপি সে পাপাত্মার পাপ অঙ্গ আলিঙ্গন করিব না। আমি নিশ্চয় জানি, সেই জগদেকবীর, সেই দুর্দান্ত-নিয়ন্তা আমারে অন্তরের সহিত বড়ই ভাল বাসেন, এমন কি, আমাকে মুহুর্ত্তকাল না দেখিলেও তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জীর্ণ অরণ্যপ্রায় প্রতিভাত

হয়, সেই রাম এত দীর্ঘ কাল আমার বিরহে থাকিয়াও যে অন্বেষণে উপেক্ষা করিতেছেন, একমাত্র আমার দুর্ভাগ্যই তাহার নিদান। তিনি যখন সংগ্রাম ক্ষেত্রে ভীমরূপী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া জনস্থান একেবারে জনশূন্য করিয়াছেন, সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্য যখন একমাত্র শরে সপ্ততাল পর্ব্বত ও পরিশেষে রসাতল পর্য্যন্তও বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই বিখ্যাত বীর আর্য্য রাম মনে করিলে কি তাঁহার জানকীরে উদ্ধার করিতে পারেন না। "আমি লঙ্কাপুরে রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া দিবানিশি শোক সাগরে ভাসিতেছি" জানিতে পারিলে, রাক্ষসকুল এতকাল কি সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইত না, লঙ্কা নগরীর কি অভিনব বৈধব্য বেদনা উপস্থিত হইত না। অনাথা জানকীর ন্যায় হতনাথা হইয়া এতকাল পাপ রাক্ষসীদিগের রোদনধ্বনিতে কি চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইত না? তাহাদের নয়ন জলে অভিষিক্ত হইয়া, এত কাল লঙ্কা নগরীই কি, প্রেতোদ্দেশে কৃতস্নাতা আর্দ্রবস্ত্রা রমণীর ন্যায় নিতান্তই হতশ্রী হইয়া যাইত না? অবশ্যই যাইত।

রে নিশাচরীগণ! নিশ্চয় জানিবি, অমি যদি পতিপ্রাণা রমণী হই, পতির পাদপদ্মে যদি আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে, তোদের এ গৌরব অচিরকাল মধ্যেই খর্ব্ব হইয়া যাইবে। সেই দয়ার সাগর আর্য্য রাম, মহাবীর সুমিত্রানন্দনকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমার উদ্ধারার্থ অবশ্যই

লঙ্কায় আগমন করিবেন। তখন আমি মনের সুখে দেখিব; এই বিশালা নগরীর রাজপথ সকল সতত চিতাধূমে সমাকীর্ণ, শিবাগণ ভৈরব রবে দিবাভাগে ইতস্ততঃ ধাবমান ও চারি দিকে গৃধ্রগণ পরম উল্লাসে উড্ডীন হইতেছে। এই সমৃদ্ধিশালিনী পুরী অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বথা শ্মশান ভূমির ন্যায় বীভৎসদর্শন হইয়া উঠিবে। এবং সেই জগদেকবীর রামচন্দ্রের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া রাক্ষসেরাও ভস্মাবশিষ্ট দেহে ভূতলে পতিত হইবে। নগরী মধ্যে আমি দিন দিন সে সকল অশুভ চিহ্ন দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, লঙ্কা পুরী মৃতভর্তৃকা কামিনীর ন্যায় পুণ্যোৎসবশূন্যা, রামশরে প্রভাবিহীনা ও রাক্ষসীদিগের নয়নজলে অভিষিক্তা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। রাবণোক্ত মাসদ্বয় মাত্রই অবশিষ্ট। রাক্ষসীগণ। রামশরে যখন এই দুর্ব্বিনীত দশকণ্ঠের কণ্ঠ অবরোধ হইয়া আসিবে, যখন দিবা ভাগে ভৈরব রবে চীৎকার করিতে করিতে শিবাগণ এই সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কা নগরীকে ঘোরতর শ্মশান ভূমির ন্যায় দেখাইবে, পাপাচারী রাক্ষসেরা পাপাচরণের চরম ফল তখনই জানিতে পারিবে। এবং পরদার হরণের পরিণাম ফল উপভোগ করিয়া, তখনই চৈতন্যও লাভ করিবে।

এই বলিতে বলিতে জানকী পুনর্ব্বার রামশোকে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, চতুর্দ্দিক যেন নিবিড় অন্ধকারে সমাবৃত দেখিয়া অধোবদনে ভাবিতে লাগিলেন; হায়!

আর্য্যপুত্র কি ব্যাকুলান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে আমার অন্বেষণ করিতেছেন না? "আমি যে জীবিত আছি" তিনি কি ইহা জানিতে পারিতেছেন না? আর যদি নিশ্চয় জানিয়া থাকেন, তবে কি পৃথিবীতলে তাঁহার জানকীর অনুসন্ধান করিতেছেন না? অবশ্যই করিতেছেন। অথবা জানকী জীবিত নাই, ভাবিয়া তিনি হয়ত এখন বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষান্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিম্বা ধর্ম্ম পত্নী বিয়োগে ধর্ম্মাচরণের প্রতিবন্ধক ও সর্ব্বথা আমার মৃত্যু অবধারণ করিয়া, নিজ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

এই বলিয়া পতিপ্রাণা জানকী সজলায়ত লোচনে ঊর্দ্ধ মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—দেবগণ! গন্ধর্ব্বগণ! সিদ্ধগণ! আপনারাই ধন্য, এখন আপনারা নিত্য নিত্য আর্য্যপুত্রের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। আবার অধোবদনে কহিলেন; না না, আমার মরণ নিশ্চয় করিয়া আর্য্যপুত্র দেহত্যাগ করিবেন কেন? তিনি জিতেন্দ্রিয়, পরমাত্মপরায়ণ, তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর আর প্রয়োজন কি? অথবা স্নেহভাজন ব্যক্তি যতক্ষণ সম্মুখে থাকে, ততক্ষণই স্নেহের উদ্রেক হয়। অদৃশ্য হইলে আর সে ভাব থাকে না। অতএব আমি যখন এক্ষণে তাঁহার নয়ন পথের অতীত হইয়াছি, তখন আমার প্রতি আর তাঁহার দয়া, মায়া, মমতা ও স্নেহভাব, কিছুই নাই।

না, তিনি কি কৃতঘ্ন ! অদর্শন-জনিত স্নেহভাব কৃতঘ্ন পুরুষের অন্তর হইতেই অন্তর্হিত হয়; আমি নিশ্চয় জানি, তাদৃশ জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পবিত্র অন্তঃকরণে কৃতঘ্নতা দোষ কদাচ স্পর্শিতে পারে না; অতএব আর্য্যপুত্রের সেই পবিত্র দয়া, সেই বিশুদ্ধ মায়া, সেই নির্ম্মল স্নেহ আমার অদর্শনেও অমুদায় সমভাবেই রহিয়াছে। অথবা আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সকল গুণই অধুনা দোষে পরিণত হইয়াছে; নতুবা তিনি দয়াময় হইয়া দয়িতার অন্বেষণে এত উপেক্ষা করিবেন কেন ?

এই বলিতে বলিতে নয়নজলে জানকীর বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্ব শরীর বিকম্পিত ও শোকপ্রভাবে মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তখন উন্মাদিনীর ন্যায় উদ্ভ্রান্ত মানসে ঊর্দ্ধ নেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন; হা আর্য্যপুত্র! হা ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর জগদেকবীর! হা সূর্য্যবংশাবতংস দয়াময় জানকীবল্লভ! দুরাত্মা রাবণ আপনার জানকীরে হরণ করিয়া আনিয়াছে, সে হতভাগিনী অধুনা অসতী, তাহার চরিত্রের বিশেষ অপযশ ঘটিয়াছে, গুণ সমুদায়ও সম্প্রতি দোষে পরিণত হইয়াছে, আপনি আর তাহারে গ্রহণ করিবেন না; করিলে, আপনার নির্ম্মল কুলে অবশ্যই কলঙ্ক স্পর্শিবে। সে হতভাগিনী আর ভবাদৃশ স্বভাবসুন্দর ধার্ম্মিক পুরুষের সহধর্ম্মিনী হইবার উপযুক্ত নহে, ক্ষমার পাত্রীও নহে।

এই বলিয়া অধোবদনে আবার ভাবিতে লাগিলেন; না, না, আর্য্যপুত্র অতি বিচক্ষণ,অতি প্রাজ্ঞ ও অতিশয় সুধীর ;তত্ত্ব নির্ণয় না করিয়া তিনি কোন কার্য্যই করেননা। বিশেষ ক্ষত্রিয়দিগের বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা নিতান্তই বলবতী, তিনি ক্ষত্রিয়, বৈরনির্য্যাতন না করিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিবেন, কোন রূপেই বোধ না। অতএব তিনি হয় ত ক্ষত্রিয়োচিত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে আমার অন্বেষণই করিতেছেন ; অথবা তিনি ইতস্ততঃ আমার অনুসন্ধান করিতেছিলেন ; আর ছদ্মবেশী রাবণ দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, আমি এরূপ সংশয়িত অবস্থায় আর কত কাল থাকিব, সর্ব্বান্তঃকরণে মৃত্যুই কামনা করিতেছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। হায়! যাহাঁরা এই শোকময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া শান্তিসুখ লালসায় বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, সংযোগ বা বিয়োগজনিত অলিক শোকমোহে যাহাঁদের উদার চিত্তের কোনরূপ বৈপরীত্য সম্পাদন করিতে পারে না ; সেই সকল কন্দমূলফলাশী পবিত্রাত্মা ঋষিরাই ধন্য ; তাঁহারা প্রিয় সঙ্গমেও বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন না, অপ্রিয় ঘটিলেও প্রাকৃত লোকের ন্যায় মোহান্ধকারে আবৃত হন না ; কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, তাঁহাদের প্রসন্ন দৃষ্টি সকল বস্তুতেই সমভাবে বিরাজ করিয়া থাকে ; আমি একাগ্র চিত্তে ও গললগ্নীকৃত বাসে

তাঁহাদের পবিত্র পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম করি। এই বলিয়া জানকী পরিশেষে শোকাকুল জীবনকে যেন উপেক্ষাই করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

এদিকে করালকেশা রাক্ষসীরা, সীতার তাদৃশী মরণ-সূচক বাক্যাবলী কর্ণগোচর করিয়া, কেহ কেহ রাবণের নিকট এই সংবাদ কহিবার নিমিত্ত গমন করিল, এবং কেহ কেহ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া পরুষাক্ষরে কহিতে লাগিল; রে অনার্য্যে জানকি! আমাদের এত যত্ন, এত প্রয়াস, কিছুতেই যখন তোর পাপমতি সৎপথে আসিল না, তখন তোকে আর অধিক কাল জীবিত থাকিতে হইবে না, রাক্ষসীরা এই দণ্ডেই তোর কোমল কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করিবে। সংসারে থাকিয়া বা লঙ্কায় অবস্থান করিয়া, যে নারী সুরসিক লঙ্কেশ্বরের হিত কথায় কর্ণপাত না করে, সাক্ষাৎ কালান্তক তাহার করতলস্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বলিয়া নিশাচরীরা নিতান্ত পরুষাক্ষরে সেই নিশানাথনিভাননা পতিদেবতা সীতা সতীকে বারংবার আস্তাড়ন করিতে লাগিল।

ঐ সমস্ত নিশাচরীদিগের মধ্যে ত্রিজটা নাম্নী স্থবিরা এক রাক্ষসী ছিল। পতিপ্রাণা জানকীরে বশে আনিবার জন্য তাহারা যখন তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তৎকালে সে নিদ্রিতা ছিল। ত্রিজটা যদিচ রাক্ষসী, তথাপি নীতিযোগ ও বার্দ্ধক্য বশতঃ তাহার কথঞ্চিৎ ধর্ম্মজ্ঞান ও তন্নিবন্ধন তদীয় স্বভাবও অপেক্ষাকৃত সুন্দর ছিল। ত্রিজটা রাক্ষসীদিগের তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণে জাগরিত হইয়া তাহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; রাক্ষসীগণ! ক্ষান্ত হও, আমি নিদ্রিতাবস্থায় এইমাত্র যেরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলাম, তাহাতে সীতার মাংস আর তোমাদিগকে ভোজন করিতে হইবে না; কিছুকাল পরে বোধ হয়, তোমাদের মাংসই শৃগাল কুকুরে নিঃশঙ্ক চিত্তে আহার করিবে। জানকীরে সামান্যা কামিনী মনে করিও না; ইনি সাক্ষাৎ কমলা, রাক্ষসকুল অকুল শোকসাগরে ভাসাইবার জন্যই বোধ হয় অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

তখন রাক্ষসীরা ত্রিজটার তাদৃশী কাতরোক্তি শ্রবণে প্রথমতঃ প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার মনে মনে নিতান্ত ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—সেকি ত্রিজটে! তুমি এমন কি দুঃস্বপ্নই দেখিলে, যে তদ্দ্বারা অকুতোভয় রাক্ষসকুলেরও ভয় আশঙ্কা করিয়া এত ব্যাকুল হইতেছ! রণস্থলে যাঁহার বীর বিক্রম মিশ্রিত সিংহনাদ শুনিলে, দেবরাজ বজ্রপাণির তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও প্রাণভয় উপস্থিত হয়, তাঁহার

অশুভ সম্পাদন করে, আমরা ত্রিলোক মধ্যেও ত এমন লোক দেখি না। যাহা হউক, ত্রিজটে! তোমার স্বপ্ন বৃতান্ত শুনিতে আমাদের বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে, সবিশেষ কীর্ত্তন কর।

তখন ত্রিজটা তাহাদের তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল; রাক্ষসীগণ! দেখ, সকল স্বপ্ন সফল হয় না, সত্য; কিন্তু রাত্রিশেষে যে স্বপ্নই কেন দেখা না যায়, শুনিয়াছি, তাহার ফল অতিসন্নিহিত ও অবশ্যম্ভাবী, এজন্য ঐ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমি যে কিরূপ অস্থির হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না, এমন কি, উহা মনে করিতেও যেন হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। আমি এই নিশার শেষে নিদ্রাবেশে দেখিলাম; যেন সেই আজানুলম্বিতবাহু নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রাম অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিচিত্র শ্বেত মাল্য ও শ্বেতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক জগদম্ভুকারী সহস্র অশ্বযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া সহর্ষে আগমন করিতেছেন। তৎপরক্ষণেই আবার দেখিলাম, তিনি যেন ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তি এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত শিখরে সমুত্তীর্ণ হইয়া, ময়ূখমালীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, আর জানকী যেন সূর্য্যপ্রভার ন্যায় তাঁহার সহিত সঙ্গতা হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাম যেন পর্ব্বত প্রমাণ এক শ্বেত কুঞ্জরে সহাস্য বদনে অধিরোহণ করিলেন, জানকীও সেই শ্বেত মাতঙ্গের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে যেন চন্দ্র সূর্য্য স্পর্শ-

ঐ সমস্ত নিশাচরীদিগের মধ্যে ত্রিজটা নাম্নী স্থবিরা এক রাক্ষসী ছিল। পতিপ্রাণা জানকীরে বশে আনিবার জন্য তাহারা যখন তর্জন গর্জন করে, তৎকালে সে নিদ্রিতা ছিল। ত্রিজটা যদিচ রাক্ষসী, তথাপি নীতিযোগ ও বার্দ্ধক্য বশতঃ তাহার কথঞ্চিৎ ধর্ম্মজ্ঞান ও তন্নিবন্ধন তদীয় স্বভাবও অপেক্ষাকৃত সুন্দর ছিল। ত্রিজটা রাক্ষসীদিগের তর্জন গর্জন শ্রবণে জাগরিত হইয়া তাহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; রাক্ষসীগণ! ক্ষান্ত হও, আমি নিদ্রিতাবস্থায় এইমাত্র যেরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলাম, তাহাতে সীতার মাংস আর তোমাদিগকে ভোজন করিতে হইবে না; কিছুকাল পরে বোধ হয়, তোমাদের মাংসই শৃগাল কুক্কুরে নিঃশঙ্ক চিত্তে আহার করিবে। জানকীরে সামান্যা কামিনী মনে করিও না; ইনি সাক্ষাৎ কমলা, রাক্ষসকুল অকুল শোকসাগরে ভাসাইবার জন্যই বোধ হয় অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

তখন রাক্ষসীরা ত্রিজটার তাদৃশী কাতরোক্তি শ্রবণে প্রথমতঃ প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার মনে মনে নিতান্ত ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—সেকি ত্রিজটে! তুমি এমন কি দুঃস্বপ্নই দেখিলে, যে তদ্দ্বারা অকুতোভয় রাক্ষসকুলেরও ভয় আশঙ্কা করিয়া এত ব্যাকুল হইতেছ! রণস্থলে যাঁহার বীর বিক্রম মিশ্রিত সিংহনাদ শুনিলে, দেবরাজ বজ্রপাণির তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়েও প্রাণভয় উপস্থিত হয়, তাঁহার

অশুভ সম্পাদন করে, আমরা ত্রিলোক মধ্যেও ত এমন লোক দেখি না। যাহা হউক, ত্রিজটে! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিতে আমাদের বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে, সবিশেষ কীর্ত্তন কর।

তখন ত্রিজটা তাহাদের তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল; রাক্ষসীগণ! দেখ, সকল স্বপ্ন সফল হয় না, সত্য; কিন্তু রাত্রিশেষে যে স্বপ্নই কেন দেখা না যায়, শুনিয়াছি, তাহার ফল অতিসন্নিহিত ও অবশ্যম্ভাবী, এজন্য ঐ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমি যে কিরূপ অস্থির হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না, এমন কি, উহা মনে করিতেও যেন হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। আমি এই নিশার শেষে নিদ্রাবেশে দেখিলাম; যেন সেই আজানুলম্বিতবাহু নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রাম অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিচিত্র শ্বেত মাল্য ও শ্বেতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক জগদন্তকারী সহস্র অশ্বযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া সহর্ষে আগমন করিতেছেন। তৎপরক্ষণেই আবার দেখিলাম, তিনি যেন ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তি এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত শিখরে সমুত্তীর্ণ হইয়া, ময়ূখমালীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, আর জানকী যেন সূর্য্যপ্রভার ন্যায় তাঁহার সহিত সঙ্গতা হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাম যেন পর্ব্বত প্রমাণ এক শ্বেত কুঞ্জরে সহাস্য বদনে অধিরোহণ করিলেন, জানকীও সেই শ্বেত মাতঙ্গের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে যেন চন্দ্র সূর্য্য স্পর্শ-

করিতে লাগিলেন। তৎপরে আবার দেখিলাম, সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর রাম যেন ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত গজারোহণে সগর্ব্বে লঙ্কাভিমুখে আগমন করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরেই দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সানন্দ মনে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অতএব ইহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জানকী অচিরকাল মধ্যেই স্বামীর সহিত সঙ্গতা হইয়া সকল শোক ও সকল ক্লেশ বিসর্জন করিবেন। এমন কি, ইহাতে পরিণামে রামেরই শুভ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

রাক্ষসীগণ! আমি তৎপরে স্বপ্নান্তরে যে সমুদায় দুর্নিমিত্ত দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় আমাদের মহারাজের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। অকুতোভয় রাক্ষসকুল অচিরকাল মধ্যেই অকুল শোক সাগরে নিমগ্ন হইবে, সন্দেহ নাই। আমি এইমাত্র স্বপ্নাবেশে দেখিলাম; আমাদের মহারাজ যেন মুণ্ডিত মস্তকে ও তৈলাক্ত দেহে হাসিতে হাসিতে তৈলপান করিতেছেন। তাঁহার পরিধান রক্ত বস্ত্র, তিনি মলিন বেশে ও মুক্তকেশে যেন উন্মত্ত প্রায় করবীর পুষ্প-পরিশোভিত পুষ্পক বিমান হইতে ধরাতলে পতিত হইতেছেন। কৃষ্ণবর্ণা এক নারী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া মুহুর্ম্মুহু তদীয় মুণ্ডিত মস্তক আকর্ষণ করিতেছে। ইহার পরক্ষণেই আবার দেখিলাম, তিনি যেন রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া রক্ত বস্ত্র, ও রক্তমাল্য পরিধান পূর্ব্বক গর্দ্দভ যোজিত এক রথে অধিরোহণ করিয়া-

ছেন, এবং সেই রথোপরি কখন তৈল পান করিতেছেন, উন্মত্তের ন্যায় কখন যেন হাস্য করিতেছেন, এবং কখন যেন নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় যেন অবশ। তিনি যেন সেই গর্দ্দভ-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন। আবার দেখিলাম, তিনি যেন সেই গর্দ্দভ-যোজিত রথ হইতে পতিত ও সহসা উত্থিত এবং নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নানাবিধ দুর্ব্বাক্য বলিতে বলিতে দুর্গন্ধপূর্ণ নরকোপম ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপরে আবার তথা হইতে সভয়ে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান পূর্ব্বক দুর্গন্ধময় অতি দুস্তর এক কর্দ্দম হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন, আর এক কৃষ্ণবর্ণা কর্দ্দম-লিপ্তাঙ্গী কামিনী আসিয়া তাঁহাকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে লাগিল।

ইহার পরক্ষণেই আবার দেখিলাম; মহাবীর কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাবণের পুত্রগণ সকলেই যেন মুণ্ডিত মস্তক ও তৈলাক্ত দেহে হাসিতে হাসিতে মুহুর্ম্মুহু তৈল পান করিতেছে। তৎপরে আবার দেখিলাম, আমাদের মহারাজ যেন এক বরাহে, কুম্ভকর্ণ যেন এক উষ্ট্রে এবং ইন্দ্রজিৎ যেন এক গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে শুষ্কমুখে দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিতেছে। কিন্তু রাক্ষসীগণ! কেবল বিভীষণকে দেখিলাম; তিনি যেন দিব্য পুষ্পক বিমানে আরূঢ় হইয়া

সহাস্য বদনে আকাশ পথে বিচরণ করিতেছেন। শশাঙ্ক-নিন্দিত সিতাতপত্র তাঁহার মস্তকোপরি শোভা পাইতেছে, চতুর্দ্দিকে মন্ত্রিগণ উপবিষ্ট, বন্দিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এক মনে তদীয় গুণ গরিমা গান করিতেছেন। এবং সভাস্থলে আনন্দপূর্ণ সঙ্গীত রসে যেন সকলের মন দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে।

রাক্ষসীগণ! তৎপরে স্বপ্নান্তরে আবার দেখিলাম; লঙ্কাস্থিত সমস্ত রাক্ষসেরাও যেন রক্ত পুষ্পমাল্য ও রক্ত বসন পরিধান করিয়া সহাস্যে বারংবার তৈল পান করিতেছে; সমগ্র লঙ্কা নগরী যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত মহাসাগর মধ্যে নিপতিত হইতেছে। এবং হতনাথা নিরাশ্রয়া রাক্ষস-যোষিতেরা যেন ভগ্নাবশিষ্টা লঙ্কা মধ্যে তৈল পান পূর্ব্বক উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চৈঃ স্বরে অট্টহাস্য করিতেছে। পরে আবার দেখিলাম; যেন কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরেরা রক্ত বসন পরিধান করিয়া তৈলাক্তদেহে দুর্গন্ধ গোময়পূর্ণ মহাহ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছে। নিশাচরীগণ! আমি বিচক্ষণ লোকের মুখে শুনিয়াছি, স্বপ্নাবেশে যাহার রাজ্যে এই রূপ দুর্নিমিত্ত ও যাহাকে গর্দ্দভ-যোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, তাহার রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট ও তাহার চিতার ধূমশিখাও অচিরাৎ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। অতএব রাক্ষসীগণ! গত রাত্রিতে নিদ্রাবেশে এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দেখিয়া অবধি আমার মন প্রাণ যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে,

তাহা আর বলিতে পারি না, এমন কি, ভয়ে যেন ক্ষণে ক্ষণে আমার বুদ্ধি ভ্রংস ঘটিতেছে। অতএব তোমরা এক্ষণে পলায়ন কর, যেরূপ দুর্নিমিত্ত দেখিলাম, তাহাতে রাক্ষসকুলের প্রতাপানল অচিরকাল মধ্যেই অকুল শোক সাগরে নির্ব্বাপিত হইবে, সন্দেহ নাই। রাম আসিয়া যখন জানকীর মুখে শুনিবেন, যে নিশাচরীরা নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণিত বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার তর্জ্জন গর্জন করিয়াছে, তখন কেবল তোমরা কেন, তোমাদের মূল পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিতেও তিনি ত্রুটি করিবেন না। জানকী একেত রামের প্রাণসমা প্রিয়তমা ভার্য্যা, তাহাতে আবার বনগমন সময়ে অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র স্বামীর অনুসরণ করিয়া ইনি তাঁহার সমধিক প্রিয়তমা হইয়াছেন। সেই জানকীর প্রতি এতাদৃশ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, পরিণামে যে তোমাদের মঙ্গল হইবে, কোন রূপেই বিশ্বাস হয় না। অতএব যদি ভাবী মঙ্গলের অভিলাষ থাকে, সময় থাকিতে এই সময়ে গিয়া সীতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, ইনি এখন দুঃখের দশায় আছেন, এ সময়ে অভয় প্রার্থনা করিলে, প্রসন্না হইয়া অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। ইহার পর সুখের উদয় হইলে, জল নির্গমনের পর আলিবন্ধনের ন্যায় তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনাও বিফল হইয়া যাইবে। নিশাচরীগণ! নিশ্চয় জানিও, উপস্থিত মহাসঙ্কট হইতে ইনি ভিন্ন আর কেহই রাক্ষসীদিগকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন না। দেখ, এই পতিপ্রাণা

জানকী পতিশোকে অধৈর্য্য হইয়া আহার, নিদ্রা ও স্নান, অনুলেপন প্রভৃতি অঙ্গসংস্কার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, লাবণ্যের অপ্রকাশ নিবন্ধন বোধ হইতেছে, যতদূর দুঃখের দশা ঘটিতে পারে, তাহাও ইহাঁর ঘটিয়াছে, কিন্তু তথাপি দক্ষিণাক্ষি স্পন্দনাদিরূপ দুর্নিমিত্ত-সূচক কোন লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না; প্রত্যুত সৌভাগ্যসূচক লক্ষণ সকলই দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ, জানকীর পদ্মপলাস-নিন্দিত সজলায়ত বাম নয়ন ও বামবাহু, প্রিয়সঙ্গম অতি সন্নিহিত দেখিয়াই যেন আনন্দে অনবরত নৃত্য করিতেছে। এ দিকে দেখ, পক্ষিকুল শাখাস্থিত কুলায়ে বসিয়া প্রশান্তভাবে মধুরস্বরে ডাকিতেছে, বোধ হইতেছে, রাম সমাগত প্রায় হইয়াছেন, জানিয়া, জানকীরে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্যই যেন সাদরে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে। ফলতঃ আমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, জানকীর শুভ সূচক লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না; অতএব রাক্ষসীগণ! যদি জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে আর বিলম্ব করিও না, রাক্ষসীসুলভ হিংসা দ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সময়ে এই জীবনদায়িনী জানকীর পবিত্র চরণ দুখানি আশ্রয় লও।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া ত্রিজটা রাক্ষসীদিগকে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিতে লাগিল। এদিকে জানকী দুরাত্মা দশাননের সেই সেই ভৎর্সনা বাক্যে ও পাপ রাক্ষসীদিগের তাদৃশ তর্জন গর্জনে সিংহাবরুদ্ধা গজরাজবধূর ন্যায় ও দুর্গম কান্তার মধ্যে পরিত্যক্তা অনাথা বালিকার ন্যায় ভয়বিহ্বলা হইয়া আর্ত্ত স্বরে পুনর্ব্বার বিলাপ করিতে লাগিলেন;— হায়! আমি কি পাপাত্মা! আমি কি অসতী! পাপ রাক্ষসীদিগের এমন শ্রুতিকঠোর ভৎর্সনা ও দিবানিশি এতাদৃশী স্বামিনিন্দা শুনিয়া আমার এ পাপ দেহ এখনও জীবিত রহিয়াছে? আমার এ দগ্ধ হৃদয় যেন অচলের ন্যায় এখন পর্য্যন্তও অটল ভাবেই অবস্থান করিতেছে! রে হতভাগ্য শ্রবণ! দিবানিশি এমন অশ্রাব্য কথা শুনিয়াও তুই বধির হইলি না? রে দুর্ভাগ্য চক্ষুঃ! নিরন্তর এতাদৃশী বীভৎসদর্শন রক্ষসী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াও তোর দর্শনশক্তি বিনষ্ট হইল না? হায়! "অকাল মৃত্যু সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে" বলিয়া সাধুগণ যে গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমার ভাগ্যে কি তাহা সত্যই হইল? নতুবা আমি কায়মনোবাক্যে

দিবানিশি মৃত্যু কামনা করিতেছি, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না কেন ? রে মৃত্যু! দুর্দ্দান্ত দশানন ভয়ে ভীত হইয়া তুই কি লঙ্কা পুরী পরিত্যাগ করিয়াছিস্? আমার দুর্ভাগ্য নিবন্ধন সম্প্রতি তুইও কি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলি ?

এই বলিতে বলিতে জানকীর নয়নসরোবর প্রবলবেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। বাষ্পে বাক্‌শক্তি একেবারে রোধ হইয়া আসিল, তাঁহার শ্বেতসরোজ-নিন্দিত অমল মুখ-কান্তি অনবরত পতিত উত্তপ্ত নেত্রজলে একেবারে ম্লান হইয়া পড়িল। তখন তিনি "হা প্রাণবল্লভ!" বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে একবার উৰ্দ্ধমুখে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আরবার চারি দিক্ যেন অন্ধকার দেখিয়া, দাবানল-বেষ্টিতা হতনাথা বালিকার ন্যায় নয়ন জলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রোদন-ধ্বনিতে বনস্থলী আকুল করিয়াই যেন কহিতে লাগি-লেন; হা! আৰ্য্যপুত্র! দুষ্ট দশানন আপনার জানকীরে আর দুইমাস কাল মাত্র জীবিত রাখিবে, আপনি কি এখনও উপেক্ষা করিয়াই থাকিবেন, আপনি ভিন্ন আপনার জানকীর ত আর কেহই নাই? হা বিধাতঃ! এ চির দুঃখিনীর ললাটে কি এই ছিল, এ হতভাগিনীর দুর্ভাগ্যে কি এই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পরিশেষে একাকিনী রাক্ষসগৃহে অপহৃতা হইয়া রাক্ষসের হস্তেই জীবন বিসর্জন করিতে হইল। হা তাত জনক! হা দেবী

কৌশল্যে! এখানে যে রাক্ষসের হস্তে আমার প্রাণ যাইতেছে, মহাসাগর মধ্যে বাতাভিহতা তরণীর ন্যায় এ হতভাগিনী যে এখানে বিপৎসাগরে সন্তরণ করিতেছে, আপনারা কিছুই জানিতেছেন না। হা দেবী কৈকেয়ি! এত দিনে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইল। এত দিনে আপনার রাজ্যও নিষ্কণ্টক হইল! দীনবেশে নির্জ্জন কাননে নির্ব্বাসিত হইয়া এখানে রাক্ষসের হস্তে আমি কালগ্রাসে পতিত হইলাম, আর্য্যপুত্রও বোধ করি, হয় কোন আরণ্য হিংস্র জন্তুর করাল কবলে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছেন, না হয় সেই মৃগরূপী রাক্ষসই তাঁহার কোমল কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। সুতরাং আপনি এখন নিষ্কণ্টকে স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করুন।

হায়! তৎকালে স্বয়ংকালই মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক তথায় আসিয়া আমাকে মোহিত করিয়া ছিল, নতুবা আমি অতুল্য বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সামান্য মৃগের জন্য আর্য্যপুত্রকে এত অনুরোধ করিব কেন? নাথ! আপনি সেই অপরাধেই কি আপনার জানকীরে পরিত্যাগ করিলেন? দেবর লক্ষ্মণ! এ সময়ে তুমিও কি আমারে পরিত্যাগ করিলে? হা জানকীবল্লভ! হা দয়াময় দয়িতাবৎসল! এখানে রাক্ষসেরা আপনার জানকীর জীবনান্ত করিতেছে, কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। হায়! আমার প্রাণ যায়, তাহাতে আমি অণুমাত্রও দুঃখিত

নহি, কিন্তু প্রাণান্তসময়ে একবার প্রাণবল্লভের পাদপদ্ম দর্শন পাইলাম না, এ মনোবেদনা দেহান্তেও এ চির দুঃখিনীর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

হায়! সকলদেশে সকল কালে একমাত্র ধর্ম্মই সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন, এ হতভাগিনীর দগ্ধ ললাটে কি এ মহাজনের বাক্যও নিষ্ফল হইল? আমি যে এত কাল দেবতা জ্ঞানে এক মনে পতিকে আরাধনা করিলাম, সাম্রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া এতকাল যে নিবিড় কাননে পতির অনুসরণ করিলাম, ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া এত কাল যে এক মনে ধর্ম্মের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলাম, তাহার কি পরিণাম এই হইল! হা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম! আমি এই জন্যই কি এতকাল তোমার সেবা করিলাম।

এই বলিয়া পতিপ্রাণা জানকী মুদ্রিত নেত্রে সেই আজানুলম্বিতবাহু নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ভুবনমোহন রামরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎকাল পরে সহসাসম্ভূত কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে কহিলেন;—ভাল আর্য্যপুত্র! আমি আপনার অদর্শনে দীনা মলিনা ও নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া এত রোদন ও এতই বিলাপ করিলাম, ধরায় অবলুণ্ঠিত হইয়া এতই আর্ত্তনাদ করিলাম, তথাপি যখন আপনার দর্শন পাইলাম না, তখন বোধ হয়, আমার বিনাশে আপনার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। আপনি এখন পিতৃনিদেশ পালন করিয়া পরম আহ্লাদে

অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবেন, এবং অনুরূপ রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখে বিহার করিবেন। কিন্তু আমি এতকাল কেবল অনর্থক পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া, পরিশেষে একাকিনী রাক্ষসগৃহে রাক্ষসের হস্তে জীবন বিসর্জন করিলাম। আমার জীবনে ধিক্, আমার ভাগ্যে ধিক্, এবং এতকাল যে অনন্যমনে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলাম, তাহাতেও ধিক্।

এই বলিতে বলিতে তৎকালে শোকে, মোহে ও ক্রোধে একেবারে জানকীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় একান্ত শূন্য হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন;—নাথ! আমি কি হলাহল বিষ পান করিয়া জীবন বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হইব? আমি কি উদ্বন্ধনে এ পাপ দেহ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইব? কখনই না, এই দেখুন, আমি এই দণ্ডেই আমার এ শোকাকুল জীবনের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া, সকল দুঃখ, সকল ক্লেশ, সকল সন্তাপ ও সকল যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করি।

এই বলিয়া জানকী এক পুষ্পিত বৃক্ষসমীপে গিয়া নিজ নীল বেণী কণ্ঠে বেষ্টন পূর্ব্বক উহার অগ্র ভাগ ঐ তরুশাখায় সংলগ্ন করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন এবং ঐ সময়ে দুই বাহু দ্বারা সেই তরুশাখা অবলম্বন করিয়া সজল নেত্রে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন; অয়ি দেবী কৌশল্যে! অয়ি আর্য্যে

সুমিত্রে! অয়ি ভগবতী বসুন্ধরে! চিরদুঃখিনী জানকী এ জন্মের মত আপনাদের পাদপদ্ম হইতে বিদায় হইল। কৈকেয়ি! আপনি এখন সুখী হউন। এই বলিয়া অবিরল ধারায় বারিধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন। আহা! তৎকালে সীতার তাদৃশী শোকপরীত সেই সেই শারীরিক চেষ্টা এবং তাদৃশ মরণব্যবসায় দেখিয়া বনের পশু পক্ষিরাও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং পাদপ সকলও যেন শোকাভিভূত হইয়া পুষ্প বর্ষণচ্ছলে নয়নাম্বু বিসর্জন করিতে লাগিল।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সৌভাগ্য সময়ে কোন মনুষ্য শ্রীসম্পন্ন হইলে আশ্রিত লোকেরা আসিয়া যেমন তাহাকে আশ্রয় ও নানাপ্রকার সেবা করে, সেই রূপ শুভ নিমিত্ত সকল তৎকালে সেই দীনা ক্ষীণা অশরণা সাধ্বী ধরিত্রীসুতাকে আশ্রয় করিল। তখন তাঁহার অরাল পক্ষরাজি-বিরাজিত শ্যাম কনীনিকা-শোভিত লোহিতপ্রান্ত শুভ্র বাম নয়ন মীনাহত শ্বেত সরোজের ন্যায় অনবরত স্ফুরিত হইতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বে তাঁহার অগুরুচন্দনার্চ্চিত যে সুবৃত্ত বাম বাহু আর্য্য রামচন্দ্রের উপাধানভূত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত,

অধুনা পুনর্ব্বার সেই সম্বন্ধ লাভ করিবে বলিয়াই যেন পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। রম্ভানিন্দিত নিতান্ত রমণীয় সংশ্লিষ্ট উরুযুগলের মধ্যে বাম উরু ভূয়োভূয়ঃ স্ফুরিত হইয়া “রাম যেন অচিরাৎ পুরোবর্ত্তী হইবেন” ইহাই ব্যক্ত করিতে লাগিল, এবং সেই শ্বেত-সরোজ-নিন্দিতনয়না সুবদনার পরিধান বসন তৎকালে জঘন হইতে কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া যেন সমীপবর্ত্তী প্রিয় সঙ্গম সূচনা করিতে লাগিল।

পতিপ্রাণা জানকী ঐ সমস্ত শুভসূচক নিমিত্ত সাদরে নিরীক্ষণ করিয়া বারিদ সঙ্গমে আতপতাপিতা লতার ন্যায় হর্ষিত ও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। তৎ-কালে তদীয় কুন্দনিন্দিত দশনরাজি-বিরাজিত বিম্বাধর-শোভিত অকলঙ্ক চন্দ্রানন রাহুমুখ-বিনির্গত চন্দ্রমার ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ভগবান্ সুধাংশু-মালীর উদয়ে শারদীয়া নিশা যেমন অপরিসীম শোভায় বিভূষিত হয়, শুভ নিমিত্তোদয়ে তৎকালে জানকীর অমল মুখকান্তিও তদ্রূপ অসামান্য শোভা সমৃদ্ধি প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহার শোকাকুল হৃদয় হইতে তৎ-ক্ষণাৎ শোক তাপ বিদূরিত ও হৃদয়জ্বর পরিশ্রান্ত হইল এবং জড়তা অপনীত হওয়ায় তদীয় জীবকুসুম অমনি বিকসিত হইয়া উঠিল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।
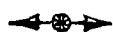
এখানে পবনকুমার শিংশপা বৃক্ষে লুকায়িত হইয়া রাক্ষসীদিগের তাদৃশ ঘৃণিত বাক্য, ও ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদায় আদ্যোপান্ত শ্রবণ এবং নন্দন কাননস্থিতা সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় আর্য্যা জানকীরে সাদরে দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; আহো! সংসার মধ্যে আমিই ধন্য, আমিই কৃতপুণ্য ও অদ্য আমিই কৃতকার্য্য হইলাম। এই পতিদেবতা আর্য্যা বৈদেহীর অন্বেষণার্থ সহস্র সহস্র কপিকুল বিনির্গত হইয়া সকাননা পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও ইঁহার দর্শন বিষয়ে এপর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আমি গুঢ় চরের ন্যায় গুপ্তভাবে লঙ্কায় সমাগত হইয়া সেই জানকীরে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম এবং রাক্ষসদিগের বলাবল, রাবণের প্রভাব, এমন কি, লঙ্কা নগরীর সমুদায় বৃত্তান্তই এক রূপ অবগত হইলাম। ইহার পর আর আমার সৌভাগ্য কি আছে! যাহা হউক, এক্ষণে জানকীরে যে রূপ উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি, তাহাতে আর কিছু কাল রাম চন্দ্রের কুশল সংবাদ না পাইলেই ইনি নিঃসন্দেহ জীবন

বিসর্জন করিবেন; অতএব শীঘ্রই কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া ইহাঁকে আশ্বস্ত করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আহা! কি পরিতাপের বিষয়! যিনি রাজর্ষি জনকের কন্যা, রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, এবং ত্রিলোকশরণ্য মহাত্মা রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী; ইতিপূর্ব্বে সৌভাগ্য গর্ব্বে যিনি ভূগর্ভেও কখন পাদ বিক্ষেপ করেন নাই, অন্তরীক্ষ-চর বিহঙ্গমেরাও যাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে পারে নাই, সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুলকামিনী আর্য্যা জানকী সম্প্রতি সাক্ষাৎ কৃতান্তসম রাক্ষস গৃহে অবস্থান করিয়া দিবানিশি কতই যে দুঃখে নয়নজলে ভাসিতেছেন, সেই সুখো-চিতা সীতা সতী অধুনা যেন দুঃখের সাগরে নিমগ্ন হইয়া কতই যে ক্লেশে শোকায়ত দিনযামিনী যাপন করিতেছেন, তাহা আর বলিবার নহে। আমি বনের বানর, বনের পশু; ইহাঁর এতাদৃশী মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা দেখিয়া, আমার চিত্তও যখন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, করুণার উদ্রেক বশতঃ আমার অন্তঃকরণও যখন শোকে মোহে একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িতেছে, তখন অন্যের, বিশেষতঃ সেই দয়িতা-বৎসল আর্য্য দাশরথির চিত্ত যে আকুল হইয়া অকূল শোক সাগরে নিমগ্ন হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য, যাহা হউক এক্ষণে, পতির অদর্শনে ইহাঁর চিত্ত যেরূপ কাতর-ভাবাপন্ন দেখিতেছি, তাহাতে আর কিছুকাল প্রিয়-তমের সংবাদ না পাইলে বোধ হয়, ইনি সত্বরেই শোকাকুল জীবনকে উপেক্ষা করিবেন; সুতরাং ইহাঁকে

আশ্বস্ত করিয়া যাওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এত দিনের পর প্রাণপতির সংবাদ পাইলে ইহাঁর বর্ত্তমান দুঃখের অনেকাংশে অবসান হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব ইহাঁর সংবাদ লইয়া যেমন রামচন্দ্রের কাতর চিত্ত আশ্বস্ত করা ন্যায্য, রামের কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া ইহাঁর শোকাকুল জীবনকেও তদ্রূপ উজ্জীবিত করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশেষ, কেবলমাত্র উদ্দেশ লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, রাম যদি জিজ্ঞাসা করেন;-- "হনূমন্! কেমন, আমার জানকী ত কুশলে আছেন? আমার অরণ্যবাসসহচারিণী কি তোমায় কিছু বলিয়া দিয়াছেন?" তখন কি আমি "তিনি কুশলে আছেন" এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব? না, কোন নিদর্শন না লইয়া গেলে, তাঁহার বিশ্বাস হইবে কেন? কিন্তু নিশাচরীদিগের সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে ইহাঁর সহিত সম্ভাষণ করা কোন মতেই উপযুক্ত নহে। অতএব আমি এই খানে থাকিয়াই ইহাদের অনবধান কাল প্রতীক্ষা করি; যখন দেখিব; দুরাত্মারা মদিরা পান করিয়া প্রমত্তভাবে অনন্য মনে বা অন্য কোন কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, তখনই ইহাঁর সহিত সম্ভাষণ করিব।

হনূমান্ বৃক্ষশাখায় বসিয়া এই রূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে আবার ভাবিতে লাগিলেন;—আমি রাক্ষসদিগের অগোচর হইবার জন্য যেরূপ রূপ অবলম্বন করিয়াছি, সেই রূপেই সন্নিহিত হইয়া প্রথমতঃ সংস্কৃত

বাক্যে ইহাঁর সহিত আলাপ করিব। পুনর্ব্বার ভাবিলেন; না, তাহা হইবে না, ক্ষুদ্র বানরের মুখে দ্বিজজাতির ন্যায় সংস্কৃত কথা শুনিয়া আর্য্যা হয় ত রাক্ষসী মায়া জ্ঞানে অধিকতর ভীতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিবেন। মনে মনে আবার আন্দোলন করিতে লাগিলেন;—তবে আমি মনুষ্যের ন্যায় সারবৎ কথায় সম্ভাষণ করিয়া ইহাঁরে আশ্বস্ত করিব। কিন্তু তৎপর ক্ষণেই আবার চিন্তা করিলেন; না, তাহারই বা সম্ভাবনা কি, জানকী একে ত রাক্ষসভয়ে ভীতা হইয়া দিবানিশি যার পর নাই উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করিতেছেন, সামান্য তৃণ সঞ্চালনেও ইহাঁর চিত্ত যেন চমকিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে আবার সহসা সমীপগত আমার রূপ দর্শন করিলে এবং আমার মুখে মনুষ্যের ন্যায় বাক্য শুনিলে, হয়ত ভয়ে অমনি চীৎকার করিয়া উঠিবেন; আর রাক্ষসীরা অমনি খড়্গহস্তে আমার বিনাশার্থ ইতস্ততঃ ধাবমান হইবে। উহাদের তাৎকালিকী ভয়বিরূপীকৃত অত্যুচ্চ কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া অপরাপর রাক্ষস ও রাক্ষসীরাও সশস্ত্রে দ্রুতপদে আগমন পূর্ব্বক উহাদের সহিত মিলিত হইবে। এবং ক্রমশঃ শূল, শর, ও মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া সকলে চতুর্দ্দিক নিরুদ্ধ করিয়া ফেলিবে। সুতরাং তৎকালে আমাকে অগত্যা উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া মহাবীর হনূমান্ ইহার পারিণাম

আবার মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন;—অহো! একাকী এত অধিক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিলে, আমাকে অবশ্যই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে। তখন এই শত যোজন বিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন করিতে আমি আর কোন রূপেই সমর্থ হইব না। অথবা ইহারাও ত নিতান্ত দুর্ব্বল নহে, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে এক নির্জন স্থানে অবরুদ্ধ করিয়াও রাখিতে পারে, বা একেবারে লোকান্তরেও পাঠাইতে পারে। কারণ সাংগ্রামিক জয় ও পরাজয় সর্ব্বথা সংশয়াত্মক। অথবা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অবলা জানকীরেই বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও আমার এত যত্ন, এত প্রয়াস সমুদায় নিষ্ফল হইয়া যাইবে, রামের কার্য্যসিদ্ধি এবং কপিরাজ সুগ্রীবের সুহৃৎকৃত্য কিছুই সম্পাদিত হইবে না। সুতরাং তখন ঘোরতর কার্য্যবিপত্তি ঘটিয়া উঠিবে। আর রাক্ষসদিগের সহিত সংগ্রামে দৈবগত্যা যদি আমিই নিহত হই, তাহা হইলে, বোধ হয় এ জন্মের মত জানকীর আর উদ্ধার হইবে না; কারণ, এ স্থান একেত মহাসাগরে পরিবেষ্টিত, তাহাতে আবার রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত ও অত্যন্ত নিভৃত; এই সুবিস্তীর্ণ মহার্ণব উল্লঙ্ঘন করিয়া এতাদৃশ ভয়াবহ প্রদেশ অনুসন্ধান করে, বানরজাতির মধ্যে এমন কেহই লক্ষিত হয় না। অতএব প্রকাশ্য ভাবে জানকীর সহিত সম্ভাষণ করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না।

সুধীর হনূমান্ মনে মনে এই সমস্ত বিচার করিয়া কার্য্য সিদ্ধির উপায় অন্বেষণ বিষয়ে তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কত প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু সকল উপায়ই পরিশেষে দোষে পরিণত হওয়ায় তিনি তখন অপার দুঃখের সহিত ভাবিতে লাগিলেন; সূর্য্যের উদয়ে যেমন তমোরাশি, তদ্রূপ, সিদ্ধপ্রায় হইলেও, অনভিজ্ঞ দূতের দোষে অর্থরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়; অদূরদর্শী দূতেরা দেশ কাল পাত্র বিচার করিতে পারে না, বুদ্ধি এক বিষয়ে স্থিরনিশ্চয়া হইলেও যে বিষয়ান্তরে অস্থিরা হইতে পারে, তাহাও অবধারণ করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের দোষে সিদ্ধপ্রায় কার্য্যও যে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে; অতএব যাহাতে এই সিদ্ধপ্রায় অর্থের কোন রূপ বিঘ্ন না জন্মে, যাহাতে আমার চিত্তের কোন রূপ চপলতা উপস্থিত না হয়, এবং যাহাতে এই সুবিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন প্রভৃতি সমুদায় প্রয়াসও আমার নিষ্ফল না হয়, অথচ সুশৃঙ্খলে কার্য্যও সিদ্ধ হয়, সুন্দররূপ বিচার করিয়া আমাকে এখন তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে কার্য্য করিলে, হতাশ হইয়া কাহাকেও অনুতাপ করিতে হয় না। অতএব আমাকে এখন এমনি কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে;—যে উপায়ে জানকী আমার

কথা শুনিয়া উদ্বিগ্না বা ভীতা হইয়া আশা লতার মুল-
চ্ছেদ না করেন।

এই রূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সুধীর পরিশেষে চিন্তা করিলেন; জানকীর আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি একান্ত মনে দিবা নিশি সেই রাম-রূপই চিন্তা করিতেছেন। এমন অবস্থায় আমি যদি ইহাঁর সন্নিহিত হইয়া, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে কি ইনি উৎকণ্ঠিতা হই-বেন? তাহা হইলে কি ইনি ভীতা হইয়া ত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠিবেন? না, আমি সেই দয়িতা-প্রিয় আর্য্য দাশরথির কথিত বাক্য সকল এরূপ মধুর বচনে শুনাইব, যে তৎশ্রবণে আমাকে রাক্ষস বা রাক্ষস-প্রেরিত দূত বলিয়া ইনি কোন মতেই মনে করিতে পারিবেন না। বিচক্ষণ হনূমান্ পরিশেষে মনে মনে এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া রমণীকুলের ললামভূতা সেই সীতা সতীর প্রতি সাদর নেত্রে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর সুধীর পবনকুমার জানকীর শ্রবন গোচর হইতে পারে, এরূপ কোন স্থানে বসিয়া মধুর বচনে স্বীয় আগমন বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন ;—আর্য্যে ! অয়ি পৃথিবী-বিহারিণী কমলে ! আপনার সমীপে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। উত্তর কোশলের অধীশ্বর রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথ নামে এক সুধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান রাম, জগতীতলে যাহাঁর গুণের সীমা নাই, কি সংগ্রামকৌশলে, কি বৈরনির্য্যাতনে, কি সৌজন্যে, কি স্বধর্ম্মপালনে, যাহাঁর ন্যায় বিখ্যাত পুরুষ ত্রিলোকীতলেও লক্ষিত হয় না, বিমাতার কুমন্ত্রণায় হস্তগত সাম্রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া, সেই লোকাভিরাম রাম, পিতৃসত্য পালনার্থ পিতৃনিদেশে প্রিয়তমা পত্নী ও প্রিয়তম অনুজের সহিত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে আসিয়াছিলেন। একদা কামরূপী বহুসংখ্য নিশাচর, শূর্পণখা নাম্নী পাপ রাক্ষসীর কামুকতা নিবন্ধন বৈরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; কিন্তু মহাবীর রাম একাকী পদাতি হইয়াই অবলীলা ক্রমে তত অধিক রথারোহী

রাক্ষসসৈন্যের প্রাণ বিনাশ করেন। তৎপরে খর দূষণ প্রভৃতি সেনাপতি রাক্ষসেরাও তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হওয়ায় জনস্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। অনন্তর এই লঙ্কা নগরীর অধীশ্বর দুর্দ্দান্ত দশানন সেই শক্রুতার প্রতিশোধ করিবার জন্য জনস্থান মধ্যে মায়ামৃগ প্রদর্শন পূর্ব্বক রামকে বঞ্চনা ও সুদূরে অপসারিত করিয়া তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়তমা পত্নীকে অপহরন করিয়া লইয়া যায়। আর্য্য রাম সেই প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীর শোকে যার পর নাই অধীর হইয়া অনুজের সহিত বন, উপবন, পর্ব্বত, সরিৎ ও সরোবর প্রভৃতি নানা স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন; কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে সুগ্রীব নামক সমদুঃখকাতর সুধার্ম্মিক বানরের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করেন এবং কিস্কিন্ধানাথ বালির প্রাণ সংহার ও তদীয় বানর সাম্রাজ্যে বান্ধবকে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার দুঃখনিচয় সম্প্রতি দূরীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই কপিরাজ সুগ্রীব দুষ্পরিহার্য্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া পরমোপকারী মিত্রের মহিষী জানকীর অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বানর প্রেরণ করিয়াছেন। কপিবরেরাও প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আন্তরিক যত্নের সহিত নানা স্থানে জানকীর অন্বেষণ করিতেছে; আমিও এক জন সুগ্রীবের প্রেরিত বানরদূত, সাগরতীরে পক্ষিরাজ সম্পাতিমুখে উদ্দেশ পাইয়া এই শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর

লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনার সমীপে সমাগত হইয়াছি। আর্য্য রামচন্দ্রের মুখে জানকীর যেরূপ মনোমোহিনী মূর্ত্তি, যে রূপ অলোকসামান্য লাবণ্যমাধুরী, যেরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও যেরূপ স্বভাবসৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়াছি, তাহাতে এবং আপনার রূপাদিতে সর্ব্বথা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে, এই মাত্র বলিয়া হনূমান্ মৌনভাবে সাদর নেত্রে জানকীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আহা! অনেক দিনের পর পবন-কুমারের মুখে "রাম" এই সুমধুর নাম শুনিয়া জানকী যেন তৎকালে মৃত্যুদেহে জীবন পাইলেন। যুগপৎ-সম্ভূত বিস্ময় ও হর্ষাধিক্যে তাঁহার অন্তঃকরণ এরূপ জড়ীভূত হইয়া পড়িল, যে তখন তিনি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে, সুখের দশায়, কি দুঃখের অবস্থায় আছেন; কিছুই স্থিরতর করিতে পারিলেন না; ক্ষণকাল যেন নিস্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি অসংস্কৃত কেশকলাপ সযত্নে সংযত করিয়া সাদর নেত্রে শিংশপা বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং কপিমুখোদ্ভাবিত রামরূপ সুগভীর সাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক দুঃখ সমুদায় বিসর্জন পূর্ব্বক তৎকালে যেন অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর পতিদেবতা জানকী, যেন মণিহারা ফণিনীর ন্যায় সতৃষ্ণ নয়নে অনন্যমনে সেই শিংশপা বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, দেখিলেন ; একটী ক্ষুদ্রাকৃতি বানর এক শাখায় বসিয়া অনিমেষ নেত্রে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর তাঁহার তাদৃশী শোচনীয় দশা দর্শন করিয়াই যেন অপার দুঃখে ক্ষণে ক্ষণে নেত্রজলে নিজ বক্ষস্থল ভাসাইতেছেন। আহা ! জনকাত্মজা একেত সহজ শালিন্য ভরে কাতরা, তাহাতে আবার একাকিনী রাক্ষসপুরে দিবা নিশি অনন্তরূপিনী ভীষণ রাক্ষসী মায়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব বানরমূর্ত্তি দেখিয়া তৎকালে তাঁহার কাতর চিত্তে যে কত প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল ; তাহা আর বলিবার নহে। বৈদেহী হনূমান্‌কে দেখিবামাত্র ভাবিলেন, একি ! ইনি কি যথার্থই বানর, না কোন রাক্ষসী মায়া। কি আশ্চর্য্য ! আমি বনে আসিয়া অবধি এপর্য্যন্ত অনেক অনেক বানর দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি বানর ত কখন দৃষ্টি গোচর করি নাই।

ইহার দেহপ্রমাণ অতিশয় খর্ব্ব, কিন্তু ইহার আকৃতি এরূপ ভীষণ, যে দেখিলে বোধ হয়, জগতীতলস্থ সমস্ত জীব জন্তুকেই ভীত হইতে হয়; অতএব ইহাকে প্রাকৃত বানর বলিয়া আমার কোনমতেই বিশ্বাস হইতেছে না। অবশ্যই কোন রাক্ষসী মায়া, নিরাশ্রয়া জানকীর জীবনের সহিত সতীত্ব রত্ন অপহরণ প্রত্যাশায় আবার বুঝি এই রূপ প্রকল্পিত হইয়াছে। একবার সেই স্থবর্ণময়ী অদ্ভুত মৃগমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই আমি আর্য্যপুত্রকে হারাইয়া একাকিনী রাক্ষসপুরে এত দুঃখ, এত ক্লেশ, এত যাতনা ও এতই মনোবেদনা উপভোগ করিতেছি, আবার আজ সহসা সম্মুখে এই অদ্ভুত বানরমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলাম। হা! বিধাতঃ! আপনার মনোরথ কি ইহাতেও পূর্ণ হইল না, আজ এ অদ্ভুত বানরমূর্ত্তি দেখাইয়া আবার কি ঘটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এই বলিতে বলিতে জানকীর শোকসিন্ধু প্রবলবেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল, স্বর্ণকান্তি মুখমাধুরী অমনি মলিন হইয়া পড়িল, তদীয় স্থকোমল অঙ্গলতিকা তৎকালে থর থর কম্পিত, ও নয়নজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কুলকামিনী জানকী, ভয়ে একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়া, কেবল মাত্র "হা বিধাতঃ! এ হতভাগিনীর চিরদুঃখিনী নাম কি যথার্থই সফল করিলেন" এই বলিয়া সর্ব্বদুঃখহরা তৎকালপ্রিয়া মুর্চ্ছা সহচরীর শরণ লইলেন।

কিয়ৎকালপরে মুর্চ্ছার অবসান হইলে, জানকী নিতান্ত ভয়বিহ্বলা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় একান্ত শূণ্য হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন;—একি! এমন স্বভাবসুন্দর বিনয়াবনত কপিরূপ ত প্রকৃত কপিজাতির মধ্যে কখন দেখি নাই। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিলাম, সাধু পুরুষেরা কহিয়া থাকেন;—যে নারী বা যে পুরুষ স্বপ্নযোগে বানরমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে, তাহাকে অচিরাৎ ঘোরতর বিপৎ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। তবে কি আমি এতাদৃশী অসহনীয় বিপৎ পরম্পরা উপভোগ করিয়াই চিরকাল অতিবাহিত করিব? হা! দয়াময় জানকীবল্লভ! বন ভ্রমণ সময়ে পথিমধ্যে যাহাকে তপনোত্তাপে তাপিত দেখিলেই আপনার শোক সাগর উথলিয়া উঠিত, আপনার সেই জানকী, অধুনা নৃশংস নিশাচরের করাল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া এবং তৎকৃত দৌরাত্ম্য পরম্পরা উপভোগ করিয়া দিবা নিশি কতই ক্লেশে অতিবাহিত করিতেছে, এমন সময়ে একবার আসিয়া দেখিলেন না।

এই বলিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা আবার ভাবিলেন; না, স্বপ্নের সম্ভাবনা কোথায়? স্বপ্ন নিদ্রাবস্থায় ঘটিয়া থাকে, কিন্তু আর্য্যপুত্র বিরহে এ যাবৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত আমি নিদ্রা যাই নাই? তবে আর স্বপ্ন কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। অথবা স্বপ্নযোগেই যদি বানরমূর্ত্তি দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে জাগ্রৎ অবস্থায় থাকিয়া কখনই দেখিব না; এই মনে করিয়া

তিনি সাদর নেত্রে পুনর্ব্বার তরুশাখায় দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন; পবনকুমার পূর্ব্ববৎ অনিমেষ নেত্রে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন। তখন তিনি হনূমান্‌কে রাক্ষসী মায়াই স্থির করিয়া, শোকে, মোহে ও ভয়ে একেবারে জড়ীভূত ও মুর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে চেতনা সঞ্চার হইলে,আবার ভাবিলেন; না,ইহাকে যখন নিতান্ত বিনীত দেখিতেছি, তখন এ রাক্ষসী মায়াই বা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে। অথবা আমি একান্ত মনে দিবা নিশি সেই রামরূপই ধ্যান করিতেছি,নিরন্তর তাঁহারই কথা কহিতেছি, এজন্য তাঁহার প্রেরিত দূত দর্শন ও তাঁহারই কথা শ্রবণ করিতেছি! বাস্তবিক উহা প্রকৃত দর্শন বা প্রকৃত শ্রবণ নহে। সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, আকাশ কুসুমও দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমার ভাগ্যেও বুঝি আজ তাহাই ঘটিল। বিশেষ আমি আজ তদ্গত চিত্তে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া মনোভব পীড়ায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম, আমার সর্ব্বান্তঃকরণ আজ সেই রামরূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল, আমি তাহাতেই আজ এই রূপ দর্শন ও শ্রবণ করিলাম। আবার ভাবিলেন; ভাল তাহাই যদি হইবে, তবে রামরূপ আমার নেত্রপথে উদিত হইয়াই কেন যথাশ্রুত বাক্যে আমাকে আশ্বস্ত করিল না? কেনই বা এই ক্ষুদ্রাকৃতি বানর মনুষ্যের ন্যায় রাম নাম শুনাইয়া আমার কাতর চিত্তে যেন অমৃত বর্ষণ করিল ? ইহা বিচার বা তর্ক করিয়া

দেখিলে মনে যে কত প্রকার অতর্কিত ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আর বলা যায় না।

এইরূপ নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া জানকী তৎকালে অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং পবনকুমারের সেই সুধাময়ী কথা এবং বহু দিনের পর রাম নাম শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া ঊর্দ্ধ মুখে কহিতে লাগিলেন;—হে দেবেশ্বর ভগবান্ দেবরাজ! হে বাক্যেশ্বর ভগবান্ বাগীশ! হে ভগবান্ পাবক! আপনারা বাক্যের অধীশ্বর; দুঃখিনী জানকী একান্ত মনে আপনাদের পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছে, আপনারা কৃপা করিয়া এই করুন; এই ক্ষুদ্রাকৃতি বানর আমারে লক্ষ করিয়া যাহা কহিল, তাহা যেন সর্ব্বথা সত্য হয়। এই বলিয়া জানকী কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

এদিকে সুধীর পবনকুমার অবসর বুঝিয়া শিংশপা তরুর শাখা হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং বিনীত বেশে জনকাত্মজার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—হে ক্লিষ্টকৌশেয় বসনে কমলায়ত-লোচনে কোমলাঙ্গী দেবি! আপনি কে? জন্ম-

গ্রহণ করিয়া কোন্ কুল অকূল আনন্দসাগরে ভাসাইয়াছেন? অয়ি পৃথিবীপবিত্রকারিণী সাক্ষাৎ কমলে। অয়ি কুন্দনিন্দিত-দশনে নিশানাথ-নিভাননে শোভনে! কি সুরকুল, কি নাগকুল, কি গন্ধর্ব্বকুল, কি যক্ষকুল, কি রক্ষকুল, জানি না, আপনি আবির্ভূত হইয়া স্বভাবসৌন্দর্য্যে কোন্ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন? আর্য্যে! আপনি কি রুদ্রকন্যা, না মরুৎকন্যা, না বসুগণের কন্যা; আপনাকে দেবী বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে। দেবি? অয়ি দিব্যগুণবিভূষিতে! আপনি কি প্রভাময়ী দেবী রোহিণী; ভগবান্ শশাঙ্ক বিরহে শশাঙ্ক বদন মলিন করিয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন? অয়ি পদ্মনিন্দিত-বদনে! আপনি কি ভগবান্ বশিষ্ঠের সহধর্ম্মিনী কল্যাণী অরুন্ধতী;—স্বামী বিরহে অরণ্যে বসিয়া এইরূপে দৈবদুর্ব্বিপাক উপভোগ করিতেছেন? আর্য্যে! আপনার শোকের কারণ কি? আপনাব কি কোন প্রিয় জনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে? তজ্জন্যই কি আপনি নির্জনে বসিয়া এতাদৃশী মনোবেদনা উপভোগ করিতেছেন? যাহা হউক, আপনার এই হৃদয়বিদারণ রোদন, এই শোকজনিত সুদীর্ঘ নিশ্বাস, ধরাতলে শয়ন এবং মুখে অনবরত রাম নাম উচ্চারণ; দেখিয়া শুনিয়া আপনাকে দেবী বলিয়া বোধ হইতেছে না, যেরূপ লক্ষণাদি দেখিতেছি, তাহাতে নিঃসন্দেহ আপনাকে রাজমহিষী ও রাজনন্দিনী বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর্য্যে! আপনিই যদি সেই নরশার্দ্দূল আর্য্য রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিনী হন, দুর্দ্দান্ত দশানন জনস্থান

হইতে যদি আপনাকেই অপহরণ করিয়া আনিয়া থাকে, তবে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিশ্বস্ত চিত্তে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। আপনার এতাদৃশ তপোনুষ্ঠান, এতাদৃশ অপ্রতিম রূপলাবণ্য ও এতাদৃশী দীনদশা দেখিয়া আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে;—আপনিই সেই রামহৃদয়বিলাসিনী জনকনন্দিনী আর্য্যা জানকী।

এই বলিয়া হনূমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে একদৃষ্টে জানকীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। জানকী মনে করিলেন; দুরভিসন্ধি নিবন্ধনই হউক, বা প্রকৃত অভিসন্ধি সাধনার্থই হউক, ইনি যখন একান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আত্মপরিচয় প্রদান করাই কর্ত্তব্য; এই ভাবিয়া সাদরে কহিলেন; দেখ, আমি মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের কন্যা, উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের আত্মজ রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, নাম সীতা। বিবাহের পর আমি স্বামিগৃহে দিব্য সুখ সম্ভোগে ক্রমে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করি, ত্রয়োদশ বৎসরের প্রারম্ভে বৃদ্ধ রাজা শান্তিসুখলালসায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সৎপুত্রের হস্তে সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিতে অভিলাষ করেন, ক্রমশঃ অভিষেকের যাবতীয় সামগ্রীও আনীত হইল। এই অবসরে আর্য্যা কৈকেয়ী কুব্জার কুমন্ত্রণায় রাজাকে অঙ্গীকার করাইয়া রামের নির্ব্বাসন ও রাজ্যে ভরতের সংস্থাপন, এই দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন, এবং নিতান্ত আগ্রহের সহিত কহিলেন; মহারাজ! আমি নিশ্চয়

কহিতেছি, যদি আজ রামকে অভিষেক কর, তাহা হইলে আমি পান, ভোজন ও শয়ন কিছুই করিব না; অধিক কি, তাহা হইলে, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।

অকরুণা কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কহিলে বৃদ্ধ রাজা কত প্রকার অনুনয় করিলেন, কতরূপ বিনয় করিয়া কহিলেন; কিন্তু তাঁহার পাষাণ হৃদয় কিছুতেই দ্রব হইল না: স্ত্রৈন রাজা তখন আর কি করিবেন, অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। আর্য্য রামও পিতৃআজ্ঞা অভিষেক হইতেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মহামুল্য উত্তরীয় প্রভৃতি রাজোচিত বসন ভুষণ অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন সময়ে জননী কৌশল্যার হস্তে আমায় অর্পন করিলেন। কিন্তু আমি ইহার অগ্রেই গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বামি সহবাসে বনবাস ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাঁহার স্বভাব ও আচার ব্যবহার এমন পবিত্র, যে আমাদের উভয়কে বনগমে দীক্ষিত দেখিয়া তৎকালে তিনিও অপার দুঃখের সহিত ঋষি-বেশে সশরাসনে আমাদের অনুগমন করেন। কপিবর! আমরা এইরূপে তিন জনে মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বনপ্রবেশ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছিলাম, ইত্যবসরে দুর্দ্দান্ত দশানন দুর্ভেদ্য রাক্ষসী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে সেই স্থান হইতে অপহরণ

করিয়া আনিয়াছে, কহিয়াছে; আর দুইমাস কাল মাত্র আমারে জীবিত রাখিবে। কপিবর! আর্য্যপুত্র বিরহে আমি যেরূপ ক্লেশে জীবন ধারণ করিয়া আছি, তাহাতে দুইমাস কেন, আমার এ পাপ জীবন এই মুহূর্ত্তেই বহির্গত হইয়া যায়, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা, এই বলিয়া জানকী অবিরল ধারায় নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পবনকুমার জানকীর তাৎকালিকী কাতরোক্তি শুনিয়া শোকে মোহে এরূপ জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, যে তিনি তৎকালে কি করিবেন, জানকীরে কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিবেন, কিছুই স্থিরতর করিতে পারিলেন না; অনবরত কেবল নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন; কি আশ্চর্য্য! যিনি জগতের মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি ও ধর্ম্মের অদ্বিতীয় অবতার স্বরূপ; তাঁহারই সহধর্ম্মিণী, সাক্ষাৎ সতীত্ব ধর্ম্মের অবতার, বলিলেও যাহাঁর গুণের সীমা হয় না, তিনিও যখন একাকিনী রাক্ষসগৃহে দিবানিশি এতাদৃশী মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা উপভোগ করিতেছেন, তখন বুঝিলাম, ত্রিলোকে আর ধর্ম্ম নাই, সত্য একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে এবং দয়া, দাক্ষিণ্য ও সরলতা

প্রভৃতি গুণগ্রামের গৌরবও সর্ব্বথা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর না জানি আর বা কতই দেখিতে হয়। এই ভাবিয়া সুধীর দুই হস্তে নেত্রজল মার্জন পূর্ব্বক বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—রাজনন্দিনি! ক্ষান্ত হউন, আর রোদন করিবেন না; ভবাদৃশী পতি-প্রাণা রমণীদিগের এরূপ দুঃখপরম্পরা উপভোগ করা নিতান্তই বিধির লিখন, বিধাতা প্রতিকূল না হইলে, আপনি রাজনন্দিনী, অসূর্য্যম্পশ্যারূপা রাজবধূ, চিরকাল কোথা ভোগসুখে আমোদ আহ্লাদে সময় অতিবাহিত করিবেন, না একেবারে একাকিনী নিশাচরপুরে আসিয়া যাতনাময়ী যামিনী যেন শত যামিনীর ন্যায় অতিবাহিত করিতেছেন। এ সমুদায় বিধির বিড়ম্বনা ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। যাহা হউক, আর্য্যে! আমি আর্য্য রামচন্দ্রের আদেশে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, আপনার সমীপে আসিয়াছি, আপনার বিরহে তিনি এরূপ অধীর হইয়াছেন, যে তাঁহার তাদৃশী অচলের ন্যায় অটল প্রকৃতি সম্প্রতি ক্ষুদ্র তরুর ন্যায় নিতান্তই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি উন্মত্তের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে কখন পথে পথে যেন মণিহারা ফণীর ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন, কখন "হা জীবিতেশ্বরি!" বলিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুল জীবনকে যেন উপেক্ষাই করিতেছেন, ফলতঃ তাঁহার বিরহে আপনাকে যেরূপ দেখিতেছি, আপনার বিরহেও তাঁহাকে সেই রূপই

দেখিয়াছি। সুধীর লক্ষ্মণ একবার নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করেন, আরবার নিজেই কাঁদিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। আসিবার সময় কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তিনি উদ্দেশে আপনার এই পবিত্র চরণ দুখানি বন্দনা করিয়া কতই যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, আর্য্যে! আমি আর তাহা বলিতে পারি না। এই মাত্র বলিয়া হনূমান্ সাদর নেত্রে জানকীর আপাদ মস্তক পুনঃ পুনঃ নিরিক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সুস্নিগ্ধ সলিল পান করিয়া, যেমন পিপাতুর ব্যক্তি, বহুদিনের পর পবনকুমারের মুখে প্রাণপতি ও প্রাণাধিক লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া জানকীও তদ্রূপ অতুল আনন্দ অনুভব করিলেন; কিন্তু, অবলাজনোচিত নৈসর্গিক ভীরুতা নিবন্ধনই হউক, বা তাৎকালিকী তাদৃশী অবস্থা বশতঃই হউক, তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে আশঙ্কা আর কিছুতেই বিদূরিত হইল না। ভাবিলেন; এ যে সকল কথা কহিল, কিছুই সত্য নহে, সমুদায় কাল্পনিক। দুর্দান্ত রাবণই এইরূপ ধারণ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। এই ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন; রাবণ! আমায় ক্লেশ দিয়া তুমি কি এখনও পরিতৃপ্ত হও নাই, আবার কি মনে করিয়া এ মায়া বিস্তার করিলে?

একবার এই বলিয়া তিনি আবার কহিলেন; না না, কপিবর! তোমাকে দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে যখন অতুল আনন্দের উদয় হইতেছে, তখন তুমি যথার্থই আর্য্য পুত্রের প্রেরিত। কপিবর! বল দেখি, আমার প্রাণবল্লভ ত জীবিত আছেন, আমার প্রাণাধিক লক্ষ্মণ ত কুশলে আছেন; তাঁহারা দিনান্তেও কি এ চিরদুঃখিনীর কথা মনে করিয়া থাকেন? এই কথা বলিতে বলিতে জানকী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় প্রলাপ বাক্যে আবার কহিতে লাগিলেন; কি আশ্চর্য্য! লোকে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, কিন্তু আমি আজ জাগ্রৎ অবস্থাতেই কেমন সুখাবহ স্বপ্ন দেখিতেছি। আজ আমার কি সৌভাগ্য! বহুকাল হইল, আমি অপহৃতা হইয়াছি, আজ কিনা, দেখিতেছি, আর্য্যপুত্র আমার জন্য এক জন বানরদূত প্রেরণ করিয়াছেন। আহা! নাথ! যদি স্বপ্নযোগেও আপনার সেই মোহিনী মূর্ত্তি, সেই নির্ম্মল চরণ দুখানি একবার দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও আমার চিত্ত এত ব্যাকুল হইত না। হায়! স্বপ্নও কি আমার বিরোধী হইল। আমি কি স্বপ্নযোগেও আর্য্যপুত্রকে একবার দেখিতে পাইলাম না?

আহা! অসহ্য বিচ্ছেদ যন্ত্রনায় জানকী যেন উন্মাদিনী, অকস্মাৎ হনূমান্‌কে দেখিয়া, তাঁহার কাতর চিত্তে তৎকালে যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা আর বলিবার নহে। তিনি আবার মনে মনে আন্দো-

লন করিতে লাগিলেন;—অহো! আমি এত দীর্ঘকাল যখন এক ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন বোধ হয়, এ স্বপ্ন নয়; স্বপ্ন হইলে একভাবে এত অধিক কাল কখনই থাকিত না। তবে কি এ আমার চিত্ত বিভ্রম? তবে কি এ আমার বায়ুর গতি? না উন্মাদজ বিকার? কি মৃগতৃষ্ণা? না, কৈ আমার ত কিছুমাত্র চিত্তভ্রম বা মোহ উপস্থিত হয় নাই। আমি যেন স্পষ্টই দেখিতেছি; এই বানর আমার সন্নিহিত হইয়া কথা কহিতেছে।

পতিপ্রাণা জানকী পতিবিরহে অধৈর্য্য হইয়া এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা ও পরিশেষে স্থির করিলেন; এ নিশ্চয়ই রাক্ষসী মায়া, নতুবা, যে পুরে মক্ষিকারাও রাক্ষসদিগের অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিতে পারে না, দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়া, সেই দুর্দ্দান্ত দশাননপুরে আর্য্যপুত্রের দূত কি রূপে প্রবেশ করিবে? এই রূপ অবধারণ করিয়া জানকী তৎকালে ভয়ে হনূমানের সহিত বাক্যালাপ করিতে বিরত হইলেন।

তদ্দর্শনে সুধীর হনূমান্ শ্রবণানুকুল বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত কহিলেন; আর্য্যে! আপনি অলিক আশঙ্কা করিয়া এত ভীত হইবেন না। আমি বানর, রাক্ষস নহি, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী, আমার নাম হনূমান্, স্বীয় পরাক্রম প্রভাবেই আমি এই শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ মহার্ণব উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, এবং দুরাত্মা দশাননের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক লঙ্কা পুরে প্রবেশ করিয়া আপ-

মাকে দেখিতে আসিয়াছি। দেবি! সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণদেব আসিয়া যেমন তিমিররাশি বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমিও আপনার দুঃখতিমির তিরোহিত করিবার জন্যই আসিয়াছি, রাম সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই। সেই জগদেকবীর আর্য্য রাম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া অচিরকাল মধ্যেই দশাননকে সবংশে ভস্মসাৎ করিবেন। দেখিবেন, লঙ্কা নগরীও অচিরকাল মধ্যেই অভিনব বৈধব্য বেদনায় ব্যথিত হইয়া চিরদিন "হা নাথ! হা নাথ!" বলিয়া অনিবার নয়নবারি বিসর্জন করিতে থাকিবে। আর্য্যে! গুরুতর শিলাখণ্ড কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক সাগর মধ্যে সন্তরণ করিয়া কে কত কাল জীবিত থাকিতে পারে? সাক্ষাৎ কালসর্পিণী করাল মুখ বিস্তার করিয়া যাহার কণ্ঠে দুলিতেছে, এমন কোন্ ব্যক্তিই বা কত কাল মৃত্যুকে বঞ্চনা করিয়া থাকিতে পারে? অতএব ভদ্রে! আপনি আর রোদন করিবেন না, অচিরকাল মধ্যেই আপনার এ দুঃখের অবসান হইবে। আর্য্য রাম এবং সুধীর লক্ষ্মণ কুশলে আছেন। তাঁহারা এবং কপিরাজ সুগ্রীব আপনার বিরহে অপার দুঃখে শোকায়ত যামিনী যাপন করিতেছেন, এবং আপনার উদ্দেশ লইবার জন্য চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বানরও নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি তাঁহাদেরই প্রেরিত, আপনি শঙ্কা পরিত্যাগ এবং বানর জ্ঞানে ঘৃণা বোধ না করিয়া আমার সহিত বিশ্রব্ধ চিত্তে বাক্যালাপ করুন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

তৎশ্রবণে জানকী সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন;—কপিবর! আমি রাক্ষসপুরে অবস্থান করিতেছি, রাক্ষসেরা নিতান্ত মায়াবী, কখন কোন্ মায়া বিস্তার করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করে, কিছুই বলা যায় না, এজন্য আমার বোধ হইতেছে, তুমিও রাক্ষস, বানরচ্ছলে আমার সর্ব্বনাশ করিতেই আসিয়াছ। যাহা হউক, কপিবর! আমার আশঙ্কা এখনও সর্ব্বথা দূরীভূত হয় নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, আর্য্য রামচন্দ্রের সহিত তোমার কিরূপে পরিচয় হইল? লক্ষ্মণকেই বা তুমি কিরূপে জানিলে? তুমি বানর, তোমার সহিত নরের কিরূপে সমাগম হইল? হনুমন্! এই সমুদায় যদি বিশেষ করিয়া কহিতে পার, এবং আর্য্য দাশরথির ও লক্ষ্মণের কিরূপ অবয়ব সংস্থান, কিরূপ সৌন্দর্য্য ও কিরূপ রূপ, সমুদায় যদি সবিশেষ কীর্ত্তন করিতে পার, তবেই বিশ্বস্ত হই।

ভয়বিহ্বলা বৈদেহী এই বলিয়া বিরত হইলে, পবনকুমার তদীয় বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আদ্যন্ত রামের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন; আর্য্যে! আপনি মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের তাদৃশ অনুপম রূপ ও অলৌকিক গুণগ্রাম সম্যক্

অবগত হইয়াও যে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যাহা হউক, রাজনন্দিনি! আমি বনের বানর, তাঁহার রূপ গুণ বর্ণনা করি, আমার এমন সাধ্য কি আছে, তথাপি যে পর্য্যন্ত জানি, কহিতেছি, শ্রবণ করুন; রাজনন্দিনি! রাম সামান্য নহেন, তিনি স্বীয় অসামান্য গুণ প্রভাবে জগদ্বিখ্যাত রঘুবংশীয় পূর্ব্বতন পুরুষদিগকেও অতিক্রম করিয়াছেন। এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীতলে তিনিই একমাত্র সদাচার, সৎস্বভাব, সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ; তাঁহার তুল্য গুণবান্ বা তাঁহার সমান স্বভাবসুন্দর অবনীতলে আর দুইটী নাই। তিনি প্রজাগণের সুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধি কৌশলে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্য্যে বজ্রপাণি পুরন্দরের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সচ্চরিত্র, অসূয়াশূন্য এবং প্রিয় সম্ভাষণে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাত্মা নৈসর্গিক হাস্য-মিশ্রিত সুমিষ্ট বাক্য ভিন্ন তাদৃশ নিষ্ঠুর কথা কখন ওষ্ঠের বাহির করেন না। তিনি দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্ম্মের প্রতিপালক, ও দেশ কালজ্ঞ, তাঁহার চরিত্র পরম পবিত্র এবং বুদ্ধি ইক্ষ্বাকুকুলোচিত দয়া দাক্ষিণ্য ও শরণাগত-বৎসলতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুগত। নিষিদ্ধ কার্য্যে বা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কথায় কখন তাঁহার অভিরুচি হয় না, বাদানুবাদ ঘটিত কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে,

তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তোরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি অতি বিনয়ী, ও তাঁহার চরিত্র সাধুসমাজে অগ্রে উত্থাপিত হইয়া থাকে। তিনি জ্ঞানবান্, তাঁহার তুল্য সাধু পুরুষ বোধ হয়, সুরসমাজেও সুলভ নহে। তিনি বেদ বেদাঙ্গ সমুদায় অধিকার করিয়া গুরু গৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ত্রিবর্গ তত্ত্বজ্ঞ, স্মৃতিমান্, প্রতিভাসম্পন্ন এবং সমন্ত্রক ও অমন্ত্রক অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগে একমাত্র কুশল। তিনি তরুণ, অথচ তরুণসুলভ চপলতার আয়ত্ত নহেন; প্রিয়বাদী, অথচ সত্যপথে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছেন; মহাবীর, অথচ বীর্য্যমদে কখন উন্মত্ত হন না; দয়াবান্, কিন্তু অপক্ষপাতী; বিদ্বান, কিন্তু তাঁহার শরীরে প্রাকৃত লোকের ন্যায় গর্ব্বের লেশ মাত্র লক্ষিত হয় না। তিনি চতুর্ব্বর্গের প্রতিপালক, রাজনীতিকুশল ও মর্য্যাদাসম্পন্ন।

সেই লোকাভিরাম মহাত্মা রামচন্দ্রের নয়ন যুগল কোমল কমলদলের ন্যায় কমনীয় ও আকর্ণ বিশ্রান্ত। বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, ভ্রূযুগল ঈষৎ বঙ্কিম, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, বর্ণ শ্যামল, এবং মুখশ্রী অপরিসীম সাহসে পরিপূর্ণ। তাঁহার যেমন গম্ভীর প্রকৃতি, তেমনি মনোমোহিনী মুর্ত্তি, দেখিলে, বোধ হয়, অশ্বিনীকুমারযুগল কোন দৈবকারণ বশতঃ একাঙ্গ হইয়া দেবলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নেত্রান্তভাগ, নখাগ্রভাগ পাণিতল ও পদতল পরম রমণীয় ও লোহিতবর্ণ।

ফলতঃ তাঁহার যে অঙ্গের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই অঙ্গই নিষ্কলঙ্ক ও নিতান্ত রমণীয়, বোধ হয়, যেন বিধাতা জগতের সমুদায় সৌন্দর্য্যরাশি একত্র সংগ্রহ করিয়া নির্জনে মনে মনে তাঁহার মনোমোহিনী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহা না হইলে তাদৃশ সুনির্ম্মল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌন্দর্য্যরাশি জগতীতলে আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতা, তিনিও অগ্রজের ন্যায় অমিতপ্রভাব-শালী, ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ। তিনি মহাত্মা রামের একান্ত অনুরক্ত এবং রূপেগুণে তাঁহারই সদৃশ। লক্ষ্মণের বর্ণ সুবর্ণ, রামের বর্ণও সুবর্ণ, কিন্তু শ্যামল, উভয়ের রূপগত কেবল এইমাত্র বিভিন্ন।

আর্য্যে! তাঁহারা আপনার অদর্শনে অধৈর্য্য হইয়া সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরে আমাদের সহিত যেরূপে মিলিত হইয়াছেন, আমি আদ্যোপান্ত তাহাও কহিতেছি, শ্রবন করুন;—সুগ্রীব নামে এক পরম ধার্ম্মিক কপিরাজ, ভ্রাতা বালি কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বিবিধ পাদপ-সঙ্কুল ঋষ্যমুক পর্ব্বতে অতিদীন বেশে অবস্থান করিতেছিলেন, আমরা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত ছিলাম। এমন সময়ে সেই চিরবসনধারী, যেন দুষ্ট নিয়ন্তা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ, রাম ধনুর্ব্বান হস্তে অনুজ সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। সুগ্রীব বালির ভয়ে পূর্ব্ব

হইতেই সর্ব্বদা শঙ্কিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং তৎকালে, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বীরদ্বয় দর্শনে বালির প্রেরিত ভাবিয়া ভয়ে একেবারে পর্ব্বত শিখরে অধিরোহণ করিলেন, এবং তত্ত্বানুসন্ধানার্থ আমাকে তাঁহাদের সমীপে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আমি প্রভুর আদেশে অতিবিনীত ভাবে সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদের আগমন বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইলাম, এবং পরে অপার আহ্লাদের সহিত উভয় ভ্রাতাকে নিজ পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সুগ্রীব সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তখন সেই সমদুঃখ-কাতর বানরেশ্বর এবং নরেশ্বর পরস্পর মিলিত হইয়া শিষ্টাচারানুমোদিত বহুল কথার পর্য্যবসানে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন এবং পরস্পরের দুঃখ পরম্পরা অবগত হইয়া সখ্যভাব স্থাপন পূর্ব্বক উভয়ের দুঃখ নিবারণে উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন! রাজনন্দিনি! মিত্রবৎসল রাম অনুজের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যানাথ বালির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তদীয় বানর সাম্রাজ্যে বান্ধবকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি কপিরাজ সুগ্রীব রাজাসনে আসীন হইয়া, জগতীতলস্থ সমস্ত বলবান্ বানরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আপনার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়াছেন। বানরেরাও প্রভুর আদেশে আন্তরিক যত্নের সহিত আপনার অন্বেষণার্থ নির্গত হইয়াছে। আমি এবং অঙ্গদ প্রভৃতি কতকগুলি

মহাবল বানর এই দক্ষিণদিক্ অনুসন্ধানার্থ নির্গত হইয়া ক্রমে নদ, নদী, সরোবর, বন, উপবন, পর্ব্বত ও গিরি-গহ্বর প্রভৃতি নানা স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। পরিশেষে, বিন্ধ্য পর্ব্বতের এক বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুদিন তথায় অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু তথাপি কার্য্য সিদ্ধির কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর আমরা কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে একান্ত নিরাশ ও কপিরাজ সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রম জন্য নিতান্ত ভীত হইয়া সাগরতটে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিতেই কৃতনিশ্চয় হইলাম। তৎকালে যুবরাজ অঙ্গদ আমাদিগকে প্রায়োপ-বেশনে দেহত্যাগ করিতে দেখিয়া, এবং পিতৃদেব বালির বধবৃত্তান্ত স্মরণ ও আত্মবিনাশ অবধারণ করিয়া অপার শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং রামের বনপ্রবেশ হইতে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ঐ স্থানে পক্ষিরাজ জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি বাস করিতেন, তিনি অঙ্গদের মুখে ভ্রাতা জটায়ুর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন, এবং বহুল কথার পর্য্যবসানে কহিলেন ;—আপনি দুর্দ্দান্ত দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া তাহার গৃহেই অবস্থান করিতেছেন। আর্য্যে! তৎকালে আমরা সেই সম্পাতি মুখে এই আহ্লা-দের কথা শুনিয়া মহা হর্ষে সাগর তটে উপস্থিত হইলাম

কিন্তু অকূল জলধি দর্শনে আকুল হইয়া সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আপনার প্রসাদাৎ তৎকালে আমিই কেবল নির্ভয়ে, শত যোজন আয়ত লবন মহার্ণব উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাত্রিকালে এই নিশাচর-নিষেবিতা লঙ্কা পুরী প্রবেশ করিয়াছি, দশাননকে দর্শন করিয়াছি, এবং সৌভাগ্যের ফলে আপনার এই সরোজ-নিন্দিত নির্ম্মল চরণ দুখানিও অবলোকন করিলাম। আর্য্যে জনকাত্মজে! এই আমি যে পর্য্যন্ত জানি, আপনার নিকট রামের বিষয় যথাযথই কির্ত্তন করিলাম। আপনি নিশ্চয় জানিবেন;—আমি সেই দশরথাত্মজ দয়িতা-বৎসল মহাত্মা দাশরথির প্রেরিত দূত, কেবল আপনার জন্যই এই দুস্তর জলধি উল্লম্ফনে পার হইয়া আসিয়াছি। আমি দেবপ্রধান ভগবান্ পবন দেবের আত্মজ, এবং কপিরাজ সুগ্রীবের এক জন বিশ্বস্ত অমাত্য। আমি কামরূপী, এ জন্য রাজানুশাসনে একাকী এই নিভৃত স্থানে আগমন করিয়াছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার উদ্দেশে আমি দক্ষিণ দিকে নির্গত হইয়াছিলাম। আমার সহাগত কপিকুল সাগর তীরে আমার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করিতেছে, এক্ষণে আপনার সংবাদ প্রদান করিয়া আমিই তাঁহাদিগকে উজ্জীবিত করিব। অতএব আর্য্যে! আপনি অলিক আশঙ্কা করিয়া আর ভীত হইবেন না নিঃশঙ্কচিত্তে আমার সহিত বাক্যালাপ করুন। আর্য্য রাম কুশলে আছেন, সুধীর লক্ষ্মণও সুমঙ্গলেই রহিয়াছেন;

কিন্তু জানকি! মাল্যবান্ পর্ব্বত সম্বর্ত্তক অগ্নি সংযোগে যেমন অভিসন্তপ্ত হয়, আপনার অদর্শনজনিত শোকানলে তাঁহাদের চিত্তও দিবানিশি তদ্রূপ সন্তপ্ত হইতেছে। ঘোরতর ভূমিকম্প হইলে, মহাশৈল যেমন কম্পিত হয়, আপনার বিরহজনিত শোকে তাঁহাদের তাদৃশ অটল চিত্তও তদ্রূপ পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা আপনার অদর্শন জনিত প্রবল হুতাশনশিখায় সন্তাপিত হইয়া কখন সুরম্য কাননে, কখন সরোজদল-বিরাজিত সুস্নিগ্ধ সরোবরে, কখন শৈলমধ্যস্থিত সুশীতল শিলাতলে ও কখন পর্ব্বত প্রস্রবণ প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। অতএব আর্য্যে! আপনি আর শোক করিবেন না; সেই মহাবীর রাম অচিরকাল মধ্যেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকুল অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া, আপনাকে উদ্ধার করিবেন।

এই বলিয়া পবনকুমার বিরত হইলে, জানকী তদীয় তাদৃশী হেতুগর্ভ বাক্যাবলী শুনিয়া তাঁহাকে রামের প্রেরিত দূত বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন, এবং বহু দিনের পর প্রাণ-বল্লভ ও প্রাণাধিক দেবরের কুশল সংবাদ সহ অবয়ব-সংস্থানাদির বিষয় অবগত হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে এত দিনেব পর তাঁহার শ্বেত-সরোজ-নিন্দিত সুদীর্ঘ নয়নযুগল হইতে অনবরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তদীয় নৈসর্গিক হাস্যগুম্ফিত সুন্দর বদনমণ্ডল যেন রাহুমুখ-নির্গলিত শারদ চন্দ্র-

মণ্ডলের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল এবং আকর্ণ বিশ্রান্ত আতাম্র নয়নযুগল হর্ষভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিল।
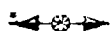
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

তখন বিচক্ষণ হনূমান্ রাজমহিষীর তাদৃশ কাতর চিত্ত অধুনা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত দেখিয়া, অধিকতর বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন;—অয়ি কুন্দনিন্দিত-দশনে পতিদেবতে ধরিত্রী-সুতে! এই দেখুন, রামনামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় আমার নিকট রহিয়াছে। মহাত্মা রাম, আপনার বিশ্বাসের জন্য আসিবার সময় আমাকে এই অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন, আমিও সাদরে গ্রহণ করিয়া আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি গ্রহণ করুন এবং অলীক আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বস্ত হউন। এই বলিয়া সুধীর হনূমান্ মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এত কালও সন্দেহ রজ্জুতেই দোলাইত ছিলেন, অধুনা, হনূমানের হস্তে প্রাণপতির কর-শোভন সেই স্বর্ণাভরণ লাভ করিয়া স্বর্ব্বথা বিশ্বস্ত হইলেন। এবং ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অপার আহ্লাদের সহিত হনূমান্‌কে প্রশংসা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; কপিবর!

এতক্ষণে আমার ভ্রান্তি দূর হইল। তোমার করে আর্য্যপুত্রের এই করশোভন স্বর্ণাভরণ পাইয়া, আমি যেন আজ মৃত্যু দেহে জীবন পাইলাম। হনুমন্! দেখ, স্বয়ং দেবরাজ বজ্রপাণিও যে পুরে অজ্ঞাত ভাবে প্রবেশ করিতে পারেন না, যে পুরে সাক্ষাৎ কৃতান্ততুল্য ভীমমূর্ত্তি রাক্ষসেরা খড়্গ হস্তে দিবানিশি সাবধানে প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, যে পুরের চতুর্দ্দিকে এই মহাসাগর অনবরত ভীষণ তরঙ্গ লহরী উদ্গার করিতেছে, সেই দুষ্প্রবেশ পুরে যখন তুমি একাকীই প্রবেশ করিয়াছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই সর্ব্বশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ, প্রভূত বিক্রম-শালী ও কার্য্যকুশল। তোমার বল বিক্রমও অতিশয় শ্লাঘনীয়। তুমি যখন এই শত যোজন বিস্তীর্ণ মহাসাগরকেও গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছ, যখন দুর্দ্দান্ত দশাননের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়াও তোমার মনে কোন রূপ ভয় উপস্থিত হয় নাই, তখন তোমাকে সামান্য বানর বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি এ পর্য্যন্ত অনেকানেক বানর দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় স্বভাব সুন্দর, মহাবীর অথচ বিনয়ী বানর আর দেখি নাই,। অথবা তুমি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন না হইলে, এমন অসাধ্যসাধনে আর্য্যপুত্র তোমাকে কখনই নিয়োগ করিতেন না। যাহা হউক, পবনকুমার! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি. বল দেখি, আর্য্যপুত্র যখন সুরগণকেও নিগ্রহ করিতে সমর্থ, তখন আমার বিরহে অধৈর্য্য হইয়াও যুগান্ত কালীন প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় এই সাগরমেখলা সদ্বীপা

বসুন্ধরাকে কোপানলে কেন দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন না? তবে কি এখন পর্য্যন্তও এ চিরদুঃখিনীর দুঃখের অবসান হয় নাই? এই জন্যই কি আর্য্যপুত্র দুষ্টনিয়ন্তা হইয়াও এতকাল নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? পবনকুমার! যাহা হউক এক্ষণে আর্য্যপুত্র ত কুশলে আছেন? আমার অদর্শনে অধীর হইয়া তাঁহার তাদৃশ অনন্যসুলভ ধৈর্য্য কি বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে? আমার বিরহজনিত প্রবল শোকানলে দগ্ধ হইয়া তিনি কি সম্প্রতি প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় কার্য্যাকার্য্য বিমূঢ়তা প্রকাশ করিতেছেন? তাঁহার তাদৃশ অব্যর্থ পুরুষকার ত পূর্ব্বের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে? কপিবর! ইতিপূর্ব্বে সৌভাগ্য সময়ে তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্তির উপায়ভূত সাম দান প্রভৃতি উপায় চতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতেন, অধুনা আমার বিরহে অধীর হইয়া তাঁহার তাদৃশ অটল নিয়মের ত বিপর্য্যয় ঘটে নাই? তিনি ত এখন যথানিয়মে মিত্রগণের প্রতি সাম দান ও শত্রুগণের প্রতি ভেদ দণ্ড প্রয়োগ করিতেছেন? আমার অদর্শনে অধীর হওয়ায়, সুধীর মিত্রগণ ত তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছেন না? ইতি পূর্ব্বে যাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য্য দেখিয়া দেবতারাও বিস্ময় বোধ করিতেন, অধুনা আমার বিরহে কি তাঁহার সে স্বভাবের অভাব হইয়াছে? পবনকুমার! সেই দয়িতা-বৎসল দয়াময় আর্য্য দশরথাত্মজ ত দিনান্তেও এ চিরদুঃখিনীর কথা মনে করিয়া থাকেন? তিনি কি এ দুঃখসাগর হইতে তাঁহার দুঃখিনী

জানকীরে উদ্ধার করিবেন ? আহা ! কপিবর ! দুঃখের কথা আর কি কহিব ; আর্য্যপুত্র এই কেবল সুখময় যৌবন-পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন, এই কেবল তাঁহার সুখের সময়, এ সময়ে কোথা ভোগ সুখে আমোদ আহ্লাদে যেন পলকের ন্যায় দিবানিশি অতিবাহিত করিবেন, না রাজ্য, সম্পদ, সুহৃদ, পরিজন সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন কাননে নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু এমনি আবার দৈবদুর্ব্বিপাক, যে অরণ্যে আসিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না ; আমি এখানে দিবা নিশি "হা নাথ ! হা নাথ !" বলিয়া রোদন করিতেছি, আমার বিরহে তিনিও তথায় "হা প্রেয়সি !" বলিয়া অনিবার নয়নবারি বিসর্জন করিতেছেন। রক্ত-মাংসময় শরীর ধারণ করিলে, সময়ে সময়ে সুখ ও কখন কখন দুঃখ, সকলকেই উপভোগ করিতে হয়, সত্য ; কিন্তু আমাদের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ পরম্পরা, বল দেখি, আর কাহাকে সহ্য করিতে হয়।

এই বলিতে বলিতে জানকী নয়ন জল আর রাখিতে পারিলেন না। অমনি হা বিধাতঃ ! বলিয়া দরদরিতধারে নেত্রবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন ; পবনকুমার ! কেমন, আমাদের নূতন রাজা ভরত, নূতন রাজ্য পাইয়া কি এক্ষণে মাতৃস্বভাব অবলম্বন করিয়াছেন, না এ চিরদুঃখিনীর উদ্ধারের জন্য সংগ্রামকুশল অক্ষৌ-

হিনী সেনা প্রেরণ করিবেন ? কপিরাজ সুগ্রীব কি বান্ধবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আমার উদ্ধারের জন্য নখদন্তায়ুধ বীর বানরগণের সহিত এখানে আসিবেন ? আহা ! আমার এমন সৌভাগ্যসূচক সুদিন কি আর আসিবে ; যে দিনে দেখিব ;—সেই সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন মহাবীর লক্ষ্মণ নিজ বাহুবলে সমস্ত অরাতিকুল বিনষ্ট করিয়া, শোণিত ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছেন, আর সেই জগদেকবীর মহাত্মা রাম সশরাসনে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসকুল-কামিনীদিগের অনবরত পতিত অশ্রুধারায় ধরাতলের সেই সমস্ত শোণিতধারা আবার ধৌত করিয়া ফেলিতেছেন। আহা ! হনূমন্ ! জল শুষ্ক হইলে, আতপতাপে সরোজদল যেমন পরিশুষ্ক হয়, তদ্রূপ আমার বিরহজনিত প্রবল শোকানলে তদীয় কমলদলনিন্দিত আকর্ণচুম্বিত নেত্র-বিরাজিত সহাস্য বদন মলিন হওয়ায়, তাঁহার তাদৃশ অনন্যসুলভ ধীরতা বোধ হয় একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি একমাত্র ধর্ম্ম রক্ষার জন্য হস্তগত সাম্রাজ্য সুখেও জলাঞ্জলি দিয়া আমার সহিত যখন গহন কাননে প্রবেশ করেন, সে সময়ে তাঁহার যে রূপ অটলভাব দেখিয়াছিলাম, এখনও ত সেই ভাবই তাঁহার উদার অন্তঃকরণে বিরাজ করিতেছে ? হনূমন্ ! বল বল, আবার বল, আমার সেই প্রাণবল্লভ ত দিনান্তেও আমার কথা মনে করিয়া থাকেন ? তিনি কি বলিয়া দিয়াছেন ? বহু দিনের পর আজ তোমার মুখে আর্য্যপুত্রের

কুশল সংবাদ পাইয়া আমি যে কত দূর আহ্লাদিত হই-লাম, তাহা আর বলিতে পারি না। তোমার মুখে তাঁহার কথা যত বার শুনিতেছি, ততই যেন আমার শ্রবণপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিতেছে। এই বলিয়া পতিপ্রাণা জানকী তদীয় সুধাময়ী কথা শুনাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পবন-কুমারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর হনূমান্ তদীয় তাদৃশ আগ্রহাতিশয় দর্শনে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিতে লাগি-লেন ;—আর্য্যে ! আপনি যে একেবারে নিশাচর-নিষেবিত নিতান্ত ভয়াবহ স্থানে অবস্থান করিয়া দিবানিশি নয়ন জলে ভাসিতেছেন, আর্য্য তাহা এ পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই, জানিলে, দেবরাজ বজ্রপাণি যেমন দৈত্যা-পহৃতা শচী দেবীকে লইয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনাকেও অবশ্যই লইয়া যাইতেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার মুখে আপনার সংবাদ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তিনি কপিকুলসঙ্কুল মহতী সেনা সমবেত করিয়া অচিরকাল মধ্যেই আপনার এ দুঃখের সমুচিত প্রতিশোধ করিবেন। দেবি! সেই জগদেকবীর মহাত্মা রাম যখন রাক্ষস বধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন কি দেব, কি যক্ষ, কি কিন্নর, কি অসুর, বলিতে কি, তৎকালে স্বয়ং মৃত্যু আসিয়াও তাঁহার প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবেন না। আর্য্যে ! সেই অসামান্য গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মা রাম, আপনার বিরহ-জনিত প্রবল শোকানলে সন্তাপিত হইয়া

সিংহ বিমর্দ্দিত দ্বিরদের ন্যায় ক্ষণ কালের জন্যও সুখী হইতে পারিতেছেন না। তিনি এখন আর মধ্যাহ্ন সময়ে মাংস ভোজন করেন না, মধুপান করা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল সায়াহ্ন সময়ে সামান্য আরণ্য ফল মূল মাত্র ভোজন করিয়া কায় ক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি আপনার চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন আছেন, যে দংশমশকেরা গাত্রে পতিত হইলেও তাহা দূরীভূত করেন না। তিনি নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, নিয়তই শোক প্রকাশ করিতেছেন, এবং নিরন্তর "হা প্রেয়সি!" বলিয়া অনবরত দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। আপনার বিরহ-জনিত প্রবল শোকানলের সন্তাপে রজনীতে তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রা হয় না। এবং বহু কষ্টে নিদ্রাবেশ হইলেও অমনি "হা প্রেয়সি!" বলিয়া যেন উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিয়া উঠেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, অন্য কথার প্রসঙ্গেও তাঁহার মুখে "জানকী" এই চিরভ্যস্ত সুমধুর নাম শুনিতে পাই। তিনি দিবাবসনে কখন কখন উদ্যান-বিহার সুখ-লালসায় প্রস্থান করেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সৌভাগ্য সময়ে যে পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া, তাহার চিত্ত সমধিক প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, অধুনাও সেই সৌরভ, কিন্তু আঘ্রাণ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আর যথোচিত প্রীতিলাভ করিতে পারেন না, অমনি পর্ণকুটীরে প্রত্যাগমন করেন, এবং যেন অভিনব বিয়োগ-কাতরের ন্যায়

অনবরত নয়নাম্বু বিসর্জন করিয়া স্বীয় তাদৃশ অসামান্য ধৈর্য্য ও তাদৃশ অনন্যসুলভ গাম্ভীর্য্যের যেন সর্ব্বথা অলিকতাই প্রকাশ করিতে থাকেন। সেই অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি রাম, এই রূপে দিবানিশি শয়নে, স্বপনে আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া নিতান্তই সন্তপ্ত হইতেছেন এবং আপনার লাভের জন্য বহুবিধ চেষ্টাও করিতেছেন। অতএব আর্য্যে! আপনি আর রোদন করিবেন না; আমি মন্দর পর্ব্বত, তত্রত্য ফলমূল, মলয় পর্ব্বত, বিন্ধ্য ও অন্যান্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে, সমুদায়কে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি অচিরকাল মধ্যেই সেই কুন্দনিন্দিত দশন-শোভী, কুণ্ডলমণ্ডিত মনোহর মুখশ্রী-পরিশোভিত রামরূপ অবলোকন করিয়া হৃদয়গত সন্তাপনিচয় অপনীত করিবেন এবং ঐরাবতপৃষ্ঠে সমাসীন দেবরাজ শতক্রতুকে দেখিয়া রাজ্ঞী শচী যেমন অপরিসীম আহ্লাদ রসে আপ্লাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও অনতিবিলম্বেই প্রস্রবণ পর্ব্বতে আমার পৃষ্ঠে সেই ভুবন-মোহন রামরূপ অবলোকন পূর্ব্বক বর্ত্তমান মোহ বিসর্জন করিবেন।

এই বলিয়া সুধীর হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজনন্দিনী তদীয় মুখে বহুকালের পর প্রাণপতির কুশল সংবাদ পাইয়া শোকশূন্য হইলেন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ শোকের কথা শুনিয়া আবার শোকাকুল হইয়াও পড়িলেন। ভগবান্ সুধাংশুমালী নিবিড় মেঘ

জালে সমাবৃত হইলে, যেমন শারদীয়া নিশা, তৎকালে তদীয় তাদৃশী মনোমোহিনী মূর্ত্তিও তদ্রূপ, শোচনীয় ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর তিনি সজলায়ত লোচনে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; হনূমন্! সেই অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি আর্য্য রাম আমার জন্য উন্মনা হইয়া দিবা নিশি অপার দুঃখসাগরে সন্তরণ করিতেছেন, ইহা আমার পক্ষে এক্ষণে যেন বিষমিশ্রিত অমৃতের ন্যায় বোধ হইতেছে। কপিবর! আমি যে এত কালও ছিলাম ভাল, এখন আবার আর্য্যপুত্রের তাদৃশী কাতরতা শুনিয়া যে কোন মতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। হায়! কত দিনে আমার সেই শুভ দিনের উদয় হইবে;—যে দিনে সেই দীনশরণ, লঙ্কা উন্মথিত করিয়া, দুই হস্তে, এ দীনার দরদরিতধারে প্রবাহিত নয়নবারি নিবারণ করিবেন।

এই বলিয়া জানকী বাষ্পে ক্ষণকাল আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না, কিয়ৎকাল রোদনচ্ছলে অন্তঃস্তম্ভিত শোকরাশির কিয়দংশ অপসারিত করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন; পবনকুমার! তুমি আর্য্যপুত্রের পাদপদ্মে

আমার এই সবিনয় প্রার্থনা নিবেদন করিও; আমার অদৃষ্টের ফল আমিই ভোগ করিতেছি, এ বিষয়ে তাঁহার দোষ কি, অদৃষ্টে ক্লেশ থাকিলে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব এজন্য তিনি যেন আর শোকাকুল হন না; যাহাতে শীঘ্র আমার এ দুঃখের অবসান হয়, অধৈর্য্য না হইয়া, তৎপক্ষেই যেন যথোচিত চেষ্টা করেন। সঙ্কল্প করিয়াছি, আমি সংবৎসর কালমাত্র জীবিত থাকিব, তাহার দুই মাস প্রায় অতীত হইল, আর দশমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। দুর্দ্দান্ত দশানন আমার নিগ্রহের জন্য তদীয় ভ্রাতা বিভীষণকে নিয়োগ করিয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তিনি সর্ব্বথা অমত প্রকাশ করিতেছেন।

পবনকুমার! বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা কলা নামে এক নিশাচরী তাহার মাতার নিদেশে এক দিন আমার নিকট আসিয়া কহিয়াছিল;—এই লঙ্কা নগরীতে অবিন্ধ্য নামে এক পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ রাক্ষস আছেন, তিনি অতিশয় মেধাবী, বিদ্বান, বিনীত, ধৃতিমান্ ও সুশীল। তিনি বলিয়াছেন, যে রাক্ষসকুলের এত দর্প, এত গর্ব্ব, রামচন্দ্রের বীরানল যখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, তখন সমুদায়ই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু আসন্নমৃত্যু দশানন মৃত্যুমোহে পড়িয়া তাঁহার হিত কথায় দৃক্‌পাতও করিতেছে না, দুরাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা, যে আমাকে আর কোন মতেই প্রত্যর্পণ করিবে না। যাহা হউক, কপিবর! আমি রাক্ষস গৃহে অবস্থান করিয়া দিবানিশি এতই যে মনোবেদনা

উপভোগ করিতেছি, তথাপি আমার চিত্তে দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে,যে সেই দুষ্টনিয়ন্তা দয়িতা-বৎসল আর্য্য দশরথাত্মজ অচিরকাল মধ্যেই আমার এ দুঃখের অবসান করিবেন। হনুমন্! উৎসাহ, পৌরুষ, পরাক্রম, বিক্রম ও অপ্রতিম প্রতিভা প্রভৃতি গুণপরম্পরা যাঁহার উদার অন্তঃকরণে নিয়ত বিরাজ করিতেছে, তাঁহার কোপানলে উত্তাপিত না হয়, এমন শত্রু কেহই নাই। সেই রামরূপ অংশু-মালী শরজালরূপ অংশুমালা বিস্তার করিয়া যখন রণক্ষেত্রে উদিত হইবেন, তখন লঙ্কারূপিণী সরসীস্থ রাক্ষসরূপ জলরাশি অচিরকাল মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। শচী দেবী যেমন ভগবান্ দেবরাজের মনোগত ভাব অবগত আছেন, সেইরূপ আমিও তাঁহার বলাবল ও অভিপ্রায় অবগত আছি, সত্য, কিন্তু দুর্দ্দান্ত রাক্ষসদিগের দৌরাত্ম্য আমি যে আর কোনমতেই সহিতে পারি না, এই বলিয়া জানকী সজল নয়নে এক দৃষ্টে হনূমানের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মতিমান্ মারুতাত্মজ তদীয় তাদৃশী কাতরোক্তি শুনিয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন, দেবি! আপনি আর উদ্বিগ্ন হই-বেন না, মহাবীর রাম আমার মুখে আপনার সংবাদ শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ কপিকুলসঙ্কুলা মহতী সেনা সমবেত করিয়া আগমন করিবেন। অথবা যদি অনুমতি করেন, আমি এই দণ্ডেই রাক্ষসকৃত যাতনা পরম্পরা হইতে আপনারে পরিত্রাণ করি। রাজনন্দিনি! আপনি ভাবি-

তেছেন কেন? আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আপনারে পৃষ্ঠে করিয়া আমি অনায়াসেই, জলধি পার হইতে পারিব। আর্য্যে! আপনার কৃপা বলে, কেবল আপনাকে কেন, রাবণের সহিত সমগ্রা লঙ্কা নগরীকেও আমি বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারি। অতএব দেবি! আপনি আমার কথায় উপেক্ষা করিবেন না, নিঃসংশয়ে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। ভগবান্ হুতাশন যেমন হুত হব্য লইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করেন, তদ্রূপ আমিও আপনারে পৃষ্ঠে করিয়া প্রস্রবণ পর্ব্বতস্থিত সেই যুবরাজ রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিব। আপনি অদ্যই দৈত্য বধে সমুদ্যত ভগবান্ নারায়ণের ন্যায়, অনুজ লক্ষ্মণ সহ বিরাজিত সেই রঘুকুল প্রদীপ আর্য্য দাশরথির অকলঙ্ক মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়গত সন্তাপনিচয় অপসারিত করিবেন এবং দেবী রোহিণী যেমন ভগবান্ নিশানাথের সহিত মিলিত হইয়া নিরতিশয় শোভা প্রকাশ করিয়া থাকেন, আপনি ও তদ্রূপ সেই লোকনাথের বামপার্শ্বে মিলিত হইয়া সকল দুঃখ, সকল যাতনা ও সকল প্রকার মনোবেদনা হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। দেবি! রাজনন্দিনি! তবে আর বিলম্ব করিবেন না, এই আমার পৃষ্ঠাসন সজ্জিত, আরোহণ করুন।

এই বলিয়া হনূমান্ বিরত হইলে, বৈদেহী তদীয় মুখে এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন;---কপিবর! তুমি যেরূপ দুঃসাহসের কথা কহিলে, ইহাতে তোমার

সর্ব্বথা বানরত্বই প্রকাশ পাইতেছে। তুমি অতি ক্ষুদ্রকায় বানর, তুমি আমার ভার কি রূপে সহিবে, কিরূপেই বা আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া এই শত যোজন বিস্তীর্ণ মহাসাগর উল্লঙ্ঘনে পার হইবে।

তৎশ্রবণে পবনাত্মজ ঈষৎহাস্য করিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন;—অহো! জনকাত্মজা বুঝি আমার বল বিক্রমের বিষয় কিছুই জানেন না। আহা! কিরূপেই বা জানিবেন, ইনি কুলকামিনী, অসূর্য্য-স্পশ্যরূপা রাজবধূ; খেচর বিহঙ্গমদিগকেও যিনি কখন নেত্রগোচর করেন নাই; আমি বনের বানর, আমার বল বিক্রম কি রূপে জানিবেন, কেবল অবশ্যম্ভাবী দৈব দুর্ব্বিপাক বশতই মাদৃশ হীনজাতির সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমার কামরূপিত্ব না দেখিলেও ত ইহাঁর বিশ্বাস হইবে না। এই ভাবিয়া পবনকুমার তৎকালে সীতা দেবীকে স্বীয় অরিবিনা-শন প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন। দেখিতে দেখিতে তদীয় সেই ক্ষুদ্রমূর্ত্তি অমনি মহা পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল, শরীরপ্রভা যেন প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ও ভীম দংষ্ট্রা-বিরাজিত তদীয় প্রকাণ্ড বদনমণ্ডল ঐ সময়ে যেন গগণ মণ্ডল ভেদ করিয়াই উত্থিত হইল।

হনূমান্ সীতা সমক্ষে তাদৃশী মহাশৈলবৎ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, কহিতে লাগিলেন; আর্য্যে! এই দেখুন, আমার এত দূর শক্তি, কেবল আপনি কেন, মনে করিলে,

আমি এই মুহুর্ত্তেই এই সশৈল কাননা সমগ্রা লঙ্কা নগরীকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইতে পারি, অতএব আপনি এক্ষণে আমাকে সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করুন।

তদ্দর্শনে জানকী হর্ষে ও বিস্ময়ে যুগপৎ সমাকৃষ্ট হইয়া কহিলেন;—পবনাত্মজ! দেখিলাম, তোমার মুর্ত্তি কামরূপিণী, বল অপরিসীম এবং তোমার পরাক্রমেরও তুলনা করা ভার। তুমি বায়ুর ন্যায় বেগবান্ এবং তোমার তেজও প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় উজ্জ্বল। তুমি এতাদৃশ গুনসম্পন্ন না হইলে, এ অপার জলধি উল্লম্ফনে আর কে পার হইতে পারে? কিন্তু, পবনকুমার! তুমি যাদৃশ গুণসম্পন্নই কেন না হও, এবং যাহাই কেন না বল, তোমার পৃষ্ঠারোহণ করিয়া গমন করা আমার কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না; কারণ, তুমি যখন বায়ুবেগে গগণমার্গে গমন করিবে, তখন আমি অবলাজনোচিত ভীরুতা নিবন্ধন তোমার উৎপতন-বেগে অবশ্যই বিমোহিত হইয়া পড়িব, অথবা আমি এরূপ অজ্ঞাতভাবে তোমার পৃষ্ঠারোহণ করিয়া গমন করিলে, দুরাত্মা রাক্ষসেরা যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে আর নিস্তার থাকিবে না। এমন কি, তখন আমাকে লইয়া তুমি নিতান্ত বিষম সঙ্কটে পতিত হইবে। ভাবিয়া দেখ, নিশাচরেরা বহুসংখ্যক, ও নানাবিধ অস্ত্র-ধারী, কিন্তু তুমি সেই নিরবলম্ব অম্বরতলে, অস্ত্রশূণ্য ও একাকী, বলদেখি, তৎকালে তুমি কিরূপেই বা গমন

করিবে, আর কি রূপেই বা আমাকে রক্ষা করিবে। যদি বল, "আমি মহাবীর, যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিব" কিন্তু মনে কর, তাহা হইলেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কারণ আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সংগ্রাম সময়ে আমি কোনমতেই তোমার পৃষ্ঠে অবস্থান করিতে পারিব না; নিতান্ত মোহিত হইয়া, হয় সুগভীর সাগর মধ্যে পতিত হইয়াই আত্মবিসর্জন করিব, না হয়, কোন রাক্ষসের করাল কবলে পতিত হইয়াই জীবন পরিত্যাগ করিব। সুতরাং তখন তোমার এত যত্ন, এত প্রয়াস সমুদায় নিষ্ফল হইয়া যাইবে। বিশেষ, রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের গাত্রস্পর্শ করিতে আমার কোন মতেই ইচ্ছা হয় না; তবে যে দুর্দ্দান্ত দশানন আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলপূর্ব্বক; তৎকালে আমি অনাথিনী ও অশরণা ছিলাম, বলিয়াই পাপ দশ-কণ্ঠ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। অতএব পবন কুমার! সেই দুষ্টনিরন্তা আর্য্য রাম স্বয়ং আসিয়া স্বীয় প্রতাপানলে রাক্ষসকুল সমূলে ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেই আমার এ দুঃখের সমুচিত প্রতিষোধ হয়। সেই শত্রুবিমর্দ্দনকারী মহাবীর দাশরথির যে রূপ বল, বিক্রম ও যেরূপ পরাক্রম জগতীতলে প্রথিত আছে, তাহাতে সামান্য রাবণ কেন; যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ত্রিলোকের লোক একদিকে হইলেও রণ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতাপানল নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না।

অতএব হনূমন্! তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিবার আমার আর অন্য প্রতিবন্ধক কিছুই নাই, কেবল এইমাত্র অন্তরায়, এই বলিয়া পতিশোক-বিহ্বলা বৈদেহী বিরত হইলেন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

বিচক্ষণ হনূমান্ তদীয় হেতুগর্ভ বচনবিন্যাস শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, রাজনন্দিনি! আপনি যে রূপ সুধাময়ী কথা প্রয়োগ করিলেন, তাহা সর্ব্বথা কুলকামিনী ও পতিদেবতা নারীদিগের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। এত ক্ষণে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল, আপনি যখন কুলকামিনী, ও ভীরুস্বভাবা, তখন একমাত্র আমাকে অবলম্বন করিয়া এই শতযোজন বিস্তীর্ণ মহার্ণব উল্লঙ্ঘন করিতে আপনার কোমল অন্তঃকরণে অবশ্যই ভয়ের উদ্রেক হইবে, সন্দেহ নাই। আর "রাম ভিন্ন অন্য পুরুষের গাত্র স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না" এই যে সুধাময়ী কথা কীর্ত্তন করিলেন, ইহা আপনারই উপযুক্ত, আপনি ভিন্ন অন্য কোন্ নারী মনে মনেও এরূপ পবিত্র কথা কহিতে পারে? অতএব দেবি! আপনি গমন বিষয়ে

যে সকল হেতুগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সতীত্ব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন এবং আমিও যে স্বচক্ষে আপনার এই আচার ব্যবহার ও স্বভাবসৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিলাম, সমুদায় আর্য্যের সমক্ষে বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করিব। আর আমি স্নেহ বশতঃ আপনার নিকট যে সকল কারণোপপন্ন বাক্য সকল ব্যক্ত করিলাম, ইহাও তিনি আমার মুখে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন। কিন্তু রাজনন্দিনি! যে পুরুষ আপনার অজেয়ত্ব প্রকাশের জন্য আত্ম প্রশংসা করে, লোকে গর্ব্বিত বলিয়া তাহার প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব "লঙ্কা দুষ্প্রবেশা ও মহোদধি অতীব দুস্তর হইলেও, আমি স্বীয় শক্তি প্রভাবে অদ্যই আপনাকে লইয়া যাইব" এবম্বিধ কতকগুলি গর্ব্বিত বাক্য যে আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়াছি; আমার সবিনয় প্রার্থনা, গর্ব্বসূচক বলিয়া তাহা কদাচ মনে করিবেন না, আমি গর্ব্বিত নহি; আর্য্য রাম এবং আপনার স্বভাবসৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে, তাহারই পরিচায়ক। অথবা, আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যও আমি তাদৃশ আত্মপ্রশংসা গুম্ফিত গর্ব্বিত বাক্য ওষ্ঠের বাহির করিয়াছিলাম। যাহা হউক, দেবি! আপনি আজ আমার সমভিব্যাহারে যাইতে যদি অমত করেন, তবে কিছু অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদান করুন।

জানকী কহিলেন; হনূমন্! আর অন্য অভিজ্ঞানের প্রয়োজন কি, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিতেছি,

আর্য্যপুত্রের নিকট তুমি তাহাই অবিকল কহিও, এই সমস্ত রহস্য কথাই অভিজ্ঞানের কার্য্য করিবে। পবনকুমার! তুমি আর্য্যপুত্রের সমক্ষে আমার সবিনয় প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে ;—চিত্রকূট পর্ব্বতের ঈশানদিক্ বিভাগে সিদ্ধাশ্রমে, আমারা যখন অবস্থান করিতাম, তৎকালে এক দিন স্রোতস্বতী মন্দাকিনীর তীরবর্ত্তী বিবিধ কুসুম-সুবাসিত সুরম্য উদ্যান-বিহার সুখ লালসায় গমন করিয়াছিলাম। আমরা অথায় গিয়া নানা প্রকার সুশীতল কানন পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু আর্য্যপুত্র মন্দাকিনী সলিলে বিহার করিয়াই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পরিলেন এবং বিশ্রামার্থ এক সুশীতল শিলাতলে আমার অঙ্কদেশে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

ঐ সময়ে এক মাংসার্থী বায়স সহসা সমাগত হইয়া চঞ্চুপুটে আমার স্তন যুগল বিলিখন করিতে আরম্ভ করিল, আমি বার বার তাহাকে কত নিবারণ করিলাম, লোষ্ট্র দ্বারা কতপ্রকার তাড়না করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। দুরাত্মা ক্রমেই যেন অধিকতর ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। তখন আমি নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যেমন উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম, অমনি দৈবগত্যা আমার পরিধেয় বসন স্খলিত প্রায় হইল, ঐ সময়ে আর্য্যপুত্রেরও আবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তৎকালে আর্য্যপুত্র আমার তাদৃশী ভয়বিকম্পিত শারীরিক চেষ্টা দেখিয়া নানা প্রকার পরিহাস করিতে

লাগিলেন, তাঁহার সেই সেই উপহাস বাক্যে আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলাম এবং কিঞ্চিৎ লজ্জিতও হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি আমাকে নিজ উৎসঙ্গে লইয়া মধুর বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তখন আমি অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলাম, নাথ! দুরাচার বায়স অকারণে আমায় বড়ই যাতনা দিয়াছে, আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, একবার আপনার এই সুশীতল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইব। এই বলিয়া আমি শয়ন করিলাম। কিয়ৎকাল পরেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু আমি যেমন উঠিলাম, অমনি দুর্ব্বিনীত বায়স আবার যেন কোথা হইতে অসিয়া পূর্ব্ববৎ আমার পয়োধর যুগল চঞ্চুপুটে বিলিখন করিতে লাগিল! আর্য্যপুত্র ইতিপূর্ব্বে সেই বায়সের কার্য্য দর্শনে আমাকে কতপ্রকার পরিহাস করিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা আমার কাতরধ্বনি শুনিয়া এবং স্তনযুগল হইতে দরদরিত ধারে শোণিত বিন্দু নিপতিত হইতেছে, দেখিয়া সাতিশয় প্রকোপিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, একি! ইহাকে ত প্রকৃত বায়স বলিয়া বোধ হইতেছে না, এ নিঃসন্দেহ কোন ছদ্মবেশী, দুরভিসন্ধি সাধনার্থ আসিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা কাক আর্য্যপুত্রের কথায় দৃক্‌পাতও না করিয়া শোণিতাক্ত নখে একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। তদ্দর্শনে সেই দয়িতা-বৎসল মহাত্মা রাম সমধিক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার বিনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন বায়স

সেই বিকটদর্শন, কালাগ্নিবৎ প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণভয়ে শুষ্ক মুখে চীৎকার করিতে করিতে পবন পথে পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, যেখানেই যাইতে লাগিল, অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র সেই খানেই গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন কাক আর উপয়ান্তর না দেখিয়া, প্রথমে ব্রহ্মার, তৎপরে দেবরাজ, ও দেবপ্রধান রুদ্রদেবের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু তাহার জীবন রক্ষায় কেহই সাহসী হইলেন না, কহিলেন; বায়স! তুমি প্রাণভয়ে নিতান্ত ত্রাসিত হইয়াছ, সত্য, কিন্তু আমরা অশক্ত, এ ব্রহ্মাস্ত্র, তোমায় রক্ষা করিতে আমাদের আর সমর্থ নাই।

অনন্তর তাহারা এইরূপে নিরাস করিলে, বায়স প্রাণভয়ে পুনরায় গিয়া ব্রহ্মার শরণ লইল। তদ্দর্শনে তিনি দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন; বায়স! এই বাণ যিনি প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনিই তোমার রক্ষক, তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন তোমার জীবন রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি গিয়া সেই শরণাগত-বৎসল দাশরথির শরণ লও।

এই বলিয়া পিতামহ বিরত হইলে, সেই কাক আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক আর্য্যপুত্রের শরণাপন্ন হইয়া কহিল; আর্য্য! আপনি শরণাগত বৎসল, এ বায়স দুষ্কার্য্য করিলেও অধুনা আপনার শরণাগত, কৃপাবলোকনে আশ্রিতের জীবন রক্ষা করুন। তৎশ্রবণে রাম, তৎকালে তাহাকে শরণাগত

জানিয়া বধার্হ হইলেও তাহার প্রাণবিনাশ করিলেন না, নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন, বায়স! তোমার জীবনের প্রতি আর কোন ব্যাঘাত হইবে না, কিন্তু আমার এ ব্রহ্মাস্ত্র অব্যর্থ, তোমার একটী অঙ্গ বিনষ্ট না করিয়া আর কোনমতেই নিরস্ত হইবে না; অতএব বল এক্ষণে তোমার কোন্ অঙ্গ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে? কাক অমনি দক্ষিণাক্ষি প্রদর্শন করিল, রামনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তৎক্ষণাৎ তাহা বিনষ্ট করিয়া নিরস্ত হইল। তখন বায়স এই রূপে সেই ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রাম ও উদ্দেশে মহারাজ দশরথের পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পতিদেবতা জানকী হনূমানের সমক্ষে এই রহস্য কথা কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার শোকাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং প্রাণপতিকে উদ্দেশ করিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন আহা! নাথ! আপনি আমার জন্য সামান্য বায়সের প্রতি সামান্য অপরাধেও অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আর দুর্দ্দান্ত দশানন আমাকে এখন দিবানিশি এতই যন্ত্রণা ও এতই মনোবেদনা দিতেছে, নিরন্তর এই সমস্ত কৃতান্তসহোদরী নিশাচরীদিগের করাল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, এবং তাহাদের অসহ্য ভৎর্সনা বাক্য শুনিয়া আমার প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হইয়াছে। ইহাতেও কি আপনার দয়া হইতেছে না? নাথ! বলুন দেখি; আপনি ভিন্ন আপনার জানকীর আর কে আছে?

আমি সনাথা হইয়াও যে অধুনা অনাথা, দীনা ও অশরণার ন্যায় অসীম দুঃখে দিবানিশি অতিবাহিত করিতেছি, ইহাতেও কি আপনার অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হইতেছে না? নাথ! আর কেন, এত আপনার উপেক্ষার সময় নয়?

এই বলিয়া জানকী শোকে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে হনূমান্ কাতর বচনে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; আর্য্যে! আমি আপনার সমক্ষে শপথ করিয়া কহিতেছি, আপনার বিরহে আর্য্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী হইতে পারিতেছেন না। তিনি একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় আর কিছুমাত্র উৎসাহ নাই, ধৈর্য্য নাই, এবং তাঁহার তাদৃশ গাম্ভীর্য্যও অধুনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। অতএব রাজনন্দিনি! আপনি আর শোকাকুল হইবেন না, ক্ষান্ত হউন, রাম অচিরকাল মধ্যেই আপনার এ দুঃখের অবসান করিবেন। এক্ষণে আপনার যা কিছু বক্তব্য আছে, বলুন।

জানকী কহিলেন, পবনকুমার! আর কি কহিব, এই ত আমার দশা স্বচক্ষেই দেখিলে, এক্ষণে আর্য্যপুত্র যাহাতে সত্বর হইয়া এ চিরদুঃখিনী জানকীর দুঃখনিচয় বিমোচন করেন, তুমি তাহাই করিও; এই বলিয়া তিনি নিজ মস্তক হইতে শিরোরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক হনূমানের হস্তে প্রদান করিলেন।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।
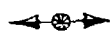
অনন্তর জানকী হনূমানের হস্তে মণি প্রদান করিয়া কহিলেন ; পবনাত্মজ ! আমি যে অভিজ্ঞানস্বরূপ আমার শিরোমণি অর্পণ করিলাম, ইহা রামের বিলক্ষণ পরিচত, এমন কি, এই মহামূল্য, মণিরত্ন দর্শন করিয়া, আমার, আমার জননীর, এবং স্বর্গীয় মহারাজ দশরথের কথাও তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইবে। কারণ ; পাণি গ্রহণ সময়ে আমার পিতৃদেব রাজর্ষি জনক, আমার জননীর হস্ত হইতে এই মহামুল্য মণিরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজ দশরথের করে সমর্পণ করেন, মহাত্মা দশরথ আবার ইহা গ্রহণ করিয়া আমার মস্তক ভূষণ করিয়াছেন। সুতরাং এই মণি দেখিলেই আমাদের সকলকেই যে তিনি মনে করিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি, অতএব হনূমন্! তুমি এই মহারত্ন মহাত্মা রামের হস্তে প্রদান করিয়া, আমার উদ্ধারের নিমিত্ত বিশেষ যত্নে তাঁহারে উৎসাহিত করিবে, এবং এই সম্বন্ধে অনন্তর কর্ত্তব্য যাহা কিছু আছে, আন্তরিক যত্নে তৎসাধনেও প্রবৃত্ত হইবে। পবনকুমার !

তোমাকে আর অধিক কি কহিব, যাহাতে রাক্ষসের হস্তে প্রাণ না যায়, তাহাই করিও, এই বলিয়া অবিরল ধারে নেত্রবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

হনূমান্ কহিলেন, আর্য্যে! আপনি আর অনর্থক এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? দেখিবেন, অচির কাল মধ্যেই আপনার এ দুঃখের অবসান হইবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি প্রস্থান করি, আপনি যাহা কহিলেন, আমি সমুদায় অবিকল আর্য্যের নিকট কহিব, এই বলিয়া সুধীর তাঁহার পাদ পদ্মে প্রণিপাত করিলেন, এবং গমনের নিমিত্ত উপক্রম করিতে লাগিলেন।

তখন জানকী পবনাত্মজকে গমনোদ্যত দেখিয়া বাষ্প গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন; হনূমন্! ভাল, আমি জীবিত থাকিতেই ত আমার উদ্ধার হইবে? তুমি আবার কত দিনে আর্য্যপুত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া অসিবে? তুমি তাঁহার নিকট সমস্ত কহিলে, তিনি ত আমার উদ্ধার বিষয়ে মত করিবেন, না দূরতা নিবন্ধন আমাকে উপেক্ষা করিয়াই, নিয়মিত সময়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবেন? পবন-কুমার! আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না, আর্য্য-পুত্র কি তাঁহার জানকীরে উপেক্ষা করিয়াই থাকিবেন? না, তিনি নিয়তই উদ্যমশালী, তাহাতে আবার আমার দুঃখের কথা শুনিলে, তাঁহার উদার অন্তঃকরণে অবশ্যই উৎসাহ, ও পৌরুষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে কি তিনি আমার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবেন না?

তৎশ্রবণে পবনাত্মজ উত্তর করিলেন, রাজনন্দিনি! আর বৃথা চিন্তা করিতেছেন কেন? তিনি আমার মুখে আপনার সংবাদ পাইলেই কপিসেনা সমবেত করিয়া অচিরাৎ আগমন করিবেন। তিনি এত কাল কেবল আমাদের মুখ পানে চাহিয়াই জীবন ধারণ করিতেছেন, দেবি! সংগ্রামক্ষেত্রে যাঁহার বীরদর্পমিশ্রিত ভীম মূর্ত্তি দেখিয়া সুরাসুরেরাও প্রাণ ভয়ে পলায়ন করেন, সেই জগদেকবীর আর্য্য দাশরথি যখন আপনার স্বামী, তখন উদ্ধারের জন্য এত সন্দিগ্ধ হইতেছেন কেন? স্থির হউন, আপনার এ ক্লেশের অবসান হইতে আর অধিক দিন নাই।

তৎশ্রবণে শোকাকুলা সীতা কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন; পবনতনয়! তোমার সুভাষিত শ্রবণে আমি সমধিক আশ্বস্ত হইয়াছি, তবে যে বারংবার কথা প্রসঙ্গে তোমার গমনের বিঘ্ন জন্মাইতেছি, রামনামরূপ পিযূষরাশি পান করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমাকে গমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমার চিত্ত যেন নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। অতএব অনুরোধ করি, যদি কোন কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মে, অদ্য কোন সংবৃত প্রদেশে অবস্থান করিয়া থাক, কল্য প্রত্যূষেই না হয় গন্তব্য স্থানে গমন করিও। হনূমন্! বলিতে কি, তুমি এখানে থাকায় আমার শোক প্রবাহ যেন অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়াছে। তুমি এ স্থান হইতে গমন করিলে, যে পুনর্ব্বার আসিবে, সে বিষয়ে অনেক সংশয় আছে, সুতরাং আমার জীবনেও যেন

নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। পবনকুমার! আমার আরও একটী বিষয় সন্দেহ আছে, তোমার সহায়-ভূত বানরগণ, কপিরাজ সুগ্রীব এবং যুবরাজ রাম এবং লক্ষ্মণ ইঁহারা কি রূপে এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়া যে এই দুস্তর সাগরপারে আগমন করিবেন, আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

শুনিয়া হনূমান্ কহিলেন, রাজনন্দিনি! কপিরাজ সুগ্রীব, যাঁহার নিদেশ পালনে, মহাবল পরাক্রান্ত কোটি কোটী সংগ্রাম কুশল বানর তৎপর রহিয়াছেন, তিনি স্বয়ং যখন আপনার উদ্ধারার্থ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন আর সামান্য সাগর লঙ্ঘনের জন্য এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? ঐ সমস্ত কপিকুল এরূপ প্রভাবসম্পন্ন, যে তাহার ইয়ত্ত্বা করাও আমার সাধ্যাতীত। কি অধঃ কি উর্দ্ধ, উহা-দিগের গতি সর্ব্বত্রই অব্যাহত, উহারা কোন কার্য্যেই পরাঙ্মুখ বা কিছুতেই অবসন্ন হয় নাই। ফলতঃ ঐ সমস্ত বনবাসী বানরদিগের মধ্যে পরাক্রম বিষয়ে কেহই ন্যূন নহে। সকলেই আমার ন্যায় প্রভাবশালী ও অমিতপ্রভাব। অতএব আর্য্যে! যখন আমিই এই শতযোজন মহাসাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তখন অন্যান্য মহাবল বানরেরা যে অবলীলাক্রমেই এ মহোদধি পার হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? দেবি! নিশ্চয় জানিবেন, তাহাদের অপেক্ষা হীনবল জানিয়াই কপিরাজ সুগ্রীব আমাকে পাঠা-ইয়াছেন। দেখুন, কোন কার্য্যসাধনের জন্য কোন স্থানে

দূত পাঠাইতে হইলে, লোকে প্রথমতঃ হীনবল ব্যক্তিকেই প্রেরণ করিয়া থাকে, অতএব রাজনন্দিনি! আপনি এ অলিক আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। দেখিবেন, অচির-কাল মধ্যেই সেই সমস্ত মহাবীর বানরেরা এক এক লম্ফে অবলীলা ক্রমে মহা সাগর লঙ্ঘন করিয়া আগমন করিবেন, এবং দ্বিতীয় চন্দ্র সূর্য্যবৎ প্রতিভাসম্পন্ন সেই নরশার্দ্দূল রাম ও লক্ষ্মণকে আমি পৃষ্ঠে করিয়া আপনার সমীপে লইয়া আসিব। দেখিবেন, অবিলম্বেই দুষ্ট দশাননের চিতানল জ্বলিয়া উঠিবে, দেবী রোহিণী যেমন ভগবান্ শশাঙ্কের, তদ্রূপ আপনিও নিরাপদে রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া সমুদায় দুঃখ অপসারিত করিবেন এবং অচিরকাল মধ্যেই এই লঙ্কাস্থিত মলয়াচলের সানুদেশে নিবিড় মেঘসঙ্কাশ কপিসৈন্যের ঘোরতর গর্জন শুনিতে পাইবেন। এই বলিয়া পবনকুমার গমনার্থ উদ্যত হইলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।
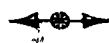
ঐ সময়ে জানকী রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; পবনকুমার! অর্দ্ধসঞ্জাত-শস্যা বসুন্ধরা, মেঘবারিতে অভিষিক্ত হইয়া যেমন হর্ষলাভ করে, তোমার এই সমস্ত অমৃতায়মান বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, আমিও তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলাম। কপিবর! এই যে অভিজ্ঞান স্বরূপ দিব্য শিরোভূষণ তোমার করে অর্পন করিলাম, অবশ্য অবশ্য স্মরণ করিয়া আর্য্যপুত্রের করে প্রদান করিও, আর তিনি সামান্য কারণেও যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কাকের চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এ কথাটীও তাঁহারে স্মরণ করিয়া দিবে। পূর্ব্বাঙ্কিত তিলক বিনষ্ট হইলে, এক দিবস, তিনি যে আমার গণ্ডদেশের পার্শ্বভাগে মনঃশিলা তিলক সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, এ কথাটীও তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত করিয়া দিবে। পরিশেষে কহিবে, তিনি দেবরাজ বজ্রপাণির ন্যায় বীর্য্যবান্ হইয়াও সামান্য রাক্ষস বধে এত শিথিলতা প্রকাশ করিতেছেন কেন? যাহা হউক, পবনতনয়! এই আমার শেষ কথা, আমি যদি শুনিতে পাই, বা জানিতে পারি, যে রাম আমার উদ্দেশ পাইয়াও উদ্ধার বিষয়ে বিলম্ব করিতেছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়

জানিবে, এক মাসের মধ্যেই আমি এ পাপ জীবন বিসর্জন করিব।

হনূমান্ কহিলেন, আর্য্যে! আমি ত্রিসত্য করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি যে এখানে আছেন, তাহা আর্য্য জানিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই এত বিলম্ব হইয়াছে। আপনি অন্যথা আশঙ্কা করিয়া এত ব্যাকুল হইবেন না। এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া সুধীর হনূমান্ দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে জানকীর পাদপদ্মে প্রণিপাত করিলেন, এবং গমনার্থ উদ্যত হইয়া নিজ কলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তদীয় কলেবর অমনি মহাশৈলবৎ প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। তখন পতিশোক-বিহ্বলা জনকাত্মজা সেই বেগবান্ মরুতাত্মজকে গমনে সমুদ্যত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন; পবনকুমার! আমার দিব্য, তুমি সেই নরশার্দ্দূল আর্য্য রাম, লক্ষ্মণ ও কপিরাজ সুগ্রীবকে আমার সবিনয় প্রার্থনা জানাইয়া কহিবে, যে তাঁহারা যেন আর উপেক্ষা করিয়া থাকেন না। আমি এ যাতনা আর সহিতে পারি না। পবনাত্মজ! আমার সহস্র অনুরোধ, তুমি অগ্রে গিয়া আর্য্যপুত্রের নিকট আমার এই অসহনীয় যাতনা পরম্পরা বিশেষ করিয়া করিবে, আমি তোমার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াই কেবল জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম। এক্ষণে তোমার পথের কণ্টক বিদূরিত হউক, এই বলিতে বলিতে রাজনন্দিনীর

বাক্‌শক্তি বাষ্পে একেবারে রোধ হইযা আসিল। এদিকে হনূমান্ বহুক্লেশের পর তদীয় উদ্দেশ পাইয়া কৃতার্থ মনে উত্তরাভিমুখে গমনার্থ সঙ্কল্প করিলেন।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর তিনি রাজনন্দিনীর তাদৃশ সুধাসম সম্ভাষণে সংকৃত ও তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অপসারিত হইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অহো! কপিকুলের মধ্যে আমিই ধন্য, আমি এতাদৃশ অসাধ্য সাধন করিলাম! এক্ষণে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি উপায়ের মধ্যে প্রথম উপায়ত্রয় পরিহার পূর্ব্বক শেষোক্ত পরাক্রমই আশ্রয় করা বিধেয়। কারণ, রাক্ষসজাতি স্বভাবতই অতি নীচ, ও যারপর নাই ক্রূর। ইহাদের প্রতি সাম প্রয়োগ করিলে, যে কোন ফল হইবে, এ রূপ সম্ভাবনা অতি বিরল, আর উহাদের ঐশ্বর্য্যের ও অপ্রতুল নাই, যে দান প্রয়োগেই বা কোন ফল দর্শিবে। আর যাহারা বলগর্ব্বিত ও নিতান্ত উদ্ধত, তাহারা কদাচ ভেদ সাধ্যও হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে রাক্ষসদিগের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন উপায় প্রয়োগ করা কোনমতেই যুক্ত হইতেছে না। অতএব

আমার মতে ইহাদের প্রতি এখন একমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করাই উচিত। যখন আমার পরাক্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তখন আমি ইহাদের নিকট যে পরাজিত হইব, তাহার সম্ভাবনাও অতি বিরল। সুতরাং আমি একাকীই বহুসংখ্য নিশাচরের জীবন বিনাশে কৃতকার্য্য হইব। কাজে কাজেই তখন অবশিষ্ট রাক্ষসেরা প্রাণভয়ে সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িবে। প্রধান কার্য্য সাধিত হইলে, যে দূত আদিষ্ট কার্য্যের অবিরোধে স্বামিবিহিত কর্য্যান্তর সাধন করিতে পারে, সে দূত প্রভুর নিকট অবশ্যই প্রশংসনীয় হয়, আর যে দূত অধিক প্রয়াসে সামান্য কার্য্য সম্পাদন করে, সে কদাচ মুখ্যসাধক বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব যদিও আমি কেবল জানকী অন্বেষণার্থ এখানে আসিয়াছি, তথাপি যদি পরবল ও আত্মবল উভয় বল সবিশেষ অবগত হইয়া মহারাজ বানরেশ্বর সুগ্রীব সন্নিধানে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে, বোধ হয়। আমি রাজসভায় বিশেষ সমাদর পাইব, সন্দেহ নাই। এমন কি, তাহা হইলে ভর্ত্তৃশাসন সর্ব্বথাই প্রতিপালন করা হইবে। আর একমাত্র রাজনন্দিনীরই উদ্দেশ লইয়া গেলে, তাঁহারা যদি জিজ্ঞাসা করেন, "রাক্ষসদিগের বল কি রূপ?" তাহা হইলে ত আমাকে একেবারেই নিরুত্তর থাকিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কি রূপে আমার আগমন সার্থক হয়, কি রূপেই বা রাক্ষসদিগের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং কি

রূপেই বা দুর্দ্দান্ত দশাননের বলবীর্য্য ও তদীয় মনোগত ভাব অবগত হইয়া প্রতিগমন করিতে পারি, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বথা বিধেয়। সুধীর হনূমান্ মনে মনে এই রূপ নানা প্রকার আন্দোলন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন;—এই যে অদূরবর্ত্তী নন্দনকাননোপম নয়নমনোহর উপবন দেখা যাইতেছে, বেগপ্রভাবে আমি এখন উহাই ধ্বংশ করিয়া ফেলি, ঐ উপবন দশাননের অতিশয় প্রিয়, উহার কোন রূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া, বোধ হয় সে কোন মতেই উপেক্ষা করিতে পারিবে না, শোকেনিতান্ত কোপাকুল হইয়া উঠিবে,এবং তন্নিবন্ধন লঙ্কা নগরীস্থ মহাবল নিশাচর-সৈন্যদিগকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে। করিলে, সুতরাং তখন আমি নিশ্চয় নিজ অনন্যসুলভ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া, পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে কপিরাজ সন্নিধানে গমন করিতে পারিব।

এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া, পবনকুমার ক্রোধভরে তৎকালে যেন বিশ্ববিনাশী ভগবান্ পিনাকপাণির ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে প্রমদাকাননস্থ সমস্ত পাদপলতা ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদীয় উৎপতন বেগে তৎকালে পক্ষিকুল অমনি আকুল স্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রাণভয়ে চারি দিক্ পলায়ন করিতে লাগিল। কান্তবিরহে কান্তা যেমন শোকে একান্ত মলিন হইয়া পড়ে, আশ্রয়তরু বিরহে তত্রত্য আশ্রিতা লতা

সকলও যেন তৎকালে তদ্রূপ কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং আরক্ত পল্লবনিচয় দলিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, সেই বনবিভাগ যেন দাবানলদগ্ধের ন্যায় নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। মহাবীর মারুততনয় যুদ্ধ কামনায় এই রূপে দশাননের সেই প্রমদাবৎ প্রমোদদায়ী প্রমদাকানন ভগ্ন করিয়া, অন্তঃপুরতোরণে উপবেশন পূর্ব্বক রাক্ষসকুলের তাৎকালিকী ভয়বিকম্পিত শারীরিক চেষ্টা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে বৃক্ষোৎপাটনের তাদৃশ ভীষণ শব্দ, ও আকুল স্বরে পক্ষিকুলের তাদৃশ ভয়দীর্ঘীকৃত নিনাদ সহসা কর্ণগোচর করিয়া প্রমদাকাননস্থিত সমস্ত রাক্ষসীকুল অমনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল এবং ভয়াকুল লোচনে চতুর্দ্দিকে সাদর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিল; সেই মহাকায় মারুতকুমার তোরণোপরি বসিয়া, নিজ প্রকাণ্ড শরীর যেন ক্রমশই অধিকতর বর্দ্ধিত করিতেছে। রাক্ষসীরা অকস্মাৎ ঐই অদ্ভুত ব্যাপার এবং এদিকে জানকীর অমল মুখকান্তি নিশাবসানে প্রফুল্ল পদ্মিনীর ন্যায় ঈষৎ হাস্যাঞ্চিত দর্শন করিয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসিল; জানকি! ভাল

তোমার মুখকান্তি, নিশাযোগে হিমাভিহতা শ্বেত সরোজিনীর ন্যায় নিতান্তই হতশ্রী দেখিয়া, আমরা এইমাত্র নিদ্রিত হইয়াছিলাম, সম্প্রতি কোন্ সূর্য্য আসিয়া তোমার সেই দুঃখের নিশা অবসান ও নিজ অংশুমালায় সমস্ত হিমরাশি বিনাশ পূর্ব্বক তোমার বদন-কমল প্রফুল্ল করিয়া দিল ? বৈদেহি ! বল দেখি, ঐ কপি-বরের মুখে তুমি কি কোন শুভ সমাচার পাইয়াছ ? ও কে ? কোথা হইতে আসিয়াছে ? উহার এখানে আসিবারই বা প্রয়োজন কি ? উহার সহিত সম্ভাষণ-জনিত অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াই কি তোমার মুখমাধুরী সম্প্রতি প্রফুল্ল পদ্মিনীর শোভাকেও তির-স্কার করিতেছে ?

তৎশ্রবণে বুদ্ধিমতী বৈদেহী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন ; নিশাচরীগণ ! আমি কুলকামিনী, আরণ্য কপিকুল আমার নিতান্তই অপরিচিত, আমি কিরূপে উহার পরিচয় দিব ? বরং তোমরাই বলিতে পার। সর্পের পদ সর্প ভিন্ন আর কে চিনিতে পারে ? এই মাত্র বলিয়া জানকী বিরত হইলেন।

তখন রাক্ষসীরা জানকীর কথা কর্ণগোচর করিয়া রাবণকে সংবাদ দিবার জন্য কেহ কেহ প্রস্থান করিল এবং দ্রুত পাদবিক্ষেপে তদীয় সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল ; মহারাজ আপনার অশোক বাটিকার মধ্যে কোথা হইতে যেন একটা বিকটাকার বানর আসিয়া,

জানকীর সহিত নানা প্রকার কথোপকথন করিয়া, এক্ষণে তোরণে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা এই সম্বন্ধে জানকীরে কত প্রকার জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কোন কথাই প্রকাশ করিল না। মহারাজ! সত্য বলিতে কি, ঐ বানর হয় ইন্দ্রের দূত, না হয় কুবেরের অনুচর; অথবা সীতার অন্বেষণার্থ নিশ্চয় রামের প্রেরিত কোন দূত। রাক্ষসরাজ! দুঃখের কথা আর কি কহিব, আপনার সেই প্রমদাকানন, ইতিপূর্ব্বে যাহার সৌন্দর্য্য গর্ব্বে সালঙ্কারা প্রমদা সকলও তিরস্কৃত হইত, অধুনা দুরাত্মার প্রভাবে সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল জানকী যে তরুর আশ্রয়ে আসীন রহিয়াছে, আপনার প্রমোদকাননে সম্প্রতি কেবল তন্মাত্র অবশিষ্ট। মহারাজ! ইহাতেই বোধ হয়, দুরাত্মা রামেরই প্রেরিত; সীতার রক্ষণার্থ তথায় অবস্থান করিতেছে। নতুবা, অন্য কোন বানর হইলে, এরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষ কখন লক্ষিত হইত না। অতএব হে রাক্ষসরাজ! আপনি অবিলম্বে ঐ অহিতকারীর বিনাশার্থ আজ্ঞা প্রচার করুন, আপনার হৃদয়দর্পণে যাহার মোহিনী মুর্ত্তি নিরন্তর প্রতিফলিত হইতেছে, রাক্ষসকুলের এতাদৃশ প্রতাপানল প্রজ্বলিত থাকিতে, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, আমরা ত্রিলোকমধ্যেও এমন সাহসিক লোক প্রত্যক্ষ করি নাই।

এই বলিয়া তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, তাদৃশী অসম্ভাবিত কথা কর্ণগোচর করিয়া,

দশানন অমনি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে জ্বলিয়া উঠিল। তৎকালে তদীয় আরক্ত নেত্রযুগল অনবরত বিবর্ত্তিত ও প্রদীপ্ত দীপশিখা হইতে উত্তপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় ঐ বিঘূর্ণিত নেত্রদ্বয় হইতে অজস্র শোকাশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল। তখন রাবণ আর ক্ষণকালও উপেক্ষা করিতে পারিল না, অমনি মহাবীর রাক্ষসী সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। আজ্ঞামাত্র অশীতি সহস্র রণচতুর রাক্ষস কূট মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক "মার মার" শব্দে যেন পৃথিবী বিকম্পিত করিয়াই মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। এবং পতঙ্গগণ যেমন সমুজ্জ্বল বহ্নিশিখার অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ সেই জ্বলন্ত হুতাশনকল্প পবনাত্মজের অভিমুখে আপতিত হইয়া, কেহ শূল, কেহ শক্তি ও কেহ কেহ আদিত্যসন্নিভ সুতীক্ষ্ণ শরজালে তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল এবং অপর কেহ কেহ শাণিত অস্ত্রজাত হস্তে লইয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক যেন দ্বিতীয় কৃতান্তসহোদরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

যেমন ব্যাঘ্রগণের মধ্যে মৃগরাজ সিংহ অকুতোভয়ে বিরাজ করে, তদ্রূপ হনূমান্ সেই রাক্ষসী সেনায় সমাবৃত হইয়া, তৎকালে এরূপ ঘোরতর ভাবে এক সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, যে তাহার প্রভাবে খেচর পক্ষিকুল অমনি ভয়াকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। পবনকুমার তত অধিক রাক্ষসসৈন্যে সমাবৃত হইয়াও অকুতো

ভয়ে "জয় রাম, জয় লক্ষ্মণ, জয় সুগ্রীব," এই বাক্য অনিবার মুখে উচ্চারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ;—রে রাক্ষসাধম! আমি সেই দুর্দ্দান্তনিয়ন্তা মহাবীর দশরথাত্মজের একান্ত নিদেশকারী আজ্ঞাবহ ভৃত্য; ত্রিলোকীতলে যাঁহার বেগ-প্রভাব অপরিচ্ছেদ্য, আমি সেই দেবপ্রধান ভগবান্ পবনের আত্মজ, নাম হনূমান্। আমি স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, আমার সহিত সম্মুখ সমরে কেবল তোরা কেন, তোদের যিনি প্রভু, তাহার ন্যায় সহস্র রাবণ আসিলেও আমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। আমি শিলা প্রস্তর প্রহারে আজ এই দণ্ডেই লঙ্কা নগরী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিব, এবং রাক্ষসদিগের মৃত্যুদেহ শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষিত দেখিয়া, নির্ব্বিবাদে আর্য্যা বৈদেহীর উদ্ধার সাধন করিব।

এই বলিয়া মহাবীর তৎকালে ক্রোধবিজৃম্ভিত সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাদৃশ বীরবিক্রম-সূচক গর্ব্বিত বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, এদিকে রাক্ষসেরা ভয়ে এরূপ জড়ীভূত হইয়া পড়িল, যে নৈসর্গিক বুদ্ধিশক্তির অপ্রকাশ নিবন্ধন ঐ সময়ে তাহাদিগকে অবিকল চিত্রিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিৎ চেতনার উদ্রেক হইলে, তাহারা প্রভুর আদেশ অলঙ্ঘ্য জ্ঞানে নানাবিধ শাণিত প্রহরণাস্ত্র দ্বারা হনূমান্‌কে প্রহার করিতে লাগিল। তখন হনূমান্ তোরণসম্মুখস্থিত এক লৌহময় পরিঘাস্ত্র সহ এক লম্ফে

অম্বরতলে অধিরোহণ করিয়া, দৈত্যবিনাশী ভগবান্ বজ্রপাণির ন্যায় ভ্রূক্ষেপ মাত্রে সমুদায় রাক্ষসগুলির প্রাণ সংহার করিলেন, এবং সর্ব্বথা যেন অপরিশ্রান্তের ন্যায় তোরণোপরি উপবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ কামনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা শুষ্কমুখে দ্রুতপাদবিক্ষেপে লঙ্কেশ্বরের সন্নিহিত হইয়া কহিল; মহারাজ! যে সকল রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন, হনূমানের প্রতাপানলে সমুদায় ভস্মীভূত; অতঃপর কর্ত্তব্যতার নির্ব্বাচন করুন। তৎশ্রবণে রাবণ ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিয়া পুত্র প্রহস্তকে অনন্তর যুদ্ধে নিয়োগ করিল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে মহাবীর মারুতকুমার তোরণোপরি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; অপর রাক্ষসীসেনা যাবৎ না উপস্থিত হয়, তাবৎ রাবণের কুলদেবতার ঐ প্রাসাদটা ভগ্ন করিয়া ফেলি, প্রমোদকানন ভগ্ন করিয়াছি, তত্রত্য চৈত্যপ্রসাদ কেবলমাত্র অক্ষত রহিয়াছে। এই ভাবিয়া এক লম্ফে তাহার উপরিভাগে উত্থিত হইয়া তিনি মধ্যাহ্নকালীন

মরীচিমালীর ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং উল্লম্ফনবেগে সেই দিব্য প্রাসাদ ভগ্ন করিয়া, বীর-বিক্রম-মিশ্রিত ভয়াবহ আস্ফোটন দ্বারা খেচর পক্ষিকুলকে আকুল ও নিশাচরকুলকে বিত্রাসিত করিয়াই যেন পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন; সেই আজানু-লম্বিতবাহু অমিততেজা মহাত্মা রাম অচিরকাল মধ্যেই সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মীর সহিত জানকী লক্ষ্মীরে ক্রোড়ে করিবেন, আমি সেই মহানুভবের আজ্ঞানুকারী, পবনপুত্র হনূমান্। আমি শত্রুকুল উন্মুলিত করিবার মানসেই লঙ্কাতে পদার্পণ করিয়াছি। রে দুষ্ট দশানন! রে রাক্ষসকুলাধম! রে পরভার্য্যাপহারক! তোর লঙ্কা নগরী আজ আমার হস্তেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। আজ কেবল তুই কেন, তোর ন্যায় শত সহস্র রাবণ আসিয়াও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে না। এই বলিয়া মহাবীর নিতান্ত ভীমমুর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রাসাদের হেমময় এক স্তম্ভ উৎপাটন করিয়া অনবরত ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। সেই বিঘূর্ণিত স্তম্ভের সহিত অপর স্তম্ভের ঘর্ষণে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রাসাদ ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। এদিকে হনূমান্ চপেটাঘাতে কতগুলি রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিয়া এক লম্ফে অন্তরীক্ষে অধিরোহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, অরে ক্ষুদ্র রাক্ষসগণ! আমি অতিক্ষুদ্র বানর, আমার বীরদর্পেই তোদের শিরঃকম্প উপস্থিত হইয়াছে, ইহার পর আমার ন্যায় ও আমা হইতেও অধিক-

তর প্রতাপশালী শত শত কপিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীব যখন সমাগত হইবেন, তখন তোদের আর কোন মতেই নিস্তার থাকিবে না। এই বলিয়া মহাবীর গগণস্পর্শী ভীষণ আস্ফালনে সমস্ত নগরী যেন আলুলায়িত করিয়া তুলিলেন।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর প্রহস্তের পুত্র ধনুর্দ্ধর জম্বুমালী রাজানুশাসনে রণে দীক্ষিত হইয়া, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য ও রুচির কুণ্ডল পরিধান পূর্ব্বক খরযুক্ত রথে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল, এবং সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ক্রোধবিজৃম্ভিত ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক প্রকাণ্ড কোদণ্ডে জ্যা যোজনা করিয়া অনবরত আস্ফালন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর হনূমান্ও পাদদলিত কাল ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ক্রমে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর জম্বুমালী মুহূর্ত্ত মধ্যে শরজালে গগণমণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ সমস্ত বাণাঘাতে হনূমানের শরীর ক্ষত বিক্ষত ও তাঁহার বদনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একশর, মস্তকে অঙ্কুশাকার সুতীক্ষ্ণ এক বাণ এবং বাহুদ্বয়ে নারাচ অস্ত্র প্রবিষ্ট হওয়ায়, দরদরিত

রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। এবং তদীয় বাণবিদ্ধ মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হইয়া তৎকালে প্রফুল্ল রক্তোৎপলের শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

অনন্তর কপিবর ঐ সমস্ত শাণিত শরপ্রহারে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া, অপার ক্রোধের সহিত পার্শ্বস্থিত এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক অতিবেগে বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু নিশাচর একমাত্র শরেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে মারুতকুমার রোষাবেশে অধীর হইয়া এক সুদীর্ঘ শাল তরু উৎপাটন পূর্ব্বক অতিবেগে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাবীর জম্বুমালী যুগপৎ বহুসংখ্য শাণিত শর বর্ষণ করিয়া পরে চারি বাণে তদীয় বিঘূর্ণিত শালতরুও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। এবং পরিশেষে তৎপরিত্যক্ত পাঁচ শরে পবনাত্মজের ভুজদ্বয় বিদ্ধ; এক শরে বক্ষঃস্থল ও দশ বাণে তদীয় স্তনান্তর দেশ আহত হইয়া পড়িল। তখন পবনকুমার বিপক্ষ শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অতিমাত্র ক্রোধে সেই শত্রুচালিত পরিঘাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন এবং এরূপ প্রখর বেগে বিপক্ষের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন, যে উহার প্রহারে রাক্ষসের প্রকাণ্ড মুণ্ড অশ্ব ও ধনুর্ব্বাণের সহিত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় যে পতিত হইল, তাহা আর লক্ষিত হইল না। কেবল মাত্র তদীয় মৃত দেহ তৎকালে ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া জননীর শোক বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর এই রূপে মহাবল জম্বুমালী রণে নিহত হইলে, দশানন নিতান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া, সংগ্রামার্থ অমাত্য-পুত্রগণকে আদেশ করিলেন। মন্ত্রিপুত্রেরা আজ্ঞামাত্র অমনি সজ্জিত বেশে মহাসৈন্যে সমাবৃত হইয়া সশস্ত্রে সংগ্রামলালসায় নির্গত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সকলেই ধনুর্দ্ধারী ও সকলেই নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিশোভিত। ঐ সমস্ত সৈন্যসাগর যৎকালে কল কল শব্দে বহির্গত হইল, তৎকালে তাহাদের মধ্যে অসংখ্য অতুল্য সুবর্ণদণ্ড ধ্বজপতাকা ও মেঘসম-অশ্বযোজিত হেমময় রথ সকল বিরাজিত থাকায়, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, নিবিড় মেঘমালা-বিরাজিত অসংখ্য বিদ্যুৎকুলই যেন ভূতলশায়িনী হইয়া কেলী করিতেছে। কতকগুলি অমিত-তেজা নিশাচর গমন কালে কাঞ্চনময় বিচিত্র চাপ নিচয় আস্ফালন করিয়া, সৌদামিনীসঙ্কুল সজল জলদাবলীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে উভয় পক্ষ সন্নিহিত হইলে, রাক্ষসী সেনা সম্মুখে কপিশার্দ্দূলকে দেখিবামাত্র বৃষ্টিধারার ন্যায় অনবরত শর বর্ষণ আরম্ভ করিল। ক্রমে তুমুল সংগ্রাম। নিদাঘান্তে নিবিড় জলদা-

বলী যেমন জল বর্ষণে শৈলরাজকে আবৃত করে, তদ্রূপ হনূমান্ও তৎকালে বাণে বাণে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রণচাতুর্য্যপ্রভাবে তিনি অল্পকাল মধ্যেই বাণপথ পরিত্যাগ করিয়া, এক লম্ফে আকাশপথে উত্থিত হইলেন, এবং বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত সজল জলদমালা লইয়া পবনদেব যেমন ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ রাক্ষসী-সেনা সহ অকুতোভয়ে কেলী করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই রণচতুর অতীব রোষাবেশে অধীর হইয়া ভয়াবহ চীৎকার পূর্ব্বক রামজয় শব্দে এক লম্ফে সেই সৈন্যসাগর মধ্যে পতিত হইলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল, বিশ্ববিনাশী ভগবান্ পিনাকপাণিই যেন জগৎ-সংহার মানসে জগতীতলে অবতীর্ণ হইলেন। ফলতঃ হনূমানের তাদৃশ সংগ্রামনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া, কেবল রাক্ষসেরা কেন, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্বদিগের শোণিত রাশিও ভয়ে শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল। মহাবীর সেই সমস্ত সৈন্য মধ্যে পতিত হইবামাত্র চপেটাঘাতে কতকগুলি রাক্ষসকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, মুষ্টি প্রহারে কতকগুলি নিশাচরের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তদীয় তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে কেহ বিদারিত, বক্ষঃস্থলের পেষণে কেহ মথিত ও কেহ কেহ তদীয় লোমহর্ষণ ভীষণ নিনাদ কর্ণগোচর করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইল। কতকগুলা রাক্ষস তাঁহার উরুদ্বয়ের আঘাতেই রাক্ষসী লীলা সংবরণ করিল। এবং অবশিষ্ট কতকগুলা, তদীয় তাদৃশ বীরদর্পমিশ্রিত

আস্ফালন নিরীক্ষণ করিয়াই প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অশ্ব সকল অমনি বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া ধরাতলে পতিত হইল। তখন রণক্ষেত্রে নদী-স্রোতের ন্যায় রুধিরের প্রবাহ বহিতে লাগিল। মহাবীর মারুতকুমার এই রূপে একাকী তত অধিক প্রবীর রাক্ষস-দিগের প্রাণ বধ করিয়া, সংগ্রামলালসায় পুনর্ব্বার তোরণে আরোহণ পূর্ব্বক অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে রাক্ষসরাজ দূতমুখে মন্ত্রিপুত্রগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ প্রভৃতি মহাবীর পাঁচ জন সেনানায়ককে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া কহিল ;—সেনানীগণ! তোমরা হস্ত্যশ্ব রথ-সঙ্কুল বহুসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা কর। তোমরা সকল কার্য্যেই বিশেষ পারদর্শী, তথাচ আমার উপদেশে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিও। দুরাত্মা যেরূপ অসাধ্য সাধন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে প্রকৃত বানর বলিয়া আমি কোন রূপেই অবধারণ করিতে পারি-

তেছি না। আমি তোমাদিগকে সহায় করিয়া, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের কত প্রকার অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছি, বোধ হয়, ঐ সকল কারণে ইন্দ্রের তপোবলসম্ভূত এই অদ্ভুত প্রাণী আমার পূর্ব্বকৃত দৌরাত্ম্য পরম্পরার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা শীঘ্র গমন পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়া আনয়ন কর। তাহার প্রতি কোন ক্রমেই তাচ্ছীল্য করিও না। আমি অনেক অনেক বিপুল বিক্রমশালী বানর দেখিয়াছি, মহাবল বালিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সুধীর সুগ্রীবকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, এবং নল নীল জাম্ববান্ প্রভৃতি মহাবল কপিকেও নয়নগোচর করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের গতিশক্তি, তেজ, পরাক্রম, বল, বুদ্ধি ও উৎসাহ এতাদৃশ লোমহর্ষণ নহে, এবং তাহারা উহার ন্যায় কাম রূপ পরিগ্রহেও সমর্থ নহে। বোধ হয়, কোন মহৎ প্রাণী, বানরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা বিশেষ যত্নে তাহাকে পরাজয় করিবে। তোমরা ত্রিলোকবিজয়ী, তোমাদের সহিত সম্মুখসমরে সুরাসুরেরাও যে তিষ্ঠিতে পারে না, তাহা কে না জানে? কিন্তু তথাপি আমার উপদেশ, উহার সহিত সমরে কদাচ শৈথিল্য প্রকাশ করিও না। কারণ অনবধানতা পাইলে হীন ব্যক্তিও অনায়াসে প্রবলের প্রাণ নাশ করিতে পারে।

রাক্ষসরাজ এই বলিয়া বিরত হইলে, সেনানীগণ তদীয় নিদেশে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ অসংখ্য সৈন্যসহ সশস্ত্রে

সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইল। এবং শূল, শক্তি প্রভৃতি বিবিধ শরজালে আকাশতল ক্ষণকাল মধ্যেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ সমস্ত বাণাঘাতে পবনকুমার ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং এক লম্ফে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া, ঘোরতর গর্জনে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্জয় দুর্দ্ধর্ষ শত শত শাণিত শরবর্ষণ করিয়া রণস্থলে উচ্চতর বীরনাদ করিতে আরম্ভ করিল। বর্ষাবসানে প্রবল সমীরণ যেমন ধারাবর্ষী ঘনাবলীকে বিদূরিত করে, তৎকালে হনুমান্ও তদ্রূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষের দুরন্ত বিক্রম কিছুতেই থর্ব্ব হইল না।

অনন্তর রণচতুর বীর পবনতনয়, ক্রোধে প্রদীপ্ত বহ্নিবৎ আরক্ত হইয়া, ঘোরতর গর্জন পূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় মহাবেগে তদীয় রথোপরি নিপতিত হইলেন। সেই পতনবেগে তাহার অষ্টাশ্বযুক্ত প্রকাণ্ড রথ একেবারে চূর্ণ হইয়া পড়িল, এবং দুর্দ্ধর্ষও সেই আঘাতেই মুমূর্ষু দশায় রণশয্যায় শয়ন করিয়া, পরিশেষে মহানিদ্রার শরণ লইল। তদ্দর্শনে বিপুলবিক্রম বিরূপাক্ষ ও দুর্জয় যূপাক্ষ উভয়ে অপার ক্রোধের সহিত মুদ্গর হস্তে করিয়া হনুমানের বক্ষঃস্থলে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর পবননন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত সম্মুখবর্ত্তী এক বিশাল শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক যেমন প্রহার করিলেন, রাক্ষসদ্বয়

অমনি ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমরভূমির শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

এইরূপে হনূমান্ তিন বীরকে বিনাশ করিলে, প্রদ্যস নামক অপর এক সেনাপতি ও ভাসকর্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া অনবরত বাণবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সমস্ত শর প্রহারে হনূমান্ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরার্দ্র হইয়া তৎকালে নবোদিত ময়ুখমালীর ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং ক্রোধভরে দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক এক প্রহারেই উভয় রাক্ষসের তাদৃশ কঠিন প্রাণও বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে পঞ্চ সেনাপতি সমরশায়ী হইলে, হনূমান্ ভ্রূক্ষেপমাত্র হতাবশিষ্ট সৈন্যগণের প্রাণ নাশ করিয়া পরে ভগবান্ সহস্রাক্ষ যেমন অনায়াসে অসুরকুল নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অশ্ব দ্বারা অশ্ব, গজ দ্বারা গজ ও রথ দ্বারা রথ সমুদায় নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে চূর্ণীকৃত রথে এবং হস্তী অশ্ব ও মহারথগণের মৃত্যু দেহে সমরভূমি নিতান্ত বীভৎস দর্শন হইয়া উঠিল। পবনকুমার সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় তোরণের উপরিভাগে বসিয়া পুনর্ব্বার অবসর প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে সমরোদ্ধত দশানন দূতমুখে সমরে পঞ্চ সেনাপতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণে শোকে, মোহে ও ক্রোধে জড়ীভূত হইয়া সম্মুখস্থিত কুমার অক্ষকে অনন্তর যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি করিলেন। কুমার পিতৃনিদেশে হুতপ্রদীপ্ত যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় সমুজ্জ্বল ভাবে রথারোহণে সমরযাত্রায় বহির্গত হইলেন। তাহার বহির্গমন সময়ে অসংখ্য রাক্ষসী সেনা চীৎকার করিতে করিতে প্রভুর অনুগমন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত মহাবীর সেনাদলের দেহে অগ্নিবর্ণ বর্ম্ম ও নানাপ্রকার স্বর্ণাভরণ শোভা পাইতেছে। হস্তে সুশাণিত শর ও শরাসন দুলিতেছে, সেনাদল তৎকালে যেন সূর্য্যোদয়ে সুনীল জলদাবলীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। তাহাদের তাদৃশ বীরবিক্রমাঞ্চিত সেই সেই তুমুল কোলাহলে, তুরঙ্গের হেষারবে, মাতঙ্গের বৃংহিত নিনাদে ও রথের ঘর্ঘর শব্দে দিক্‌বিভাগ যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং আরণ্য জীবজন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল।

ক্রমে সমস্ত রাক্ষসী সেনা নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রজাত লইয়া মহাসাগরের তরঙ্গলহরীর ন্যায় মহাবেগে বিপক্ষের অভিমুখে ধাবমান হইল। উভয় পক্ষ সন্নিহিত। তখন সমর-নিপুণ কুমার অক্ষ পরপক্ষ ও স্বপক্ষীয় পরাক্রমের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া যুগান্তকালীন ভগবান্ [illegible] ন্যায় ক্রমশঃ নিজ শরীর বর্দ্ধিত করিতে [illegible] রণক্ষেত্রে সেই রণদুর্নিবার গর্ব্বিত হনুমানকে [illegible] অবস্থিত দেখিয়া, ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত হইয়া অনবরত বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে বহু-সংখ্যক সেনাদল সন্নিহিত হইয়া অপার রোষাবেশে অজেয় হনুমানের উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঐ সমস্ত শরজালে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিক্ নিবিড় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত ও পৃথিবী কোলাহলে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। [illegible] অতিভীষণ সমর দর্শনে [illegible] অপরিসীম [illegible] হইয়াছে যেন [illegible] গতিশক্তি প্রায় [illegible] গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত ও [illegible] যেন ভয়ে বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। শরসন্ধানকুশল কুমার অক্ষ আশীবিষ বিষধরবৎ সুতীক্ষ্ণ শরজাল সমভাবেই প্রয়োগ করিতেছে, ঐ সমস্ত বাণাঘাতে হনুমানের মস্তক শোণিতে আপ্লুত ও চক্ষুদ্বয় বির্ণিত হওয়ায় তৎকালে তিনি নবোদিত

আদিত্য ও ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সংগ্রামকুশল কুমার অক্ষ অনল-প্রবেশার্থী পতঙ্গের ন্যায় সন্নিহিত হইয়া বীরপুরুষোচিত লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ইন্দ্রচাপধারী ঘনাবলী যেমন অচলের, তদ্রূপ কপিপর্ব্বতের উপরিভাগে অবিশ্রান্তে শররূপ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং বীর বিক্রমান্বিত গগন-স্পর্শী ভয়াবহ আস্ফালনে বসুন্ধরা দেবীকে যেন রসাতল-শায়িনী করিতেই উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর পবন কুমারের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎ-কালে সুদীর্ঘ ললাটপট্টে রোষবিজৃম্ভিত ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক মহাবেগে রামজয় শব্দে সৈন্যসাগর মধ্যে পতিত হইয়া, চপেটাঘাতে, মুষ্ট্যাঘাতে সমস্ত সেনাদলের প্রাণ নাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে অসংখ্য নিশাচর কালগ্রাসে পতিত হইল। রণক্ষেত্র রাক্ষসদিগের মৃত দেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রণপণ্ডিত হনূমান্ আস্ফালন-মাত্র অনেকের হস্তস্থিত কোদণ্ড, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অলঙ্কৃত বাহু ও করিশুণ্ডাকার ঊরু, সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদীয় প্রবল বেগপ্রভাবে কাহারও সুবর্ণ-খচিত কবচ, আরোহীর সহিত হস্তী, ও রথের সহিত সারথি সকল বিলয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অসংখ্য পদাতি সৈন্য [illegible] হইতে লাগিল, এবং [illegible] সৈন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

উপভোগ করিতে লাগিল। ফলতঃ শুষ্কবন প্রবল অগ্নি সংযোগে যেমন দগ্ধ হইতে থাকে, তদ্রূপ রাক্ষসী সেনাও সেই সংগ্রামনিপুণ পবনতনয়ের অনন্যসুলভ সংগ্রাম-কৌশলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কোন কোন সাহসিক বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণপণে বিপক্ষের উপর অজস্র বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু হনূমানের একমাত্র হুঙ্কারেই তাহাদের সমুদায় প্রয়াস বিফল্ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসপ্রবীর মহারথ রাবণ-কুমার তাঁহাকে অতিমাত্র বিক্রম প্রকাশে সমুদ্যত দেখিয়া অতিবেগে গমন পূর্ব্বক, বর্ষাকাল সম্ভূত নিবিড় মেঘা-বলী যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা অচলরাজকে আচ্ছন্ন করে. তদ্রূপ বাণবর্ষণ দ্বারা শক্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন মনোবেগগামী মারুতনন্দন অক্ষপরিমুক্ত শর-সমুহ ব্যর্থ করিবার মানসে মারুত-সেবিত পথে সমুত্থিত হইয়া মারুতের ন্যায় সেই শরান্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুমার অক্ষের রণপাণ্ডিত্যপ্রভাবে তাহা-তেও নিস্তার পাইলেন না। ঐ অব্যর্থ শরজালে সর্ব্বাঙ্গে আহত, ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতধারায় আপ্লুত হইয়া, তিনি তৎকালে উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং সবিস্ময়ে ভাবিলেন; অহো! এই বীর অক্ষকুমার যদিচ বালক, তথাচ নবোদিত দিবাকরের ন্যায় নিতান্তই দুষ্প্রধৃষ্য। ইহার যেমন অসামান্য পরাক্রম, রণক্লেশ-সহিষ্ণুতাও আবার তদ্রূপই দেখা যাইতেছে! এ বালক

বীরসভায় সর্ব্বথা সম্মানের পাত্র, সন্দেহ নাই। বিশেষ, আমি পবনকুমার, আমার সহিতই যখন এতাদৃশ অধ্যবসায় সহকারে বিচিত্র সংগ্রামনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে, কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাক, বরং ক্রমেই যখন সমধিক উৎসাহিত হইতেছে, তখন ইহার পরাক্রমে সুরাসুরদিগের তাদৃশ সাহসপূর্ণ চিত্তও যে বিচলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। যাহা হউক, ইহাকে এখন কোন মতেই উপেক্ষা করা হইবে না। ইহার সমরোৎসাহ ক্রমেই যখন বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন শীঘ্রই যমালয়ে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। কোন্ ব্যক্তি জ্বলনোন্মুখ বহ্নিকে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?

এইরূপে সুধীর হনূমান্ পরপক্ষীয় বলাবল ও স্বপক্ষীয় কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক নিজবেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও শত্রুবধে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইলেন, এবং বায়ুসেবিত পথেই অবস্থান পূর্ব্বক বিপক্ষের রথ লক্ষ্য করিয়া এরূপ ভাবে এক তল প্রহার করিলেন, যে সেই প্রহারে অক্ষয় কুমারের সুশিক্ষিত আটটী মহৎ অশ্ব বিনষ্ট ও রথ আহত হইয়া রথির সহিত আকাশতল হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। তখন মহর্ষিগণ যেমন তপঃপ্রভাবে রক্ত মাংসময় পাপ দেহ বিসর্জন পূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চিত স্বর্গধামে গমন করেন, তদ্রূপ মহারথ রাবণকুমারও ভগ্নরথ পরিত্যাগ করিয়া সুতীক্ষ্ণ অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাক্রোধে গগণমার্গে

উত্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর হনূমান্ বিপক্ষকে পক্ষি-বর গরুড়, পবনদেব ও সিদ্ধচারণ-পরিসেবিত অম্বর-পথে সমুত্থিত দেখিয়া অপার ক্রোধের সহিত তাহার পদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধৃত করিলেন এবং গরুড় যেমন সর্পগণকে ক্রোধভরে সুদূরে অপসারিত করেন, সেইরূপ ঘূর্ণিত করিয়া সবেগে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অক্ষকুমারের সেই বিশাল বাহুদ্বয়, সেই উন্নত উরু, একবারে চূর্ণ ও অস্থিবন্ধন সমুদায় শ্লথ এবং চক্ষুদ্বয় সর্ব্বথা স্ফুটিত হইয়া গেল, এবং স্বয়ং রুধির বমন করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিল।

পবনকুমার এইরূপে সেই রণপণ্ডিত কুমার অক্ষকে রণশায়ী করিয়া, অকুতোভয়ে রাক্ষসপতির তাদৃশ সাহসপূর্ণ হৃদয়ে এই প্রথম ভয় উৎপাদন করিলেন, এবং এতাদৃশ বিষম সংগ্রাম করিয়াও যেন অপরিশ্রান্ত ও পুনর্ব্বার তোরণের উপরিভাগে বসিয়া, জগদন্তকারী সাক্ষাৎ কৃতা-ন্তের ন্যায় যুদ্ধান্তর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিমানচারী দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগ-গণ পবনতনয়ের তাদৃশ অতি ভীষণ সংগ্রামনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে পরস্পর কহিতে লাগিলেন ; কি আশ্চর্য্য ! হনূমান্ একাকী হইয়া এত অধিক সৈন্যসহ দুর্জয় অক্ষের প্রাণ সংহার করি-লেন, ইহাঁর কার্য্য অতি আশ্চর্য্য, বল বীর্য্যও অসামান্য

ও অতিবিচিত্র। ভগবান্ পিনাকপানির ন্যায় ইহাঁর কি অপ্রতিম বীর্য্যই আমরা আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। পবন-কুমার! আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। এই বলিয়া তাঁহারা দিব্য বিমানযোগে স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে কুমার অক্ষ রণে নিহত হইলে, দূতমুখে এই শোকের কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ অপার ক্রোধের সহিত ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আহ্বান পূর্ব্বক সকাতরে কহিল;—বৎস! তুমি ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য, অস্ত্র বিদ্যায়ও সর্ব্বশা[illegible] পার[illegible] লাভ করিয়াছ, তুচ্ছ বানর কেন, [illegible] দেখিলে, কি সুর, কি অসুর, সক-[illegible]। তুমি তপঃপ্রভাবে দেব[illegible] প্রসাদ চিহ্ন যে আ[illegible] লাভ করিয়াছ। সে অস্ত্রে সমরে অমরগণের [illegible] হৃদয়ে কি ভয়ের উদ্রেক হয় না? রণক্ষেত্রে তদীয় তেজোময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে দেবরাজ বজ্রপানির মুখশ্রীই কি ত্রাসে মলিন হইয়া যায় না? মরুদ্গণই কি মুমূর্ষু বেদনা ভোগ করে না? তুমি তপঃপ্রভাব-সম্ভূত স্বীয় বাহুবলেই রক্ষিত, দেশকালজ্ঞ ও অদ্বিতীয় রণ-

পণ্ডিত। সমরব্যাপারে পরিশ্রান্ত হয় না, তুমি ভিন্ন, এমন বীর পুরুষ এপর্য্যন্ত আমার নেত্রপথ অলঙ্কৃত করে নাই। ফলতঃ কি দণ্ডনীতি, কি রাজনীতি, তোমার অপ্রতিহত বুদ্ধি সকল বিষয়েই যেন সমভাবে সহস্র নেত্র উন্মীলিত করিয়া আছে। অধিক কি, তোমার তপোবল, অস্ত্রবল ও পরাক্রম সর্ব্বথা আমারই অনুরূপ, সুতরাং তুমি যুদ্ধযাত্রা করিলে, আমার পূর্ব্বজাত বিষাদ সর্ব্বথা অপসারিত হইবে, এবং বিজয়লক্ষ্মীও একমাত্র দশকণ্ঠেরই কণ্ঠভূষণ হইবে। বৎস! দুঃখের কথা আর কি কহিব, আমার কিঙ্করগণ; যাহাদের প্রভাবে বিখ্যাতকীর্ত্তি বীরপুরুষদিগেরও মস্তক ঘূর্ণিত হইত, অমাত্যগণ; যাহাদের রণ পাণ্ডিত্য ত্রিলোক প্রসিদ্ধ, তৎপরে পঞ্চ সেনাপতি; রণস্থলে যাহাদের রণ-চাতুর্য্য দেখিবামাত্র বিপক্ষেরা পঞ্চত্ব পাইত, স্ব স্ব সেনা-দল সহ সংগ্রামে সকলেই বিমর্দ্দিত হইয়াছে। অবশেষে আমার প্রাণাধিক কুমার অক্ষ, যাহার অনন্যসুলভ সংগ্রাম-কৌশলে, অক্ষত শরীরে কেহই প্রস্থান করিতে পারিত না, দুরাত্মা কি কৌশলেই তাহারে রণশায়ী করিল, ভাবিতে ভয়ে আমার শোণিতরাশি যেন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। অতএব হে রণ পণ্ডিত, এই সমস্ত নিহত সেনাদলের বিষয় স্মরণ এবং স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় বলাবলের তারতম্য সর্ব্বথা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তুমি এক্ষণে নিজ পরাক্রমানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যাহাতে আর সেনা বিনাশ না হয়, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তাহার উপায় উদ্ভাবন কর। আর

দেখ, হনুমানের সহিত সমরে অধিক সেনার প্রয়োজন নাই, অশনির ন্যায় সুশাণিত অস্ত্রেরও আবশ্যকতা নাই; কারণ, আমি শুনিয়াছি, তাহার পরাক্রম অপরিচ্ছেদ্য, বল বিক্রমও ইয়ত্তাপরিশূন্য; সুতরাং শস্ত্রাদি দ্বারা তাহাকে কিছুতেই বিনাশ করিতে পারিবে না, অতএব বৎস। তুমি এক্ষণে আমার নিদেশানুসারে শত্রু বিনাশে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রের সামর্থ্য স্মরণ কর, এবং বিজয়লক্ষ্মীর সহিত পাপাত্মাকে আনয়ন করিয়া আমার পূর্ব্বসম্ভূত বিষাদ অপসারিত কর। বৎস ইন্দ্রজিৎ! পুত্রগণের মধ্যে তুমিই আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমারে এতাদৃশ বিষম সঙ্কটে প্রেরণ করা আমার কোন মতেই উচিত হয় না, সত্য; কিন্তু রাজধর্ম্মের নিয়ম অলঙ্ঘ্য বলিয়াই আমি ইহাতে বাধ্য হইলাম।

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ বিরত হইলে, ইন্দ্রবিজয়ী মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতার নিদেশে নিঃশঙ্কচিত্তে অমনি সম্মত হইয়া পুনঃপুনঃ তদীয় পাদপদ্ম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল এবং তৎপরে সভাস্থিত সমস্ত গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ ও তাহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া, গরুড় তুল্য বেগগামী আশীবিষ বিষধরচতুষ্টয়-যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে সমরভূমিতে উপনীত হইল। এদিকে সংগ্রাম-লালসায় সমাসীন হনুমান্ সহসা তদীয় রথনির্ঘোষ, জ্যাশব্দ ও কার্ম্মুক-নিস্বন শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। ক্রমে উভয় পক্ষ সন্নিহিত। তখন রণপণ্ডিত

রাবণকুমার প্রকাণ্ড কোদণ্ড ও সুশাণিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক বিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল, এবং অতীব লোমহর্ষণ বীরদর্প প্রকাশ পূর্ব্বক অতিবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত করাল কাল সর্পবৎ শোণিতপায়ী শাণিত অস্ত্রজাত বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং পুনঃ পুনঃ টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষা গুণে অস্ত্রসন্ধান ও অস্ত্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া নির্ভয়ে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার শরজালে তৎকালে দিক্ বিদিক্ ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নিশাচর ক্রমেই অধিক পরিমাণে বাণবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দ্দিকে কেবল শরজাল, আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত, সূর্য্যমণ্ডল সর্ব্বথা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। অন্তরীক্ষচর বিহঙ্গমকুল সহসা অন্ধকারময় দেখিয়া আকুলস্বরে অমনি চীৎকার করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ এবং ব্রহ্মর্ষিগণ সংগ্রাম দর্শন-লালসায় বিমানারোহণে তথায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন ; অহো ! যে রাক্ষস, সমরে দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়া, "ইন্দ্রজিৎ" এই অনন্যসুলভ উপাধি লাভ করিয়াছে, জানিনা, সেই দুর্জয় নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, হনূমান্ কিরূপে ত্রিলোকের হিতসাধন করি-বেন। এই চিন্তায় তাহাঁরা নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয় বীর সংগ্রামক্ষেত্রে মিলিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাব বদ্ধবৈ

সুরেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। তখন মহাবীর পবন-কুমার মহারথ রাবণকুমারের শরবেগ অতিক্রম করিবার মানসে পবনপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরবীরহন্তা ইন্দ্রজিৎও অবিচ্ছেদে শূল, শক্তি, শিলা, পট্টিশ প্রভৃতি নানা প্রকার সুশাণিত অস্ত্রশস্ত্র বিপক্ষের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হনূমান্ অতি আশ্চর্য্য কৌশলে নিশাচরের বাণলক্ষ্য পথ অতিক্রম করিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গগণমার্গে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতে লাগিলেন। উভয়েই আত্মরক্ষায় সুপটু, ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেছেন না এবং অন্যতরের গতি অবধারণ করিতেও কেহ সমর্থ হইতেছেন না।

অনন্তর নিজ অব্যর্থ অস্ত্রজাতও ব্যর্থ হইতে লাগিল, দেখিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সমাহিত চিত্তে ধ্যানযোগে বিপক্ষের অবধ্যতা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বন্ধন দ্বারা কিরূপে হনূমান্ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়েন, অবহিত চিত্তে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে স্থির করিলেন; আমার ব্রহ্মাস্ত্র অব্যর্থ হইলেও অবধ্য ব্যক্তির প্রতি যখন কোন ফলোপধায়ক হইবে না, তখন ইহাকে কোনরূপে বন্ধন দ্বারা নিশ্চেষ্ট করাই কর্ত্তব্য; এই ভাবিয়া পিতামহপ্রদত্ত অব্যর্থ অস্ত্র যেমন নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই অস্ত্রে হনূমান্ অমনি বদ্ধ ও একেবারে জ্ঞানশূণ্য

হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে, সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; অহো ! আমি এই ব্রাহ্ম মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ; এখন আর আমার এমন শক্তি নাই, যে আমি এ অস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করি। যাহা হউক, যখন ব্রহ্মার বরপ্রভাবেই আমি তাঁহার অস্ত্রে আবদ্ধ ও জ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়াছি, তখন ক্ষণকাল তাঁহার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া আমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া পবনাত্মজ তৎকালে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেন, এবং পুনর্ব্বার মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন ;—আমি যখন স্বয়ং সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবপ্রধান পবনদেব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, তখন এ বন্ধনে আমার ভয় কি ? মুক্ত হইবার জন্যই বা এত চেষ্টা করিতেছি কেন ? রাক্ষসেরা যদি রাজসন্নিধানে আমারে লইয়া যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি, বরং তথায় নীত হইলে রাবণের সহিত অনেক বাক্যালাপ ঘটিত বিশেষ উপকারেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব যদি লইয়া যায়, তবে আর তদ্বিরুদ্ধে আমি কোন চেষ্টা করিব না।

পরিণামদর্শী হনূমান্ পরিশেষে এই রূপ নিশ্চয় করিয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াই যেন আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে নিশাচরেরা তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য দেখিয়া, সানন্দে শোণবল্কল

ও ক্রমচীর দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া বন্ধন করিল। কৌতুকাবিষ্ট হইয়া হয়ত রাবণ আমাকে দেখিতে অভিলাষী হইবে, এই ভাবিয়া পবনতনয় তৎকালে তাদৃশ হীনবল শত্রুদিগের বন্ধনেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না, অকাতরে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তিনি বল্কল দ্বারা আবদ্ধ হইলে, অস্ত্রবন্ধন সর্ব্বথা শিথিল হইয়া পড়িল। কারণ, অস্ত্রবন্ধন কখনই রজ্জুবন্ধনের অনুবর্ত্তী হইতে পারে না। তদ্দর্শনে রণপতি ইন্দ্রজিৎ সবিষাদে ভাবিতে লাগিলেন; অহো! আমি এতযত্নে যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিলাম, নির্ব্বোধ নিশাচরেরা তাহা সর্ব্বথা নিষ্ফল করিয়া ফেলিল, মন্ত্রপ্রভাবও বিচার করিল না। মূঢ়েরা যখন ব্রহ্মাস্ত্র ব্যাহত করিয়া ফেলিল, তখন যে অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কোন রূপেই বিশ্বাস হইতেছে না।

এই রূপ চিন্তা করিয়া নিশাচর তৎকালে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। এদিকে সুধীর পবনকুমার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও স্বকার্য্য সাধনার্থ প্রকাশে সেই সামান্য বন্ধনেই যেন অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন। নির্ব্বোধ রাক্ষসেরা "হনূমান্ প্রকৃত বন্ধনেই আবদ্ধ হইয়াছেন" ভাবিয়া মহা আমোদে তাঁহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক রাজসন্নিধানে লইয়া যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে কতকগুলা নিশাচর তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল; অহো! আশ্চর্য্য মূর্ত্তি! বানরজাতির মধ্যে আমরা এতাদৃশ প্রকাণ্ড শরীর ত কখন দেখি নাই।

ইহার নাম কি? কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? ইহার শরীর যেমন প্রকাণ্ড কার্য্য ও কি সেই রূপ? না কেবল শরীর মাত্রেই ভূষিত। অপর কেহ কেহ অপার ক্রোধের সহিত কহিতে লাগিল; দুরাত্মা যেমন কার্য্য করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইহাকে এখন বধ করাই উচিত। অন্য কতকগুলা নিশাচর কহিল; না না বন্ধন করিয়াই রাখা যাউক, আমাদের শিশু-সন্তানেরা ইহাকে লইয়া নিত্য নিত্য নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখিবে। এই বলিয়া রাক্ষসেরা নানাবিধ উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু সুধীর হনূমান্ দুর্ব্বলের বাক্য বলিয়া তাহাতে দৃক্পাতও করিলেন না। ক্রমে রাক্ষস-রাজ রাবণের সন্নিহিত হইলেন, এবং ঈষন্মীলিত নেত্রে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর পবনকুমার দুর্দ্দান্ত দশাননের প্রতি নেত্র-পাত পূর্ব্বক দেখিলেন;—সভাস্থলে তদীয় প্রদীপ্ত শরীরপ্রভা যেন সূর্য্যপ্রভাকেও তিরস্কার করিতেছে। তাহার অনল সংকাশ শ্যামরেখা-লাঞ্ছিত বিংশতি নেত্র

নৈসর্গিক দ্বেষানলে দগ্ধ হইয়াই যেন রক্তোৎপলের ন্যায় আরক্ত দেখাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারে পরিশোভিত, মস্তকে মুক্তামণ্ডিত বিচিত্র মুকুটরাজি বিরাজ করিতেছে। পরিধান রক্তাম্বর, সর্ব্বশরীর রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত, মধ্যে মধ্যে বিবিধবর্ণ বিচিত্র শৈব ত্রিপুণ্ড্র সকল শোভা পাইতেছে। মন্দর পর্ব্বত যেমন হিংস্র জন্তু সঙ্কুল সুবৃহৎ শিখর সমূহে পরিশোভিত, রাক্ষসরাজ রাবণও তদ্রূপ নৈসর্গিক হিংসাদ্বেষাদিপূর্ণ প্রকাণ্ড দশ মস্তক দ্বারা শোভা পাইতেছে। তাহার বর্ণ নিবিড় নীরদখণ্ডের ন্যায় নীল, বক্ষে সমুজ্জ্বল হার, দেখিলে বোধ হয়, বালার্ক বিরাজিত, অথবা তড়িৎ-প্রভালাঞ্ছিত নবীন মেঘখণ্ডই যেন ভূতলশায়ী হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহার চন্দনচর্চ্চিত বলয়াঙ্গদ-শোভিত বিংশতি বাহু যেন পঞ্চশীর্ষ আশীবিষ বিষধরের ন্যায়, এবং মুখশ্রী যেন হিংসা দ্বেষ ও অপরিসীম সাহসে পরিপূর্ণবৎ প্রকাশ পাইতেছে। দশানন মণিমণ্ডিত কাঞ্চনময় সিংহাসনে সুখে আসীন, চতুর্দ্দিকে সুবেশা সুরূপা প্রমদাগণ চামর হস্তে বীজন করিতেছে। চতুঃসাগর বেষ্টিত যেমন ভূলোক, তদ্রূপ তাহার চতুর্দ্দিকে বুদ্ধির সাগর মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ নামক চারি জন মন্ত্রী উপাসীন হইয়া, মন্ত্রণা দ্বারা প্রতি-নিয়ত তাহাকে আশ্বস্ত করিতেছে।

সুধীর হনুমান্ সুমেরু—শিখরস্থিত সজল জলদের

ন্যায় সেই অপ্রতিমতেজ রাক্ষসরাজ রাবণকে বিস্ময়-স্তিমিত লোচনে অবলোকন করিলেন, এবং তদীয় সুদুঃসহ প্রতাপে বিমোহিত হইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। আহো! রাবনের কি অপরূপ রূপ! কি প্রতাপ! কি পরাক্রম! দেখিলে, যেন অন্তঃকরণে অসীম ভয় উপস্থিত হয়। দুরাত্মা যদি অধর্ম্মপথে পদার্পন না করিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, সুররাজ-লক্ষ্মী অনন্য মনে একমাত্র ইহাকেই কামনা করিত। ইহার শাসনপ্রণালী, রাজনীতি ও দণ্ডনীতি, সমুদায় উৎকৃষ্ট, কেবল একমাত্র জঘন্য প্রবৃত্তিই জগতের বিরক্তি-জনক ও সমুদায় অনর্থের মুলকারণ। এই বলিয়া হনূমান্ সবিস্ময়ে দশাননের প্রতি ঈষন্মীলিত নেত্রপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

রাক্ষসরাজ রাবণ সম্মুখস্থিত সেই প্রকাণ্ডমূর্ত্তি হনূমা-নকে ক্রূরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল; অহো! পূর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বতে এক দিবস আমি, ভগবান্ শূলপাণির ভৃত্য মহাত্মা নন্দীকে কত প্রকার উপহাস করিয়াছিলাম, অধুনা

তিনিই কি সংকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য বানররূপে আমার লঙ্কাধামে আগমন করিয়াছেন? অথবা ইনি কি অসুররাজ বাণ, নন্দীর নিদেশে ছদ্মবেশে দশাননের অশুভ সম্পাদন করিবার জন্য আসিয়াছেন?

কিয়ৎকাল এইরূপ আশঙ্কা করিয়া রাবণ সুদীর্ঘ ললাট পট্টে ক্রোধবিজৃম্ভিত ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক তৎকালোচিত বাক্যে মন্ত্রিবর প্রহস্তকে কহিল;—ওহে মন্ত্রিন্! তুমি এ দুরাত্মা বানরকে শীঘ্র জিজ্ঞাসা কর; বনের বানর, আদেশ ব্যতীত দশাননের পুরে কি জন্য প্রবেশ করিল? আমার যে বনে প্রবেশ করিতে স্বয়ং দেবরাজেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, আমার সেই উপবন, দুর্ম্মতি কিজন্য ভগ্ন করিয়া ফেলিল? কোন্ ব্যক্তি কোন্ কার্য্য সাধনার্থই বা উহাকে প্রেরণ করিয়াছে, এবং কি কারণেই বা নিরর্থক এতগুলি রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিল?

তখন মন্ত্রিপ্রধান প্রহস্ত রাজার তাদৃশী কোপোদ্দীপন বাক্য শুনিয়াও কথঞ্চিৎ নম্রভাবে জিজ্ঞাসিল, দেখ তুমি আশ্বস্ত হও, রাক্ষসেরা তোমাকে বিশেষ ক্লেশ দিয়াছে, সত্য; কিন্তু এখন আর তোমার ভয় নাই। তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বল; দেবরাজ ইন্দ্র কি তোমাকে পাঠাইয়াছেন? বল, তোমার আর ভয় কি, যথার্থ কহিলে, আমি এখনই স্বহস্তে তোমার এই বন্ধন মুক্ত করিয়া দিব। তুমি কি যম বা বরুণ দেবের নিকট হইতে চররূপে আমাদের পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ? অথবা দেবপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণুই যদি

বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহাও বল। তোমার তেজঃপ্রভাব দর্শনে তোমাকে প্রকৃত বানর বলিয়া কোনরূপেই নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছি না। অতএব আমি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সমুদায়ের যদি প্রকৃত উত্তর কর, তাহা হইলেই এ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, নচেৎ এই বন্ধনেই আবার কালবন্ধনও ভোগ করিতে হইবে।

এই বলিয়া মন্ত্রী বিরত হইলে, সুধীর হনূমান্ তাহার সমক্ষে রাক্ষসপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; রাবণ! আমার প্রকৃত বৃত্তান্ত শুনিতে যদি অভিলাষ হইয়া থাকে, আদ্যন্ত কহিতেছি;—আমি দেবরাজ ইন্দ্র বা পাশধারী বরুণ দেবের নিকট হইতে আগমন করি নাই, ভগবান্ বিষ্ণুও বিজয়ার্থী হইয়া আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি যে কারণে যাহার নিকট হইতে আসিয়াছি, সমুদায় বিশেষ করিয়াই কহিব; আমার যে এই বানরাকৃতি দেখিতেছেন, ইহাই আমার স্বাভাবিক আকৃতি, আমি প্রকৃত বানর, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। আমার এখানে আসিবার যদিচ অন্য উদ্দেশ্য থাক, তথাপি আপনাকে দর্শন করাও আমার প্রধান উদ্দেশ্য, তজ্জন্যই আমি আপনার উপবন ভগ্ন করিয়াছি। পরে যখন দেখিলাম, তন্নিবন্ধন রাক্ষসেরা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমার প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল; তখন আপনার দেহ রক্ষার্থ আমি প্রতিযুদ্ধ করিয়াছি,

ইহাতে আমার অপরাধ কি? রাক্ষসরাজ! সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দেবাসুরগণ অস্ত্র পাশেও যাহাকে বন্ধন করিতে পারে না, সেই আমি যে এতাদৃশ সামান্য বন্ধনেও আবদ্ধ হইয়া আছি, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করাই তাহার উদ্দেশ্য।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

এই বলিয়া পবনকুমার অবিচলিত চিত্তে আবার কহিলেন, রাবণ! আমি যে কারণে যাহাঁর নিকট হইতে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি; আদ্যোপান্ত তাহাও কহিতেছি;—ত্রিলোকীতলে যাহাঁর গুণের সীমা নাই, আমি সেই অমিতপরাক্রম মহাত্মা রামের দূত; তাঁহার কোন প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ তদীয় নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপনার সমীপে সমাগত হইয়াছি। আর আমাদের মহারাজ সুগ্রীব বিশেষ আগ্রহের সহিত আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে ভ্রাতৃস্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি যথাযথ তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—রাক্ষসরাজ! কপিরাজ সুগ্রীব কহিয়াছেন; উত্তরকোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথ নামে এক পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান

রাম, জগতীতলে দ্বিতীয় ধর্ম্মের অবতার বলিলেও যাঁহার গুণের সীমা হয় না। তিনি বিমাতার কুমন্ত্রণায় পিতৃসত্য পালনাথ হস্তগত সাম্রাজ্য সুখে বঞ্চিত হইয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অতি দীন বেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ দুরাত্মা যেন তাঁহার প্রাণসমা সহধর্ম্মিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর্য্য রাম সেই প্রাণাধিকা প্রিয়তমার শোকে যার পর নাই অধীর হইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বন, উপবন, পর্ব্বত, সরিৎ ও সরোবর প্রভৃতি নানা স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কুত্রাপি কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে সুগ্রীব নামক সমদুঃখকাতর সুধার্ম্মিক বানরের সহিত সখ্য ভাব স্থাপন করেন, এবং ভ্রূক্ষেপমাত্র কিষ্কিন্ধানাথ বালির প্রাণ সংহার ও তদীয় বানরসাম্রাজ্যে বান্ধবকে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার দুঃখ নিচয় সম্প্রতি দূরীকৃত করিয়াছেন। রাবণ! মহাত্মা রাম অবলীলাক্রমে যে বালির প্রাণ সংহার করিয়াছেন, তাঁহার বল বিক্রমের বিষয় আপনি পূর্ব্বেই অবগত আছেন, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা কেবল দ্বিরুক্তি মাত্র। যাহা হউক, সম্প্রতি সেই কপিরাজ সুগ্রীব দুষ্পরিহার্য্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া পরমোপকারী মিত্রের মহিষী জানকীর অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কপিসৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, কপিবরেরাও প্রভুর আদেশমাত্র দলে দলে বিভক্ত হইয়া, অম্বরে, পাতালে, ও ভূলোকের নানা স্থানে সীতার অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিতে

ছেন। রাক্ষসরাজ। ঐ সমস্ত বানরেরা সামান্য নহেন, মনে করিলে তাঁহারা মুহূর্ত্ত মধ্যেই আপনার লঙ্কা নগরী সাগরে ভাসাইতে পারেন। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বেগে বিনতাতনয়ের সমকক্ষ ও অপর কতকগুলি অনল-সঙ্কাশ ও অনিলের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন। আমিও তাঁহাদের অন্তর্গত, কিন্তু বল বীর্য্যে অতি সামান্য। আমার নাম হনূমান্, দেবপ্রধান ভগবান্ পবনদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং আর্য্যা জানকীর অন্বেষণার্থ ভ্রূক্ষেপমাত্র এই শত যোজন বিস্তীর্ণ মহাসাগর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় আগমন করিয়াছি। আপনি কপিরাজ সুগ্রীবের ভ্রাতা "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জানকীর বৃত্তান্ত সবিশেষ জানিতে পারিব ;" এই জন্যই আমি লঙ্কায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু আসিয়া দেখিলাম, আর্য্যা জনকাত্মজা অতি দীনবেশে আপনার গৃহেই অবস্থান করিতেছেন। যাহা হউক, রাবণ! এক্ষণে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের যাহা বক্তব্য, সমুদায় আমি সবিশেষে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ;—

লঙ্কেশ্বর! আর অধিক কি কহিব, আপনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বের সারাংশ আস্বাদন করিয়াছেন, এবং কঠোর তপস্যার ফলে বিপুল ঐশ্বর্য্যও অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং আপনি কোন অংশেই প্রাকৃত ব্যক্তি নহেন। কিন্তু আপনার নিকট আমার অনেক বলিবার আছে; রাক্ষসরাজ! বলুন দেখি, পরনারী রুদ্ধ করিয়া রাখা কি আপনার ন্যায়

প্রাজ্ঞজনের উচিত কার্য্য ? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার ন্যায় এরূপ বিষম সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন ? রণক্ষেত্রে সেই বীরকুলধুরন্ধর ক্রোধোদ্দীপ্ত লক্ষ্মণের প্রকাণ্ড কোদণ্ড-বিনির্ম্মুক্ত সুশাণিত শরসমূহের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, এরূপ বীর আমি দেবাসুর মধ্যেও কখন নয়নগোচর করি নাই। সেই জগদেকবীর আর্য্য রামচন্দ্রের নিকট অপরাধী হইয়া, নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারে, দেখা দূরে থাক, এমন বীর পুরুষের কথা আমার কর্ণকুহরেও এপর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। অতএব হে লঙ্কেশ্বর ! যদি কিছুকাল জীবিত থাকিয়া, এই অতুল্য বৈভব উপভোগ করিতে অভিলাষ থাকে, যদি হতনাথা রাক্ষসযোষিদ্দিগের অনবরত পতিত নেত্র জলে লঙ্কানগরী অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা না থাকে, আমার কথায় কর্ণপাত করুন, রামের সীতা রামকে অর্পণ করিয়া শত সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করুন, এখনও সময় আছে, ইহার পর তাঁহার কোপানল যখন জ্বলিয়া উঠিবে, তখন আপনাকে সবংশে নিশ্চয় শলভের অনু-করণ করিতে হইবে, কিছুতেই আর নিস্তার থাকিবে না। আমি যখন স্বচক্ষে এই লঙ্কাধামে জানকীরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তখন আর অপলাপ করিবারও কোন পথ নাই। রাক্ষসরাজ ! আর্য্যা জানকী যে পঞ্চমুখী পন্নগীর ন্যায় আপনার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার নিশ্বাস মারুতে ও রামের কোপানলে আপনার লঙ্কানগরী যে

ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, তাহা কি জানিতে পারিতেছেন না? হলাহল বিষমিশ্রত অন্ন ভোজন করিয়া যেমন কেহ জীর্ণ করিতে পারে না, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড কণ্ঠে বন্ধন করিয়া, যেমন সাগর সন্তরণ করা যায় না, জানকীরে হরণ করিয়া সুখের আশা করাও তদ্রূপ। এমন কি, ইন্দ্রের শচী, রুদ্রের রুদ্রাণী, ও ব্রহ্মার ব্রহ্মাণীকে তাঁহাদের ক্রোড় হইতে হরণ করিয়াও কিছুকাল জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু পতিপ্রাণা রামপত্নীকে হরণ করিয়া আপনি কিছুতেই কুশলে থাকিতে পারিবেন না।

আর দেখুন, রক্ষসরাজ! আপনি যে দুষ্কর তপস্যা দ্বারা অতুল্য বৈভব ও দীর্ঘ জীবন অধিকার করিয়াছেন, এদিকে পরদারপরিগ্রহ—রূপ ঘোরতর অধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া, আপনার সে আশার যে মুল পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিয়াছে, বরপ্রভাবে দেবাদির অবধ্য বলিয়া মনে মনে যে আপনার অমরত্ব নিশ্চয় করিয়া অকুতোভয়ে রহিয়াছেন, পরনারী স্পর্শে আপনার সে শুভাদৃষ্টও যে সর্ব্বথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাকি এখনও জানিতে পারেন নাই? বিশেষ আপনি বর—প্রভাবে দেবাদির অবধ্য বলিয়া যে কাহারও বধ্য নহেন, ইহাও মনে করিবেন না। দেখুন, কপিরাজ সুগ্রীব দেবতা নহেন, রক্ষ নহেন, অসুর বা রাক্ষসও নহেন, তিনি বানর; আর আর্য্য রামও পূর্ব্বোক্ত কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন; তিনি অযোধ্যানিবাসী এক জন অপ্রাকৃত মনুষ্য;

সুতরাং দেবাদির অবধ্য হইলেও, আপনি তাঁহাদের হস্তে কি রূপে পরিত্রাণ পাইবেন? আর ইহাও আপনার অনুভব করিয়া দেখা উচিত, যে আপনি পূর্ব্বে যে সকল সুকৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার বলে এখন এই সুখভোগ হইতেছে, কিন্তু এক্ষণে যদি আবার অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, ইহার পরিণাম কি আপনাকে ভোগ করিতে হইবে না? অতএব রাবণ! রাম একাকী হইয়া জনস্থানে বহুসংখ্য রাক্ষসের প্রাণ সংহার ও যুদ্ধে একমাত্র শরে দুর্জ্জয় বালিকে বিনাশ পূর্ব্বক যেরূপ অনন্যসুলভ বল-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্যভাব করিয়া সম্প্রতি যে রূপ সহায়বান্ হইয়াছেন, এই দুইটী বিষয় চিন্তা করিয়া, এক্ষণে আপনার যাহা অভিমত হয়, করুন। রাম বানরগণের সমক্ষে তাঁহার ভার্য্যাপহারক শত্রুর প্রতি যেরূপ লোমহর্ষণ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে রাক্ষসকুলের ভাবী মঙ্গলাশা কেবল দুরাশামাত্র বোধ হইতেছে। যাঁহার প্রতিপক্ষতা করিয়া সুরাসুর ও সুররাজ ইন্দ্রও সুখী হইতে পারেন না, সেই রাম, আপনি তাঁহার অপকার করিয়াও যে নিষ্কণ্টকে সুখভোগ করিবেন, কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। অতএব হে রাক্ষসরাজ! এখনও সময় আছে, সময় থাকিতে এই সময়ে গিয়া রামের চরণে শরণ লউন, এবং আর্য্যা জানকীরে মস্তকে করিয়া তাঁহারে অর্পণ করুন। রাবণ! আপনি যাহাঁরে জানকী বলিয়া জানিতেছেন,

আরম্ভ করিল। অপর কেহ কেহ সহসা এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ত্রস্ত, বিষণ্ণ ও নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। যেমন স্বয়ম্ভূরোষে উপহতা অবলা, তদ্রূপ অগ্নিজ্বালাঙ্কিতা লঙ্কা-নগরীকে প্রত্যক্ষ করিয়া, হনূমান্ অপার আহ্লাদিত হইলেন।

ঐ সময়ে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পন্নগ ও সমস্ত ভূতগণ হনূমানের তাদৃশ অচিন্তনীয় কার্য্যদর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন; অহো! ত্রিলোক মধ্যে হনুমান্ই প্রকৃত বীর, ইহাঁর যেরূপ অনন্য-সুলভ কার্য্য আমরা আজ প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে জগতের বিপদ অচিরকাল মধ্যেই বিদূরিত হইবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাঁহারা পবনকুমারকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অমিত-বিক্রম হনূমান্ এই রূপে সংগ্রামে বহুসংখ্য রাক্ষস গণের প্রাণ সংহার, রমণীয় উদ্যান ভগ্ন ও লাঙ্গূলবহ্নিদ্বারা—সমস্ত লঙ্কা নগরী দগ্ধ করিয়া বিচিত্র প্রাসাদ শৃঙ্গাগ্রে উপবেশন পূর্ব্বক ভগবান্ অর্চ্চিমালীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সাগর জলে সেই প্রজ্বলিত লাঙ্গূল প্রক্ষিপ্ত করিয়া, অগ্নি নির্ব্বাণ করিলে, দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ভূতগণ বিস্ময়োৎ-ফুল্লনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর সুধীর পবনাত্মজ সরাক্ষসা সকাননা সমগ্রা লঙ্কা দগ্ধা ও বিধ্বস্থা করিয়া অপার দুঃখে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; অহো! আমি আজ লঙ্কা নগরীকে ভস্মসাৎ করিয়া কি কার্য্যই করিলাম! হায়! আমি প্রাকৃত লোকের ন্যায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া যখন অকাতরে এমন লোমহর্ষণ কার্য্য ও অনুষ্ঠান করিলাম, তখন সাধুসভায় আমি কোন রূপেই সম্মানের পাত্র নহি। জলসেক দ্বারা যেমন প্রজ্বলিত অনল নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ যে সকল মহাত্মারা ক্রোধোদ্রেক হইলেও বুদ্ধি ও ধৈর্য্য দ্বারা তাহা আবার নিবারণ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু ও তাঁহারাই ধন্য। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য করিতে অগ্রসর না হয়? তাহারা গুরুতর লোকদিগকেও অকাতরে হত্যা করিতে পারে, এবং ঘৃণিত বাক্য দ্বারা সাধু লোকদিগকেও নানা প্রকার তিরস্কার করিতে পারে। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি বাচ্যাবাচ্য কিছুই বিচার করিতে পারে না। ক্রুদ্ধ লোকের অকার্য্য ও অবক্তব্য কিছুই নাই। সর্পেরা যেমন প্রকৃত সময়ে জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যাঁহারা ক্ষমা দ্বারা সমুত্থিত কোপের নিরাকরণ করিতে পারেন, তাঁহারাই সৎপুরুষ।

হায়! আমি কি দুর্ব্বুদ্ধি, আমি কি নির্লজ্জ, আমি কি পাপিষ্ঠ! আমি পাপ ক্রোধের বশীভূত হইয়া সমগ্রা লঙ্কা নগরীকে ভস্মীভূত করিলাম, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর্য্যা জনকাত্মজাও যে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছেন, কোপ-প্রভাবে অগ্নি প্রদান সময়ে আমি ইহার কিছুই বিবেচনা করিতে পারি নাই। হায়! আমি স্বামি-কার্য্য সম্পাদনার্থ আসিয়াও একেবারে তাহার মূল পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিয়া ফেলিলাম। আর্য্যা জানকী যে লঙ্কায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা আলোচনা না করিয়া আমি সর্ব্বথাই নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছি। যাহার জন্য এত যত্ন, এত প্রয়াস ও প্রাণ পণে এতই উদ্যোগ করিলাম, বুদ্ধি দোষে সে সকলই স্বয়ং বিনষ্ট করিয়া ফেলিলাম। হায়! পূর্ব্বে আর্য্যা জানকীরে রক্ষা না করিয়া, আমি নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় কেনই বা লঙ্কা দগ্ধ করিলাম। কেনই বা আমার এ পাপ বুদ্ধি উপস্থিত হইল। আর্য্যা যখন এই লঙ্কা ধামেই অবস্থান করিতেছেন, তখন তিনি যে জীবিত আছেন, কোনমতেই বিশ্বাস হয় না। অবশ্যই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া হনুমান্ অপার দুঃখের সহিত আবার ভাবিতে লাগিলেন। হায়। তবে আর আমি এখন কিরূপে কোন্ প্রাণে প্রত্যাগমন করিব। কিরূপেই বা আমি এখন কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিব, সমুদায় প্রয়াসের মূলচ্ছেদ করিয়া

আমি এখন কোন্ প্রাণে সেই নরশার্দ্দূল আর্য্য দাশরথির সন্নিধানে গমন করিব। হায়! "বানরদিগের কার্য্যাকার্য্য কিছুই জ্ঞান নাই" বলিয়া যে একটী প্রবাদ আছে. অদ্য আমি রোষাবেশে অন্ধ হইয়া তাহাই সপ্রমাণ করিলাম। আমাকে ধিক্, আমার এত যত্ন, এত প্রয়াস কিছুই কোন কার্য্যেই পরিণত হইল না। হায়! জানকী লঙ্কা দাহে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, এ সর্ব্বনাশের কথা শুনিলে আর্য্যরাম ও লক্ষ্মণ অমনি মূর্চ্ছিত, ধরাতলে পতিত হইয়া যে দেহত্যাগ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কপিরাজ সুগ্রীব তাদৃশ সরল মিত্রের বিরহে কখন জীবিত থাকিতে পারিবেন না, তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিবেন, এবং এ সর্ব্বনাশের কথা শুনিলে ভ্রাতৃবৎসল ভরতও কখন জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। সুধীর শত্রুঘ্নও আবার ভরতের অনুগত, সুতরাং একের মৃত্যু উভয়কেই গ্রাস করিবে। এদিকে তনয়দিগকে অকালে কালকবলে পতিত দেখিয়া, আর্য্যা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সমুদায় অনর্থের হেতুভূতা আর্য্যা কৈকেয়ী, ইহাঁরা "হা হতোস্মি" বলিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় অমনি ভূতলে পতিত, মূর্চ্ছিত ও পরিশেষে প্রবল পুত্র শোকানলে ভস্মসাৎ হইয়া সর্ব্বদুঃখহরা মহানিদ্রাকেই আশ্রয় লইবেন, এবং রাজপুরীর তাদৃশী মহতী দুর্গতি নিরীক্ষণ করিয়া, পুরবাসীরাও যে জীবিত থাকিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি?

আবার এদিকে পরম উপকারী মিত্রের দুর্নিবার বিরহ বেদনায় অধীর হইয়া মিত্রবৎসল কপিরাজ সুগ্রীব দেহত্যাগ করিবেন। তাঁহার বিরহে তপস্বিনী রুমা ও ভার্য্যা তারাও আর অধিক কাল বাঁচিবেন না। যুবরাজ অঙ্গদ একেই ত পিতৃশোকে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, ইহার পর আবার মাতৃশোক ও পিতৃশোক উপস্থিত হইলে, শোকে শোকে তিনি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। ভর্ত্তৃমরণ দুঃখে দুঃখিত হইয়া অনাথ বানরগণ দিবানিশি মস্তকে তল প্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত করিবে। তাঁহার আশ্রিত শাখামৃগেরা অনাথ হইয়া, সর্ব্বদা "হা নাথ!" বলিয়া রোদন করিতে থাকিবে। বন, উপবন, শৈল ও গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া কেহ আর সানন্দে ক্রীড়া করিবে না। স্বামী শোকে অধীর হইয়া পুত্র কলত্র সহ কেহ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে সম বিষম স্থানে পতিত হইয়া, দেহ বিসর্জন করিবে, এবং কেহ কেহ "হা নাথ!" বলিয়া বিষপান, কেহ "হায় কি হইল" বলিয়া উদ্বন্ধন, কেহ "এ পাপ দেহে আর প্রয়োজন কি" বলিয়া অনল প্রবেশ ও কেহ কেহ "শূণ্য কিস্কিন্ধায় থাকিয়া আর ফল কি" বলিয়া উপবাস বা শস্ত্রাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে জীবন বিসর্জন করিবে। অতএব আমি আর কিস্কিন্ধায় যাইব না। এ পাপ জীবনও রাখিব না; এবং দগ্ধমুখও আর কাহাকে দেখাইব না। আমি প্রায়োপবেশনে বা অদ্যই অনলে প্রবেশ করিয়া এ পাপ দেহ বিসর্জন করিব। আমি এই দণ্ডেই বড়বামুখে

প্রবেশ করিব, বা সাগরসলিলে পতিত অথবা সাগরস্থিত অতি ভীষণ হিংস্র সত্বগণের উদরস্থ হইয়া সকল সন্তাপ অপসারিত করিব। কিন্তু এ শোকাবহ সংবাদ লইয়া আমি প্রাণ থাকিতে কোন ক্রমেই কপীশ্বরের সন্নিহিত হইতে পারিব না। হায়! আমার এত যত্ন, এত প্রয়াস সমুদায় নিষ্ফল হইয়া গেল। এই সুবিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন, এই দুষ্প্রবেশ লঙ্কা পুরী প্রবেশ, একমাত্র ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আমি সমুদায়েরই মূলচ্ছেদ করিয়া ফেলিলাম। হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য! আমা হইতে কি সর্ব্বনাশের ব্যাপারই সংঘটিত হইল। আমি কোপান্ধ হইয়া, জগদ্বিখ্যাত ইক্ষাকুবুল, ও সুবিস্তীর্ণ কপি কুল, উভয় কুলেরই ধুমকেতু স্বরূপ হইলাম। আমা হইতে যখন ধর্ম্ম, অর্থ সমুদায়ই বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন এ ছার জীবনে আর আমার প্রয়োজন কি?

সুধীর হনূমান্ এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে পূর্ব্বানুভূত শুভ নিমিত্ত সমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন; না না, সেই কুন্দনিন্দিতদশনা পদ্মপলাসনয়না সুনাসা সীতা সতী, ভস্মসাৎ হইয়া কখনই দেহত্যাগ করেন নাই। একমাত্র পাতিব্রত্য তেজই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, সন্দেহ নাই? অগ্নি কি কখন অগ্নিকে ভস্মসাৎ করিতে পারে? যাহাঁর প্রভাবে অগ্নি আমার লাঙ্গুল মাত্রও দগ্ধ করিতে পারেন নাই, লঙ্ঘন

সময়ে যাঁহার মহীয়সীশক্তি প্রভাবে আমি অনন্ত সাগর মধ্যে বিশ্রামার্থ হিরণ্যগর্ভ মৈনাক গিরির দর্শন পাইলাম, সেই অসিতেক্ষণা সাক্ষাৎ কমলা কি সামান্য অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারেন? বরং তপস্যা, সত্য, ও পাতিব্রত্য তেজঃপ্রভাবে তিনিই অগ্নিকে ভস্মসাৎ করিতে পারেন।

হনূমান্ এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ বিমানারোহণে তথায় উপনীত হইয়া সবিস্ময়ে পরস্পর কহিতে লাগিলেন; অহো! মহাত্মা হনূমানের কার্য্য কি দুরবগাহ, কি অদ্ভুত! ঘোরতর অনল প্রজ্বলিত করিয়া সমস্ত লঙ্কা পুরী দাহ করিয়া ফেলিলেন। এই প্রসঙ্গে কত শত রাক্ষস ও রাক্ষসী অকালে কাল-কবলে পতিত হইল, আবাল বৃদ্ধ বনিতাদিগের তুমুল কোলাহলে সমস্ত পুরী গিরিকন্দরের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইল, ক্রন্দন ধ্বনিতে ও হাহাকার রবে দিক্ বিদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। এই লঙ্কা নগরী সমগ্রা অট্টালিকার সহিত একেবারে ভস্মীভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু আর্য্যা জানকী অক্ষত শরীরে পূর্ব্বের ন্যায়ই অবস্থিত রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আমরা এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কদাচ প্রত্যক্ষ করি নাই এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পর নানা প্রকার আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

হনূমান্ সেই সমস্ত সিদ্ধচারণদিগের মুখনির্গলিত তাদৃশ সুমধুর বাক্যাবলী কর্ণগোচর করিয়া মনে মনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অভীষ্টলাভে

চরিতার্থ হইয়া পুনর্ব্বার জানকী সন্নিধানে গমনার্থ সমুদ্যত হইলেন।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা পবনকুমার পুনর্ব্বার সেই শিংশপা-তরুমূলস্থিতা পতিদেবতা ধরিত্রীসুতার সন্নিহিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! অয়ি ভূতল-বিহারিণী কমলে! আপনারে পূর্ব্ববৎ অবস্থিত দেখিয়া আমি যে কত দূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আর্য্যে! আপনার প্রসাদাৎ আমার সকল আশা সফল হইয়াছে, এক্ষণে বিদায় হইলাম, এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ তদীয় পাদপদ্মে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। জানকী পবনকুমারকে গমনার্থ সমুদ্যত দেখিয়া, তাহার প্রতি সাদরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং সজলায়ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, কপিবর! আর অধিক কি কহিব, তুমি এখানে থাকায় আমার শোক প্রবাহ যেন অনেক অংশে মন্দীভূত হইয়াছে। তুমি প্রস্থান করিলে, পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে জীবিত থাকিব, তদ্বিষয়ে আমার আর বিশ্বাস নাই। পবনকুমার! নিতান্ত প্রিয় কার্য্য বলিয়াই হউক, কি অবলাজনোচিত অনভিজ্ঞতা প্রভাবেই হউক, আমার

স্বহস্তে রাক্ষসকুল উন্মূলিত করিবেন বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। বিশেষ রাক্ষসেরা আমাকে বন্ধন করিয়া যদি সমস্ত নগরে লইয়া বেড়ায়, তাহা হইলে আমার আরও একটী বৃহৎ ফল লাভ হইবে ইতিপূর্ব্বে রাত্রিযোগে কেবল সামান্যাকারে পুরী দর্শন করিয়াছিলাম, দুর্গভাগ বিশেষরূপে দেখিতে পাই নাই, সম্প্রতি এই এক সুযোগে দিবাভাগে উত্তমরূপেই দেখিয়া লইব: অতএব ইহাদের এখন যাহাই ইচ্ছা হয়, করুক, কিছুকাল ইহাদের বাধ্য হইয়াই থাকিব, এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া হনূমান্ তৎকালে একেবারে দুর্ব্বলের ন্যায় হইয়া রহিলেন।

এদিকে ক্রুরাশয় রাক্ষসেরা শঙ্খভেরী প্রভৃতি নানা-প্রকার বাদ্য বাদন পূর্ব্বক মহা আমোদে তাঁহাকে লইয়া লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং তাহাদের স্বকৃত কার্য্যের উল্লেখ করিয়া সদর্পে ও কত প্রকার গর্ব্বিত বাক্যে নানাবিধ শ্লাঘা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুধীর হনূমান্ স্বকার্য্য সাধনার্থ তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিলেন না, বরং সমধিক আহ্লাদিত হইয়াই অকাতরে নানাস্থান প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে কত প্রকার বিচিত্র বিমান, কত প্রকার সংবৃত ভূমিভাগ, সুবিভক্ত চত্বর, রথ্যা, উপরথ্যা ও চতুষ্পথ প্রভৃতি কত স্থান নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহারে প্রত্যেক চতুষ্পথে ও রাজমার্গে লইয়া গিয়া, "হনূমান্

শত্রুদিগের দূত হইয়া লঙ্কায় আসিয়াছিল, তাহার এই পরিণাম।” এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল।

হনূমানের লাঙ্গূলবহ্নি ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত। তদ্দর্শনে বিরূপাক্ষীনাম্নী এক নিশাচরী জানকীর সন্নিহিত হইয়া কহিল; জানকি! লঙ্কেশ্বরের সহিত শত্রুতা করিয়াও কি কেহ সুখী হইতে পারে? কখনই না। ঐ দেখ, যে বানর তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া, লঙ্কেশ্বরের কোপ কটাক্ষের লক্ষিত হইয়াছিল, অধুনা স্বকৃত কার্য্যের সমুচিত পরিণামই ভোগ করিতেছে. “হুহু” শব্দে লাঙ্গূল দগ্ধ হইতেছে, এবং যেন নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় সমস্ত নগরেও ভ্রমণ করিতেছে। শ্রবণমাত্র বৈদেহী অতিমাত্র শোকাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়! তবে বুঝি আমার আর উদ্ধার হইল না! হনূমান্ যদি দগ্ধ হইয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে, আর্য্যপুত্রের নিকট এ চিরদুঃখিনীর দুঃখনিচয় আর কে জানাইবে? হা বিধাতঃ! জানিলাম, তুমি আমার প্রতি নিতান্তই বিমুখ। এই বলিয়া জানকী তৎকালে বহ্নিদেবতার উপাসনা করিয়া কহিলেন;—হে ভগবান্ বহ্নিদেব! আমি যদি কখন স্বামীসেবা করিয়া থাকি, যদি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি আমার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শিয়া না থাকে, যদি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যও সঞ্চয় করিয়া থাকি, হে দেবপ্রধান অগ্নিদেব! তবে তাহারই ফলে সম্প্রতি পবনকুমারের সম্বন্ধে শীতল মূর্ত্তি ধারণ করুন।

আহা! জনকাত্মজার কি আশ্চর্য্য পাতিব্রত্য তেজ! বহ্নিদেব তৎকালে সীতার উপাসনায় পরম আহ্লাদিত এবং "অন্যথাচরণ করিলে, তদীয় তাদৃশ খরতর পাতিব্রত্য তেজে নিশ্চয় আমাকেও ভস্মীভূত হইতে হইবে," এই ভয়ে ভীত হইয়াই যেন স্বয়ং তীক্ষ্ণাদি গুণসম্পন্ন হইয়াও হনূমানের সম্বন্ধে অনুকুল হইয়া সুখসেব্যভাবে জ্বলিতে লাগিলেন। তদীয় লাঙ্গূলানল-সংস্পর্শী পবনদেবও সুতরাং তৎকালে প্রালেয়ানিলের ন্যায় শীতলভাবে ও স্বাস্থ্যকর রূপে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে হনূমান্ সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, অহো! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই প্রদীপ্ত অনল কেবল আমার লাঙ্গূলমাত্র দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু আমার অন্য অবয়ব সর্ব্বথা অক্ষতই রহিয়াছে. আর ইহাতে দাহ যন্ত্রণাও কিছুমাত্র অনুভূত হইতেছে না, ইহার কারণ কি? অগ্নি স্পর্শে কোথা অসহ্য বেদনা অনুভূত হইবে, না বোধ হইতেছে যেন আমার লাঙ্গূলে শিশির রাশি পতিত হইতেছে। একি আর্য্য রামেরই অলৌকিক মহিমা! লঙ্ঘন সময়ে সাগরমধ্যে রামের প্রভাবে যেমন এক আশ্চর্য্য পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম, তদ্রূপ তিনিই কি এ আশ্চর্য্য ঘটনারও কারণীভূত! কেনই বা না হইবেন, যাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া সাগর মধ্যস্থিত মৈনাক পর্ব্বতও তাদৃশ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার উপকারার্থ চিরোপাসিত বহ্নিদেব যে শীতল মুর্ত্তি ধারণ করিবেন তাহাতে আর

আশ্চর্য্য কি? অথবা আমার পিতৃদেবের সহিত তাঁহার যেরূপ বন্ধুতা জগতীতলে প্রথিত আছে, বুঝি সেই অভিন্ন ভাবের অনুরোধেই তিনি আমাকে ভস্মসাৎ করিতেছেন না।

এই রূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া হনূমান্ পুনর্ব্বার অনন্তর কর্ত্তব্য সমুদায় উল্লেখ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন; পরাক্রম সত্ত্বে প্রতিকারের চেষ্টা না করাও ত নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য, আমার পরাক্রম ও বল বীর্য্য যখন ইহাদের অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক, তখন আমি দুর্ব্বলের ন্যায় ইহাদের বাধ্য হইয়া আছি কেন? অতএব আমার এখন বল বীর্য্য প্রকাশ করাই উচিত হইতেছে। এই বলিয়া মহাবীর মারুতকুমার বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিবার মানসে মহাবেগে এক লম্ফ প্রদান করিলেন, এবং জলদগম্ভীর রবে গর্জন করিতে করিতে সেই শৈলশৃঙ্গসম তোরণ দ্বারে উপনীত হইলেন। পবনাত্মজ বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য প্রথমতঃ পর্ব্বতের আকার স্বীয় আকার বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন, তৎপরক্ষণেই আবার এত খর্ব্ব হইয়া পড়িলেন, যে বন্ধন সকল তৎক্ষণাৎ স্খলিত ও শিথিল হইয়া গেল। অনন্তর এই রূপে বন্ধনমুক্ত হইয়া পবনকুমার পুনর্ব্বার নিজশরীর শৈলপ্রমাণ করিয়া ক্রোধপরীত নেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তোরণস্থিত এক কালায়স গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা রক্ষক রাক্ষস দিগকে অনবরত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর হনূমান্ উদয়াচলস্থিত অংশুমালীর ন্যায় লাঙ্গূলবহ্নি দ্বারা প্রকাশমান হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সাতিশয় উৎসাহের সহিত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; যাহাতে দুরাত্মাদিগের ক্রুর অন্তঃকরণে নিতান্ত সন্তাপ উপস্থিত হয়, সম্প্রতি তাদৃশ কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি উহাদের পরম রমণীয় স্থান উপবন ভগ্ন করিয়াছি, কতকগুলি বলবান্ রাক্ষসেরও প্রাণ সংহার করিয়াছি, কেবল দুর্গ সকল বিনষ্ট করাই অবশিষ্ট আছে। দুর্গ বিনাশের পর আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা অল্পায়াসসাধ্য। আমার বৃহৎ লাঙ্গূলে এই যে ভগবান্ হব্যবাহন প্রদীপ্ত ভাবে জ্বলিতেছেন, লঙ্কাস্থিত উত্তম উত্তম গৃহ সকল দ্বারা সম্প্রতি উহাঁর তর্পণ করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া প্রদীপ্তলাঙ্গূল মহাকপি তৎকালে বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত সন্ধ্যাম্ভোদের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন এবং লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পরম আহ্লাদে রাক্ষসদিগের এক ভবন হইতে ভবনান্তরে এবং তথা হইতে অন্য ভবনে পতিত হইতে লাগিলেন। রাবণের মন্ত্রিদিগের মধ্যে প্রহস্তই সর্ব্বপ্রধান, এই ভাবিয়া হনূমান্

সর্ব্বাগ্রেই তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। তদনন্তর তিনি দ্বিতীয় লম্ফে মহাপার্শ্ব নামক নিশাচরের ভবনে কালানলশিখা-সম জ্বলন্ত অনল সংলগ্ন করিয়া দিলেন, তৎপরে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ ও ইন্দ্রজিতের স্বর্ণ অট্টালিকা সকল জ্বলন্ত হুতাশনে একেবারে ছার খার করিয়া ফেলিলেন, এবং পরিশেষে জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু ও ব্রহ্মশত্রু প্রভৃতি বহুসংখ্য রাক্ষসের দিব্য ভবন সমুদায় একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া দিলেন। কেবল শ্রীমান্ বিভীষণকে পরম ধার্ম্মিক জানিয়া, তাঁহার গৃহই ভস্মীভূত করিলেন না।

অনন্তর কপিকুঞ্জর মহাবীর মারুততনয় অবলীলাক্রমে ঐ সমস্ত ক্রুর নিশাচরদিগের তাদৃশ দিব্য বৈভব-বিভূষিত রমণীয় প্রাসাদমালা নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিয়া, পরিশেষে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকেতনে সহর্ষে উপনীত হইলেন, এবং এক লম্ফে উত্থিত হইয়া সেই দিব্য শোভা-বিভূষিত প্রধান ভবনলাঙ্গুলস্থ প্রদীপ্ত বহ্নি দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া, যুগান্ত জলদের ন্যায় ঘোর রবে এক বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বানরপ্রদত্ত অনল সহসা অনিল সংযোগে চতুর্দ্দিক হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত, পরিবর্দ্ধিত এবং নিমেষ মধ্যে নানাগৃহে পরিচালিত হইতে লাগিল। তৎকালে নিশাচরদিগের মণি মুক্তামণ্ডিত কাঞ্চনবাতায়ন-পরিশোভিত নানারত্ন-

সমলঙ্কৃত বিচিত্র ভবন সকল সেই প্রবল বহ্নি-যোগে ভস্মীভূত হইয়া বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল, পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন সিদ্ধগণের আবাস ভবন সমুদায়ই যেন অম্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছে। এদিকে রাক্ষসগণ স্ব স্ব গৃহ রক্ষায় সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া প্রাণভয়ে তুমুল কোলাহল করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং শুষ্ক মুখে কহিতে লাগিল ;—ওহে! শীঘ্র পলায়ন কর, হনুমান্ সামান্য বীর নহে,ইহার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। এ অগ্নি তাহারই প্রদত্ত,জানি না,দুরাত্মার আর বা কতই দুরভিসন্ধি আছে। অপর কতকগুলা রাক্ষসী দুগ্ধ পোষ্য বালক ক্রোড়ে করিয়া "হা তাত! হা মাতঃ!" বলিয়া রোদন করিতে করিতে শশব্যস্তে ভবন হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। এবং কোন কোন কামিনীরা আলুলায়িত কেশে স্খলিত বসনে ভবন হইতে বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। হীরক, বিদ্রুম ও বৈদূর্য্যমণি-গুম্ফিত মুক্তামালা ও রজত কাঞ্চন প্রভৃতি রত্ন ও ধাতু সকল অগ্নি দাহে দ্রবীভূত হইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে নদীস্রোতের ন্যায় বহির্গত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে লঙ্কানগরীর শোভা নিতান্তই হতশ্রী হইয়া উঠিল। শত শত রাক্ষস কালকবলে পতিত হইল, কিন্তু মহাবীর মারুতকুমার হুতাশনের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি তখন ত্রিপুরান্ত-

কারী ভগবান্ রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসেরা শোকে মোহে ও ভয়ে যুগপৎ জড়ীভূত হইয়া সবিস্ময়ে পরস্পর কহিতে লাগিল; অহো! হনূমানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমরা অনেক অনেক বলবান্ বানর দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অচিন্তনীয় বানর ত কখন নেত্রগোচর করি নাই। ইনি কি স্বয়ং বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র? না সাক্ষাৎ কৃতান্ত, রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার জন্য বানররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি কি অমিতবল ভগবান্ প্রভঞ্জন? না প্রত্যক্ষ সোম দেব, কি স্বয়ং অগ্নিদেব, কি সূর্য্যদেব, কি ধনাধিপতি কুবের? জানিনা, রাক্ষসকুল অকুল শোক সাগরে ভাসাইবার জন্য আজ কোন্ দেব লঙ্কাধামে উপনীত হইলেন। অথবা এ অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত বৈষ্ণব তেজ রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিবার জন্য মায়াবলে কপিরূপে সমাগত হইয়াছেন, কিম্বা সর্ব্বলোক-পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মাই কোন কারণে প্রকোপিত হইয়া বানরচ্ছলে লঙ্কাধামে আসিয়াছেন? নতুবা এতাদৃশ অপ্রতিম তেজ কপিজাতির মধ্যে ত আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। এই বলিয়া তাহারা এক দিকে পরস্পর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

অপর দিকে কতকগুলা নিশাচরী হস্ত্যশ্ব রথসঙ্কুলা দিব্য বৈভব- বিভূষিতা লঙ্কানগরী একেবারে ভস্মীভূত হইতেছে, দেখিয়া, "হা তাত! হা মাতঃ! হা পুত্র! হা মিত্র! হা কান্ত!" বলিয়া আকুলস্বরে রোদন ও চীৎকার করিতে

আরম্ভ করিল। অপর কেহ কেহ সহসা এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ত্রস্ত, বিষণ্ণ ও নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। যেমন স্বয়ম্ভূ রোষে উপহতা অবলা, তদ্রূপ অগ্নিজ্বালাঙ্কিতা লঙ্কা-নগরীকে প্রত্যক্ষ করিয়া, হনূমান্ অপার আহ্লাদিত হইলেন।

ঐ সময়ে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পন্নগ ও সমস্ত ভূতগণ হনূমানের তাদৃশ অচিন্তনীয় কার্য্যদর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন; অহো! ত্রিলোক মধ্যে হনূমান্‌ই প্রকৃত বীর, ইহাঁর যেরূপ অনন্য-সুলভ কার্য্য আমরা আজ প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে জগতের বিপদ অচিরকাল মধ্যেই বিদূরিত হইবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাঁহারা পবনকুমারকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অমিত-বিক্রম হনূমান্ এই রূপে সংগ্রামে বহুসংখ্য রাক্ষস গণের প্রাণ সংহার, রমণীয় উদ্যান ভগ্ন ও লাঙ্গূলবহ্নিদ্বারা—সমস্ত লঙ্কা নগরী দগ্ধ করিয়া বিচিত্র প্রাসাদ শৃঙ্গাগ্রে উপবেশন পূর্ব্বক ভগবান্ অর্চ্চিমালীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সাগর জলে সেই প্রজ্বলিত লাঙ্গূল প্রক্ষিত করিয়া, অগ্নি নির্ব্বাণ করিলে, দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ভূতগণ বিস্ময়োৎ-ফুল্লনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর সুধীর পবনাত্মজ সরাক্ষসা সকাননা সমগ্রা লঙ্কা দগ্ধা ও বিধ্বস্থা করিয়া অপার দুঃখে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; অহো! আমি আজ লঙ্কা নগরীকে ভস্মসাৎ করিয়া কি কার্য্যই করিলাম! হায়! আমি প্রাকৃত লোকের ন্যায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া যখন অকাতরে এমন লোমহর্ষণ কার্য্য ও অনুষ্ঠান করিলাম, তখন সাধুসভায় আমি কোন রূপেই সম্মানের পাত্র নহি। জলসেক দ্বারা যেমন প্রজ্বলিত অনল নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ যে সকল মহাত্মারা ক্রোধোদ্রেক হইলেও বুদ্ধি ও ধৈর্য্য দ্বারা তাহা আবার নিবারণ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু ও তাঁহারাই ধন্য। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য করিতে অগ্রসর না হয়? তাহারা গুরুতর লোকদিগকেও অকাতরে হত্যা করিতে পারে, এবং ঘৃণিত বাক্য দ্বারা সাধু লোকদিগকেও নানা প্রকার তিরস্কার করিতে পারে। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি বাচ্যাবাচ্য কিছুই বিচার করিতে পারে না। ক্রুদ্ধ লোকের অকার্য্য ও অবক্তব্য কিছুই নাই। সর্পেরা যেমন প্রকৃত সময়ে জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যাঁহারা ক্ষমা দ্বারা সমুত্থিত কোপের নিরাকরণ করিতে পারেন, তাঁহারাই সৎপুরুষ।

হায়! আমি কি দুর্ব্বুদ্ধি, আমি কি নির্লজ্জ, আমি কি পাপিষ্ঠ! আমি পাপ ক্রোধের বশীভূত হইয়া সমগ্রা লঙ্কা নগরীকে ভস্মীভূত করিলাম, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর্য্যা জনকাত্মজাও যে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছেন, কোপ-প্রভাবে অগ্নি প্রদান সময়ে আমি ইহার কিছুই বিবেচনা করিতে পারি নাই। হায়! আমি স্বামি-কার্য্য সম্পাদনার্থ আসিয়াও একেবারে তাহার মূল পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিয়া ফেলিলাম। আর্য্যা জানকী যে লঙ্কায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা আলোচনা না করিয়া আমি সর্ব্বথাই নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছি। যাহার জন্য এত যত্ন, এত প্রয়াস ও প্রাণ পণে এতই উদ্যোগ করিলাম, বুদ্ধি দোষে সে সকলই স্বয়ং বিনষ্ট করিয়া ফেলিলাম। হায়! পূর্ব্বে আর্য্যা জানকীরে রক্ষা না করিয়া, আমি নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় কেনই বা লঙ্কা দগ্ধ করিলাম। কেনই বা আমার এ পাপ বুদ্ধি উপস্থিত হইল। আর্য্যা যখন এই লঙ্কা ধামেই অবস্থান করিতেছেন, তখন তিনি যে জীবিত আছেন, কোনমতেই বিশ্বাস হয় না। অবশ্যই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া হনুমান্ অপার দুঃখের সহিত আবার ভাবিতে লাগিলেন। হায়! তবে আর আমি এখন কিরূপে কোন্ প্রাণে প্রত্যাগমন করিব। কিরূপেই বা আমি এখন কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিব, সমুদায় প্রয়াসের মূলোচ্ছেদ করিয়া

আমি এখন কোন্ প্রাণে সেই নরশার্দ্দূল আর্য্য দাশরথির সন্নিধানে গমন করিব। হায়! "বানরদিগের কার্য্যাকার্য্য কিছুই জ্ঞান নাই" বলিয়া যে একটী প্রবাদ আছে অদ্য আমি রোষাবেশে অন্ধ হইয়া তাহাই সপ্রমাণ করিলাম। আমাকে ধিক্, আমার এত যত্ন, এত প্রয়াস কিছুই কোন কার্য্যেই পরিণত হইল না! হায়! জানকী লঙ্কা দাহে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, এ সর্ব্বনাশের কথা শুনিলে আর্য্যরাম ও লক্ষ্মণ অমনি মূৰ্চ্ছিত, ধরাতলে পতিত হইয়া যে দেহত্যাগ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কপিরাজ সুগ্রীব তাদৃশ সরল মিত্রের বিরহে কখন জীবিত থাকিতে পারিবেন না, তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিবেন, এবং এ সর্ব্বনাশের কথা শুনিলে ভ্রাতৃবৎসল ভরতও কখন জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। সুধীর শত্রুঘ্নও আবার ভরতের অনুগত, সুতরাং একের মৃত্যু উভয়কেই গ্রাস করিবে। এদিকে তনয়দিগকে অকালে কালকবলে পতিত দেখিয়া, আর্য্যা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সমুদায় অনর্থের হেতুভূতা আর্য্যা কৈকেয়ী, ইহারা "হা হতোস্মি" বলিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় অমনি ভূতলে পতিত, মূৰ্চ্ছিত ও পরিশেষে প্রবল পুত্র শোকানলে ভস্মসাৎ হইয়া সর্ব্বদুঃখহরা মহানিদ্রাকেই আশ্রয় লইবেন, এবং রাজপুরীর তাদৃশী মহতী দুর্গতি নিরীক্ষণ করিয়া, পুরবাসীরাও যে জীবিত থাকিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি?

আবার এদিকে পরম উপকারী মিত্রের দুর্নিবার বিরহ বেদনায় অধীর হইয়া মিত্রবৎসল কপিরাজ সুগ্রীব দেহত্যাগ করিবেন। তাঁহার বিরহে তপস্বিনী রুমা ও ভার্য্যা তারাও আর অধিক কাল বাঁচিবেন না। যুবরাজ অঙ্গদ একেই ত পিতৃশোকে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, ইহার পর আবার মাতৃশোক ও পিতৃশোক উপস্থিত হইলে, শোকে শোকে তিনি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। ভর্ত্তৃমরণ দুঃখে দুঃখিত হইয়া অনাথ বানরগণ দিবানিশি মস্তকে তল প্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত করিবে। তাঁহার আশ্রিত শাখামৃগেরা অনাথ হইয়া, সর্ব্বদা "হা নাথ!" বলিয়া রোদন করিতে থাকিবে। বন, উপবন, শৈল ও গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া কেহ আর সানন্দে ক্রীড়া করিবে না। স্বামী শোকে অধীর হইয়া পুত্র কলত্র সহ কেহ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে সম বিষম স্থানে পতিত হইয়া, দেহ বিসর্জন করিবে, এবং কেহ কেহ "হা নাথ!" বলিয়া বিষপান, কেহ "হায় কি হইল" বলিয়া উদ্বন্ধন, কেহ "এ পাপ দেহে আর প্রয়োজন কি" বলিয়া অনল প্রবেশ ও কেহ কেহ "শূন্য কিষ্কিন্ধায় থাকিয়া আর ফল কি" বলিয়া উপবাস বা শস্ত্রাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে জীবন বিসর্জন করিবে। অতএব আমি আর কিষ্কিন্ধায় যাইব না। এ পাপ জীবনও রাখিব না; এবং দগ্ধমুখও আর কাহাকে দেখাইব না। আমি প্রায়োপবেশনে বা অদ্যই অনলে প্রবেশ করিয়া এ পাপ দেহ বিসর্জন করিব। আমি এই দণ্ডেই বড়বামুখে

প্রবেশ করিব, বা সাগরসলিলে পতিত অথবা সাগরস্থিত অতি ভীষণ হিংস্র সত্বগণের উদরস্থ হইয়া সকল সন্তাপ অপসারিত করিব। কিন্তু এ শোকাবহ সংবাদ লইয়া আমি প্রাণ থাকিতে কোন ক্রমেই কপীশ্বরের সন্নিহিত হইতে পারিব না। হায়! আমার এত যত্ন, এত প্রয়াস সমুদায় নিষ্ফল হইয়া গেল। এই সুবিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন, এই দুষ্প্রবেশ লঙ্কা পুরী প্রবেশ, একমাত্র ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আমি সমুদায়েরই মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিলাম। হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য! আমা হইতে কি সর্ব্বনাশের ব্যাপারই সংঘটিত হইল। আমি কোপান্ধ হইয়া, জগদ্বিখ্যাত ইক্ষাকুকুল, ও সুবিস্তীর্ণ কপি কুল, উভয় কুলেরই ধূমকেতু স্বরূপ হইলাম। আমা হইতে যখন ধর্ম্ম, অর্থ সমুদায়ই বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন এ ছার জীবনে আর আমার প্রয়োজন কি?

সুধীর হনূমান্ এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে পূর্ব্বানুভূত শুভ নিমিত্ত সমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন; না না, সেই কুন্দনিন্দিতদশনা পদ্মপলাশনয়না সুনাসা সীতা সতী, ভস্মসাৎ হইয়া কখনই দেহত্যাগ করেন নাই। একমাত্র পাতিব্রত্য তেজই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, সন্দেহ নাই? অগ্নি কি কখন অগ্নিকে ভস্মসাৎ করিতে পারে? যাঁহার প্রভাবে অগ্নি আমার লাঙ্গূল মাত্রও দগ্ধ করিতে পারেন নাই, লঙ্ঘন

সময়ে যাঁহার মহীয়সীশক্তি প্রভাবে আমি অনন্ত সাগর মধ্যে বিশ্রামার্থ হিরণ্যগর্ভ মৈনাক গিরির দর্শন পাইলাম, সেই অসিতেক্ষণা সাক্ষাৎ কমলা কি সামান্য অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারেন? বরং তপস্যা, সত্য, ও পাতিব্রত্য তেজঃপ্রভাবে তিনিই অগ্নিকে ভস্মসাৎ করিতে পারেন।

হনূমান্ এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ বিমানারোহণে তথায় উপনীত হইয়া সবিস্ময়ে পরস্পর কহিতে লাগিলেন; অহো! মহাত্মা হনূমানের কার্য্য কি দুরবগাহ, কি অদ্ভুত! ঘোরতর অনল প্রজ্বলিত করিয়া সমস্ত লঙ্কা পুরী দাহ করিয়া ফেলিলেন। এই প্রসঙ্গে কত শত রাক্ষস ও রাক্ষসী অকালে কাল কবলে পতিত হইল, আবাল বৃদ্ধ বনিতাদিগের তুমুল কোলাহলে সমস্ত পুরী গিরিকন্দরের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইল, ক্রন্দন ধ্বনিতে ও হাহাকার রবে দিক্ বিদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। এই লঙ্কা নগরী সমগ্রা অট্টালিকার সহিত একেবারে ভস্মীভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু আর্য্যা জানকী অক্ষত শরীরে পূর্ব্বের ন্যায়ই অবস্থিত রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আমরা এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কদাচ প্রত্যক্ষ করি নাই এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পর নানা প্রকার আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

হনূমান্ সেই সমস্ত সিদ্ধচারণদিগের মুখনির্গলিত তাদৃশ সুমধুর বাক্যাবলী কর্ণগোচর করিয়া মনে মনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অভীষ্টলাভে

চরিতার্থ হইয়া পুনর্ব্বার জানকী সন্নিধানে গমনার্থ সমুদ্যত হইলেন।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা পবনকুমার পুনর্ব্বার সেই শিংশপা-তরুমূলস্থিতা পতিদেবতা ধরিত্রীসুতার সন্নিহিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! অয়ি ভূতল-বিহারিণী কমলে! আপনারে পূর্ব্ববৎ অবস্থিত দেখিয়া আমি যে কত দূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আর্য্যে! আপনার প্রসাদাৎ আমার সকল আশা সফল হইয়াছে, এক্ষণে বিদায় হইলাম, এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ তদীয় পাদপদ্মে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। জানকী পবনকুমারকে গমনার্থ সমুদ্যত দেখিয়া, তাহার প্রতি সাদরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং সজলায়ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, কপিবর! আর অধিক কি কহিব, তুমি এখানে থাকায় আমার শোক প্রবাহ যেন অনেক অংশে মন্দীভূত হইয়াছে। তুমি প্রস্থান করিলে, পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে জীবিত থাকিব, তদ্বিষয়ে আমার আর বিশ্বাস নাই। পবনকুমার! নিতান্ত প্রিয় কার্য্য বলিয়াই হউক, কি অবলাজনোচিত অনভিজ্ঞতা প্রভাবেই হউক, আমায়

মনে যেন নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। তোমার সহায়ভূত বানরগণ, কপিরাজ সুগ্রীব, আর্য্য রাম এবং লক্ষ্মণ, ইহাঁরা যে কিরূপে কি উপায় অবলম্বন করিয়া, এই দুস্তর জলধি পার হইবেন, আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি, সাগর লঙ্ঘন বিষয়ে পক্ষিরাজ বিনতাতনয়, পবনদেব আর তোমারই কেবল সামর্থ্য আছে, তদ্ভিন্ন ত আর কাহারও জলধি লঙ্ঘনে সামার্থ্য নাই।

তৎশ্রবণে হনুমান্ কহিলেন, রাজনন্দিনি! আপনার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই এত আশঙ্কা করিতেছেন। আমি ত পূর্ব্বেই কহিয়াছি, সেই অসামান্য পরাক্রমশালী কপিরাজ সুগ্রীব, যাহাঁর নিদেশপালনে মহাবল পরাক্রান্ত কোটি কোটি সংগ্রামকুশল বানব তৎপর রহিয়াছে, তিনি স্বয়ং যখন আপনার উদ্ধারার্থ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন আর সামান্য সাগর লঙ্ঘনের জন্য এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? ঐ সমস্ত কপিকুল এরূপ পরাক্রমশালী, যে তাহা বর্ণনা করাও আমার সাধ্যাতীত। তুচ্ছ সাগর লঙ্ঘন কেন? কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, উহাদের গতি সর্ব্বত্রই অব্যাহত। অতএব আর্য্যে! আপনি আর চিন্তা করিবেন না, আর অনর্থক শোকাকুলও হইবেন না; দেখিবেন, সেই মহাবল কপিরাজ সুগ্রীব অচির কাল মধ্যেই কোটি কোটি কপিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া আসিবেন, এবং সেই দ্বিতীয় চন্দ্র সূর্য্যবৎ প্রতিভা-

সম্পন্ন নরশার্দ্দূল আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ সমরে শত্রুকুল সমূলে শমনালয়ে প্রেরণ করিয়া, অকুতোভয়ে আপনাকে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। অতএব রাজনন্দিনি! আপনি আশ্বস্ত হউন, কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া থাকুন, আপনার শত্রুকুল অচির কাল মধ্যেই সমূলে নিহত হইবে, হইলে, দেবী রোহিণী যেমন পরম আহ্লাদে ভগবান্ চন্দ্রমার সহিত মিলিত হন, আপনিও তদ্রূপ সেই শরচ্চন্দ্রবৎ প্রভাসম্পন্ন আর্য্য রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গতা হইয়া, সকল শোক, সকল সন্তাপ ও সকল মনস্তাপ বিসর্জন করিবেন, সন্দেহ নাই।

সুধীর পবনতনয় এই রূপে শোকাকুলা জানকীরে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক গমনার্থ পুনর্ব্বার তদীয় পাদপদ্মে ভূয়োভূয়ঃ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি লঙ্কানগরীস্থ প্রধান প্রাধান রাক্ষসী সেনার প্রাণ সংহার, লঙ্কাপুরী দাহ ও নানাপ্রকারে দুর্দ্দান্ত দশাননকেও বঞ্চনা করিয়া এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অধুনা কপিরাজ সুগ্রীব-সন্নিধানে গমনার্থ সমুৎসুক হইয়া, অপার আহ্লাদের সহিত অরিষ্ট নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ মনোহর গিরি নিবিড় নীরদখণ্ডের ন্যায় নীল বনরাজি দ্বারা শৈত্য ভাবাপন্ন হইয়া প্রতিনিয়ত স্থলপদ্মরূপ হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিতেছে। শৃঙ্গান্তরাবলম্বী পয়োধরমালা উহার উত্তরীয় বসনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। দিবাকরের করস্পর্শে তত্রত্য সরোজদল বিকসিত ও গৈরিকাদি নানা

বিধ ধাতুসকল উদ্ভাবিত থাকায় গিরিরাজ নিয়ত অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের স্থানে স্থানে প্রস্রবণ সকল ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। শাল, তাল, তমাল ও হিন্তাল প্রভৃতি অত্যুচ্চ পাদপরাজি শৃঙ্গদেশে বিরাজমান থাকায়, বোধ হয়, ঐ মহাপর্ব্বত যেন দিবানিশি ঊর্দ্ধবাহু হইয়াই শোভা পাইতেছে। জলপ্রপাতের গম্ভীর ধ্বনি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিধ্বনিত, সপ্তপর্ণপ্রভৃতি সরল পাদপ সকল সমীরণ হিল্লোলে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন নাট্যবিদ্যাই শিক্ষা করিতেছে। এবং পবনাহত বংশ সকল যেন আবার মধুরস্বরে বীণারব করিয়া, নাট্য বিষয়ে তাহাদের সাহায্যই করিতেছে। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অজগরেরা অমর্ষভাবে অনবরত সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। গহ্বর সকল নিয়ত নীহারে আচ্ছন্ন, বোধ হয়, পর্ব্বতরাজ যেন ভস্মাচ্ছন্ন যোগীর ন্যায় গম্ভীর মুর্ত্তি ধারণ করিয়া ধ্যান করিতেই আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যন্ত পর্ব্বত দ্বারা চারি দিক্ পরিপূর্ণ। গিরিবর মেঘমালা-পরিশোভিত অসংখ্য শিখর দ্বারা যেন আকাশে অঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক জৃম্ভনই করিতেছে। বহুবিধ কূট ও কন্দর দ্বারা উহার কোন কোন স্থল অতি রমণীয়বৎ প্রকাশ পাইতেছে। স্থানে স্থানে নানাবিধ পাদপ শ্রেণী ও পুষ্পবিস্তৃত লতা বিতানে ঐ মহাগিরি সমধিক অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। তথায় নানা প্রকার কুরঙ্গগণ সর্ব্বত্র

অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন স্থান বিবিধ ধাতু নির্গমন দ্বারা অলঙ্কৃত, শিলা সমুদায় দুর্গম, লতাপাদপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কোথাও সিদ্ধগণ পরমোল্লাসে বসতি করিতেছেন, মহর্ষিগণ মুদ্রিত নেত্রে উপাসীন হইয়া কোথাও পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন, এবং কোথাও গন্ধর্ব্বগণ প্রিয়াসহ সানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। উহার কন্দর সকল কেশরীদিগের বাসভূমি। অন্যান্য প্রদেশে শার্দ্দূলগণ দলে দলে বদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের কোন স্থলে সরোজদল-পরিশোভিত সুরম্য জলাশয়, তাহার তীরভূমিতে মণিমুক্তা প্রবাল সকল সিকতারূপে বিরাজিত ও অনতিদীর্ঘ মহীরুহ সকল রসাল ফলপুষ্পে অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে। চক্রবাক সকল সুখে বিচরণ করিতেছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমেরা তন্মধ্যে সানন্দে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোন স্থানে পবিত্র শিলা গৃহ সমস্ত বিরাজিত, অপূর্ব্ব পাদপরাজি সুশোভিত ও মেঘসঙ্কাশ সুমহৎ শিখর সকল যেন গগণমণ্ডল ভেদ করিয়াই উত্থিত হইয়াছে।

পবনকুমার রামদর্শনার্থ সমধিক উৎসাহিত ও সাতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া, ঐ পর্ব্বতের শিখরে অধিরোহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার বেগান্বিত পদভরে শিলাখণ্ড সকল চূর্ণীকৃত ও মহীরুহ সকল সশব্দে বিশীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি ভীমোরগ-নিষেবিত ভীষণ লবণ মহার্ণবের উত্তর

তীরে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত উচ্চতর শিখরে অধিরোহণ করিয়া বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তৎকালে পর্ব্বত-রাজ তদীয় বেগ প্রভাবে প্রপীড়িত, প্রকম্পিত ও পরি-চালিত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সলিল রাশি উদগার পূর্ব্বক পাদপরাজির পুষ্পসম্পত্তি সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য পাদপরাজি তদীয় বেগমথিত ও চূর্ণী-কৃত হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। সুবর্ণ ও রজতবৎ প্রভাবিশিষ্ট তদীয় জলপ্রপাত সমস্ত প্রকম্পনবেগে কোথাও বিলীন হইয়া গেল। শিখাবান্ বহ্নি যেমন অন-বরত ধূমরাশী উদগার করে, মহাবীর মারুতকুমারের বেগ-প্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অরিষ্ট পর্ব্বতও তদ্রূপ মনঃ-শিলা সহ বিশাল শিলা খণ্ড সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে তদীয় গুহাস্থিত প্রাণিগণ সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া সভয়ে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের আর্ত্তনাদ-মিশ্রিত সেই সেই কোলাহল শব্দে সকাননা পৃথিবী পরি-পূরিত ও দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কন্দরোদরস্থিত কেশরীগণের উৎকট নিনাদে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সর্পগণ সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া নীল রেখাঙ্কিত স্বীয় স্বীয় বিশাল ফণা মণ্ডল বিস্তার পূর্ব্বক রোষভরে ভয়াবহ বিষাগ্নি বমন করিয়া শিলা দংশন আরম্ভ করিল। তৎকালে মারুতনন্দনের বেগপ্রভাবে বিকম্পিত ও বিত্রাসিত হইয়া ভ্রমে রাক্ষস প্রভৃতি

ভুজগগণ এই গিরিরাজকে আলোড়িত করিতেছে, জানিয়া বিদ্যাধরীগণ ভীতা ও বিবসনা হইয়া আকুলমনে সহসা গগণ পথে উৎপতিত হইতে লাগিল, এবং বিদ্যাধরগণ সহসা এই লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, সভয়ে শুষ্ক মুখে, কেহ পানভূমিস্থিত হিরণ্ময় বিচিত্র আসন, কেহ মহামূল্য পানপাত্র সহ হেমময় কমণ্ডলু, কেহ কনকমুষ্টি পরিশোভিত সুদৃশ্য অসিলতা ও কেহ কেহ বা নিজ নিজ বিলাস সামগ্রী সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্ব বনিতাসহ স্বর্গ-রাজ্যে শশব্যস্তে প্রস্থান করিল। সেই মহাবল মারুত-কুমারের প্রভূত বেগবলে বহুসংখ্য শিখর ও অত্যুন্নত তরুরাজির সহিত প্রপীড়িত গিরিবরের কিয়দংশ রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। বিস্তারে দশযোজন ও ঊর্দ্ধে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিত ঐ পর্ব্বতের কিয়দংশ একেবারে অদৃশ্য হইয়াই পড়িল। পবনকুমার সেই অত্যুচ্চ গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, লবণমহার্ণবের কল্লোল সকল সমীরণ সহযোগে আস্ফালন পূর্ব্বক যেন বেলা ভূমি স্পর্শ করিতেছে। হনূমান্ তথায় আরোহণ পূর্ব্বক সাগরলঙ্ঘনে সমুৎসুক হইয়া আকাশ পথে উৎপতিত হইলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর মারুতকুমার সেই অসীম আকাশ সাগরে ভাসমান হইয়া দেখিতে দেখিতে মহাবেগে অনেক দূর অতিক্রম করিলেন। চন্দ্রের কিরণজাল ঐ মহাসাগরের নির্ম্মল জল, সজল জলদাবলী উহার শৈবালরূপে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্রমা বিকসিত কুসুমের ন্যায় ও তারকারাজি কুসুম কলিকা সমূহের ন্যায় এবং আকাশবিহারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ কিন্নর সকল বিকসিত কমলের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ঐ মহার্ণবের মীন পুনর্ব্বসু নক্ষত্র, মঙ্গল গ্রহ উহার গ্রাহ, স্বাতী যেন হংসাবলী, ঐরাবত উহার মহাদ্বীপ ও বাত সংঘাত উহার মহোর্ম্মিমালা রূপে বিরাজ করিতেছে। তৎকালে পবনাত্মজের ঘোরতর মূর্ত্তি দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, তিনি গগনসাগরে ভাসমান হইয়া কখন যেন গগনমণ্ডল গ্রাস করিতেছেন, কখন যেন সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা তারাধিপতির শরীর বিদীর্ণ করিতেই উদ্যত হইতেছেন, এবং কখন কখন যেন অর্কমণ্ডল ও নক্ষত্র সমূহের সহিত নভোমণ্ডল ধারণ করিতেই উদ্যত হইতেছেন। হনুমান্ নীল লোহিত ও হরিত প্রভৃতি নানাবর্ণের মেঘ মণ্ডলে এক একবার প্রবিষ্ট ও এক এক

দ্বার তথা হইতে বহির্গত হওয়ায় মেঘান্তরিত চন্দ্রমার ন্যায় কখন অনুপলক্ষিত ও কখন বখন বা উপলক্ষিতও হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনঃ পুনঃ মেঘমণ্ডল বিদারিত করিয়া গগণ সাগরের মধ্যভাগে শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং তথা হইতে সজল জলদাবলীর ন্যায় অতিঘোর নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর মারুতকুমার, লঙ্কানিবাসী প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের প্রাণ সংহার, দুর্দ্দান্ত দশাননকে অত্যন্ত ব্যথিত, তত্রত্য অপরাপর মহাবীর নিশাচরদিগকে বিত্রাসিত, লঙ্কা নগরীকে ভস্মীভূত ও নিতান্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া, তথায় নিজ নাম কীর্ত্তন এবং জনকাত্মজা জানকীরে স্বচক্ষে দর্শন ও অভিবাদন পূর্ব্বক আসিয়াছিলেন, সুতরাং মনে মনে সাতিশয় হর্ষোদয় হওয়ায়, তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী যার পর নাই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মহাবীর ক্রমে মধ্যসাগরে আগমন পূর্ব্বক পর্ব্বতরাজ মৈনাককে স্পর্শ করিয়া জ্যাবিমুক্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় অতিবেগে মহেন্দ্র নামক মহাশৈলের সমীপে উপনীত হইলেন। তিনি সেই পূর্ব্ব সুহৃদ্ মহেন্দ্রাদ্রি দর্শনে মনে মনে অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া বর্ষাসম্ভূত ঘনঘটার ন্যায় মহাশব্দে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদীয় কণ্ঠোত্থিত ঘোরতর নিনাদে দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অদ্য সুহৃদ্গণের দর্শন পাইব, এই ভাবিয়া তিনি অপার আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন ও

সুদীর্ঘ লাঙ্গূল অনবরত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তদীয় আনন্দোত্থিত বর্ষাসম্ভূত ঘন-গম্ভীর গর্জনে দিক্ বিদিক্ পরিপূরিত ও সূর্য্যমণ্ডল সহ আকাশ মণ্ডল যেন একেবারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া পড়িল।

এদিকে তৎসহাগত বীর বানরগণ সর্ব্বান্তঃকরণে হনু-মানের প্রতীক্ষায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে সাগরের উপ-কূলে অবস্থান করিতেছে, "কত দিনে হনূমানের প্রীতিপ্রফুল্ল সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমরা সকল ক্লেশ সুফলে পরিণত করিব" ভাবিয়া তাহারা দীনমনে দুঃখায়ত্ত দিনযামিনী যেন শত বৎসরের ন্যায় অতিবাহিত করিতেছে; এমন কি, তৃণসঞ্চালনেও পরম সুহৃদ্ মারুত-কুমারের আগমন আশঙ্কা করিয়া, তাহাদের আশাপূর্ণ হৃদয়ে কত প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। বহু দিনের পর আজ সেই পরমোপকারী পবনাত্মজের আনন্দপরীত সুগভীর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তাহাদের সেই শুষ্ক হৃদয়ে যে কতই আনন্দ রসের সঞ্চার হইল, তাহা আর বলিবার নহে। এমন কি হনূমানের সেই আনন্দমিশ্রিত কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর করিয়া, ঐ সমস্ত কপিদিগের চিত্তে এত অধিক হর্ষোদ্রেক হইয়াছিল, যে তন্নিবন্ধন ক্ষণকাল তাহারা আর বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পারিল না। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইলে, ঋক্ষরাজ বৃদ্ধ জাম্ববান্ প্রীতিমধুর বাক্যে বানরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; ওহে কপিগণ। পবনকুমার যে সর্ব্বথা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে আর

অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কারণ, অকৃতকার্য্য হইলে, এরূপ আনন্দপরীত, এতাদৃশ ঘনগম্ভীর গর্জ্জন আমরা কখনই শুনিতে পাইতাম না; বোধ হয়, আমাদের আশালতা সৌভাগ্য বলে বুঝি সুফলেই পরিণত হইয়াছে। এই বলিয়া বৃদ্ধ জাম্ববান্ অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে অন্যান্য শাখামৃগেরা সেই মহাত্মার উরু, বাহু ও লাঙ্গূলের বেগ-জনিত নিনাদ ও কণ্ঠধ্বনি, একতান কর্ণে পুনর্ব্বার কর্ণগোচর করিয়া সানন্দে শাখা প্রশাখায় লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। বহুকালের পর আজ আমরা প্রিয় সুহৃদের প্রীতিবিস্ফারিত-নেত্র-বিরাজিত বদনমণ্ডল অবলোকন করিব, আমাদের এত ক্লেশ, এত যাতনা, এত মনোবেদনা, কার্য্যসিদ্ধিরূপ সুগভীর সাগরজলে বুঝি আজ সমুদায় বিলীন হইয়া যাইবে, এই আমোদে তাহারা কেহ শাখা হইতে শাখান্তরে ও কেহ কেহ শিখর হইতে শিখরান্তরে নিপতিত হইতে লাগিল, পবনাত্মজের দর্শন লালসায় শিখরাগ্রে উপবিষ্ট ও উর্দ্ধমুখ হইয়া কেহ কেহ অনিমেষ নেত্রে আকাশপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এবং গিরিগহ্বর সংলগ্ন মারুতবৎ গর্জনশীল মারুত-তনয়কে প্রকাণ্ড জঙ্গম শৈলের ন্যায় আকাশপথে আসিতে দেখিয়া কেহ কেহ কৃতাঞ্জলিপুটে ও পুলকাঙ্কিত গাত্রে অবস্থান করিতে লাগিল।

এদিকে মহাবীর পবনকুমার দেখিতে দেখিতে শত-যোজন সাগর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পাদপরাজি-বিরাজিত

মহেন্দ্রগিরিশিখরে মহাবেগে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে কপিকুলের আহ্লাদপরীত কিল কিল ধ্বনি চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত হইল। বানরেরা আনন্দে যেন উন্মত্ত, ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া মহাহর্ষে নানাবিধ আরণ্য রসাল ফল মুল সকল উপহার প্রদান করিতে লাগিল, কেহ কেহ মনের আনন্দে হর্ষধ্বনি, কেহ কেহ লম্ফ ও উল্লম্ফন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ প্রীত মনে পরম সুহৃদ্ মারুতকুমারের উপবেশনার্থ শালতরুর সুশীতল শাখা পল্লব সকল সংগ্রহ করিয়া সম্মুখে ধরিল। সুধীর হনূমান্ তাহাদের তাদৃশী প্রীতিমিশ্রিত অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া, জাম্ববান্ প্রভৃতি গুরুতর বানরদিগকে কুমার অঙ্গদ সহ সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক সানন্দে কহিতে লাগিলেন; কপিগণ! আমি সেই রামহৃদয়-বিলাসিনী আর্য্যা জনকাত্মজারে স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া আসিলাম। কিন্তু আর্য্য রাম বিরহে, কৃষ্ণপক্ষীয় নিশাবশানে কৌমুদীর ন্যায় আর্য্যার যে রূপ শোচনীয় ভাব প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে তিনি যে আর অধিক কাল বাঁচিবেন, এরূপ বোধ হইল না; দিবানিশি কেবল "হা রাম! হা জীবিতেশ্বর!" বলিয়া কখন নয়নজলে ভাসিতেছেন, কখন "হা আর্য্যপুত্র! এ চিরদুঃখিনীর দগ্ধ জীবন কি এই ভাবেই অবসান হইবে" এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে সাদর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, এবং জগৎসংসার সর্ব্বথা শূন্যময় দেখিয়া কখন শোকে মোহে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ফলতঃ আর্য্য রাম

বিরহে আর্য্যারে যেরূপ কাতর ভাবাপন্ন দেখিলাম,তাহাতে আর কিছুকাল উদ্দেশ না পাইলেই বোধ হয় আর দেখিতে পাইতাম না। তিনি প্রাণপতি-বিরহে অনাহারে, দাবানল-তাপিতা তরুবিরহিতা লতার ন্যায় নিতান্ত কৃশাঙ্গী, তাঁহার পৃষ্ঠে কালসর্পিণীর ন্যায় একমাত্র নীলবেনী দুলিতেছে; দেহে আভরণ নাই, মলিন বদন, মলিন বসন; আর্য্যা যেন উন্মাদিনীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে অশোকবনেও অপার দুঃখে শোকায়ত দিনযামিনী যাপন করিতেছেন। যাহা হউক, বানরগণ! এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ পাইয়াছি, আর চিন্তা নাই। এই বলিয়া সুধীর হনূমান্ যুবরাজ অঙ্গদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র শৈলের সুরম্য কাননে উপবেশন করিলেন। তিনি তথায় উপবিষ্ট হইলে, সমস্ত কপিকুল তাঁহারে বেষ্টন করিয়া বসিল, এবং সাগরলঙ্ঘন অবধি একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হনূমানও সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের উপোষিত চিত্তে যেন পরমানন্দরস অর্পণ করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে বানরগণের আহ্লাদের আর পরি-সীমা রহিল না; কেহ অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, কেহ হর্ষভরে নৃত্য ও কেহ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া সুগভীর গর্জন করিতে লাগিল; কেহ লাঙ্গূল উচ্ছ্রিত করিয়া হর্ষ এবং অপর কেহ কেহ প্রীতিসুদীর্ঘীকৃত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সাদরে শ্রীমান্ হনূমানের অঙ্গস্পর্শ করিতে লাগিল।

অনন্তর যুবরাজ অঙ্গদ মারুতকুমারের তাদৃশ অনন্য-

সুলভ কার্য্যকলাপ, অপরাপর সহাগত বানরগণের নিকট প্রচার করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ;—হনুমন্! যখন তুমি এই শতযোজন বিস্তীর্ণ মহাসাগর এক লম্ফে লঙ্ঘন করিয়া, নিতান্ত নিভৃত স্থানে অবস্থিতা অবনীসুতারে অবলোকন পূর্ব্বক পুনরাগত হইলে, তখন নিশ্চয় জানিলাম, জগতীতলে তুমিই একমাত্র বীর। আমাদের এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা, এত মনোবেদনা, আজ তোমার প্রসাদেই সমুদায় সুফলে পরিণত হইল। তুমি আমাদের জীবনদাতা,তোমার প্রসাদেই আমরা উজ্জীবিত হইয়া এখন পরম আহ্লাদে আর্য্য রাম-সন্নিধানে গমন করিব এবং সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াও তোমার প্রযত্নেই আমরা এখন নির্ভয়ে গিয়া তাঁহার সকাশেও উপনীত হইব। আহা! মারুতকুমার! আর্য্যা জনকাত্মজার উদ্দেশ লইয়া, আমরা যে পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধায় গমন করিব, ইহা আমাদের মনে ছিল না। কিন্তু তোমাকে সহায় করিয়া,সর্ব্বথা আশাতীত ফলই লাভ করিলাম,সন্দেহ নাই। তোমারকি আশ্চর্য্যপরাক্রম,কিঅসামান্যকার্য্যদক্ষতা, কি অনন্যসুলভ পরাক্রম, দেখিয়া আমরা যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। হনুমন্! সৌভাগ্যক্রমে তুমি যে সেই নিশানাথ-নিভাননা নিতান্ত পতিদেবতা আর্য্যা ধরিত্রীসুতারে দেখিয়া আসিলে, আমাদের মুখে তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া আর্য্য রাম যে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইবেন, বল দেখি, ইহার তুল্য আমাদের আহ্লাদের

বিষয় আর কি আছে? এই বলিয়া বালিতনয় হনূমান্‌কে অগণ্য ধন্যবাদ ও ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তৎশ্রবণে যাবতীয় বানরগণ বৃহৎবৃহৎ শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক হনূমান্, জাম্ববান্ ও অঙ্গদকে উপবেশনার্থ অর্পণ এবং যুবরাজকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া, হনূমানের মুখে তদীয় সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কানগরী, রাবণ ও জানকী দর্শন প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য নিতান্ত কৌতূকাক্রান্ত হৃদয়ে করপুটে অপেক্ষা করিতে লাগিল। দেবলোকে দেবগণ-পরিবেষ্টিত যেমন দেবরাজ, তৎকালে মহেন্দ্রাচলে বানরগণে সমাবৃত হইয়া, যুবরাজ অঙ্গদ তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কীর্ত্তিমান্ হনূমান্‌ও সেই সুরম্য গিরিশিখরে তাঁহার সহিত উপবেশন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর ঋক্ষরাজ জাম্ববান হনূমানের প্রতি প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রযুগল নিক্ষেপ করিয়া সাদর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসিলেন;— বৎস পবনকুমার! তুমি প্রথমতঃ গিয়া সেই রামহৃদয়-বিলাসিনী রমণীরত্ন জানকীরে কি উপায়ে দেখিতে পাইলে? তিনি তথায় কি ভাবেই বা অবস্থান

করিতেছেন? এবং নিতান্ত ঘৃণিতকর্ম্মা পাপ দশাননই বা তাঁহারে কিরূপ অবস্থায় রাখিয়াছে? সমুদায় শুনিতে আমাদের বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। হনূমন্! বল দেখি, অর্য্যার তাদৃশী স্বভাবসৌন্দর্য্যে কি কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে? দুষ্ট দশকণ্ঠ সতীত্বরত্ন অপহরণ প্রত্যাশায় তাঁহার প্রতি কি কোনরূপ দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছে? করিলেও, আর্য্যা তাহাতে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন? সমুদায় বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতূহল দূর কর। শুনিয়া আমরা পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য বিষয়ের অবধারণে প্রবৃত্ত হইব। আর এতদ্ভিন্ন অন্য কোন গুপ্ত বিষয়ও যদি অবগত হইয়া থাক, তাহাও বল, গোপনীয় হইলে, তাহা আমরা অবশ্যই গোপন করিয়া রাখিব।

এই বলিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ বিরত হইলে, তদীয় তাদৃশ লোমহর্ষণ বাক্য হনূমানের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর অমনি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি উদ্দেশে সেই সাধুশীলা সাধ্বী ধরিত্রীসুতার পবিত্র পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন;—ঋক্ষ-রাজ! সাগরলঙ্ঘন অবধি সমস্ত বিষয় আমি যথাযত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—এই শতযোজন-বিস্তীর্ণ মহাসাগর এক লম্ফে পার হইব মনে করিয়া, এই গিরিশিখর হইতে উৎপতিত হইয়া আমি যখন অসীম আকাশ সাগরে ভাসমান হইয়াছিলাম, তৎকালে সকলেই আমাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তৎপরে কিয়দ্দূর গিয়া পথি-

মধ্যে এক কাঞ্চনময় মনোহর গিরিশিখর অবলোকন করিলাম। তৎকালে সেই সম্মুখবর্ত্তী সুবর্ণময় শিখরকেও আমার গমনের ঘোরতর অন্তরায়স্বরূপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর আমি ক্রমে সেই দিব্যশোভা-বিভূত অপরূপ অচলের সন্নিহিত হইলাম এবং তদীয় শোভাসমৃদ্ধি দেখিয়া অনুমান করিলাম, সৌন্দর্য্যতুলনায় নন্দনকানন কেবল কাননমাত্র, এমন কি, দিব্য শোভা প্রভাবে সেই শৈলরাজ অদ্যাপি যেন আমার নয়ন সমক্ষেই বিরাজ করিতেছে। ঋক্ষরাজ! পথিমধ্যে সাহসা সেই পর্ব্বত দেখিয়া প্রথমে আমার মনোমধ্যে বড় ভয় উপস্থিত হইল, কিন্তু আমি একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই মহাবেগে তাহার সমীপে উপনীত হইলাম এবং পথের কণ্টক মনে করিয়া এক লাঙ্গুলাঘাতে তদীয় সূর্য্যসঙ্কাশ স্বর্ণময় শিখর শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলাম। তদ্দর্শনে মহাগিরি বিনয়মধুর বাক্যে আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন;—বৎস! পবনকুমার! তোমার পিতা আমার পরম সখা, সুতরাং সেই সম্বন্ধে আমি তোমার পিতৃব্য, আমার নাম মৈনাক, বহুকাল হইতে এই সাগরমধ্যে অবস্থান করিতেছি। বৎস! যে কারণে তোমার পিতার সহিত সখ্যভাব হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহাও কহিতেছি;—পূর্ব্বে পর্ব্বতেরা সকলেই পক্ষবান্ ছিল, তাহারা পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশ পথে স্বেচ্ছামত বিচরণ পূর্ব্বক পতনসময়ে অসংখ্য জীবজন্তুর প্রাণনাশ করিত, এজন্য দেবরাজ নিতান্ত ক্রোধা-

বিষ্ট হইয়া বজ্র দ্বারা তাহাদের পক্ষসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং সেই লোমহর্ষণ অভিপ্রায় সাধনার্থ আমার নিকটেও উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তোমার পিতার কৃপা-বলেই তৎকালে আমি সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া-ছিলাম। অতএব হনূমন্! তুমি যখন সেই মহাত্মার আত্মজ ও জগৎশরণ্য মহাত্মা রামচন্দ্রের শুভ সাধনে দীক্ষিত হইয়াছ, তখন অভিলাষ করি ;— তুমি আমার এই সুরম্য শিখরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া অবশিষ্ট পথ সুখে গমন কর। এই বলিয়া পর্ব্বতরাজ আমায় নানা প্রকার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না ; শুভ কার্য্যের পদে পদে বিপদ, উহা যত শীঘ্র সম্পাদন করা যায়, ততই ভাল ; বিশেষ বিশ্রাম করিলে একবেগে সাগরলঙ্ঘনরূপ আমার প্রতিজ্ঞা সর্ব্বথা ব্যর্থ হইয়া যায়, এই সমুদায় তাহার নিকট সবিশেষ নিবেদন করিয়া আমি গমনার্থ উদ্যত হইলাম। তদ্দর্শনে অগত্যা আমারে গমনে আদেশ দিয়া শৈলরাজ স্বীয় প্রকাণ্ড শিলা-ময় শরীর সহ স্বয়ং অন্তর্ধ্যান করিলেন। আমিও অবশিষ্ট পথ সুখে অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অনন্তর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে, নাগমাতা সুরসা দেবী রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ এবং আমার গতিশক্তি অবরোধ করিয়া কহিল ; কপিরাজ! আমি বহুকাল আহার করি না, সৌভাগ্যবলে দেবগণ আজ আমার ভক্ষ্যস্বরূপ তোমাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; অতএব আইস, তুমি আমার

আস্যকুহরে প্রবেশ কর, আমি তোমায় পরম সুখে ভক্ষণ করি। সুরসা এইরূপ নীরস বাক্য ওষ্ঠের বাহির করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তৎকালে সুরসার তাদৃশ রসহীন বচনে আমি নিতান্ত ভীত হইলাম, আমার মুখমণ্ডল ত্রাসে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমি সহসা অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া করপুটে সবিনয়ে কহিলাম; ভদ্রে! উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের আত্মজ রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুরাত্মা দশানন অকারণে তাঁহার প্রাণসমা প্রীয়-তমাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই রামের আদেশে তদীয় প্রেয়সীর নিকট দূতস্বরূপ যাই-তেছি; অতএব রাক্ষসি! আমাকে অকারণে ভক্ষণ করিও না, চরাচর সমস্তই যখন তাঁহার অধিকার, তুমিও যখন তম্ম-ধ্যেই বাস করিতেছ, তখন এসময়ে তাঁহার সাহায্য করাই কর্ত্তব্য। অথবা আমি ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, আর্য্যা জানকীরে দর্শন এবং রাম সন্নিধানে তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া পুনর্ব্বার তোমার নিকট উপস্থিত হইব; তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তখনই করিও, এই বলিয়া আমি গম-নের উপক্রম করিলাম।

তৎশ্রবণে সুরসা কহিল; দেখ, পূর্ব্বে ভগবান্ পিতামহ আমাকে এইরূপ বরদান করিয়াছেন যে, যে কেহ আমার সম্মুখে আপতিত হইবে, আমি তাহারে স্বীয় করাল কবলে

নিপাতিত করিব; অতএব যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, আমার আস্যকুহর হইতেই গমন করিও। ঋক্ষরাজ! সেই রাক্ষসীর এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া আমার নিতান্ত ক্রোধোদ্রেক হইল, কহিলাম, রাক্ষসি! তবে তুমি আমার এই সুদীর্ঘ দেহের অনুরূপ মুখ বিস্তার কর; এই বলিয়া আমি তাহার দেহপ্রমাণে দশযোজন দীর্ঘ হইলাম, কাম-রূপিণী সুরসাও অমনি বিংশতি যোজন মুখব্যাদান করিল। তদ্দর্শনে আমি নিজ দেহ তৎক্ষণাৎ মেঘবৎ সংক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলাম, এবং দেখিতে না দেখিতে সুরসার আস্যকুহরে প্রবেশ করিয়া অমনি নির্গমন ও অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক কহিলাম, অয়ি দাক্ষায়ণি! আমি তোমার আস্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি স্বকার্য্যের অনুসরণ করি, তোমায় নমস্কার।

তখন নাগজননী সুরসা আমাকে উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় আস্যদেশ হইতে নির্গত দেখিয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক কহিল; বীর! আমি তোমার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম, তুমি এক্ষণে স্বকার্য্য সাধনার্থ সুখে প্রস্থান কর এবং রামের জানকী লাভে সমধিক যত্ন-বান্ হও।

ঋক্ষরাজ! অনন্তর আমি মহাবেগে আকাশপথে গমন করিতে লাগিলাম, গগন-বিহারী জীবগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিল। আমি ক্রমাগত গগণপথে গমন করিতে

লাগিলাম, ইত্যবসরে সিংহিকা নাম্নী কোন এক কাম-রূপিণী রাক্ষসী ছায়াগ্রহণ পূর্ব্বক আমার গতিশক্তি অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। বায়ুর প্রতিস্রোতে যেমন সামুদ্রিক যান, তদ্রূপ গতিবিহীন হইয়া চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না, পরে অধোভাগে দেখিলাম, লবণমহার্ণবের মধ্য ভাগ হইতে এক বিকটাকার নিশাচরী উত্থিত হইয়া কহিতেছে; আহা! বুঝি বহুদিনের পর আজ আমার ভক্ষ্য লাভ হইল; আমি যেমন অনেক দিন আহার করি নাই, আজ সৌভাগ্যবলে তেমনি এক প্রকাণ্ডকলেবর জীব হস্তগত হইল। এই বলিয়া সিংহিকা আকাশ-পাতাল-প্রমাণ মুখ-ব্যাদান করিয়া জলদগম্ভীর রবে গর্জন করিতে লাগিল। তখন আমি সেই রাক্ষসীর বিকট মুখ ও অতিবিশাল দেহ-প্রমাণ দর্শন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, এবং অবিলম্বে খর্ব্বাকার হইয়া উহার আস্য মধ্যে প্রবেশ, হৃদয় বিদারণ ও তৎক্ষণাৎ বহির্গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আকাশসাগরে ভাসমান হইলাম। নিশাচরী সিংহিকা ছিন্নমর্ম্ম হইয়া অমনি লবণ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াগেল। এদিকে ব্যোমচর সিদ্ধচারণেরা স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে আমি পরম আহ্লাদে গগণসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর ক্রমে ভগবান্ মরীচি-মালী অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিলে, যথায় রাবণ-

পালিতা সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী-পরিশোভিতা লঙ্কানগরী শোভা-গর্ব্বে যেন অমরাবতীকেও তিরস্কার করিয়া বিকাশ পাইতেছে, আমি দিবাবসানে সেই দক্ষিণোদধির দক্ষিণকূলে উপনীত হইয়া অতিগুপ্তভাবে পুরীপ্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইত্যবসরে এক ভীষণাকৃতি রমণী নগরীর বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অট্ট অট্ট হাস্য পূর্ব্বক আমায় কত প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহার কেশকলাপ জ্বলদঙ্গারবৎ সমুজ্জ্বল ও বদনমণ্ডল এরূপ ভীষণ, যে দেখিলে বোধ হয়, বিধাতা যেন তাহার দেহ কেবলমাত্র হিংসা ও দ্বেষাদি দ্বারাই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু ঋক্ষ-রাজ! আমি তদীয় তাদৃশী ভীষণ আকৃতি ও দুষ্ট স্বভাব দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া একমুষ্টি প্রহারে তাহাকে পাতিত ও পরাজিত করিলাম, এবং একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, সেই দুর্দ্দান্ত দশানন-পালিতা লঙ্কা-পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, তদ্দর্শনে সেই পরাজিতা রমণী আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল;—বীর! আমি এই লঙ্কানগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে এপর্য্যন্ত কেহই আমাকে পরাজয় করিতে পারে নাই, কিন্তু সেই আমি, আজ তোমার নিকট যখন পরাভূত হইলাম, তখন নিশ্চয় জানিলাম, রাক্ষসকুল-গৌরবের অবসান হইয়াছে। তুমি এক্ষণে নির্ভয়ে সমস্ত পুরী পর্য্যবেক্ষণ কর। এই বলিয়া বিরত হইল।

অনন্তর আমি সমস্ত রজনী নগরীমধ্যে বিচরণ করিতে

লাগিলাম, কতস্থানে কত প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলাম, কতস্থানে কতশত কমনীয়কান্তি কামিনীকুল নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু নিতান্ত পতিদেবতা সেই নিশানাথনিভাননা আর্য্যা জনকাত্মজারে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না! তখন আমার শোকসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল, ঐ সময় আমি শোকে শোকে আকুল হইয়া, কখন কাঞ্চনময়ী প্রাসাদমালায় সমাবৃত গৃহমধ্যে অন্বেষণ করি, কখন সুরম্য উপবনের অভ্যন্তরে বনভ্রমণে অনুরক্তা সেই অবনীসুতারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কখন অত্যুচ্চ প্রাচীরে উৎপতিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে কেবলমাত্র শ্যামল বনরাজি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। পরিশেষে সেই অবনীসুতার অন্বেষণার্থ অশোকবাটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য এক শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক কাতর নেত্রে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কেবলমাত্র শ্যামল বনরাজি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। অনন্তর আমি সেই শিংশপাতরুর অধোভাগে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম;— ইক্ষ্বাকুকুলকামিনী আর্য্যা জানকী বামকরে বামগণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক একান্তমনে প্রাণপতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন, অঙ্গে আভরণ নাই; বিরহানলে মন প্রাণ সতত উত্তপ্ত; মুখমণ্ডল নিয়ত অবসন্ন; সংস্কারাভাবে সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা মলিন; তাঁহার নীলোৎপল-নিন্দিত আয়ত নেত্রযুগল হইতে নিরন্তর নীরধারা বহিতেছে। সজল-

জলদাবৃত হইলে, শশাঙ্করেখার যেমন রূপমাধুরী লক্ষিত হয় না, বিয়োগজনিত নিবিড় শোকমেঘে সমাবৃত থাকায় তাঁহার দেহপ্রভাও তদ্রূপ মলিন হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে ভীষণাকৃতি রাক্ষসীকুল কতপ্রকার তর্জন গর্জনে, বিকট-বদনে ও কতরূপ কঠোর বাক্যে তাঁহারে নিতান্ত আকুল করিয়া তুলিতেছে। গহনকাননে ব্যাঘ্রীগণে সমাবৃতা যেমন কুরঙ্গী, ধূমজালে সমাকীর্ণা যেমন বহ্নিশিখা নৈসর্গিক শোভা প্রকাশ করিতে পারে না, শোকরূপ ধূম জালে ও সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহোদরী নিতান্ত ভীষণাকৃতি নিশাচরীকুলে নিরন্তর সমাবৃত থাকায়, তাঁহার স্বাভাবিকী শোভাও তদ্রূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঋক্ষরাজ! আমি সেই শিংশপা বৃক্ষে অধিরোহণ করিয়া অনিমেষ নেত্রে আর্য্যার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে নূপুরধ্বনি-মিশ্রিত অতিগম্ভীর কল কল নিনাদ আমার কর্ণগোচর হইল; আমি অমনি চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম, দুর্দ্দান্ত দশানন শত শত সুবেশা বিলাসিনী সহ, চন্দ্রকলা-গ্রাসার্থ নির্গত রাহু গ্রহের ন্যায়, আর্য্যার সন্নিধানে উপনীত হইল। তদ্দর্শনে তিনি বাহুযুগলে স্তনযুগল আচ্ছাদন পূর্ব্বক ম্লান বদনে সাদর নেত্রে চারি দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন তৎকালে পরিত্রাতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। আমি সহসা তাদৃশ লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলাম; এবং নিজরূপ গোপন

করিবার জন্য নিতান্ত খর্ব্বাকার হইয়া পত্রগহন শাখান্তরে লুকায়িত হইয়া রহিলাম। দুরাচার দশানন সেই বিশদ-দশনা সীতার সম্মুখীন হইয়া সহাস্য বদনে কহিল;—অয়ি শশাঙ্ক-নিন্দিত-বদনে শোভনে! এই সমৃদ্ধিমতী সমগ্রা লঙ্কানগরী যাহার অধিকৃত, সেই আমি, নিতান্ত বিনত ও তোমার পদানত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে পতিভাবে গ্রহণ ও সাদরে অধরসুধা প্রদান করিয়া আমার কামপিপাসা অপসারিত কর। অভিমানভরে যদি ইহাতে সম্মতা না হও, তবে দুইমাস কালমাত্র অপেক্ষা করিব, ইহার মধ্যে যদি তোমার সৌভাগ্যের উদয় হয়, ভাল, নচেৎ তোমার এই কোমল কলেবর ছিন্নভিন্ন করিয়া রুধির পান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইব।

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে, পতিদেবতা জানকী তদীয় তাদৃশী লোমহর্ষণ কথা কর্ণগোচর করিয়া রোষ-লোহিত নেত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন; রে হতভাগ্য রাবণ! যে হংসী সুখময় সরোবরে দিবানিশি হংস সহ সানন্দে ক্রীড়া করে, সামান্য জলবায়সের প্রলোভে তাহার উদার চিত্ত কি কখন কলুষিত হইতে পারে? আমি পতি-দেবতা, পতির পাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানি না; আমার প্রতি এমন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াও যে তোর পাপ জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িল না, ইহা নিতান্তই আশ্চ-র্য্যের বিষয়। রাবণ! সেই জনস্থানে রণক্ষেত্রে রামরূপ প্রবল বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত রাক্ষসবল সেই প্রদীপ্ত

অনলে যখন শলভের ন্যায় কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল, তখন তুই ভীরুতা নিবন্ধন তাঁহার সন্নিহিত হইতে পারিয়াছিলি না, নিতান্ত ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শূণ্যগৃহে একাকিনী অনাথিনী পাইয়া আমারে যে অপহরণ করিয়াছিলি, জিজ্ঞাসা করি, সে কি বীর পুরুষের উচিত কার্য্য ? যাহারা প্রকৃত বীর, তাহারা সম্মুখসমরে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, কোন কার্য্যে অপমানিত হইলে নিজের প্রাণ নিজেও বিনাশ করিতে পারেন, কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তিরূপ অপ্রতিবিধেয় কলঙ্ক পঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া বীরসভায় কখন বসিতে সাহসী হয় না। তুই নিতান্ত নীচপ্রকৃতি, তোকে ধিক্, তোর কার্য্যে ধিক্, তোর পরাক্রমেও ধিক্। তোর এ পাপকার্য্য আর্য্য রাম কখনই ক্ষমা করিবেন না, অচিরাৎ সমস্ত নগরী ছার ক্ষার করিয়া ফেলিবেন, রাক্ষসকুল সমূলে উন্মূলিত করি-বেন, এবং পরিশেষে তোকেও বিনাশ করিয়া নিরাপদে তাঁহার জানকীরে লইয়া যাইবেন।

এই বলিয়া জানকী রাবণের মুখাবলোকন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবার জন্য পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলেন। দশানন তাঁহার তাদৃশ পরুষ বাক্য শুনিয়া ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিল এবং আরক্ত বিংশতি নেত্র বিঘূর্ণিত ও দক্ষিণ মুষ্টি উদ্যত করিয়া তাঁহারে প্রহার করিতে উপক্রম করিল। তদ্দর্শনে তাহার পত্নীরা অমনি হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তদীয় প্রধানা মহিষী মন্দোদরী

মদনমর্দ্দিত দশাননকে নিষেধ করিয়া হাস্যপরীত বাক্যে কহিতে লাগিল ;—নাথ। তুমি দেবরাজ মহেন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, আর সীতা নিতান্ত দুর্ব্বলা সামান্যা কামিনী, তাহার প্রতি বিক্রম প্রকাশ করা কি ভবাদৃশ বীর পুরুষের উচিত ? আমি তোমার পরম সুন্দরী মহিষী এবং এই সমস্ত রূপলাবণ্যবতী রমণীরাও তোমার সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে ; আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্যা মানুষীর প্রতি মনোভবের ভাব প্রকাশ করা প্রকৃত ভাবুকের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অতএব আইস, আমাদের সহিত বিহার করিতেই প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া মন্দোদরী মদনার্দ্দিত প্রাণপতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অনন্তর দশানন নিষ্ক্রান্ত হইলে তত্রত্য অন্যান্য বিকৃতাননা নিশাচরীরা নিতান্ত নিদারুণ বাক্যে সেই নিশানাথনিভাননাকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কিন্তু জানকী তাহাতে দৃক্‌পাতও না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে রামরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসীরা রাক্ষসেশ্বরের সন্নিহিত হইয়া কহিল ; মহারাজ ! আমরা সীতার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, তাহার প্রাণান্ত হইলেও সে প্রাণপতি ভিন্ন, পতিভাবে কদাচ আপনার ক্রোড়ে বসিবে না, আমরা অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল পাইলাম না, এই বলিয়া তাহারা প্রত্যাগত ও পরিশ্রান্ত হইয়া, প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। বৈদেহী ঐ সময়ে যেন অবসর পাইয়া সুদীন বদনে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ত্রিজটা নাম্নী এক স্থবিরা নিশাচরী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল ;— রাক্ষসীগণ! আমি নিদ্রাবেশে এই মাত্র বড় দুঃস্বপ্ন দেখিলাম, ঐ কুস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমি যে কতদূর উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি দেখিলাম ; তোমরা যেন আপনাদিগের মাংস আপনারাই খণ্ডখণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিতেছ। এ স্বপ্নে রাক্ষসকুলের যে ভাবী অমঙ্গল ঘটিবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব নিশাচরীগণ! সময় থাকিতে এই সময়ে গিয়া পতিদেবতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা জানকীর চরণে শরণ লও। দেখিতেছি, ইনি ভিন্ন রাক্ষসকুল রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। ইনি এখন দুঃখের দশায় আছেন, এ সময়ে অভয় প্রার্থনা করিলে, ইঁহার প্রসন্নতা বলে আমরা অবশ্যই ভাবী ভয় হইতে মুক্ত হইব, ইহার পর সুখসূর্য্যের উদয় হইলে, জল নির্গমনের পর আলিবন্ধনের ন্যায়, আমাদের সমুদায় প্রয়াস বিফলেই পরিণত হইবে। এই বলিয়া ত্রিজটা রাক্ষসীদিগকে রাক্ষসীসুলভ নৈসর্গিক হিংসা দ্বেষাদি হইতে বিরত করিতে লাগিল।

এদিকে জনকাত্মজা ত্রিজটার মুখে স্বামীর বিজয়সূচক অমৃতায়মান বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদে মনে মনে কহিতে লাগিলেন ; আহা! ত্রিজটা যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমি ইহাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিব। ঋক্ষরাজ! আমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত

সেই শিংশপা বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া, আর্য্যার তাদৃশী শোচনীয় দশা দর্শন পূর্ব্বক মনে মনে তাঁহার দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার মন তখনও চিন্তাশূণ্য হয় নাই। আমি কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, কি উপায়েই বা তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার সহিত আলাপ করিবেন, দিবানিশি রাক্ষসী মায়া দর্শনে তাঁহার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত, আমি এ রূপে সহসা উপস্থিত হইলে, আমাকেও রাক্ষসী মায়া অনুমান করিয়া হয়ত নিতান্ত চিৎকার করিয়া উঠিবেন। এই ভাবিয়া আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। মনে মনে কত প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলাম, কত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিলাম, কিন্তু কোন উপায়ই সর্ব্বাঙ্গ বিশুদ্ধ হইল না! পরিশেষে, আর্য্যা শুনিতে পান, এইরূপ অনতিউচ্চ স্বরে আমি ইক্ষ্বাকুকুলের স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম। তৎশ্রবণে জনকাত্মজা যেন উজ্জীবিত হইয়া সজলায়ত লোচনে আমার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন; কপিবর! তুমি আকারে বানর, কিন্তু আমার দুঃখে তোমাকেও যেন দুঃখিত বোধ হইতেছে; আবার ইক্ষ্বাকুবংশেরও স্তুতিবাদ করিতেছ; অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? কোন্ মহাত্মার প্রেরিত, এবং কিজন্যই বা একাকী এতাদৃশ নিভৃত স্থানে আসিয়াছ? তুমি পুনঃপুনঃ আর্য্যপুত্রের গুণকীর্ত্তন করিতেছ, তাঁহার সহিত কি তোমার কোন সদ্ভাব আছে? আমি কহিলাম; দেবি!

মহাবল পরাক্রান্ত কপিরাজ সুগ্রীব আপনার স্বামীর সহায় হইয়াছেন; আমি মিত্রবৎসল মহাত্মা সুগ্রীবের একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য, নাম হনূমান্। আর্য্য রামচন্দ্রের আদেশে আমি অভিজ্ঞানার্থ এই অঙ্গুরীয় সহ আপনার সন্নিধানে আসিয়াছি। তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁহার বিরহে যেমন আপনি, আপনার বিরহে তিনিও তদ্রূপ দুঃখানলে তাপিত হইতেছেন। এক্ষণে আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আর্য্য রামচন্দ্রের সন্নিহিত হইয়া অবিকল সমুদায় কহিব। অথবা যদি অনুমতি করেন, আমি এই দণ্ডেই রাক্ষসকৃত মনোবেদনা হইতে আপনারে পরিত্রাণ করি। আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন. আপনারে পৃষ্ঠে করিয়া আমি অনায়াসেই জলধি পার হইতে পারিব।

জনকনন্দিনী আমার কথা শুনিয়া কহিলেন; হনূমন্! সেই দুষ্টনিয়ন্তা আর্য্য রাম স্বয়ং আসিয়া স্বীয় প্রতাপানলে রাক্ষসকুল সমূলে ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেই আমার এ দুঃখের সমুচিত প্রতিশোধ হয়; বিশেষ, রামভিন্ন অন্য কোন পুরুষের গাত্রস্পর্শ করিতে আমার কোন মতেই ইচ্ছা হয় না, তবে যে দুর্দ্দান্ত দশানন আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলপূর্ব্বক; অতএব পবনকুমার! তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিবার আমার অন্য প্রতিবন্ধক আর কিছুই নাই, কেবল এইমাত্র অন্তরায়।

এই বলিয়া তিনি বিরত হইলে, আমি অপার আহ্লাদের সহিত তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া, রামের

বিশ্বাসের জন্য তাঁহার নিকট অভিজ্ঞান স্বরূপ কোন বস্তু প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে অভিজ্ঞান স্বরূপ এই মণি প্রদান করিয়া, নানাপ্রকার দুঃখের কথা কহিয়া দিলেন। আমি সমুদায় শ্রবণ ও তাঁহারে প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি আবার আমাকে আহ্বান করিয়া সজলায়ত লোচনে কহিলেন; বৎস হনূমন্! কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আর্য্য রাম যাহাতে শীঘ্র আগমন করেন, তদ্বিষয়ে তুমি বিশেষ চেষ্টা করিও, আমি আর এ যন্ত্রণা সহিতে পারি না, আর্য্য-পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় আমি আর দুই মাস কাল মাত্র জীবিত থাকিব, এই দুই মাসের মধ্যে যদি তাঁহারে দেখিতে না পাই নিশ্চয় কহিতেছি, তাহা হইলে আমি অনাথার ন্যায় এ পাপ জীবন বিসর্জন করিয়া, সকল যাতনা ও সকল মনোবেদনা হইতে মুক্ত হইব।

ঋক্ষরাজ! জনকাত্মজার তাদৃশী কারুণ্যরস-পরীত লোমহর্ষণ কথা কর্ণগোচর করিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধো-দ্রেক হইল। আমি সেই রোষাবেগে অধীর হইয়া মনে মনে অনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং নিজ দেহ পর্ব্বতের ন্যায় বর্দ্ধিত করিয়া যুদ্ধ কামনায় দশাননের সুরম্য উপবন সমুদায় ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলাম। তদ্দর্শনে মৃগ পক্ষিকুল আকুল হইয়া চীৎ-কার পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, এবং রাক্ষ-সীরা নিদ্রাভঙ্গে ভগ্ন বনের নানাস্থানে সাশ্রুনেত্রে বিচরণ

করিতে লাগিল। অনন্তর আমি স্বেচ্ছা ক্রমে তাহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলে, তাহারা দ্রুতপাদবিক্ষেপে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল; লঙ্কেশ্বর। আপনার দুর্বিবষহ প্রতাপানল প্রজ্বলিত থাকিতে, সামান্য বানর আসিয়া রাজধানীর উপবন সমুদায় ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে; মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে দুরাত্মার বধের উপায় চিন্তা করুন। তৎশ্রবণে দশানন রোষাবেশে দশনে দশন মর্ষণ পূর্ব্বক কিঙ্কর নামে অশীতি সহস্র বশবর্ত্তী রাক্ষসকে সংগ্রামার্থ আদেশ করিল। তাহারা রাজাজ্ঞামাত্র অমনি শূল, শক্তি সহ রণসজ্জায় আমার সন্নিহিত হইলে, আমি একমাত্র পরিঘাস্ত্র দ্বারা সমুদায়কে রণশায়ী করিলাম। তৎপরে হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা পরাভূত ও রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া স্বপক্ষের পরাজয় নিবেদন করিল। ইত্যবসরে লঙ্কা নগরীর ললামভূত চৈত্য প্রাসাদ ভগ্ন করিবার নিমিত্ত আমার বড় ইচ্ছা হইল, আমি তৎক্ষণাৎ সেই শতস্তম্ভ-বিরাজিত অপূর্ব্ব প্রাসাদ ক্ষণকাল মধ্যে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলাম। তৎপরে রাবণের আদেশে প্রহস্তপুত্র করালমুর্ত্তি জম্বুমালী স্বীয় দল বল সহ আসিয়া আমার সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইল, এবং কিয়ৎকাল পরে সেই পরিঘাস্ত্রের আঘাতে তদীয় অনুচরবর্গ সহ সমরশায়ী হইয়া আমার অপার আনন্দের সহিত প্রসূতির শোকবর্দ্ধন করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত মন্ত্রিপুত্র ও

পাঁচ জন সেনানী সংগ্রামার্থ নির্গত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে জীবন পরিত্যাগ করিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ রোষাবেশে অধীর হইয়া অক্ষনামক আত্মজকে সংগ্রামার্থ আদেশ করিল। অক্ষ পিতৃনিদেশে অসংখ্য সৈন্য সহ সহসা রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া আকাশপথে উঠিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে আমি তাহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম। দুরাত্মা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এদিকে রাক্ষসরাজ আত্মজের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, পরিশেষে ইন্দ্রজিৎ নামক মহাবল পরাক্রান্ত অপর তনয়কে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। ঋক্ষরাজ! আমি সেই রণদুর্ম্মদ ইন্দ্রজিতেরও দর্প চূর্ণ করিয়া যারপর নাই হর্ষলাভ করিয়াছি। দশাননের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত বলবান্, তাঁহার তুল্য রণচতুর আর নাই। এই ভাবিয়াই দুরাত্মা পরিশেষে ইন্দ্রজিতকে অসংখ্য সৈন্য সহ সংগ্রামার্থ নিয়োগ করিয়াছিল। সেই রণপণ্ডিত ইন্দ্রজিৎ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া আমার সহিত নানা প্রকার রণচাতুর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং তদীয় সৈন্যসাগর ক্ষণকাল মধ্যেই শুষ্ক হইয়া গেল, দেখিয়া নিতান্ত রোষাবেগে আমারে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা যেমন বন্ধন করিয়া ফেলিল। আর তৎসহাগত যাবতীয় রাক্ষসেরা অমনি পরমানন্দে আমাকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। পরে দশানন আমার প্রতি কোপপরীত নেত্রে দৃষ্টিপাত

করিয়া পুরীপ্রবেশ ও রাক্ষসবধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কহিলাম ;—রাক্ষসরাজ ! তোমার আত্মকৃত দৌরাত্ম্যই সমুদায় অনর্থের মুল। আর্য্যা জনকাত্মজা, যিনি অবশ্যম্ভাবী দুর্নিবার কালসূত্র ও রাক্ষসকুল বিনাশ, এই উভয়বিধ কারণে সম্প্রতি তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার দর্শনার্থ সুদুস্তর জলধি উল্লঙ্ঘনে পার হইয়া আমি পুরীপ্রবেশ করিয়াছি, আমি অমিতবীর্য্য দেবপ্রধান পবনের আত্মজ, কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব এবং জগৎশরণ্য আর্য্য রামচন্দ্রের একান্ত নিদেশানুকারী দূত, আমার নাম হনুমান্। রাবণ। মহাত্মা সুগ্রীব তোমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা তোমার পক্ষে হিত, পথ্য ও ধর্ম্মার্থ কামের অবিরোধী। যদি কিছুকাল কালের করাল কবলে পতিত হইতে অভিলাষ না থাকে, তাঁহার আদেশে কর্ণপাত কর। সুগ্রীব কহিয়াছেন ;—আমি কোন কারণ বশতঃ ঋষ্যমুক পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে উত্তর-কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের আত্মজ রাম আত্মবৃত্তান্ত আদ্যন্ত বর্ণন পূর্ব্বক বালিবধে অঙ্গীকৃত হইয়া অগ্নি-সমক্ষে আমার সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছেন, এবং একমাত্র শরে সমরে বালির প্রাণ সংহার করিয়া আমারে হৃতরাজ্যও প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য রামের নিকট আজীবন পর্য্যন্ত আমি আবদ্ধ ও প্রাণ দিয়াও তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার নিকট হনুমান্‌কে প্রেরণ করিলাম, তুমি যত শীঘ্র

পার, রামের সীতা রামকে অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লও। নতুবা আমি বানরী সেনায় সমাবৃত হইয়া অচিরকাল মধ্যেই তোমার লঙ্কানগরী ছার খার করিয়া ফেলিব। এই বলিয়া আমি বিরত হইলে, দুরাত্মা নিতান্ত ক্রোধাকুল হইয়া আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিল এবং আমার বধের নিমিত্ত পার্শ্বচর অতিভীষণ রাক্ষসদিগকে আদেশ করিল। ঐ সময়ে তাহার ভ্রাতা মহামতি বিভীষণ সদর্থযুক্ত সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিল; মহারাজ! দূতেরা প্রভুর আদেশমাত্র প্রচার করে, উহাদের অপরাধ কি, আপনি কদাচ দূতের প্রাণদণ্ড করিবেন না; যে রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উহা নিতান্ত রাজনীতি বিরুদ্ধ। দূতেরা অত্যন্ত অপরাধ করিলেও কদাচ বধ্য হইতে পারে না, বরং বিরূপকরণ প্রভৃতি অন্যবিধ কোন দণ্ডই উহাদের প্রতি বিহিত হইতে পারে। নীতিশাস্ত্রে দূতের প্রাণদণ্ড কোথাও লক্ষিত হয় না।

এই বলিয়া বিভীষণ বার বার অনুরোধ করিলে, দশানন পরিশেষে আমার লাঙ্গূল দগ্ধ করিতে আদেশ করিল। রাক্ষসেরা আদেশমাত্র শণ, বল্কল ও কার্পাস প্রভৃতি আগ্নেয় বস্তু দ্বারা লাঙ্গূল বেষ্টন করিয়া পরমাহ্লাদে তাহাতে অগ্নি জ্বালিয়া দিল। এবং কেহ কাষ্ঠ ও কেহ মুষ্টি দ্বারা আমারে নানাপ্রকার আঘাত করিতে লাগিল। তৎকালে আমি রাক্ষসগণ কর্তৃক দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছিলাম, সত্য; কিন্তু হইলেও তাহাতে আমার কিছুমাত্র বেদনা

বোধ হয় নাই। আমি দিবাভাগে অকুতোভয়ে সমস্ত লঙ্কা-নগরী দর্শন করিতে লাগিলাম। নিশাচরেরা সেই বন্ধন-দশায় আমাকে লইয়া রাজমার্গে ও পুরদ্বারে আমার লাঙ্গূল দাহের বিষয় ঘোষণা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে আমি আপন আকার সঙ্কুচিত ও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনায়াসে আয়স ও পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক বহুসংখ্য রাক্ষসের প্রাণসংহার করিলাম, এবং এক লম্ফে সেই পুরদ্বারের উপরিভাগে উত্থিত হইয়া, প্রলয় কালের প্রবল হুতাশন দ্বারা যেমন বিশ্বসংসার দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ পুচ্ছাগ্নি দ্বারা সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে লাগিলাম। যখন দেখিলাম, নগরীর সমস্ত প্রদেশ ভস্মীভূত হইয়াছে, তখন আমার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, কিন্তু আর্য্যা জনকাত্মজাও হয়ত এই সঙ্গে ভস্মসাৎ হইয়াছেন, ভাবিয়া ঐ সময়ে ভয়ে আমার মন প্রাণ একে বারে বিচলিত হইয়া উঠিল। এমন কি, তৎকালে আমার চিত্তে উদয় হইল; রামের সমস্ত কার্য্যই যেন আমা হইতেই বিফলে পরিণত হইল। ঋক্ষরাজ! আমি এইরূপ নানা প্রকার অশুভ চিন্তা করিয়া তখন যে কতদূর মনোবেদনা উপভোগ করিতে লাগিলাম,তাহা আর কহিতে পারি না। ইতিমধ্যে অন্তরীক্ষচর সিদ্ধচারণগণ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন; পবনকুমার! ভয় নাই, ভয় নাই; জানকী দগ্ধ হন নাই.তিনি এতাদৃশ অনলসন্তাপেও অক্ষত শরীরেই অবস্থান করিতেছেন। ঋক্ষরাজ! আমি তখন সহসা এই

অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং চতুর্দ্দিকে সমুদায় সুনির্মিত দর্শন করিয়া, আর্য্যা যে জীবিত আছেন, তাহা বিলক্ষণ অনুমান করিলাম। তৎকালে আমার লাঙ্গূলবহ্নি প্রবল বেগে ধুধুশব্দে জ্বলিতেছিল, কিন্তু দহনজনিত ক্লেশ কিছুমাত্র অনুভূত হয় নাই। ঐ সময়ে তাদৃশ প্রজ্বলিত বহ্নিসন্তাপে চারি দিক্ উত্তাপিত হইলেও সুরভি সমীরণ যেন সুশীতল ভাবে আমার অঙ্গ আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং আমার মন প্রাণও যেন সহসা নির্ম্মল ও উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তৎপরে আমি পরমাগ্রহে সেই পরম পূজনীয়া আর্য্যা জানকীরে পুনর্ব্বার দর্শন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে প্রস্থান করিলাম, এবং নিতান্ত সমুৎসুকচিত্তে গগণসাগরে ভাসমান হইয়া, ক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ-পরিষেবিত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক এই আপনাদের সম্মুখে উপনীত হইলাম। ঋক্ষরাজ! এক্ষণে আর্য্য রামচন্দ্রের প্রসাদে, আপনাদের উৎসাহে এবং কপিরাজ সুগ্রীবের কার্য্যানুরোধে আমি সমুদায় কার্য্য যথানিয়মে ও যথাসাধ্য সম্পন্ন করিলাম, সম্প্রতি যাহা অবশিষ্ট আছে, আপনারা নির্ব্বাহ করুন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

মহাবীর পবনকুমার এইরূপে সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া আবার কহিলেন ; ঋক্ষরাজ ! আর্য্যা জানকীর তাদৃশী অনন্যসুলভ সুশীলতা, সদ্বৃত্ত ও অনুপম পাতিব্রত্য প্রভাব, রামের তাদৃশ আগ্রহ-পরীত উদ্যোগ এবং কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা সফলপ্রায় দেখিয়া আমি যে কত দূর আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা আর বলিতে পারি না। ঋক্ষবর ! আর্য্যা জনকাত্মজার স্বভাব সৌন্দর্য্যের কথা আর কি কহিব ; দেবী অরুন্ধতী ও সাবিত্রী প্রভৃতি পতিদেবতা রমণীদিগের বিশুদ্ধ চরিত্র ত্রিলোকে যেমন প্রসিদ্ধ, ইহাঁদের সহিত তুলনায় আমার বোধ হয়, আর্য্যা যেন সকলকেই তিরস্কার করিয়া শোভা পাইতেছেন। অধিক কি, যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, তপোবলে তিনি অবলীলাক্রমে ত্রিলোক ধারণ করিতে এবং ক্রুদ্ধ হইলে ক্রোধানলে দগ্ধ করিতেও সমর্থ। আর রাবণকেও সামান্য ব্যক্তি বলিয়া আমার বোধ হইল না ; তাহার অসাধারণ তপঃসঞ্চয় না থাকিলে, অসদভিপ্রায়ে তাদৃশী পতিদেবতা নারীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কোন রূপেই এতকাল জীবিত থাকিতে পারিত না ; অথবা সেই জগ-

দৈকবীর আর্য্য রামচন্দ্রের পরাক্রম ও চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি প্রকাশের নিমিত্ত আর্য্যা অদ্যাপিও তাহার প্রতি প্রকৃত কোপ প্রজ্বলিত করেন নাই, করিলে তদীয় পাতিব্রত্য তেজে দুরাত্মাকে অবশ্যই ভস্মসাৎ হইতে হইত!

এই বলিয়া হনূমান্ কপিগণের সম্মতি লাভের প্রত্যাশায় আবার কহিলেন ; ঋক্ষরাজ! আমি আর্য্য রাম ও সুগ্রীবের আদেশে এবং আপনাদিগের মতানুসারে জনকনন্দিনীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে যে রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি, আদ্যন্ত তাহাও আপনাদের সমক্ষে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমার মতে আর্য্যাকে উদ্ধার করিয়া আর্য্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করাই ন্যায্য বোধ হইতেছে আমি যখন একাকীই সেই রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কাপুরী সহ রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাণান্ত করিতে সমর্থ, তখন যে ভবাদৃশ মহাবীর কপিকুলে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে, পরাজয়ে পরিণত হইব, কোন ক্রমেই বিশ্বাস হয় না! নিশ্চয় বলিতে পারি, সবংশে ও সসৈন্যে দশাননের প্রাণ বিনাশ করিতে আমি আর কাহারও সাহায্য চাহিব না। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র ও বারুণাস্ত্র প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রজাত সমরে শত্রুগণের অতীব দুঃসহ ও দুর্নিরীক্ষ ; তথাপি ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে আমি অবলীলাক্রমে তৎসমুদায় নিবারিত ও প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া আবার তদ্দ্বারাই যে রাক্ষসকুল ধ্বংস করিব ; তাহার আর সন্দেহ নাই। ভবাদৃশ বিচক্ষণ লোকের অনুমতি

ব্যতিরেকে এ তাদৃশ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য, কেবল এই ভাবিয়াই আমি রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হই নাই। ঋক্ষরাজ! আমি নিশ্চয় জানি, সময়ক্রমে মহাসাগরও নিজ বেলা অতিক্রম করিতে পারে, মহাশৈল মন্দরও দৈবাৎ বিচলিত হইতে পারে, কিন্তু কপিকুলের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে আপনার অভিপ্রায় ভিন্ন কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতেপারে। এই অঙ্গদ, ইহাঁর বীরত্বের বিষয় আর কি কহিব; কেবল রাক্ষসকুল কেন, মনে করিলে ইনি মুহূর্ত্ত মধ্যে ত্রিলোকও আকুল করিতে পারেন। আর এই যে কপিপ্রধান মহাত্মা নীল, ইহাঁর পরাক্রমের তুলনা করাও সহজ ব্যাপার নহে। সামান্য নিশাচরের কথা আর কি কহিব, ইনি মনে করিলে, এমন কি, স্বীয় বেগপ্রভাবে মন্দর পর্ব্বতকেও বিশীর্ণ করিতে পারেন। এই যে কপি-বর মৈন্দ ও মহাত্মা দ্বিবিদ; দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বের মধ্যেও ইহাঁদের প্রতিযোদ্ধা লক্ষিত হয় না। আর এই যে বীরকুলচূড়ামণি বানরশ্রেষ্ঠ অশ্বিকুমারদ্বয়, ইহাঁদের পরাক্রম অতীব দুঃসহ; ধরাতলে এমন বীর পুরুষ কেহই নাই, যে রণস্থলে এই বীরদ্বয়ের অতুল্য বীরদর্পমিশ্রিত সিংহনাদ শুনিয়া ভয়ে পলায়ন না করে। অতএব ঋক্ষ-রাজ! এই সমুদায় বীরবর্গে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে, সামান্য নিশাচর সহ সমরে আমরা অবশ্যই বিজয় লক্ষীর সহিত জানকী লক্ষ্মীরে আনয়ন করিতে পারিব। আমি একাকী গিয়া যে লঙ্কা নগরীর তাদৃশী অদ্ভুতপূর্ব্ব

দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছি, বোধহয়, রাক্ষসেরা তাহাতেই রাজপথে সভয়ে ও সজলনেত্রে আমার নাম ঘোষণা করিতেছে। এমনস্থলে আপনারা সহায় থাকিলে, রাক্ষসপুরী যে অভিনব বৈধব্য বেদনা উপভোগ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। ঋক্ষরাজ! দুরাত্মা দশাননের অশোক কাননের মধ্যে শিংশপাতরুর অধোভাগে সেই অযোনিসম্ভবা অবনী-সুতা আর্য্যা জনকাত্মজা বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক অতিদীন ভাবে যে রূপ বিলাপ করিতেছেন, আমি দুঃখ-পরীত নেত্রে সেরূপ যেন এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছি, সে রোদনধ্বনি যেন এখনও আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। আহা! প্রাণপতি বিরহে ভাবিয়া ভাবিয়া, পতিদেবতার শরীর নিতান্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে, পরিধান মলিন বসন, মলিন ভূষণ, মস্তকে একমাত্র বেণী, যেন কালসর্পিণী দুলীতেছে। মেঘরেখা পরিবেষ্টিতা যেমন শশাঙ্করেখা, দিবানিশি রাক্ষসীগণে পরিবৃত থাকায় আর্য্যা যেন সর্ব্বথা তাহার সৌসাদৃশ্যই লাভ করিয়াছেন। সেই রক্তোৎপলনিন্দিত-নয়না রামানুরক্তা আর্য্যা জনকাত্মজা যেন হিমাভিহতা পদ্মিনী, ও নহুষরুদ্ধা পৌলোমীর ন্যায় দিবানিশি একান্তমনে প্রাণপতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন! তিনি নিতান্ত পতিব্রতা, দুর্দ্দান্ত দশাননের তাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যে দৃক্‌পাতও না করিয়া, প্রাণপতির অদর্শনে, এমন কি, প্রাণ বিসর্জনই অবধারণ করিয়া ছিলেন। এমন সময়ে আমি তাঁহার সন্নিহিত হইয়া, রাম ও সুগ্রীবের

সখ্যভাব প্রভৃতি তাবৎ বৃত্তান্ত আদ্যন্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে মরণোদ্যম হইতে বিরত করিয়াছি। ঋক্ষরাজ! তাঁহার যেরূপ পতিভক্তি ও অসামান্য পাতিব্রত্য তেজঃ প্রজ্বলিত দেখিলাম, তাহাতে যে তিনি শাপাদি দ্বারা দশাননকে ভস্মসাৎ করেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! যাহা হউক, আর্য্যা জানকী একে স্বভাবতঃ কৃশাঙ্গী, তাহাতে আবার রামবিরহে, প্রতিপদে পাঠশীল লোকের বিদ্যার ন্যায় নিতান্ত শীর্ণ ও একান্তই ক্ষীণ হইয়া দিবানিশি তাদৃশী অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতেছেন, অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, সত্বর অবধারণ করুন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

সুধীর হনূমান্ এই বলিয়া বিরত হইলে, তদীয় তাদৃশ বীর রসাভিষিক্ত বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া বালিনন্দন তাহাতে অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন;—ঋক্ষরাজ! বিচক্ষণ মারুতকুমার যেরূপ কহিলেন, আমার মতে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। হনূমান্ এই অশ্বিপুত্রদ্বয়ের বীরত্বের বিষয় যেরূপ ঘোষণা করিলেন, তাহা যথার্থ; ইহাঁরা সামান্য নহেন; কি সংগ্রামকৌশলে, কি কার্য্যচাতুর্য্যে, কি বেগবিষয়ে, ইহাঁদের তুল্যকক্ষ সংসারে আর

কেহই নাই। এমন কি, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কোন কারণ বশতঃ প্রসন্ন হইয়া স্বীয় প্রসাদস্বরূপ ইহাঁদিগকে অবধ্যত্ব প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং তদবধি ইহাঁরা অমর; কাহারও বধ্য নহেন। ঋক্ষরাজ! আপনার নিকট অধিক আর কি কহিব; সেই বর প্রভাবে মত্ত ও গর্ব্বিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে মহতী সেনা সন্নিবেশিত থাকিতেও এই অশ্বি-কুমারদ্বয় দেবগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সুধারস লইয়া পান করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হয়, সমুদায় কপিকুল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেও, ক্রুদ্ধ হইলে, ইহাঁরাই সমগ্রা লঙ্কা নগরী সাগরে ভাসাইয়া রাক্ষসকুল সমূলে উন্মূলিত করিতে পারেন। অথবা আমি একাকীই সমরে সমস্ত রাক্ষসী সেনার প্রাণ সংহার করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর সহিত সেই অযোনিসম্ভবা অবনীসুতা জানকী লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিতে পারিব। আপনাদের সহায়তার আর প্রয়োজন নাই, কেবল অনুমতি প্রতীক্ষা। ঋক্ষরাজ! আর এই পবন-কুমারের বীরত্বের বিষয় ত আপনিও স্বকর্ণেই শুনিলেন? একমাত্র ইহাঁর কার্য্যকৌশলেই যখন সমগ্রা লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, কতশত নিশাচরেরাও যখন সমরশায়ী হইয়াছে, তখন রাক্ষসকুল পরাজয় করিতে আর আশঙ্কা কি?

এই বলিয়া বালিকুমার অন্যান্য কপিকুলকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন; কপিগণ! তোমরা সকলেই সবিশেষ বলশালী, কার্য্যকুশল, এবং সংগ্রামনৈপুণ্যও তোমাদের

বিলক্ষণ প্রথিত আছে। কি উৎপ্লবনে, কি পরাক্রমে, কি রণচাতুর্য্যে ; জগতীতলে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যখন কেহই তিষ্ঠিতে পারে না ; তখন জনকাত্মজার উদ্দেশমাত্র সম্পাদন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, আমার মতে সর্ব্বথা অযুক্ত বলিয়াই বোধ হইতেছে। যে বীর প্রকৃত অবসর পাইয়াও বীরভাব প্রকাশ না করে, প্রভুর অনিষ্টকারী জানিয়াও যে মন্ত্রী প্রকৃত সময়েও মন্ত্রণা না করিয়া প্রভুর আদেশমাত্র প্রতীক্ষা করে,তাহার বীরতা ও তাহার মন্ত্রণাও নিতান্ত নিন্দাস্পদ । অতএব বানরগণ! আর কেন, ত্বরায় রণসজ্জায় সজ্জিত হও, একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর কর। এতাদৃশ প্রতাপানল প্রজ্বলিত থাকিতে আমরা সামান্য রাক্ষসের ভয়ে সেই সরোজনিন্দিত-বদনা সীতা সতীরে তাদৃশী দশায় অরণ্যে রাখিয়াই কি নিবৃত্ত হইব। এতাদৃশ অনন্যসুলভ সুদুঃষহ সমরচাতুর্য্য থাকিতে, আমরা আর্য্যার দুঃখনিচয় অপসারিত না করিয়াই কি সেই দয়িতাবৎসল দাশ-রথির সন্নিধানে গমন করিব! ধিক্! বানরগণ! ইহাতে আর মন্ত্রণা কি, সত্বর হও,আমরা এই উদ্যমেই রণে রাক্ষসকুল পরাজয় করিয়া জয়লক্ষ্মীর সহিত জানকী লক্ষ্মীরে আনয়ন করিব, এবং বহুদিনের পর তাঁহারে রামের বাম-পার্শ্বে বসাইয়া প্রফুল্লমুখকমল-পরিশোভিত যুগলরূপ মনের সাধে নিরীক্ষণ করিব। অতএব এক্ষণে আর বৃথা আত্মপ্রশংসার প্রয়োজন নাই, প্রকৃত কার্য্যের অনু-সরণ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

এই বলিয়া বালিতনয় অঙ্গদ বিরত হইলে, সুধীর জাম্ববান্ তদীয় অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, যুবরাজ! তুমি পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যেরূপ সঙ্কল্প করিতেছ, তাহা আমার মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে না। কারণ, আমরা কপিরাজ কর্ত্তৃক দক্ষিণ দিক্ অন্বেষণার্থ আদিষ্ট হইয়াছি, যথাসাধ্য অন্বেষণ করিয়া কৃতকার্য্যও হইয়াছি। তিনি বা ধিমান্ রাম কেহই আমাদিগকে সীতার আনয়ন বিষয়ে আদেশ করেন নাই। এমন স্থলে এক্ষণে যদি আমরা লঙ্কায় গিয়া রাক্ষসকুল পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহারে আনয়ন করি, তাহা হইলেই যে তিনি রামের পরিগৃহীতা হইবেন, তদ্বিষয়ে নিশ্চয় কি আছে? বিশেষ, সেই বীরকুলচূড়ামণি আর্য্য দাশরথি প্রধান প্রধান সমস্ত কপিকুলের মধ্যে "আমি স্বহস্তে জানকীর উদ্ধার করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা যদি তাঁহারে উদ্ধার করি, তাহা হইলে, তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা কেবল কথামাত্রে, হনূমানের সমুদায় দুরূহ কার্য্যসাধন এবং আমাদের বীরত্বপ্রকাশ সমস্তই বিপরীত ফলে পরিণত হইবে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমাদের আনীতা সীতার গ্রহণ ও স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আর্য্য দাশরথি কদাচ প্রকৃত সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বানরগণ! এক্ষণে আর কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত না হইয়া, চল আমরা রাম সন্নিধানেই গমন পূর্ব্বক হনূমানের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ আদ্যন্ত বর্ণন করি।

এই বলিয়া সুচতুর ঋক্ষরাজ যুবরাজের ক্রোধ পরিহারার্থ সুহৃদ্ভাবে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজকুমার! দেখ, আমি যাহা কহিলাম, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাই যে তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা আমার অভিপ্রায় নহে, তুমিও অতিবিচক্ষণ, দেখিয়া শুনিয়া বিলক্ষণ অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছ; এক্ষণে যাহাতে কার্য্যহানি না হয় এবং রামেরও সন্তোষ জন্মে, বিবেচনা পূর্ব্বক এমনি কোন সদুপায় উদ্ভাবন কর। এই বলিয়া বৃদ্ধ জাম্ববান্ মৌনাবলম্বন করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর অঙ্গদ প্রভৃতি মহামতি কপিগণ বৃদ্ধ জাম্ববানের তাদৃশ সুসঙ্গত বাক্যে সকলেই সম্মত ও পরম আহ্লাদিত হইয়া পবনকুমারের সহিত মহেন্দ্রপর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে মহাহর্ষে লম্ফ প্রদান করিল, এবং আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া পুলকিত গাত্রে রামজয় শব্দে গমন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত প্রকাণ্ডকলেবর মহাবল কপিবল আহ্লাদভরে যেন দ্বিগুণ হইয়া আকাশতল আচ্ছাদন পূর্ব্বক মত্ত মহাগজের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল, দেখিয়া অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষচর সিদ্ধচারণগণ প্রীতি

প্রফুল্ল মনে অনিমেষ নেত্রে সৎকার পূর্ব্বক হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। রামের কার্য্যসিদ্ধি ও আপনাদিগের মহতী কীর্ত্তি লাভ মনে করিয়া তৎকালে বানরেরা আহ্লাদে অতীব স্ফীত ও সাতিশয় উন্নতমনা হইয়া উঠিল এবং কতক্ষণে আর্য্য রাম ও সুগ্রীবসন্নিধানে গিয়া প্রিয় বাক্য কহিব, এই উৎসাহে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া সমস্ত পথ যেন নিমেষ মধ্যেই অতিক্রম করিল। সম্মুখে সুগ্রীবের মধুবন। ঐ সুরম্য কানন অতীব রমণীয় ও শোভাসমৃদ্ধিতে অবিকল যেন নন্দন কাননের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। উহার স্থানে স্থানে রসাল ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া কত প্রকার পাদপরাজি শোভা পাইতেছে। কুসুমসৌরভে উহার চতুর্দ্দিক্ সুবাসিত। সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ নামে এক বানর দিবানিশি উহার রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। বানরেরা একেই ত রামকার্য্য-সিদ্ধি-জনিত হর্ষভয়ে উন্মত্ত, তাহাতে আবার সম্মুখে সেই সুরম্য কানন দেখিয়া অমনি তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মধুপানার্থ অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া বারংবার যুবরাজের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। কালজ্ঞ অঙ্গদও তাহাদের প্রার্থনায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন বানরেরা যুবরাজের আজ্ঞা পাইয়া উদ্ধত ভাবে রসাল ফলপুষ্প-পরিশোভিত মধুকরগুঞ্জিত সুদৃশ্য পাদপরাজিতে আরোহণ পূর্ব্বক স্বাদু রস-পরিপূরিত সুবাসিত বিবিধ ফল ভক্ষণ করিয়া

আনন্দের পরাকাষ্ঠাই যেন প্রকাশ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ ফল, কেহ মূল ও কেহ কেহ সুবাসিত কুসুমের সুপেয় মধুপান করিয়া আনন্দে উৎকট ভাবে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ আহ্লাদভরে উচ্চৈঃস্বরে ঊর্দ্ধমুখে গান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা মনের সুখে উচ্চতর হাস্য করিতে আরম্ভ করিল; কেহ হাসিতে হাসিতে ধাবন; কেহ মধুপান করিতে করিতে কুর্দ্দন ও কেহ কেহ বা ভক্তিভাবে অঙ্গদের পাদপদ্মে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বাক্যকথনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ বা অপর্য্যাপ্ত মধুপান করিয়া ভূতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা আহ্লাদভরে মহীতল হইতে দ্রুতবেগে দ্রুমোপরি অধিরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে সানন্দে পতিত হইতে লাগিল, কেহ কেহ পরম প্রীতির সহিত পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল, এবং কেহ বিবাদে, কেহ রোদনে ও কেহ কেহ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপ দেখিতে দেখিতে সমস্ত কপিকুল মধুপানে একেবারে উন্মত্ত হইয়া সমুদায় বনবিভাগ সর্ব্বথা আলুলায়িত করিয়া তুলিল।

অনন্তর ঐ উদ্যানরক্ষক দধিবক্ত্র সহসা সমস্ত কানন-বিভাগ বিধ্বস্ত দেখিয়া, কোপকঠোর বাক্যে বানরগণকে নানাপ্রকার নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু বানরেরা তাহাতে দৃক্‌পাতও না করিয়া অকুতোভয়ে লম্ফ ঝম্ফ

প্রদান পূর্ব্বক মনের সাধে সমুদায় ফল মুল ও নবীন তরু সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু উগ্রতেজা উদ্যানপালক দধিবক্ত্র সেই সকল উন্মদ বানরগণ কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়াও প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া,উদ্যানরক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইল না,- অকুতোভয়ে কোন কোন বানরকে পরুষ বচনে তর্জন করিতে লাগিল, কাহাকেও বা সবেগে চপেটাঘাত করিতে আরম্ভ করিল এবং কোন কোন বানরের সহিত বিষম কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ঐ সমস্ত কপিকুলের মধ্যে কেহ কেহ দধিমুখের ভৎর্সনায় নিবারিত হইল। কিন্তু তন্মধ্যে যাহারা মধুপানে ও হর্ষভরে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল. দধিমুখ তাহাদিগকে কোনক্রমেই নিবারণ করিতে পারিল না। তাহার তর্জন গর্জনে তাহারা দৃক্পাতও না করিয়া, নির্ভয় মনে রাজদণ্ডের ভয় পরিহার পূর্ব্বক নখ দন্ত ও তল প্রহার দ্বারা তাহাকে সর্ব্বথা মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিল। এবং উদ্ধত ভাবে সমস্ত মধুবনের ফলমুল সকল ভক্ষণ ও পুনঃ পুনঃ মধুপান করিবার জন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

তদ্দর্শনে কপিবর মারুতকুমার কপিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক সাদরে কহিলেন ;—বানরগণ ! দেখ আমি তোমাদের প্রতি আদেশ করিতেছি, তোমরা অদ্য অকুতোভয়ে ও অক্ষুব্ধ চিত্তে এই মধুবনে মধুপান করিতে থাক, যদি কোন অহিতকারী আসিয়া তোমাদের প্রতি অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তোমরা নির্ভয়ে আমার নিকট কহিবে, আমি তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিব। তৎশ্রবণে যুবরাজ অঙ্গদ সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন ; হাঁ, মারুততনয় যখন কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন, তখন ইঁহার বাক্য অন্যায্য হইলেও সম্প্রতি পালনীয়। যেরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে অকার্য্য করণে আদেশ করিলেও যখন তাহা আমাদের গুরুবাক্যের ন্যায় এক্ষণে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, তখন ইহা ত তাদৃশ গর্হিত কার্য্যই নহে। অতএব কপিগণ ! আমিও আদেশ করিতেছি, তোমরা নির্ভীক চিত্তে পরমানন্দে ইতস্ততঃ মধুপান কর।

এই বলিয়া যুবরাজ মারুতির তাদৃশ আনন্দপূর্ণ বাক্যে অভিনন্দন করিলে, কপিবর্গ মনে মনে অপরিসীম প্রীতি লাভ করিয়া, প্রথমতঃ অঙ্গদের প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ

প্রদান পূর্ব্বক পরে পুনর্ব্বার মধুবনে মধুপানে ও অপার আহ্লাদের সহিত ফলমূল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল,* এবং যে সকল বানর চতুর্দ্দিকে রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিতেছিল, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ ও বন্ধন করিয়া অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। কপিগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া এই রূপে নির্ভয়ে পান ভোজনে প্রবৃত্ত ও মধুপানে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যে সকল রক্ষক নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া নিবারণার্থ তাহাদের সম্মুখে আসিতে লাগিল, বানরেরা অমনি তাহাদিগকে ধরিয়া নানাবিধ তাড়ণা পূর্ব্বক একেবারে শেষ দশায় নিপাতিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ মধুপানে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের গাত্রে উচ্ছিষ্ট মধু নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা অতীব উদ্ধত ভাবে পরস্পর আঘাত পূর্ব্বক কলহে প্রবৃত্ত হইল। কেহ সুপরিষ্কৃত তরুমূলে, কেহ পত্রগহন তরুশাখায় ও কেহ কেহ প্রমত্তভাব বশতঃ পর্ণশয্যায় শয়ান হইয়া মনের সাধে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ কেহ খিল খিল শব্দে হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন বানর বানরসুলভ মুখভঙ্গী, কোন কপি দণ্ড প্রদর্শন ও কোন কোন শাখামৃগ মত্ততা বশতঃ স্খলিত বচনে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময়ে ঐ সমস্ত বানরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া কে যে কাহারে ধরে, কে যে কাহারে মারে ও কে যে কাহারে বলপূর্ব্বক পাতিত

করে, তাহার কিছুমাত্র অবধারিত ছিল না। বানরজাতি একেই ত বারণের নহে, তাহাতে আবার মারুত কুমারের আদেশে বারণই বারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের তাৎকালিক অত্যাচারের কেনই বা পরিসীমা থাকিবে। মধুমত্ত কতকগুলি বানর মত্ততার অবসান সময়ে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল, উদ্ধত অপর কতকগুলি বানর অনায়াসে তাহাদিগকে জাগরিত করিয়া কতপ্রকার রঙ্গ ভঙ্গী করিতে লাগিল। এবং কোন কোন বানর বানরীসুলভ অসভ্যতার প্রভাবে উদর স্ফীত করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। এইরূপে প্রমত্ত বানরগণ মধুবন একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে উদ্যানরক্ষক দধিমুখের কতকগুলি পরিচারক আর সহিতে না পারিয়া নিবারণার্থ ক্রোধভরে তাহাদের সম্মুখে আগত হইল, নিবারণ করিতেও অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা পরিশেষে সেই সমস্ত উদ্ধত বাণরগণ কর্তৃক তিরস্কৃত ও আহত হইয়া এবং কেহ কেহ ঊর্দ্ধপথে উৎক্ষিপ্ত হইয়া "পরিত্রাহি পরিত্রাহি" শব্দে প্রাণভয়ে এদিক্ ওদিক্ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর অনুচরবর্গেরা এইরূপে আহত হইয়া উদ্যান রক্ষক দধিমুখের অগ্রে গিয়া সানুনয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিতে লাগিল; প্রভো! আমাদের গ্রহ অতি সুপ্রসন্ন, তাহাতেই এমন সঙ্কটে পড়িয়াও বাঁচিয়া আসিলাম। বান-

য়েরা এরূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, যে কাহার সাধ্য তাহাদের অগ্রসর হয়। প্রভো! দুঃখের কথা আর কি কহিব, তাহারা হনূমানের আদেশে নিতান্ত উদ্ধত হইয়া বলপূর্ব্বক সমস্ত মধুবন ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, আমরা কেবলমাত্র রক্ষার্থ অগ্রসর হইলাম, আর আমাদের হস্তপদ ধারণ করিয়া এই দেখুন কতই দুর্দ্দশা করিয়া দিল।

এই বলিয়া ভৃত্যবর্গেরা সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তৎশ্রবণে দধিবক্ত্র নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন; কি! এত বড় দৌরাত্ম্য! যে কানন শোভাগর্ব্বে নন্দন কাননকেও তিরস্কার করিতেছিল, সেই কাননের এতই দুর্দ্দশা। ইহা ত আর সহিতে পারি না। ভৃত্যগণ। চল, এখনই চল, আমি বল প্রকাশ পূর্ব্বক সেই সমস্ত দর্পিত বানরদিগকে নিবারণ করিব, অথবা প্রভুর কর্ণগোচর করিয়া যথোচিত শাস্তি দেওয়াইব, তবেই জল গ্রহণ করিব। এই বলিয়া দধিমুখ অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া অতীব ক্রোধাবেগে এক বৃহদাকার বৃক্ষহস্তে দ্রুত পদে মধুবনে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড ও বিশাল পাদপ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক যে স্থানে অত্যাচারী বানরেরা অবস্থান করিতেছিল, স্বামী সহ তথায় প্রবেশিয়া কঠোর বাক্যে সেই সমস্ত মদোদ্ধত কপিকুলকে নানাপ্রকার ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে মহাবীর মারুতকুমার ও অন্যান্য বানরেরা

ক্রোধাকুল দধিবক্ত্রকে সমাগত দেখিয়া সবেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে মদবেগে সুধীর অঙ্গদেরও ধীরতা বিলুপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং দধিমুখকে আত্মীয় বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র উপলব্ধি ছিল না; কাজে কাজেই তিনিও বানরগণ সঙ্গে সবেগে অভিমুখে সমাগত হইয়া ক্রোধভরে দধিবক্ত্রকে ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই মহাবাহু দধিমুখ, বাহু মুখ প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হওয়ায়, তৎকালে বিচেতন প্রায় হইয়া রহিল। তৎপরে চেতনা সঞ্চার হইলে, তাঁহা-দের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নির্জ্জনে অনুচর বানরদিগকে কহিল;—ভৃত্যগণ! উন্মত্ত বানরের সহিত আর বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন নাই; চল যেখানে সেই দুষ্টনিয়ন্তা দাশরথির সহিত কপিরাজ মহাগ্রীব সুগ্রীব অবস্থান করি-তেছেন, আমরা এক্ষণে তথায় গিয়া এই সমস্ত লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত নিবেদন করি, এবং দুর্ব্বুদ্ধি অঙ্গদের আদেশে সমস্ত মধুবন যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তাহাও বিশেষ করিয়া তাঁহার নিকট বর্ণন করি। সুগ্রীব অতিশয় ক্রোধ-পরায়ণ, সুতরাং এ সর্ব্বনাশের কথা শুনিলে কখন ক্ষমা করিবেন না। বিশেষ, পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের সময় হইতে এপর্য্যন্ত অসীম শোভা বিদ্যমান থাকায়, এই মধুবন, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছে; এমন কি, তাঁহার আদেশ ব্যতীত দেবতারাও ইহাতে প্রবেশ করিতে সাহসী

হন না। অতএব সেই কানন যখন মত্ত বামরেরা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন নিশ্চয় জানিবে, তাহাদের কাল অতিসন্নিহিত। কালসর্পের পুচ্ছে পদাঘাত করিলেও কি কালের হস্ত হইতে কেহ নিস্তার পাইতে পারে? এ অত্যাচার ক্রোধনশীল সুগ্রীব কদাচ সহ্য করিবেন না, আর আমি তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কত প্রকার নিষেধ করিয়াছিলাম, দুরাত্মারা যখন তাহাও গ্রাহ্য করে নাই, তখন এক প্রকার রাজাজ্ঞার বিদ্বেষী বলিয়াও অবশ্যই দণ্ডার্হ হইবে, সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া উদ্যানরক্ষক দধিমুখ অনুচর বর্গের সহিত দ্রুতপাদবিক্ষেপে মহারাজ সুগ্রীবসন্নিধানে প্রস্থান করিলেন এবং যে স্থানে রাম ও লক্ষ্মণসহ, বারিদপ্রতীক্ষায় উন্মুখ চাতকের ন্যায়, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত মনে অবস্থান করিতেছেন, নিমেষ মধ্যে তথায় উপনীত হইলেন। মহাবীর দধিমুখ সুদীন বদনে প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র আর বাগাড়ম্বর না করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে সানুচরে তদীয় চরণে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব দধিবক্ত্রকে অকস্মাৎ পদতলে নিপতিত দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন ;—এ কি, দধিবক্ত্র ! তুমি আজ অকস্মাৎ আমার পদানত হইয়া এত রোদন করিতেছ কেন ? তোমায় কি কেহ অবমাননা করিয়াছে ? যে সেই জন্যই তুমি আজ সানুচরে চরণে পতিত হইয়া এত রোদন করিতেছ ? দধিমুখ ! উঠ, উঠ, আমি তোমায় অভয় প্রদান করিতেছি, সত্য করিয়া বল, আজ তুমি কাহার ভয়ে এত বিষণ্ণ হইয়া আমার নিকট সমাগত হইয়াছ ? যুক্তই হউক, বা অযুক্তই হউক, রাজার সমক্ষে সর্ব্ব বৃত্তান্ত অকপট ভাবে প্রকাশ করাই উচিত। দধিবক্ত্র ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, আমার মধুবনের ত কুশল ? আমার যে কানন শোভাগর্ব্বে নন্দন কাননকেও তিরস্কার করিয়া থাকে, তাহার কোন শোচণীয় ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই কি তুমি আজ এত দীনভাব প্রকাশ করিতেছ ?

তৎশ্রবণে দধিবক্ত্র কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন ;—প্রভো ! দুঃখের কথা আর কি কহিব ; পূর্ব্বে কপিরাজ বালি, সম্প্রতি আপনি সুখভোগের নিমিত্ত যে বনে বানরদিগকে প্রবেশ করিতেও

নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই সুরম্য মধুকানন অধুনা উদ্ধত বানরবর্গের দৌরাত্ম্যে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি এই সকল অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা মধুপানে এরূপ মত্ত হইয়াছে, যে আমাদের কথায় দৃক্পাতও না করিয়া অনবরত পান ভোজনই করিতেলাগিল। মহারাজ! তাহারা প্রথমতঃ আসিয়া অত্যন্ত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিলে, এই সমুদায় বনপালকেরা নিবারণার্থ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তাহাতে আমি বড় দুঃখিত নহি, তাহারা আমাকেও যখন তুচ্ছ করিয়াছে, তখন বলুন দেখি, দধিমুখ বানরসমাজে কোন্ মুখে আর মুখ দেখাইবে? কপিরাজ! সেই সমস্ত কপিদিগের দৌরাত্ম্যের বিষয় আর কি কহিব, নিবারণ করিতে গেলে, তাহারা নিতান্ত তুচ্ছভাব প্রকাশ করিয়া কত প্রকার মুখভঙ্গী প্রকাশ করিয়া উঠে, কত প্রকার উদ্ধতভাব যে প্রকাশ করে, তাহার আর পরিসীমা নাই। তাহারা নিতান্ত বলবীর্য্যশালী, সুতরাং তাহাদের নিকট দুর্ব্বলের বিরোধভাব কেবল দুঃখদায়ক। মহারাজ! সেই প্রচণ্ড বানরেরা আপনার বনপালকদিগের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ বা জানুদেশ ভগ্ন এবং কাহারও গলদেশে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধপথে উৎক্ষিপ্ত করিয়া যাতনার একশেষ দিয়াছে; সুতরাং আমরা আপনার মধুবন রক্ষায় অসমর্থ হইয়া আত্মদুরবস্থার সহিত কাননের দুর্দ্দশা

নিবেদন করিবার জন্য আপনার সন্নিধানে সমাগত হই-লাম। আপনি বিদ্যমানে আপনার প্রিয়তম মধুবনের প্রতি এতই অত্যাচার! এক্ষণে যে রূপ প্রতিবিধান করিতে হয়, করুন।

দধিমুখ কাতর বচনে এই বলিয়া বিরত হইলে, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কপিরাজ! এই সমাগত বনপালক বানরেরা অতি কাতর ভাবে আপনাকে কি বলিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের সৌভাগ্য লক্ষ্মী এত দিনের পর বুঝি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন। ইনি কহিতেছেন; অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবীর বানরগণ আহ্লাদে মত্ত হইয়া মধুবনে মধুপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, তাহারা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে; নতুবা নিষ্ফলমনোরথ হইলে, এতাদৃশ কার্য্যে তাহাদের কখন এমন উৎসাহ হইত না। তাহারা হর্ষভরে এরূপ বিহ্বল হইয়াছে, যে আমার বনরক্ষকেরা নিবারণ করিতে গিয়া, তাহাদের দৌরাত্ম্যে কেহ ভগ্নজানু, কেহ ভগ্নবাহু, কেহ ভগ্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নপৃষ্ঠ হইয়া নিতান্ত কষ্টে সঞ্জী-বনে ফিরিয়া আসিয়াছে। আর তাহারা যখন আমার এই বলবান্ বনরক্ষক দধিমুখকেও নানা প্রকারে তিরস্কার করিয়া সমুদায় বনবিভাগ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; তখন আপনি নিশ্চয় জানিবেন, তাহারা অবশ্যই আর্য্যা জানকীর উদ্দেশ লইয়া আসিয়াছে।

পুরুষোত্তম! সকলের দর্শন বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও, সুধীর হনূমান্ যে আর্য্যা জনকাত্মজার অন্বেষণ করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। কারণ, তিনি ভিন্ন এতাদৃশ অসাধ্য সাধনক্ষম, বানরগণের মধ্যে আর কেহই নাই। তাঁহার বলবীর্য্য, পরাক্রম, কার্য্যদক্ষতা ও ব্যবসায় জগতীতলে বিলক্ষণ প্রথিত আছে। সেই সুধীর হনূমানের সুকৌশলে আমাদের আশালতা যে সুফলে পরিণত হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে। আমি নিশ্চয় জানি, যেখানে জাম্ববান্ নেতা এবং যুবরাজ অঙ্গদ কার্য্যকুশল ও পবনকুমার অধিষ্ঠাতা, সেখানে কার্য্যসিদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিবার আর সম্ভাবনা কি? অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন, তাহারা দক্ষিণ দিকে জানকীরে অন্বেষণ করিয়াই অপার আহ্লাদের সহিত প্রত্যাগত হইয়া আমার সমস্ত মধুবন আলুলায়িত করিয়া মধু পান করিতেছে। যাহা হউক, বানরেরা কৃতকার্য্য হইয়া যে সামান্য মধুবন ভগ্ন করিতেছে, ইহাতে তাহাদের দোষ কি, উহা উপযুক্তই হইয়াছে। পুরুষোত্তম! সেই সকল বানরেরা যে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া আমার মধুবন বিনষ্ট ও বনপালকদিগের হস্তপদ প্রভৃতি ভগ্ন করিয়াছে, তাহাই জানাইবার জন্য এই প্রধান উদ্যানপালক আমার সমীপে আসিয়াছে। ইহাঁর নাম দধিমুখ। লক্ষ্মণ! সেই অযোনিসম্ভবা অবনীসুতা আর্য্যা জনকাত্মজার যে উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা আপনি এখনই তত্ত্বতঃ জানিতে পারিবেন। বানরেরা তাঁহারে দেখিয়া না আসিলে

মধুপানে ও এতাদৃশ আহ্লাদভরে কদাচ এরূপ প্রবৃত্ত হইত না এবং আমার যে কাননে আদেশ না পাইয়া দেবতারাও প্রবেশ করিতে ভয় করিয়া থাকেন, সেই সুরম্য কাননের এতাদৃশ দুর্দ্দশা কখনই করিত না।

এই বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীব অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ অগ্রজের সহিত তদীয় মুখনিঃসৃত সেই অমৃতায়মান বচনবিন্যাস কর্ণগোচর করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহাত্মা সুগ্রীব সেই বানরপ্রধান দধিমুখের মুখে শুভ সমাচার পাইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন; দধিমুখ! বানরেরা পরম আহ্লাদিত, সুতরাং কৃতকার্য্য হইয়া আগমন পূর্ব্বক যে মধুবন ভগ্ন করিয়াছে, আজ তোমার মুখে এই শুভসমাচার পাইয়া আমি অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিলাম। তাহারা যেরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তুচ্ছ মধুবন বিনাশ কেন, তদপেক্ষা কোন গর্হিত কার্য্য করিলেও সম্প্রতি ক্ষমার পাত্র হইয়াছে। অতএব দধিবক্ত্র তুমি অতিশীঘ্র তথায় গমন কর, এবং সেই কার্য্যকুশল কপিবর্গকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ উদ্যানরক্ষণে নিযুক্ত হও। সেই মৃগরাজদর্প মহাবীর মারুতকুমার প্রভৃতি শাখামৃগগণের মুখে জনকাত্মজার দর্শন বৃত্তান্ত আদ্যন্ত শ্রবণ করিতে আমার অপরিসীম কৌতূহল জন্মিয়াছে। এমন কি, আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকাও

যেন আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব কপিবর! তুমি যত শীঘ্র পার, তাহাদিগকে আমার নিকট প্রেরণ কর।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

তখন দধিবক্ত্র প্রভুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক অনুচর বানরবর্গের সহিত আকাশপথে উৎপতিত হইলেন, এবং দেখিতে দেখিতে সমাগত, ভূতলে অবতীর্ণ ও মধুবনে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন; সেই সমস্ত হর্ষবিহ্বল উদ্ধত কপিবরেরা পূর্ব্বপীত মধু জীর্ণ করিয়া মল মূত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তদ্দর্শনে উদ্যানপালক দধিমুখ তাহাদের সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সানুনয়ে যুবরাজ অঙ্গদকে কহিলেন; যুবরাজ! আমার অনুচরবর্গেরা অজ্ঞানবশতঃ ক্রোধভরে নিতান্ত কঠোর বাক্যে আপনাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল, প্রার্থনা করি, আপনি সেজন্য ক্রোধ করিবেন না। আপনারা দূরদেশ হইতে আগত, সুতরাং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, অতএব যথেচ্ছ পান ভোজন করিয়া কিছুকাল সুখে বিশ্রাম করুন। যেমন কপিরাজ সুগ্রীব, তেমনি আপনিও

এ কাননের অধীশ্বর। অতএব যুবরাজ! ইতিপূর্ব্বে আমরা অনবধানতা ও মূর্খতা বশতঃ রোষপরতন্ত্র হইয়া. তন্নিবন্ধন যে কিছু কুবাক্য কহিয়াছি; এক্ষণে স্বীয় ঔদার্য্যগুণে তাহা ক্ষমা করুন। পূর্ব্বে আপনার পিতা মহাবল বালি যেরূপ যাবতীয় বানরবর্গের অধীশ্বর ছিলেন, এক্ষণে আপনাকেও আমরা তদ্রূপই জ্ঞান করিয়া থাকি। সুগ্রীব এবং আপ-নাতে কিছুমাত্র ভিন্নভাব দেখি না! আপনারা পরম আহ্লাদিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন, কপিরাজ সুগ্রীব তাহা জানিতে পারিয়াছেন। আমি সানুচরে তাঁহার সন্নি-ধানে গমন করিয়া আপনাদিগের আগমনবৃত্তান্ত কহিয়া আসিয়াছি। যুবরাজ! আপনাদের আগমন ও মধুবন প্রবেশের কথা শুনিয়া তিনি যে কতদূর আহ্লাদিত হইয়া-ছেন,তাহা আর বলিতে পারি না। রাজকুমার! আমি গিয়া এই শুভ সমাচার কহিবামাত্র তিনি আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, যে আমাকে তিলার্দ্ধ কালও তথায় থাকিতে দিলেন না, তাঁহার সকাশে আপনাদিগকে প্রেরণ করিবার জন্য তৎ-কালেই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব যুবরাজ! আপনি বানরবর্গের সহিত অতি ত্বরায় পিতৃব্য সন্নিধানে গমন করুন।

এই বলিয়া বচনবিশারদ দধিবক্ত্র বিরত হইলে, সুধীর অঙ্গদ তদীয় মুখে তৎকালে দুগ্ধবৎ সুপেয় বচনজাত শ্রবণ করিয়া বানরসেনাপতিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন; কপিগণ! কপিপ্রধান দধিবক্ত্র যাহা কহিলেন, তাহা ত সবিশেষ শ্রবণ করিলে; আমার বোধ হইতেছে, আমাদের আগমন বৃত্তান্ত অর্য্য রামেরও কর্ণগোচর হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আর এখানে ক্ষণকালও অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমরা এই মধুবনে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছ মধুপান পূর্ব্বক অত্যাচারের একশেষ করিয়াছি, কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। অতএব এক্ষণে চল, আমরা সুগ্রীব সন্নিধানেই গমন করি; কিন্তু তথায় গমনবিষয়ে তোমরা যেরূপ অভিপ্রায় করিবে, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি; কারণ, তোমরাই যখন কৃতকার্য্য, তখন আমি যুবরাজ হইলেও কর্ত্তব্যকার্য্যে তোমাদেরই অধীন,তোমাদের বিপরীত মতে আমি কোন মতেই অভিমত করিতে পারিব না।

এই বলিয়া যুবরাজ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে, তদীয় বিনয়গর্ভ মধুর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া বানরাধ্যক্ষেরা কহিলেন; যুবরাজ! আপনি আমাদের প্রতি যেরূপ বিনীত ভাব প্রকাশ করিতেছেন, উহা সদ্বংশপ্রসূত মহত্মাদিগের উপযুক্তই বটে। ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত হইয়া অনেকেই " আমিই প্রভু " মনে মনে এইরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার ন্যায় গুণভূষণ বিনীতশীল রাজকুমার ভিন্ন, এরূপ মনোহারিণী কথা আর কাহারও মুখে শুনিতে পাই না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, আপনকার এই বিনীত ভাব যে আপনার ভাবী

ভাগ্যোন্নতিসাধক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজকুমার! আমারা আহ্লাদভরে উন্মত্ত হইয়া সুগ্রীবের প্রিয়তম এই মধুবন একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি, এজন্য যদিও আমরা রাজসন্নিধানে উপনীত হইতে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, তথাচ অপনার আদেশই আমাদের শিরোধার্য্য। যে রূপ অভিপ্রায় করিবেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারই অনুসরণ করিব।

এই বলিয়া বানরেরা বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইলে, সুধীর অঙ্গদ পুনর্ব্বার কহিলেন; সেনানীগণ! কপিরাজ আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া যখন বিলক্ষণ আহ্লাদিত হইয়াছেন, তখন আর আশঙ্কা কি আছে? অতএব চল, এক্ষণে রাজসন্নিধানেই গমন করা যাউক।

এই বলিয়া যুবরাজ হনূমান্ সহ অগ্রসর হইয়া সমস্ত বানরমণ্ডলীর সহিত আকাশপথে উৎপতিত হইলেন। কপিবরেরাও মন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উৎপলের ন্যায় গগণতল আচ্ছাদন ও বায়ুচালিত মেঘাবলীর ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ পূর্ব্বক ঘনগভীর গর্জনে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিমেষ মধ্যে অঙ্গদ সন্নিহিত হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত কমললোচন রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মিত্র! আর চিন্তা নাই, এখন আশ্বস্ত হউন, আপনার শুভ অবধারিতই জানিবেন। দেবী জানকী অবশ্যই দৃষ্ট হইয়াছেন। অন্যথা বানরেরা সময়াতিক্রমেও এত অধিক হর্ষান্বিত হইয়া আগমন করিতে

কদাচ সমর্থ বা সাহসী হইত না। অকৃতকাৰ্য্য হইলে, উহাদের বদন মলিন এবং চিত্তও নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িত। আগমনবিষয়ে এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কখনই দেখা যাইত না। বিশেষ, জনকাত্মজা যদি উহাদের নয়নগোচর না হইতেন, তাহা হইলে, উহারা আমার পৈতৃক সুরক্ষিত মধুবন বিনষ্ট করিতে কদাচ সাহসী হইত না। অতএব হে কৌশল্যানন্দবৰ্দ্ধন! আর চিন্তা নাই, বোধ হইতেছে, সুধীর হনূমান্‌ই দেবীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। কারণ, এতাদৃশ অসাধ্য সাধনে ইনি ভিন্ন অপর কেহই সমর্থ হয় না। ইহাঁর উদ্যোগ, শৌর্য্য-বীর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও কাৰ্য্যদক্ষতা জগতীতলে বিলক্ষণ প্রথিত আছে। মিত্রবর! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যে স্থলে কাৰ্য্যকুশল বৃদ্ধ জাম্ববান্ সেনাধ্যক্ষ, সুধীর পবন-কুমার কার্য্যাধ্যক্ষ ও যুবরাজ অঙ্গদ সর্ব্বান্তঃকরণে কার্য্যোদ্ধারে উদ্যোগী হইয়াছেন, সে স্থলেও কি উপায় ব্যর্থ হইতে পারে। আর যখন বানরেরা আহ্লাদভরে সগর্ব্বে আগমন করিতেছে, এবং মধুবন ভগ্ন করিয়া মধুপান ও ফল মূল ভক্ষণ করিতেও সাহসী হইয়াছে, তখন যে উহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর দেখুন, পবনকুমারের কার্য্য দ্বারা উদ্দৃপ্ত হইয়া বানরেরা যে উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে করিতে কিষ্কিন্ধার অভি-মুখে আগমন করিতেছে, ইহাও একটী শুভসূচক বলিতে হইবে।

এই বলিতে বলিতে কপিসোত্তম সুগ্রীবের আয়ত লাঙ্গূল আহ্লাদে উৎফুল্ল লোমরাজি দ্বারা কণ্টকিত ও মন সাতিশয় হর্ষিত হইয়া উঠিল। এদিকে রামদর্শনাভি-লাষী বানরগণ অঙ্গদ ও হনূমান্‌কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বায়ু-বেগে রামজয় শব্দে আসিতে লাগিল। অনন্তর দেখিতে দেখিতে সকলে সন্নিহিত হইলে, সুধীর হনূমান্ প্রথমে রামের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক আহ্লাদে গদ্গদ স্বরে কহিলেন, প্রভো! আর চিন্তা নাই, আর চিন্তা নাই। আর্য্যা জনকাত্মজার পাতিব্রত্য অক্ষত, ও শারী-রিক সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। আহা! বহুদিনের পর পবনকুমারের মুখে এই অমৃতায়মান বচনবিন্যাস শ্রবণে সেই দয়িতা-বৎসল দাশরথির চিত্তাধারে যুগপৎ এত অধিক আনন্দ রসের সঞ্চার হইল, যে তন্নিবন্ধন তিনি তৎকালে হনূ-মান্‌কে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র প্রফুল্ল বদনে অনিমেষ নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়াই রহিলেন,ঐ সময়ে তদীয় চিত্তগত আনন্দ রস অবকাশ না পাইয়াই যেন আনন্দাশ্রুচ্ছলে নেত্রপথে উদ্গত হইয়া তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

———

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর ক্রমে বানরগণ প্রস্রবণ শৈলে উপনীত হইয়া সেই আজানুলম্বিতবাহু রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া, সাদরে সীতা সংক্রান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত আদ্যন্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে, জানকীর তাদৃশী অটল পতিভক্তি, তাদৃশ কঠোর নিয়ম পালন এবং তাঁহার প্রতি রাক্ষসীতর্জ্জন প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইলে, রাম জানকীরে সর্ব্ববিষয়ে কুশলিনী জানিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন; বানরগণ! আমার সেই অরণ্যবাসসহচারিণী এক্ষণে একাকিনী কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন? আদ্যন্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর। তৎশ্রবণে কপিবর্গেরা সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে বৃত্তান্তজ্ঞ হনূমান্‌কে ইঙ্গিত করিলেন। তদনুসারে পবনকুমার দক্ষিণাস্য হইয়া উদ্দেশে সেই ধরিত্রীসুতা সীতা সতীর পবিত্র পাদপদ্মে প্রণিপাত ও তদ্দত্ত মণিরত্ন রামের করে অর্পণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—প্রভো! আমি যেরূপে আর্য্যার উদ্দেশ পাইয়াছি, তাহা আদ্যন্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন;—আমি ক্রমে নানাস্থান অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে পক্ষিরাজ

সম্পাতির আদেশে শতযোজন-বিস্তীর্ণ দক্ষিণ জলধি এক লম্ফে পার হইয়া লঙ্কা নগরীতে উপস্থিত হইলাম। ঐ মহানগরী দুরাত্মা দশাননের রাজধানী। আর্য্য! আমি তথায় উপনীত হইয়া নানাস্থান অনুসন্ধানের পর পরিশেষে অশোকবনে প্রবেশিয়া দেখিলাম; সেই অসূর্য্যম্পশ্য-রূপা অবনীসুতা আর্য্যা জনকাত্মজা বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক, ব্যাঘ্রীগণে পরিবৃতা যূথভ্রষ্টা যেমন কুরঙ্গী, তদ্রূপ একবার "হা নাথ!" বলিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছেন, আরবার সাদরনেত্রে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আপনার বিরহে সংসার শূণ্যময় দেখিয়া শোকাকুল জীবনকে যেন উপেক্ষাই করিতেছেন। তাঁহার দেহে আর অধিক আভরণ নাই, বিরহানলে মন প্রাণ সতত উত্তপ্ত ও মুখমণ্ডল নিয়ত অবসন্ন রহিয়াছে, সংস্কারাভাবে সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা মলিন ও নীলোৎপল-নিন্দিত নেত্রযুগল হইতে নিরন্তর নীরধারা বহিতেছে। জলদাবৃত হইলে শশাঙ্করেখার যেমন রূপমাধুরী লক্ষিত হয় না, বিয়োগজনিত শোকমেঘে সমাবৃত থাকায় সম্প্রতি তাঁহার দেহপ্রভাও তদ্রূপ মলিন হইয়া গিয়াছে। প্রভো! আর অধিক কি কহিব, সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা আর্য্যা জনকাত্মজা অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া, অধুনা তাপসীর ন্যায় ও ত্রিলোকশরণ্য ইক্ষ্বাকুকুল-ভূষণ ভবাদৃশ মহাত্মার সহধর্ম্মিণী হইয়াও সম্প্রতি অশরণা দীনা কামিনীর ন্যায় ধরাতলশায়িনী হইয়া দিবানিশি কতই যে আর্ত্তনাদ

করিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে কতই যে রোদন করিতেছেন, তাহা আর বলিবার নহে। আর্য্য! আমি তাঁহার এইরূপ শোচনীয় ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, অতিবিনীত ভাবে সন্নিহিত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আপনার সখ্য-ভাবাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তাদৃশ দুঃখের দশায় আপনার সংবাদ পাইয়া আর্য্যা অমনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বহুলকথার পর্য্যবসানে অভিজ্ঞানস্বরূপ এই মণিরত্ন অর্পণ করিয়া, চিত্রকূট পর্ব্বতে বায়সের প্রতি আপনি যে কোপ প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সে সমস্ত রহস্য কথাও আপনার নিকট উল্লেখ করিবার জন্য কহিয়া দিলেন। তৎপরে আর্য্যা রোদন করিতে করিতে আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হনূমন্! এই মণিরত্ন আর্য্যপুত্রের বিলক্ষণ পরিচিত, অত-এব ইহা তাঁহার করেই অর্পণ করিয়া পরে মনঃশিলাতিলক প্রদান প্রভৃতি সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া দিবে। আর আপ-নার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন; পবনকুমার! আমি এতাদৃশ অসহনীয় ব্যসনে থাকিয়াও আর্য্য-পুত্রের অঙ্গুরীয় পাইয়া আজ যেন সমুদায় বিস্মৃত হইলাম। প্রভো! পরিশেষে সেই কৃশাঙ্গী সীতা সতী রোদন করিতে করিতে কহিলেন; হনূমন্! তুমি আর্য্যপুত্রকে কহিবে, আমি রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না, একমাস কালমাত্র অপেক্ষা করিব, ইহার মধ্যে যদি তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন পাই, ভাল; নচেৎ

আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না। অতএব প্রভো! আর্য্যার যেরূপ অধ্যবসায় দেখিলাম, বোধ হয়, মাস অতীত হইলেই জীবন বিসর্জন করিবেন। এই বলিয়া সুধীর হনূমান্ মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

তখন সেই দয়িতাবৎসল দাশরথি হনূমানের মুখে প্রিয়তমার তাদৃশী দুঃখের কথা শুনিয়া তদ্দত্ত চূড়ামণি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অশ্রুপরীত নেত্রে সেই মণিরত্নের প্রতি সাদরে দৃষ্টিপাত করিয়া বান্ধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন;— সখে! বৎসদর্শনে নববৎসা গাভী যেমন স্নেহবশতঃ দুগ্ধ স্রাব করে, এই মণিরত্ন দর্শনে আমার হৃদয়ও তদ্রূপ হইতেছে। মহাত্মা জনক আমার বিবাহ সময়ে স্বীয় পত্নীর নিকট হইতে এই মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া বৈদেহীর শিরোভূষণের জন্য আমার পিতা মহারাজ দশরথের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা সেই শশাঙ্কবদনার শিরে আবদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কোন কারণ বশতঃ প্রসন্ন হইয়া স্বীয় প্রসাদ স্বরূপ এই সাগরসম্ভূত অমূল্য

মণিরত্ন রাজর্ষি জনককে প্রদান করিয়াছিলেন। মিত্রবর! অধিক আর কি কহিব, আজ এই মণিরত্ন দর্শনে, তাত দশরথ, আর্য্য জনক ও আর্য্যা শ্বশ্রূ সকলকেই যেন সুস্পষ্ট ভাবে দর্শন করিতেছি। এমন কি, বোধ হইতেছে, ইহার দর্শনে আমি জানকীরেও যেন প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই বলিয়া রাম পবনকুমারের প্রতি সাদরে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন ;— মারুতকুমার! মূর্চ্ছিত জনের প্রতি যেরূপ বারি সেচন করে, জানকীও সেই রূপ আমার প্রতি যে সকল বচনামৃত সেচন করিয়াছেন, তাহা তুমি পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন কর ; শুনিয়া আমার শ্রবণকুহর শীতল হউক। ভাই লক্ষ্মণ! বল দেখি, ইহা হইতে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে, এই সেই সাগরসম্ভূত মণিরত্ন অদ্য আমার দর্শনপথে পতিত হইল, কিন্তু কৈ? সেই রমণীরত্ন এপর্য্যন্তও ত আমি নেত্রগোচর করিতে পারিলাম না। হায়! অয়ি দেবী ধরিত্রীসুতে! অয়ি অরণ্যবাস সহচারিণী রামহৃদয়-বিলাসিনী পতিদেবতে বৈদেহি! তুমি আমার বিরহে আর যদি এক মাসমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি বহুকাল জীবিত থাকিলে ; কিন্তু জীবিতেশ্বরি! তোমার বিরহে আমি যে আর ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না। আহা! দেবি! তুমি রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, রাজর্ষি জনকের আত্মজা ও চিরকাল অতুল্য বৈভব-সুখোচিতা হইয়া, জানি না, সম্প্রতি একাকিনী

রাক্ষসগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক দিবানিশি কতই মনোবেদনা ও কতই যে অসহনীয় যাতনা উপভোগ করিতেছ, তাহার আর পরিসীমা নাই। আহা! প্রিয়ে! সৌভাগ্য সময়ে তোমার যে অকলঙ্ক চন্দ্রানন শারদীয় পৌর্ণমাসী-সুধাংশুকেও শোভাগর্ব্বে তিরস্কার করিত, অধুনা, শোক-মেঘে সমাবৃত থাকায়, জলদাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় বোধহয় নিতান্তই নিষ্প্রভ হইয়াছে। ভাই লক্ষ্মণ! জানকীর সংবাদ পাইয়া আমার শোকসাগর যেন আবার নবীভূত হইয়া উঠিল। এখন আর আমি কোন রূপেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব যে স্থানে আমার সেই জীবিতেশ্বরী দিবানিশি শোকসাগরে ভাসিতেছেন, ত্বরায় আমাকেও তথায় লইয়া চল।

এইরূপে বিলাপ করিয়া রাম পুনর্ব্বার হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; পবনকুমার! আমার সেই অরণ্যবাস সহচারিণী তোমায় আর কি কি বলিয়া দিয়াছেন, সমুদায় অবিকল বর্ণন কর। আতুর ব্যক্তি যেমন ভেষজের প্রযত্নে উজ্জীবিত থাকে, তদ্রূপ আমিও তোমার মুখে প্রিয়তমার কথা শ্রবণে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া থাকিব। এই বলিয়া রাম অনিবার নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর সুধীর হনুমান্ রাম বাক্য শ্রবণে কাতর বচনে কহিলেন ; প্রভো ! সেই দেবী, চিত্রকূট পর্ব্বতে বায়স-সংক্রান্ত রহস্য কথা সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া পরে কহিলেন, বৎস হনূমন্ ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, আর্য্যপুত্র যখন দেবগণকেও নিগ্রহ করিতে সমর্থ, তখন আমার বিরহে ধৈর্য্য হইয়াও যুগান্তকালীন প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় সদ্বীপা বসুন্ধরাকে কোপানলে কেন ভস্মসাৎ করিতেছেন না ! তবে কি এখন পর্য্যন্তও এ চির দুঃখিনীর দুঃখের অবসান হয় নাই ?

এই বলিতে বলিতে আর্য্যা নয়ন জল আর রাখিতে পারিলেন না, অমনি " হা নাথ " বলিয়া দরদরিতধারে নেত্রাম্বু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে আবার কহিলেন ; পবনকুমার ! কেমন, আমাদের নূতন রাজা ভরত নূতন রাজ্য পাইয়া এক্ষণে কি মাতৃস্বভাবই অবলম্বন করিয়াছেন, না এ চিরদুঃখিনীর উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করিতেছেন ? অহা ! কপিবর ! কপিরাজ সুগ্রীব বান্ধবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার উদ্ধারের জন্য বানরী সেনা সহ এখানে আসিবেন ? আহা ! আমার এমন সৌভাগ্যসূচক

সুদিন কি আর আসিবে? যে দিনে দেখিব;— সেই সুমিত্রানন্দ-বর্দ্ধন মহাবীর লক্ষ্মণ নিজ বাহুবলে সমস্ত অরাতিকুল বিনষ্ট করিয়া শোণিত ধারায় ধরাতল অভি-ষিক্ত করিতেছেন, আর সেই দুষ্টনিয়ন্তা দয়িতাবৎসল রাম সশরাসনে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া, রাক্ষসকুল-কামিনী-দিগের অনবরত পতিত অশ্রুধারায় ধরাতলের সেই সমস্ত শোণিতধারা আবার ধৌত করিয়া ফেলিতেছেন।

তৎশ্রবণে আমি কহিলাম; দেবি! আপনি যে একেবারে নিশাচর-নিষেবিত নিতান্ত ভয়াবহ স্থানে অবস্থান করি-তেছেন, তাহা তিনি এপর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই, জানিলে দৈত্যাপহৃতা শচী দেবীকে লইয়া যেমন দেব-রাজ স্বধামে গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনাকেও লইয়া যাইতেন। এক্ষণে আমার মুখে আপনার সংবাদ পাইলেই মহতী সেনা সমবেত করিয়া অচিরকাল মধ্যেই আপনার এ দুঃখের সমুচিত প্রতিশোধ করিবেন। আর্য্যে! আর্য্য রামচন্দ্রের বিরহে যেমন আপনাকে দেখিতেছি, আপনার অদর্শনে তাঁহাকেও তদ্রূপই জানিবেন। যেমন মাল্যবান্ পর্ব্বত সম্বর্ত্তক অগ্নিসংযোগে অভিসন্তপ্ত হয়, আপনার অদর্শন জনিত শোকানলে তাঁহার চিত্তও দিবা-নিশি তদ্রূপই সন্তপ্ত হইতেছে। ঘোরতর ভূমিকম্প হইলে মহাশৈল যেমন কম্পিত হয়, আপনার বিরহজনিত শোকে তাঁহার তাদৃশ অটল চিত্তও তদ্রূপ পরিচালিত হইতেছে। তিনি আপনার অদর্শনজনিত প্রবল হুতাশন-শিখায়

সন্তাপিত হইয়া কখন সুরম্য কাননে, কখন সরোজদল-বিরাজিত সুস্নিগ্ধ সরোবরে, কখন শৈলমধ্যস্থিত সুশীতল শিলাতলে ও কখন পর্ব্বত প্রস্রবণ প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। তিনি দিবাবসানে কখন কখন উদ্যানবিহার সুখ লালসায় প্রস্থান করেন, কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে সৌভাগ্য সময়ে যে পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া যথোচিত প্রীতি লাভ করিতেন, অধুনাও সেই সৌরভ, কিন্তু আঘ্রাণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রীতি লাভ করিতে পারেন না; অমনি পর্ণকুটীরে প্রত্যা-গমন করেন, যেন অভিনব বিয়োগ কাতরের ন্যায় অন-বরত নয়নাম্বু বিসর্জন করিয়া স্বীয় তাদৃশ অসামান্য ধৈর্য্য ও তাদৃশ অনন্যসুলভ গাম্ভীর্য্যের যেন সর্ব্বথা অলীকতাই প্রকাশ করিতে থাকেন। ফলতঃ তিনি শয়নে স্বপনে আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া শোকে নিতান্তই সন্তপ্ত হইতেছেন এবং আপনার লাভের জন্য বিস্তর চেষ্টাও করিতেছেন। অতএব দেবি! আর রোদন করিবেন না, আমি মন্দর পর্ব্বত ও বিন্ধ্যগিরিকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি অচিরকাল মধ্যেই সেই কুন্দনিন্দিত-দশনশোভী মনোহর-মুখশ্রী-পরিশোভিত রামরূপ অব-লোকন করিয়া হৃদয়গত সন্তাপনিচয় অপসারিত করি-বেন এবং ঐরাবতপৃষ্ঠে সমাসীন দেবরাজ শতক্রতুকে দেখিয়া রাজ্ঞী শচী যেমন অসীম আহ্লাদরসে আপ্লাবিত

হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও আমার পৃষ্ঠে সেই ভুবনমোহন রামরূপ অবলোকন করিয়া বর্ত্তমান মোহ বিসর্জন করিবেন। অতএব দেবি! আপনি আর রোদন করিবেন না, এক্ষণে আপনার দর্শন বিষয়ে যেরূপে আর্য্য বিশ্বস্ত হইতে পারেন, এইরূপ কোন অভিজ্ঞান আমার হস্তে প্রদান করুন।

এই বলিয়া আমি বিরত হইলে, জানকী চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব বেণীভূষণ দিব্য মণি অঞ্চল হইতে মোচন করিয়া আমার করে অর্পণ করিলেন। তৎপরে আমি গমনার্থ উদ্যত হইলে, আবার কহিলেন; বৎস! তোমায় আর অধিক কি কহিব; যাহাতে আর্য্যপুত্র আসিয়া শীঘ্রই এ চিরদুঃখিনীর দুঃখনিচয় বিদূরিত করেন, তাহাই করিবে, রাক্ষসীদিগের যাতনা আমি আর সহিতে পারি না। আর্য্য! তৎশ্রবণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলাম, দেবি,! জনকনন্দিনি! যদি ইচ্ছা হয়, আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। ভগবান্ হুতাশন যেমন হুতহব্য লইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করেন, তদ্রূপ আমিও আপনারে পৃষ্ঠে লইয়া প্রস্রবণ পর্ব্বতস্থিত সেই দয়িতাবৎসল দাশরথির করে অর্পণ করিব। তৎশ্রবণে সেই সাধ্বী ধরিত্রীসুতা কহিলেন; পবনকুমার! অন্য পুরুষের গাত্রস্পর্শ করা পতিব্রতার ধর্ম্ম নহে; বিশেষতঃ আর্য্যপুত্র স্বয়ং আসিয়া সমুদায় অরাতিকুল বিনাশ পূর্ব্বক আমায় উদ্ধার করিলেই আমার এ দুঃখের সমুচিত

প্রতিশোধ হয়। অতএব বৎস! তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর, যাহাতে তিনি ত্বরায় আসিয়া এই দুঃখার্ণব হইতে আমাকে উদ্ধার করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ করিয়া কহিবে। এই আমার তীব্র শোকাবেগ, এই সমস্ত রাক্ষসীগণের ভৎর্সনা, তুমি ত স্বচক্ষেই দেখিয়া চলিলে? তোমায় আর অধিক কি কহিব; এই বলিয়া তিনি অবিরল ধারায় নেত্রাম্বু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

এই বলিয়া মারুতকুমার আবার কহিলেন, প্রভো! অনন্তর আমি গমনার্থ সমুদ্যত হইলে, সেই ম্লানমুখী সীতা পুনর্ব্বার উত্তর কর্ত্তব্যের কথা কহিতে লাগিলেন; হনূমন্! ভাল, আমি জীবিত থাকিতেই ত আমার উদ্ধার হইবে? তুমি আর্য্যপুত্রের নিকট সমস্ত কহিলে, তিনি ত আমার উদ্ধার বিষয়ে মত করিবেন? না দূরতা নিবন্ধন আমাকে উপেক্ষা করিয়াই নিয়মিত সময়ে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন। আমার যে আর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। পবনকুমার! আর্য্যপুত্র কি তাঁহার জানকীরে উপেক্ষা করিয়াই থাকিবেন? হনূমন্! বল দেখি, সুগ্রীব প্রভৃতি মহাবল বানরগণ তাঁহার সহায় হইলেও কি রূপে দুষ্পার জলধি পার হইবেন? তুমি,তোমার পিতা পবনদেব এবং বিনতানন্দন ভিন্ন ত আর কাহারও জলধি লঙ্ঘনে সামর্থ্য নাই?

তৎশ্রবণে আমি কহিলাম, রাজনন্দিনি! কপিরাজ সুগ্রীব, যাহাঁর নিদেশপালনে শত শত সাংগ্রামিক বানর তৎপর রহিয়াছেন, তিনি স্বয়ং যখন আপনার উদ্ধারার্থ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন আর সামান্য সাগর লঙ্ঘনের জন্য এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? ঐ সমস্ত কপিকুল এরূপ প্রভাবসম্পন্ন, যে তাহার ইয়ত্তা করাও আমার সাধ্যাতীত। অতএব আর্য্যে! আপনি অলীক আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। দেখিবেন, অচির কাল মধ্যেই সমস্ত বানরী সেনা সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক আগমন করিবেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রসূর্য্যবৎ প্রতিভাসম্পন্ন সেই নরশার্দ্দূল রাম ও লক্ষ্মণকে আমি পৃষ্ঠে করিয়া আপনার সমীপে লইয়া আসিব। দেখিবেন, অবিলম্বেই দুষ্ট দশাননের চিতানল জ্বলিয়া উঠিবে এবং রোহিণী যেমন চন্দ্রের, তদ্রূপ আপনিও নিরাপদে হাসিতে হাসিতে রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া সকল দুঃখ অপসারিত করিবেন। প্রভো! আমি এইরূপ বহুবিধ আশ্বাসবাক্য দ্বারা তাঁহারে কথঞ্চিৎ উজ্জীবিত করিয়া জলধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই আগমন করিলাম।

সুন্দরকাণ্ড সম্পূর্ণ।

—(০)—